অমুক এলাকার মফঃসল আপীল আদালতে প্রথমতঃ কি আপীলমতে উপস্থিত হইয়া নিষ্পত্তি পাওয়া মোকদ্দমাসকলের অমুক সনের অমুক মাসের ফিরিস্তি।

জিলা কি শহরের মিসিলের নম্বর	মফঃসল আপীল আদালতের মিসিলের নম্বর	উভয় বিবাদির নাম	দাওয়ার খোলাসা	জিলা কি শহরের আদালতের ডিক্রীর মজমুন ও যাহার পক্ষে ডিক্রী হয়	যে আদালত হইতে মোকদ্দমার আপীল হয়	মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রীর মজমুন	মফঃসল আপীল আদালতে আপীলের দরখাস্ত দাখিলের তারিখ	মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রীর তারিখ
৫৮৯	১	আপেলান্ট গদাধর নন্দী রেস্পাণ্ডেণ্ট হরিনারায়ণ	তমঃসুকীকর্জ্জা ১০০ টাকা ও তাহার সুদের	হরিনারায়ণের হকে ডিক্রী ১০০ টাকা	সিলহট্টের আদালত	জিলার আদালতের ডিক্রী মঞ্জুর রেস্পাণ্ডেণ্টের হকে ডিক্রী হইল খরচা ২০ টাকা	ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ তারিখ ১০ জুন	২০ জুলাই
৬৪০	২	আপেলান্ট রামদুলালঘোষ রেস্পাণ্ডেণ্ট গৌরীচরণ	১ এক নৌকার মূল্য ৫০ টাকা	গৌরীচরণের হকে ডিক্রী হইল ২৫ টাকা	শহর জাহাঁগীর নগরের আদালত	শহরের আদালতের ডিক্রী নামঞ্জুর হইলও আপেলান্টের হকে ডিক্রী হইল খরচা ১০ টাকা	ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল তারিখ ১৫ জুন	২৪ জুলাই
৭২০	৩	আপেলান্ট সেবকরাম রেস্পাণ্ডেণ্ট বৈদ্যনাথশর্ম্ম	রামপুরগ্রামের অর্দ্ধেক যাহার সালিয়ানা উৎপন্ন ২৫০ টাকা	বৈদ্যনাথের হকে ডিক্রী হইল রামপুর গ্রামেরঅর্দ্ধেক মায়খরচা ৫০ টাকা	জিলা ময়মনসিংহের আদালত	উভয় বিবাদিতে রাজীনামা দাখিল করিলেক মোকদ্দমা ডিস্মিস্ হইল	১৭৯৩ সাল ১৬ জুন	২৯ জুলাই

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ১৮ অষ্টাদশ আইন।

১৬ ধারা।

সকল মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে প্রতিসনের ১ পহিলা জানুআরী কিম্বা ১ পহিলা জুলাই তারিখে আপনারদিগের আদালতের কি প্রথম উপস্থিতের কি আপীলের মুলতবী মোকদ্দমাসকলের ফিরিস্তি সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইতে থাকেন ও কর্ত্তব্য যে সেই ফিরিস্তি নীচের লিখিত নক্সাক্রমে যে দাগ ও পুস্তের কাগজে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা চাহেন সেই কাগজে তৈয়ার হয়।

মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের আপনারদিগের আদালতের মুলতবী মোকদ্দমার ফিরিস্তি ছয় মাস অন্তর সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবার কথা।

অমুক এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের কি প্রথম উপস্থিতের কি আপীলের মুলতবী মোকদ্দমাসকলের ফিরিস্তি সন অমুক ইঙ্গরেজী তারিখ ১ পহিলা জানুআরী কিম্বা ১ পহিলা জুলাই।

নম্বর	উভয় বিবাদির নাম	প্রথম উপস্থিত কি আপীলের মোকদ্দমার দাওয়ার সারোদ্ধার	মোকদ্দমা দাখিলের তারিখ	সম্বাদ
১০	বাদী ভবানীচরণ প্রতিবাদী রামনারায়ণ	১ এক নৌকার মূল্য ৫০ টাকা	ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সাল ১৬ মাই	আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ফিরিস্তির লিখিত মোকদ্দমা সকল পূর্ব্বে কি পরেই বা ফিরিস্তিতে দাখিল হউক তাহা মুলতবী থাকনের হেতু এই ঘরে লিখেন

১৭ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের দিন দিনের রোয়দাদের বহী এবং আপনারদিগের নিষ্পত্তিকরা আপীলওগয়রহের মোকদ্দমাসকলের আলাহিদা ফিরিস্তি ১৩ ও ১৪ ধারানুসারে যেরূপে সকল মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগেরে রাখিতে হুকুম আছে সেই রূপে রাখেন ইতি।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা মফঃসল আপীল আদালতসকলের সাহেবদিগের মতে বহী ও ফিরিস্তি রাখিবার কথা।

১৮ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে প্রতিসনের ১ পহিলা জানুআরী ও ১ পহিলা জুলাই তারিখে যে সকল মোকদ্দমা ছয়ং মাসের মধ্যে ঐ সকল তারিখের পূর্ব্বে নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন তাহার ফিরিস্তি নীচের লিখিত নক্সাক্রমে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে পাঠাইতে রহেন এইহেতুক যে ঐ সকল ফিরিস্তি বিলায়তের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের নিকটে পাঠান যায়।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা আপনারদিগের নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমাসকলের ফিরিস্তি ছয়ং মাসান্তর শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে পাঠাইতে থাকিবার কথা।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমাসকলের ফিরিস্তি ইস্তক ১ জানুআরী লাগাইৎ ৩০ জুন কিম্বা ইস্তক ১ জুলাই লাগাইৎ ৩১ দিসেম্বর সন অমুক ইঙ্গরেজী।

নম্বর	উভয় বিবাদির নাম।	আপীলের মোকদ্দমার খোলাসা মজমুন।	যে এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী।	সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী	সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইবার তারিখ	সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর তারিখ
১	আপেলাণ্ট রামরত্ন রিস্পাণ্ডেণ্ট অভয়চরণ	জিলা যশোহরের শামিল সুলতানপুর খড়রিয়ার জমীদারীর মালিকিয়তের হক্কের দাওয়া যাহার সালিয়ানা উৎপন্ন ১০০০০ দশ হাজার টাকা ও তাহার ডিক্রী মফঃসল আপীল আদালতে রিস্পাণ্ডেণ্টের হকে হইয়াছে।	এলাকা কলিকাতা	মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী মঞ্জুর ও রিস্পাণ্ডেণ্টের হকে ১০০ এক শত টাকা খরচার ডিক্রী হইল	২৪ দিসেম্বর ১৭৯৩ সাল ইঙ্গরেজী।	১৭ জানুআরী ১৭৯৪ সাল ইঙ্গরেজী।
২	আপেলাণ্ট ভবানীপ্রসাদ রিস্পাণ্ডেণ্ট নীলকণ্ঠ	জিলা শাহাবাদের শামিল মৌজে রামগড় ও মৌজে প্রতাপপুরের মধ্যের লাখেরাজী জমীনের হক্কীয়তের দাওয়া যাহার সালিয়ানা উৎপন্ন ১১০০ এগার শত টাকা ও তাহার ডিক্রী মফঃসল আপীল আদালতে রিস্পাণ্ডেণ্টের হকে হইয়াছে।	এলাকা আজীমাবাদ	মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী মঞ্জুর ও রিস্পাণ্ডেণ্টের হকে ৫০ পঞ্চাশ টাকা খরচার ডিক্রী হইল।	২০ জানুআরী ১৭৯৪ সাল ইঙ্গরেজী।	১৭ মার্চ ১৭৯৪ সাল ইঙ্গরেজী।

নম্বর	উভয় বিবাদির নাম।	আপীলের মোকদ্দমার খোলাসা মজমুন।	যে এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী।	সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী।	সদর দেওয়ানী আদালতে। আপীল হইবার তারিখ।	সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর তারিখ।
৩	আপেলাণ্ট রামহরি রিস্পাণ্ডেণ্ট গৌরচন্দ্র	জিলা ঢাকার শামিল পরগনা বলুয়ার ফতেপুর তালুকের মালিকিয়তের হকের দাওয়া যাহার সালিয়ানা উৎপন্ন ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা ও তাহার ডিক্রী মফঃসল আপীল আদালতে রিস্পাণ্ডেণ্টের হকে হইয়াছে।	এলাকা জাহাঁগীরনগর	মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী মঞ্জুর ও রিস্পাণ্ডেণ্টের হকে ৪০০‧চারি শত টাকা খরচার ডিক্রী হইল।	২৮ জানুআরি ১৭৯৪ সাল ইঙ্গরেজী।	৮ আপ্রিল ১৭৯৪ সাল ইঙ্গরেজী।
৪	আপেলাণ্ট মাহম্মদএসলাম রিস্পাণ্ডেণ্ট বিষ্ণুনাথ	জিলা রাজশাহীর শামীল পরগনা লস্করপুরের জমীনের মালগুজারীর বাকী ২০০০ দুই হাজার টাকার দাওয়া যাহার ডিক্রী মফঃসল আপীল আদালতে রিস্পাণ্ডেণ্টের হকে হইয়াছে।	এলাকা মুরশিদাবাদ	মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী নামঞ্জুর হইল ও আপেলাণ্টের হকে ২০০ দুইশত টাকা খরচার ডিক্রী হইল।	১০ ফেব্রুআরী ১৭৯৪ সাল ইঙ্গরেজী।	৩১ মাই ১৭৯৪ সাল ইঙ্গরেজী

সমাপ্ত।

A True Translation.

H. P. FORSTER

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ১৯ উনবিংশতি আইন।

যে সকল লোক শ্রীযুত ক্ষিতিপালক বাদশাহী পুরস্কার দানছাড়া অন্য নিষ্কর ভূমির উপর করশূন্যমতে আপনারদিগের ভোগদখল রহিবার দাওয়া রাখে সে সকল লোকের স্বত্বের মোকদ্দমার বিচারের দাঁড়া এবং আদালতের ডিক্রীক্রমে কিম্বা সরকারের হুকুমে ঐ ভূমির উপর যে রাজস্বের ধার্য্য হয় তাহার সংখ্যাযুক্তে ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১ দিসেম্বরে যে আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার লিখিত মর্ম্মবিশেষের পরিবর্ত্তে পরিস্কার দুরস্ত হইবার বিষয়ের আইন শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১ পহিলা মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২০৭ সালের ১৯ রমজানে জারী করিলেন।

এদেশের প্রাচীন দাঁড়াক্রমে একং বিঘা ভূমির উৎপন্ন সমুদয়ের মধ্যে একং স্থানের ভূমির দাঁড়া ও দস্তুরমতে হয় নগদ মুদ্রায় না হয় সামগ্রীতে একং নিরূপিত বস্তু অর্থাৎ রাজস্ব সরকারের স্বত্ব নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা কোনপ্রকারে লোপ ও নষ্ট হইতে পারে না যদি কালক্রমের অধিপতি সেই বস্তুকে কালনিয়কে কিম্বা চিরকালের মতেকাহাকেও পুরস্কারদান না করেন্ অথবা কোন ভূম্যধিকারির ভূমির সরকারের রাজস্ব এক নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার প্রতি সীমা রাখিয়া তাহা আদায় হইলে সেই ভূমির উৎপন্নের অবশেষ সেই অধিকারির প্রতি ন্যস্ত না করেন্ অতএব সেই সকল দাঁড়ার মধ্যে ইহাই বিহিত ছিল যে যে কালে ভূম্যধিকারিদিগের কেহ আপন ভূমির কিছু অংশ নিষ্করক্রমে অন্যকে দান করিত তাহা হাকিমের হজুরে অসিদ্ধ ও নামঞ্জুর হইত এই হেতুক যে কালক্রমের অধিপতির বিনাঅনুমতিতে এরূপ হইলে সরকারের স্বত্ব নষ্ট হয় আর দীপ্তিমান আছে যে যদি ভূম্যধিকারিরা আপনারদিগের ভূমি নিষ্করক্রমে দান করিবার অর্থে হাকিমের হজুরের আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইত তবে সরকারের রাজস্ব কালে কালেই অল্প হইত এপ্রযুক্ত শ্রীযুত কোম্পানী ইঙ্গরেজ বাহাদুরের দেওয়ানী হইবার পূর্ব্বকালে ভূম্যধিকারিদিগের দ্বারা ও সরকারের কার্য্যকারক যাঁহারা তহসীলের কর্ম্মে ছিলেন তাঁহারদিগের মারফতে পুণ্য ক্রিয়ার ব্যয় কিম্বা খয়রাৎদানের নামে অনেক ভূমিদান হইয়াছে কিন্তু বস্তুতঃ তাহার অল্পই ভূমির উৎপন্ন পুণ্য ক্রিয়ার ব্যয়ে ও খয়রাৎদানে আসিতেছে ও তাহার অনেক ভূমিই হয় দানপ্রাপ্ত ব্যক্তির অর্থাৎ গ্রহীতার নিজের লাভের নিমিত্তে না হয় গোপন ও ব্যবধানে তাহার উৎপন্ন হেতুবাদ

পে দাতার

দাতার ভোগে আসিয়া চলবিচল হইয়াছে অথবা ভূম্যধিকারির বিষয়ে নিষ্পত্তির জন্যে বিক্রয় হইয়াছে অতএব দেশাধিপতি শ্রীযুত কোম্পানী ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকার নওয়াবী আমলে যে দাঁড়া চলন ছিল তদ্দৃষ্টে পুনরায় এমত হুকুম করিয়াছেন যে নিষ্কর সকল ভূমির মধ্যে যত ভূমির দান ঐ কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানী হইলে পর সরকারের বিনাঅনুমতিতে হইয়া থাকে তাহা অসিদ্ধ হইবেক কিন্তু মানরক্ষা ও অনুগ্রহ প্রকাশের মনস্থে এমত নির্দ্ধার্য্য হইয়াছিল যে যে কোন ভূমি কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানী হইবার পূর্ব্বে নিষ্করক্রমে দান হইয়াছে ও গৃহীতাও সে ভূমিতে ভোগবান থাকে এই প্রকার ভূমি সমস্তই তাহার নিদর্শনী লিখনের পাঠক্রমে কিম্বা সেই ভূমির রকম ও নামকরণের দৃষ্টে যে কোনমতে তাহার দাতার মনস্থ দানের প্রতি জানা যায় সেই মতেই স্থিরতর ও বহাল থাকে কিন্তু জানিবেক যে কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানী হইবার সময়ে ও তাহার পরেও নিষ্কর ভূমির বহী লেখা যায় নাই এইহেতুক ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগের অনেকেই এবং সরকারের যে কর্ম্মকর্ত্তারা কখনং ভূম্যধিকারিদিগের দুষ্টতাপ্রযুক্ত করগ্রহণ অর্থাৎ মালগুজারী আদায়ের নিমিত্তে স্থানেং তহসীলদারীতে নিযুক্ত হইয়াছে তাহারদিগের অনেকেও বিস্তর ভূমি অন্যঅন্যের নামে কিম্বা আপনারদিগের কুটম্ব অথবা সহবাসিদিগের নামে নিষ্করক্রমে নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহার উৎপন্ন ফলিতার্থে আপনারা ভোগ করিতেছে এবং সে ভূমির সনন্দপত্রেও কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানী হইবার পূর্ব্বের তারিখ লেখাইয়াছে কিম্বা সেই ভূমি জমীদারী দপ্তরে নিষ্করক্রমে এমতে লেখাইত যে তাহার দান কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানী হইবার পূর্ব্বে হইয়াছে এবং সেই ভূম্যধিকারিপভৃতির কেহ এমত ভূমিও অন্যং লোককে দান করিয়া তাহার দানপত্রে তাহার বিচারের কালের পূর্ব্বের তারিখ না লেখাইয়া ইহার দোষ সেই গৃহীতার শিরে রাখিত এইনিমিত্তে যে যদি কখন তাহার স্বত্বাধিকারে কিছু ক্ষতি হয় তবে সে আপনি যেরূপে পারে সেই রূপেই সে ভূমিতে ভোগদখল স্থির রাখে অতএব শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে দেশাধিপতির বিনা অনুমতিতে ও এদেশের দাঁড়ার ব্যতিক্রমে এমত দানহওয়াতে সরকারের স্বত্বাধিকারে যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা ফিরাইয়া লওন এবং যে নিষ্কর ভূমির নিয়মিত কাল গত হইয়াছে তাহাও বাজেয়াফ্তকরা সমস্ত সঙ্গত ক্রিয়ার মধ্যে জানিয়াছেন। আর সরকারের বিনাহুকুমে যে ভূমির দান হইয়াছে তাহার রাজস্বে ভূম্যধিকারিদিগের কিছু স্বত্ব নাই এবং তাহারা নিষ্করক্রমে যে ভূমি লোকদিগেরে দান করিয়াছে তাহাও বাজেয়াফ্তকরণ তাহারদিগের উপযুক্ত হয় না এইহেতুক যে ঐ দুই রূপেই সে ভূমি সরকারের জমার তায়দাদের শামিলে গণ্য যায় না অতএব উপরে লিখিত সকল মর্ম্মদৃষ্টে ১০ দশসনী বন্দোবস্তের কালে এই দাঁড়াই ধার্য্য হইল যে সদরের মালগুজার যে কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের ভূমির মধ্যে যত নিষ্কর ভূমি থাকে তাহার দান সিদ্ধক্রমে হইয়া থাকে কিম্বা না হইয়া থাকে তথাপি

সেই

সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের ভূমির জমা সেই সকল নিষ্কর ভূমির বাহির জ্ঞান হইবেক এপ্রযুক্ত সেই দাঁড়াও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের ৩৬ ধারানুসারে নূতনক্রমে নির্দ্ধার্য্য হইল এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইনের ৮ অষ্টম ধারা ঘটিত ৭ সপ্তম দফার যে ৩ তৃতীয় প্রবোধ বিধানে মোকররী জমার মতের নিদর্শন আছে তাহাতে স্পষ্ট ও পরিষ্কার লেখা আছে এই পাঠে যে এদেশী লোকদিগের ভোগদখলে যে ভূমি নিষ্করে আছে তাহার মধ্যে যাহা সনন্দপত্রানুসারে অসিদ্ধ ও গরমাতবররূপে কাহারো দখলে থাকনপ্রমাণ হয় তাহার উপর যত রাজস্বের ধার্য্যকরণ শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে উচিত জানেন তাহাই করিবেন কিন্তু যে নিষ্কর ভূমির দান অসিদ্ধক্রমে হইয়াছে তাহা বাজেয়াপ্তকরণ যদ্যপি ঐ শ্রীযুতের হজরের বাসনা ও মঞ্জুর আছে তথাপি যাহারা পরিপক্ব ও মাতবর নিদর্শনী লিখনানুসারে নিষ্কর ভূমি রাখে তাহারদিগের স্বত্বাধিকারে তাহারদিগের ভোগদখলের স্থৈর্য্যার্থে নিয়তই সরল আছেন এবং তদ্ভিন্ন ঐ শ্রীযুতের যথেষ্ট স্পৃহা আছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১ পহিলা দিসেম্বরের পূর্ব্বে আইনবিরুদ্ধে যে নিষ্কর ভূমির দান হইয়া থাকে তাহা বাজেয়াপ্ত হওনে তাহার ভোগবানদিগের বিস্তর ব্যামোহ না হয় এ কারণ ঐ শ্রীযুত নিষ্কর ভোগিদিগের স্বত্বাধিকারের বিচারে কিছু অন্যায় ও অত্যাচার না হইতে পারিবার জন্যে এমত নির্দ্দিষ্ট করিলেন যে নিষ্করভোগিরা আপনারদিগের ভূমির বেওরাকৈফিয়ৎ এই আইনের অনুসারে সরকারের কার্য্যকারকদিগেরে লিখিয়া দিলে সরকারের পক্ষে নিষ্কর ভূমির রাজস্বের দাওয়া দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইয়া তাহারদিগের স্বত্বাধিকারের বিচার ও নিষ্পত্তি পায় এবং যাবৎ সেই নিষ্করভোগিদিগের স্বত্বাধিকার আদালতের বিচার ও ডিক্রীক্রমে অসাব্যস্থ প্রমাণ না হয় তাবৎ তাহারদিগের নিষ্কর ভূমির উপর সরকারের রাজস্বের ধার্য্য না হয় অতএব উপরের লিখিত সকল মর্ম্মদৃষ্টে যে ভূমির দান আইনবিরুদ্ধে হইয়াছে তাহা বাজেয়াপ্ত অনায়াসে হইবার জন্যে এবং এমত সকল দান হইবাতে উত্তরকাল বুঝি সরকারের মোকররী জমার স্থিরতা যাহা ভূম্যধিকারিদিগের উপর চিরকালের জন্য ধার্য্য হইল তাহার ক্ষতি হইতে পারে ইহার আটকের নিমিত্তে এবং একং জিলার মোতালক নিষ্কর ভূমির বহীও তৈয়ার হইয়া সরকারে এবং সকল জিলার কালেক্টরসাহেবদিগের নিকটেও সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত থাকিবার কারণ নীচের লিখিত কএক ধারার দাঁড়া সকল ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১ পহিলা দিসেম্বরের নির্দ্দিষ্ট আইনের নিদর্শনে তাহার মর্ম্মবিশেষের পরিবর্ত্তে ও শোধনে নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—শ্রীযুত কোম্পানী ইঙ্গরেজ বাহাদুরের দেওয়ানী হইবার তারিখ ইঙ্গরেজী ১৭৬৫ সালের ১২ আগষ্টের পূর্ব্বে যে নিষ্কর ভূমির দান হইয়া থাকে সে ভূমির দাতার বিবেচনা না হইয়া তাহার নিদর্শন লিপি থাকে কিম্বা না থাকে

ইঙ্গরেজী ১৭৬৫ সালের ১২ আগষ্টের পূর্ব্বে যে নিষ্কর ভূমির দান হইয়া

তথাচ

তথাচ সে সকল ভূমিতে যদি সেই দানপ্রাপ্ত ব্যক্তি অর্থাৎ গ্রহীতা ফলিতার্থে ঐ তারিখের পূর্ব্বে সেই ভূমিতে দখল পাইয়া থাকে ও ঐ তারিখহইতে কখন সে ভূমির উপর কি সরকারের হুকুমে কি সরকারের কোন কার্য্যকারকের হুকুমে রাজস্বের ধার্য্য না হইয়া থাকে তবে পূর্ব্বমতে স্থিরতর ও বহাল রহিবেক। কিন্তু যদি আদালতে প্রমাণ হয় যে সেই গ্রহীতা ঐ তারিখের পূর্ব্বে সে ভূমিতে দখল পায় নাই অথবা দখল পাইয়াছিল পরে সে ভূমির রাজস্ব সরকারের হুকুমে কিম্বা সরকারের কোন কার্য্যকারকের হুকুমে ধার্য্য হইয়াছে তবে সে ভূমি পূর্ব্বমতে বহাল রহিবেক না।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—এইক্ষণে যে কোন ভূমির উপর সরকারের রাজস্বের ধার্য্য আছে তাহা পূর্ব্বমতে নিষ্কররক্রমে স্থির ও বহাল রাখিবার দাওয়ার মোকদ্দমায় যদি কেহ এমত কথা কহিয়া নালিশ করে যে এই ভূমির দান কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানী হইবার তারিখের পূর্ব্বে হইয়াছিল ও যে আদালতে আদৌ তাহার বিচার হয় কিম্বা যে কোন আদালতে তাহার আপীল হয় তথায় যদি প্রমাণ হয় যে সেই গ্রহীতা সেই ভূমিতে ঐ তারিখের পূর্ব্বে নিষ্করে ভোগবান ছিল কিন্তু ঐ তারিখের পর সরকারের কোন কার্য্যকারকের হুকুমে সে ভূমির উপর সরকারের রাজস্বের ধার্য্য হইয়াছে ও তাহাতে সরকারের রাজস্ব ধার্য্যকরণে সেই কার্য্যকারকের শক্তি থাকিবার বিষয়ে আদালতের জজসাহেবের চিত্তে কিছু সন্দেহ হয় তবে ইহাতে সেই সাহেবের কর্ত্তব্য যে এ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি যবস্থবে রাখিয়া তাহার বেওরাকৈফিয়ৎ শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে লিখেন ঐ শ্রীযুত তাহাতে সেই কার্য্যকর্ত্তার শক্তি থাকিবার কিম্বা না থাকিবার বিষয়ে যে মত সমাধা করেন তদনুসারে সেই সাহেব সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তিতে মনোযোগী হন। কিন্তু যে সকল ভূমির মোকদ্দমার ফরিয়াদী আদালতে নালিশ করিবার অব্যবহিতপূর্ব্ব ১২ দ্বাদশ বৎসর হইতে সে ভূমির উপর সরকারের রাজস্বের ধার্য্য থাকে সে সকল ভূমির প্রতি নিষ্করের দাওয়া শ্রাব্য হইবেক না যদি ফরিয়াদী ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ১৪ চতুর্দ্দশ ধারার লিখনক্রমে সেই দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে আদালতে আপন দাওয়া উপস্থিত ও জারী না করিবার বিশিষ্ট হেতু না কহিতে পারে।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—শ্রীযুত কোম্পানী ইঙ্গরেজ বাহাদুরের দেওয়ানী হইবার পূর্ব্বকালে করশূন্যমতে দান হওয়া যে ভূমির উপর এইক্ষণে রাজস্বের ধার্য্য আছে সে ভূমির মোকদ্দমায় যদি সে ভূমির সনন্দপত্রে তাহা নিষ্কররক্রমে বহাল থাকিবার নিয়মকাল কেবল সেই গ্রহীতার জীবদ্দশাপর্য্যন্ত লেখা থাকে কিম্বা তাহার সনন্দে এমত নিদর্শন না থাকে অথবা তাহার সনন্দ পওয়া না যায় কিম্বা সে ভূমির সনন্দ কখন না পাইয়া থাকে কিন্তু সে ভূমির রকম ও নামকরণদৃষ্টে এমত প্রমাণ হয় যে তাহা সাব্যস্থ ও বহালরাখণ এদেশের প্রাচীন দাঁড়ামতে কেবল সেই গ্রহীতার জীবদ্দশাপর্য্যন্তই সীমা আছে তবে এরূপে উপরের লিখিত দুই প্রকরণক্রমে জজসাহেবদিগের

প্রতি

থাকে সে ভূমিতে ঐ তারিখের পূর্ব্বে গ্রহীতার দখল হইয়া থাকিলেও তাহার উপর সরকারের রাজস্বের ধার্য্য ঐ তারিখহইতে না হইয়া থাকিলে সে ভূমি বাজেয়াপ্ত না হইবার কথা।

ঐ তারিখের পূর্ব্বের দানকরা ভূমিতে গ্রহীতা দখল পাইলে পর রাজস্বের ধার্য্য কোন হুকুমে হইয়া থাকিলে সে ভূমি বাজেয়াপ্ত হইবার কথা।

নিষ্কর ভূমিররাজস্ব ধার্য্যকরণে তাহার গ্রহীতা অন্যায়বোধে নালিশ করিলে সেই রাজস্ব ধার্য্যের ক্ষমতা ধার্য্যকারকের না থাকনের প্রতি সন্দেহ জজসাহেবের হইলে সেই সাহেব সে সংবাদ শ্রীযুতের কৌন্সেলের হুজুরে লিখিবার কথা।

বিশেষ মর্ম্মছাড়া ফরিয়াদীর নালিশের তারিখের অব্যবহিতপূর্ব্ব ১২ বৎসরহইতে ভূমির রাজস্বের ধার্য্য হইয়া থাকিলে তাহার প্রতি নিষ্করের দাওয়া না শুনা যাইবার কথা।

শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানী হইবার পূর্ব্বে যদি কোন ভূমি গ্রহীতার বর্ত্তমানী কটে নিষ্কররক্রমে দান হইয়া এইক্ষণে তাহার উপর রাজস্বের ধার্য্য হইয়া থাকে তবে তাহার হালের ডিক্রী সেই গ্রহীতার নামছাড়া নামান্তরে না হইবার কথা।

প্রতি এমত হুকুম না জানা যায় যে সেই গ্রহীতার নামছাড়া অন্যের নামে এমত ভূমি নিষ্করক্রমে সাব্যস্থ ও বহালের ডিক্রী করেন।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—শ্রীযুত কোম্পানী ইঙ্গরেজ বাহাদুরের দেওয়ানী হইবার পূর্ব্ব কালে যে নিষ্কর ভূমির দান হইয়াছে সে ভূমির সনন্দপত্রে যদি তাহা বহাল রহিবার নিয়মকাল কেবল গ্রহীতার জীবদ্দশাপর্য্যন্ত লেখা থাকে কিম্বা সে ভূমির সনন্দে এমত নিয়ম লেখা না থাকে অথবা সেই সনন্দ পাওয়া না যায় কিম্বা সে ভূমির সনন্দ কখন না পাইয়া থাকে কিন্তু সে ভূমির রকম ও নামকরণ দৃষ্টে এমত প্রমাণ হয় যে তাহা নিষ্করক্রমে বহালরাখণ এ দেশের প্রাচীন দাঁড়ামতে কেবল সেই গ্রহীতার জীবদ্দশাপর্য্যন্তই সীমা ছিল তবে এরূপে সে ভূমির মোকদ্দমায় যে কেহ সংপ্রতি সে ভূমিতে ভোগবান থাকে তাহার মরণানন্তর সে ভূমিতে নিষ্করক্রমে তাহার উত্তরাধিকারির ভোগদখলের স্বত্বাধিকার জানা যাইবেক না আর যদি সেই নিষ্কর ভূমির সনন্দে এমত লেখা না থাকে যে সে ভূমি মৌরুসী অর্থাৎ পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগের তবে এরূপেও যে যে কালে জজসাহেবদিগের নিকটে সে ভূমির রকম ও নামকরণ দৃষ্টে এমত প্রমাণ হয় যে সে ভূমি দেশাচারক্রমে মৌরুসী ভূমির ন্যায় নহে তবে সে ভূমিতে সংপ্রতি যে কেহ ভোগবান থাকে তাহার মরণানন্তর সে ভূমিতে তাহার উত্তরাধিকারির ভোগদখলের স্বত্বাধিকার বোধ হইবেক না। এই ধারানুসারে যে নিষ্কর ভূমি মৌরুসী প্রমাণ হয় তাহার মোকদ্দমায় সংপ্রতি সে ভূমিতে যে কেহ ভোগবান থাকে তাহার মরণানন্তর যদি বিচারে সাব্যস্থ হয় যে শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানী হইবার পূর্ব্বে এক জন কিম্বা জনকএকে সেই ভূমিতে উত্তরং ভোগবান হইয়াছিল তবে বরং কোন জজসাহেব তাহার রাজস্বের ধার্য্যার্থে ডিক্রী করিলেও শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের বিনাহুকুমে সে ভূমির উপর রাজস্বের ধার্য্য হইবেক না এমত গতিকে সেই সাহেবের কর্ত্তব্য যে সে মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠান ইহাতে ঐ শ্রীযুতের কর্তৃত্ব থাকিবেক যে সেই ভূমির রাজস্বের ধার্য্যকরণ কিম্বা নিষ্করক্রমে তাহা বহাল রাখণের অর্থে যাহা উচিত জানেন তাহাই হুকুম করেন।

শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানী হইবার পূর্ব্বে যে ভূমি গ্রহীতার বর্ত্তমানী কটে দান হইয়াছে সে ভূমি তাহার এইক্ষণের অধিকারির মরণানন্তর তাহার উত্তরাধিকারির দখলে নিষ্করক্রমে বহাল না থাকিবার কথা।

শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানী হইবার পূর্ব্বে যে ভূমি গ্রহীতার বর্ত্তমানী কটে দান হইয়াছে তাহাতে যদি প্রমাণ হয় যে ঐ দেওয়ানির পূর্ব্বে সে ভূমিতে এক জন কিম্বা জন কএকে উত্তরং ভোগবান ছিল তবে তাহার এইক্ষণের অধিকারির মরণান্তর শ্রীযুতের কৌন্সেলের হজুরের বিনা হুকুমে তাহার রাজস্বের ধার্য্য না হইবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—শ্রীযুত কোম্পানী ইঙ্গরেজ বাহাদুরের দেওয়ানী হইবার পূর্ব্বে যে কোন নিষ্কর ভূমির দান গ্রহীতার জীবদ্দশাপর্য্যন্ত কালনিয়মে হইয়াছে সে ভূমি যদি উপরের প্রকরণানুসারে মৌরুসী প্রমাণ না হয় তবে এইক্ষণে তাহাতে যে কেহ ভোগবান থাকে তাহার প্রতি হুকুম থাকিবেক না যে আপন পরমায়ুর বাকী কালের অতিরিক্ত নিয়মে সে ভূমি বিক্রয় কিম্বা মতান্তরে অন্যকে দেয় কিম্বা বন্ধক রাখে এই হুকুমের ব্যতিক্রমে এমত ভূমির কোনবিচল অর্থাৎ দান বিক্রয় কিম্বা বন্ধক হইলে তাহা অসিদ্ধ হইবেক। কিন্তু জানিবেক যে যদি সেই ভূমি মৌরুসী হইবার অর্থে সরকার কিম্বা সরকারের যে কোন কার্য্যকারক তাহা হওয়াইবার কর্তৃত্ব

শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানী হইবার পূর্ব্বে যে ভূমি গ্রহীতার বর্ত্তমানী কটে দান হইয়া থাকে তাহার এইক্ষণের ভোগবান আপন পরমায়ুর বাকী কালের অধিক নিয়মে সে ভূমি অন্যকে না দিবার কথা।

ঐ ভুমি সরকারের কিম্বা সরকারের কার্য্যকারকের হুকুমে মৌরুসী হইলে তাহার এইক্ষণের অধিকারির মরণানন্তর সে ভুমির উপর রাজস্বের ধার্য্য না হইবার কথা।

রাখিতেন তাঁহার স্থানহইতে হুকুম হইয়া থাকে তবে এরূপে সে ভুমির এইক্ষণের বৃত্তিভোগী অধিকারির মরণানন্তর ও সে ভুমির উপর রাজস্বের ধার্য্য হইবেক না বরং এমত ভুমি উপরের লিখিত প্রকরণ ও এই প্রকরণের লিখিত সকল দাঁড়ার বাহির জ্ঞান হইবেক যদি কোন দেওয়ানী আদালতে এমত সন্দেহ হয় যে সেই কার্য্যকারক সেই ভুমি মৌরুসী হওয়াইবার কর্ত্তৃত্ব রাখিতেন কি না তবে সেই আদালতের জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি যবস্থবে রাখিয়া তাহার বেওরা কৈফিয়ৎ শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে লিখেন্ ঐ শ্রীযুত সরকারের সেই কার্য্যকারক সে কর্ত্তৃত্ব রাখিবার কি না রাখিবার বিষয়ের যেমত হুকুম করেন তদনুসারে সেই জজসাহেব সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তিতে মনোযোগী হন্ ইতি।

৩ ধারা।

কোম্পানীর দেওয়ানী হওনের পরে সরকারের কি উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন সরকারের কার্য্যকারকের বিনা হুকুমে যেং ভুমির দান হইয়া থাকে তাহা অসিদ্ধ হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৬৫ সালের ১২ আগস্তের পর ও ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১ পহিলা দিসেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১১৯৭ সালের ১৮ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে ফসলী ১১৯৮ সালের ১০ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে বিলায়তী ১১৯৮ সালের ১৮ অগ্রহায়ণের পূর্ব্বে যে কোন নিষ্কর ভুমির দান হইয়াছে ও তাহার মঞ্জুরী সরকারে কিম্বা সরকারের যে কোন কার্য্যকারক মঞ্জুরীর কর্ত্তৃত্ব রাখিতেন তাঁহার নিকটে না হইয়া থাকে তবে এপ্রকার দানসমস্তই অসিদ্ধ হইবেক।

নিষ্কর ভুমির দান মঞ্জুরীর অর্থে সরকারের কোন কার্য্যকারকের কর্ত্তৃত্বের প্রতি সন্দেহ হইলে জজসাহেব যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি উপরের প্রকরণের লিখিত ভুমির দানের মঞ্জুরীর অর্থে সরকারের কোন কার্য্যকারকের কর্ত্তৃত্বের প্রতি কোন দেওয়ানী আদালতে সন্দেহ হয় তবে সেই আদালতের জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি যবস্থবে রাখিয়া তাহার বেওরাকৈফিয়ৎ শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে লিখেন্ ঐ শ্রীযুত তাহাতে সেই কার্য্যকারক কর্ত্তৃত্ব রাখিবার কি না রাখিবার বিষয়ে যেমত হুকুম করেন্ তদনুসারে সেই জজসাহেব তাহার নিষ্পত্তিতে মনোযোগী হন্।

জিলা সকলের কৌন্সেলী সাহেবদিগের দ্বারা যে নিষ্কর ভুমির দান হইয়া থাকে তাহা সমস্তই উপরের প্রকরণের লিখিত দাঁড়ার বাহিরে হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—বিদিত আছে যে পূর্ব্বকালে মফঃসল জিলাসকলের কৌন্সেলী সাহেবদিগেরে যে ভুমির উৎপন্ন সম্বৎসরে ১০০ এক শত টাকার অধিক না হয় এমত ভুমি নিষ্করক্রমে দানের কর্ত্তৃত্ব সরকারহইতে অর্পণ হইয়াছিল অতএব যে নিষ্কর ভুমির দান সুবে বাঙ্গালায় বাঙ্গালা ১১৭৮ সাল ও সুবে বেহারে ও সুবে উড়িষ্যায় ১১৭৯ সাল ফসলী ও বিলায়তীর পূর্ব্বে সেই মফঃসল জিলাসকলের কৌন্সেলী সাহেবদিগের মোহর ও দস্তখতী সনন্দানুসারে হইয়া থাকে তাহাতে এই ৩ তৃতীয় ধারার ১ প্রথম প্রকরণের মতে এমত জ্ঞান না হয় যে সে ভুমির উপর রাজস্বের ধার্য্য হইতে পারে।

উপরের লিখিত তারিখের পূর্ব্বে দশ বিঘার অনর্দ্ধ যে ভুমি ধর্ম্মার্থে

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—১০ দশ বিঘার অধিক না হয় এমত যে নিষ্কর ভুমির দান সুবে বাঙ্গালায় ১১৭৮ সাল বাঙ্গলা ও সুবে বেহারে ও সুবে উড়িষ্যায় ১১৭৯ সাল ফসলী ও বিলায়তীর পূর্ব্বে হইয়াছে ও তাহার উৎপন্ন নিতান্ত দেউলের ব্যয়বাসন কিম্বা ব্রাহ্মণদিগির

দিগের ভরণপোষণ অথবা অন্যং পুণ্য ক্রিয়া ও খয়রাৎ দানের নিমিত্তে ব্যয় হই তেছে তাহাতে এই ৩ তৃতীয় ধারার ১ প্রথম প্রকরণের অনুসারে এমত জ্ঞান না হয় যে সে ভূমি গ্রহীতার জীবদ্দশাপর্য্যন্ত নিয়মে থাকে কিম্বা না থাকে তথাপি সে ভূমির উপর রাজস্বের ধার্য্য হইতে পারে বরং যে নিষ্কর ভূমি ১০ দশ বিঘার অধিক না হয় ও তাহার দান শ্রীযুত কোম্পানী ইঙ্গরেজ বাহাদুরের দেওয়ানী হইবার তারিখের পূর্ব্বে হইয়া থাকে ও তাহার উৎপন্ন অদ্যাবধি পুণ্যক্রিয়া ও খয়রাৎ দানে ব্যয় হই তেছে এমত সকল নিষ্কর ভূমির উপর রাজস্বের ধার্য্য হইবেক না ইতি।

কি খয়রাতের নিমিত্তে দত্ত হইয়াছে তাহাতে ঐ প্রকরণের দাঁড়ার বা স্থির থাকিবার কথা।

৪ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১ পহিলা দিসেম্বরের পূর্ব্বে যে নিষ্কর ভূমির দান হইয়াছে তাহার সম্পর্কীয় যে সকল মর্ম্ম এই আইনে লেখা আছে তাহার এলাকা ও পরিসীমা কেবল এই বিষয়ের প্রতিই আছে যে সেই ভূমি রাজস্ব ধার্য্যের যোগ্য কি না অতএব যে কালে এই আইনের অনুসারে সেই ভূমির উপর রাজস্বের ধার্য্য হয় সে কালে যদি সেই ভূমির স্বত্বাধিকারের অর্থে দাতা ও গ্রহীতা কিম্বা তাহারদিগের উত্তরাধি কারিদিগের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয় তবে সে বিরোধ তাহারদিগের নিজের বি রোধের ন্যায় জ্ঞান হইয়া অন্যং বিবাদের মতে দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি পাই বেক এবং সেই গ্রহীতা কিম্বা অপর যে কেহ এইক্ষণে সে ভূমিতে ভোগবান থাকে তাহার ভোগের নিবৃত্ততা অর্থাৎ বেদখলী যাবৎ ডিক্রীক্রমে না হয় তাবৎ তাহাকে সেই ভূমির অধিকারী জানা গিয়া তাহার প্রতি সে ভূমির স্বত্বাধিকার ১০০/ এক শত বিঘার ন্যূন কিম্বা অধিক ভূমি হইলে তাহার যে সকল মর্ম্ম ৫ পঞ্চম ও ৬ ষষ্ঠ ও ২০ বিংশতি ধারায় লেখা আছে তদৃষ্টে সকল ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদারের ন্যায়ে অর্শিবেক ও তাহার ভূমির উপর সরকারের যত রাজস্বের ধার্য্য হয় তাহাতে কর্ত্তব্য যে সে ভূমি হুজুরী থাকিলে সরকারের সহিত ও ভূম্যধিকারির অধিকার ভূ মির শামিল রহিলে সেই অধিকারির সঙ্গে এবং ইজারদারের ইজারার শামিলে থা কিলে সেই ইজারদারের সহিত আর সরকারের খাসতহসীলে রহিলে সরকারের কার্য্যকারকদিগের সঙ্গে সেই নির্দ্ধারিত রাজস্বের করারদাদ ১০ দশসনী বন্দোবস্তের আইনের মতে করে আর যদি সেই ব্যক্তি আদালতের ডিক্রীক্রমে বেদখল হয় তবে সে ভূমির উপর যে রাজস্বের ধার্য্য হয় তাহা এই ধারার উপরের লিখিত দাঁড়ানু সারে তাহার এইক্ষণের বৃত্তিভোগী অধিকারির দেওয়া সঙ্গত হইবেক ইতি।

এই আইনের লিখিত মর্ম্ম কেবল ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১ দিসেম্বরের পূর্ব্বে। কৃত দান ও নিষ্কর ভূমির রাজস্বের ধার্য্যের অর্থে সম্পর্ক রাখিবার ও তাহার স্বত্বাধিকারের বিরোধের প্রতি না খাটিবার কথা।

৫ ধারা।

পূর্ব্বের চলিত দাঁড়াক্রমে দানপ্রাপ্ত ভূমিহইতে বৃত্তিভোগী নিশ্চয় বেদখল না হইয়া সেই ভূমিতে তাহার স্বত্বাধিকার স্থির থাকিয়া ৫ পঞ্চম ও ৬ ষষ্ঠ ধারার লিখনানু সারে সে ভূমির রাজস্বের ধার্য্য হইয়া তাহার দিনপাতের নিমিত্তে বিলক্ষণ এক তৌল হইবেক এতদনুসারে যদি সেই ভূমির দান বাঙ্গলা ১১৭৮ সাল কিম্বা ফসলী অথবা

বিলায়তী

বিলায়তী ১১৭৯ সালের পূর্ব্বে হইয়া থাকে তবে সে ভূমি তাহার বৃত্তিভোগির ভোগ দখলে রহিয়া পশ্চাৎ যেমতের প্রস্তাব হইতেছে সেইমতে তাহার রাজস্ব অন্য সকল ভূমির রাজস্বের অর্দ্ধেকের হারে আর যদি সেই ভূমির দান ঐ সনের পর হইয়া থাকে তবে তাহার রাজস্ব অন্য সকল ভূমির রাজস্বের যে হার ১০ দশসনী বন্দোবস্তের আইনের অনুসারে ধার্য্য আছে সেই হারে নির্দ্ধার্য্য হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

১০০ একশত বিঘার অধিক না হয় এমত যে ভূমির দান নিষ্করক্রমে ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১ দিসেম্বরের পূর্ব্বে হইয়াছে তাহার উপর যে রাজস্বের ধার্য্য হয় তাহা যে লোকের হক হইবেক তাহার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১ পহিলা দিসেম্বরের পূর্ব্বে যে ভূমির দান নিষ্করক্রমে এক যোগে এক গ্রামে কিম্বা অনেক গ্রামে হইয়া থাকে সে ভূমি যে পরগনায় আছে সেই পরগনার চলন মাপের অনুসারে যদি ১০০ একশত বিঘার অধিক না হয় তবে ৮ অষ্টম ধারাক্রমে সে ভূমির উপর যে রাজস্বের ধার্য্য হয় সে রাজস্ব ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইনের ৮ অষ্টম ধারার লিখিত মর্ম্মানুসারে যে ভূম্যধিকারির ভূমিতে কিম্বা মফঃসলী তালুকদারের তালুকের মধ্যে সে ভূমি থাকে তাহার স্বত্ব অর্থাৎ হক হইবেক এবং সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা মফঃসলী তালকদার আপন শিরের মালগুজারী আদায়ের নিমিত্তে যে করারদাদ করিয়া থাকে সে করারদাদ যাবৎ বহাল থাকিবেক তাবৎ সেই ভূমির উপর যে রাজস্বের ধার্য্য হয় তাহার কারণ সেই অধিকারী কিম্বা তালুকদারের স্থানে কিছু বেশী তলব হইবেক না আর যদি সেই নিষ্কর ভূমির উপর রাজস্বের ধার্য্য হইবার কালে সেই অধিকারভূমি কিম্বা মফঃসলী তালুক খাসতহসীলে থাকে তবে যাবৎ সেই অধিকারভূমি কিম্বা মফঃসলী তালুকের বন্দোবস্ত তাহার অধিকারী অথবা ইজারদারের সহিত না হয় তাবৎ সেই নিষ্কর ভূমির রাজস্ব যাহাকে সেই অধিকারভূমি কিম্বা মফঃসলী তালুকের রাজস্ব অর্শে তাহাকেই অর্শিবেক আর উপরের লিখিত যে নিষ্কর ভূমির উপর রাজস্বের ধার্য্য হয় সে ভূমি মফঃসলী সকল তালুকের ন্যায় জ্ঞান হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

ইং ১৭৯০ সালের ১ দিসেম্বরের পূর্ব্বে দত্ত১০০ বিঘার অনূর্দ্ধ ভূমির নিরূপণীয় কর সরকার পাইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১ পহিলা দিসেম্বরের পূর্ব্বে যে ভূমি এক গ্রাম কিম্বা অনেক গ্রামে নিষ্করক্রমে একযোগে দান হইয়া থাকে সে ভূমি যে পরগনায় আছে সেই পরগনার চলন মাপের মুখে যদি ১০০ একশত বিঘার অধিক হয় তবে সে ভূমির উপর যে রাজস্বের ধার্য্য হয় তাহা সরকারের প্রাপ্তব্য হক হইবেক আর এই ধারার লিখিত যে ভূমির উপর রাজস্বের ধার্য্য হয় সে ভূমি হজুরী সকল তালুকের ন্যায় জ্ঞানা যাইবেক ইতি।

৮ ধারা।

৭ ধারার লিখিত ভূমির রাজস্ব ধার্য্যের নিয়মের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—৭ সপ্তম ধারার লিখিত ভূমির রাজস্বের সংখ্যা নীচের লিখিত ধারাক্রমে ধার্য্য হইবেক।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ১৯ ঊনবিংশতি আইন।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—সুবে বাঙ্গালায় বাঙ্গলা ১১৭৮ সাল এবং সুবে বেহার ও সুবে উড়িষ্যায় ফসলী ও বিলায়তী ১১৭৯ সালের পূর্ব্বে যদি ভূমির দান নিষ্করক্রমে হইয়া থাকে তবে সে ভূমির উপর সরকারের রাজস্বের সংখ্যা তাহার সাম্বৎসরিক উৎপন্ন যাহা সেই পরগনার মোতালক অন্য ভূমির রাজস্বের অনুসারে হয় তাহার অর্দ্ধেক হারে ধার্য্য হইবেক আর যদি সেই ভূমির কিছু পতিত থাকে তবে তাহার বৃত্তিভোগি অধিকারিকে হুকুম হইবেক যে সে তাহার আবাদে মনোযোগী হইয়া তাহার রাজস্ব শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরের এবং বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা যে রসদের অনুমত্যনুসারে নিরূপণকরণ উচিত জানেন তদনুসারে দিতে থাকে ও সেই অধিকারির ঐ ভূমির উৎপন্ন সেই ভূমির বিবেচনা ও তহকীকক্রমে ও মাপের দ্বারা জানা যাইবেক আর সে ভূমির উপর যে রাজস্বের ধার্য্য হয় তাহা ভূম্যধিকারী যদি স্বীকার করে তবে সেই তহকীক ও মাপের খরচের অর্দ্ধেক সেই অধিকারির শিরে এবং অর্দ্ধেক সরকারের জিম্মা পড়িবেক কিন্তু যদি এরূপে তাহার উৎপন্ন জ্ঞাতহওন কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য না হয় তবে সে সাহেব বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের বিহিত বিধানক্রমে যেরূপে তাহার উৎপন্ন জ্ঞাতহওন উচিত জানেন সেই রূপেই কার্য্য হইবেক আর সেই ভূমির উপর সরকারের যে রাজস্বের ধার্য্য হয় তাহা যদি সেই ভূমির অধিকারী স্বীকার না করে তবে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের দাঁড়াক্রমে সে ভূমি ইজারদারের ইজারায় কিম্বা খাসতহসীলে রাখা যাইবেক যদি স্বীকার করে তবে পশ্চাৎ সেই রাজস্বের চলবিচল ও ফেরফার না হইয়া সেই রাজস্ব জমাতেই সে ভূমি তাহার এবং তাহার উত্তরাধিকারিআদিক্রমের ভোগদখলে মোকররী মতে রহিবেক।

৭ সপ্তম ধারার লিখিত যে ভূমি বাঙ্গলা ১১৭৮ কি ফসলী কি বিলায়তী ১১৭৯ সালের পূর্ব্বে নিষ্করক্রমে দান হইয়া থাকে তাহার রাজস্বের ধার্য্যের দাঁড়ার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।——সুবে বাঙ্গালায় বাঙ্গলা ১১৭৮ সাল এবং সুবে বেহার ও সুবে উড়িষ্যায় ফসলী ও বিলায়তী ১১৭৯ সালের পর যদি ভূমির দান নিষ্করক্রমে হইয়া থাকে তবে সে ভূমির উপর সরকারের রাজস্বের ধার্য্য ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনে করসম্পর্কীয় অধিকারভূমির বন্দোবস্তের অর্থে যে সকল দাঁড়া লেখা আছে তদনুসারেই হইবেক এবং সে ভূমির উৎপন্ন ও উপরের ধারার লিখনানুসারে জানা যাইবেক ও তাহার রাজস্বও উপরের ধারার লিখিত দাঁড়াক্রমে আদায় হইবেক আর যদি সে ভূমির বৃত্তিভোগি অধিকারী নির্দ্ধারিত রাজস্ব স্বীকার না করে তবে সে ভূমি ১০ দশসনী বন্দোবস্তের আইনমতে ইজারদারের ইজারায় কিম্বা খাস তহসীলে থাকিবেক যদি স্বীকার করে তবে সে রাজস্বের ফেরফার না হইয়া সে ভূমি সেই রাজস্ব জমায় তাহার এবং তাহার উত্তরাধিকারিআদিক্রমের ভোগদখলে মোকররী মতে রহিবেক ইতি।

৭ সপ্তম ধারার লিখিত যে ভূমির দান বাঙ্গলা ১১৭৮ কি ফসলী কি বিলায়তে ১১৭৯ সালের পর নিষ্করক্রমে হইয়া থাকে তাহার রাজস্বধার্য্যের দাঁড়ার কথা।

৯ ধারা।

৬ ষষ্ঠ ধারায় যে সকল ব্যবস্থা লেখা আছে সে সকল ব্যবস্থা যে সকল মর্ম্মের নীচে পে

৬ ধারার বিশেষ করিয়া লেখা ভূমির রাজ

ম্বের মিথ্যা নিরূপণের কথা।

নীচে লেখা গেল তদ্ভিন্ন ৫ পঞ্চম ধারার লিখিত ভূমির প্রতিও চলিবেক সেই হ ম্মের বেওরা এই যে যে কোন ভূমির অধিকারী কিম্বা ইজারদার অথবা মফঃসলী তালুকদার কিম্বা সরকারের আমলাকে সে ভূমির রাজস্ব অর্পে সেই ব্যক্তি সে ভূমির জরীবওগয়রহের খরচ তাহার গৃহীতার স্থানে না চাহিয়া সে ভূমির উৎপন্ন জ্ঞাত হই য়া তাহার হিসাব কালেক্টরসাহেবের দৃষ্টিকারণ দিবেক সেই সাহেব সেই ভূমির জমা মোকররীমতে ধার্য্য করিয়া তাহতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের মঞ্জুরীর নিমিত্তে সেই সাহেবদিগেরে সংবাদ দিবেন সেই সাহেবেরা তাহা কমী ও বেশী ক রিবার কর্ত্তা রহিবেন আর যদি সেই ভূমির বৃত্তিভোগি অধিকারী নির্দ্ধারিত জমা কবুল করে তবে সে ভূমি মফঃসলী তালুকের মতে তাহার এবং তাহার উত্তরাধিকারিআ দিক্রমের ভোগদখলে মোকররী মতে রহিবেক ইতি।

১০ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১ দিসেম্বরের পর যে নিষ্কর ভূমির দান হইয়া থাকে তাহা অসিদ্ধ হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১ দিসেম্বরের পর শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের হুকুমছাড়া ১০০একশত বিঘার ন্যূন কিম্বা অধিক যে ভূমির দান নিষ্কররূক্রমে হইয়া থাকে কিম্বা হয় তাহা অসিদ্ধ হইবেক ও এমত ভূমিতে যতকাল ভোগ দখল হইয়া থাকে সে কালকে সে ভূমিতে অথবা তাহার রাজস্বে কাহারো অধিকারিত্ব স্বত্বের নিদর্শন জ্ঞান করা যাইবেক না আর সকল ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদারেরা এবং যে সকল লোক সেই ভূমি কিম্বা মফঃসলী তালুক তাহার অধিকারিদিগের স্থানে কিম্বা অন্যের নিকটে অথবা সরকারহইতে ইজারা লইয়া থাকে তাহারা আর সরকারের কার্য্যকারক যাঁহারা সরকারের খাসতহসীলের অধিকার ভূমি কিম্বা মফঃসলী তালুকের তহসীলে নিযুক্ত থাকেন্ তাঁহারা ক্ষমতা রাখেন্ বরং ঐ সকল লোকের প্রতি হুকুম আছে যে সেই নিষ্কর ভূমির রাজস্ব পরগনার শরেমাফিক তহসীল করেন্ এবং আদালতে উপস্থিতকরণও সরকারের কোন কার্য্যকারককে কি পূর্ব্বে কি পরে সংবাদ দেওনব্যতিরেকেও সেই গৃহীতাকে সেই ভূমির অধিকারিত্ব স্বত্বহইতে বেদখল করিয়া সে ভূমি যে অধিকারভূমিতে কিম্বা মফঃসলী তালুকের মধ্যে থাকে তাহার শামিল করান্ আর যে কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার অথবা মফঃসলী তলুকদার সে ভূমি বাজেয়াপ্ত করে তাহার স্থানে সে যে করারদাদের মতে আপন অধিকারভূমি কিম্বা মফঃসলী তালুক অথবা ইজারার সরবরাহ করে সে করারদাদ যাবৎ বহাল থাকিবেক তাবৎ সে ভূমি বাজেয়াপ্তকরণের জন্যে কিছু বেশী লওয়া যাইবেক না আর সকল অযোগ্য অধিকারিদিগের ভূমির ও সাধারণ ভূমির সরবরাহকারেররাও শক্তি রাখে বরং তাহারদিগের প্রতি হুকুম আছে যে জমীদারীওগয়রহ ভূমির অধিকারিদিগের এই ধারাক্রমে যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতানুসারে সেই অধিকারিদিগের পক্ষে কার্য্য করে ইতি।

১১ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ১৯ ঊনবিংশতি আইন।

১১ ধারা।

ভূমির যে অধিকারী ও ইজারদার এবং মফঃসলী তালুকদার আপনারদিগের জমীদারীওগয়রহ অধিকার কিম্বা ইজারার ভূমি অথবা মফঃসলী তালুকের মধ্যের ৬ ষষ্ঠ ধারার লিখিত নিষ্কর ভূমির রাজস্বের দাওয়া রাখে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে সেই দাওয়া দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করে ইহাতে যে ভূমির অধিকারী কিম্বা ইজারদার অথবা মফঃসলী তালুকদার কিম্বা অন্য যে কেহ আদালতের ডিক্রী না পাইয়া এমত ভূমির উপর রাজস্বের ধার্য্য করে তাহার নামে সেই ভূমির বৃত্তিভোগী আপন ক্ষতির দাওয়ায় আদালতে নালিশ করিতে পারে। যদি কোন ভূম্যধিকারির অধিকার ভূমি কিম্বা মফঃসলী তালুক খাসতহসীলে থাকে তবে ঐ ৬ ষষ্ঠ ধারার লিখিত ভূমির রাজস্বের দাওয়ার ক্ষমতা সে অধিকারভূমি কিম্বা মফঃসলী তালুকের মালগুজারী যাহাকে অর্শে তাহার প্রতি রহিবেক। আর যদি সেই অধিকারির অধিকারভূমি কিম্বা সেই মফঃসলী তালুকদারের তালুক সরকারের খাসতহসীলে থাকে তবে সেই নিষ্কর ভূমির রাজস্বের দাওয়া করিতে কালেক্টরসাহেবের এতমামে সেই খাসতহসীলের অধিকার ভূমি ও মফঃসলী তালুকের তহসীলদার কিম্বা সরকারের অন্য কার্য্যকারক শক্তি রাখিবেক ইতি।

৬ ষষ্ঠ ধারার লিখিত নিষ্কর ভূমির রাজস্ব যে রূপে ভূম্যধিকারিপ্রভৃতিতে পাইবেক তাহার কথা।

কোন ভূম্যধিকারির অধিকার কিম্বা মফঃসলী তালুকের ভূমি খাস তহসীলে থাকিলে ৬ ষষ্ঠ ধারার লিখিত ভূমির রাজস্বের দাওয়াকরণ যে লোকের কর্ত্তব্য হইবেক তাহার কথা।

১২ ধারা।

কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এই আইনের ৭ সপ্তম ধারার লিখিত যে নিষ্কর ভূমি সরকারের রাজস্ব ধার্য্যের যোগ্য হয় সরকারের পক্ষে সে ভূমির রাজস্বের দাওয়া ১৪ চতুর্দ্দশ ধারানুসারে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হুকুম পাইলে দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করান্। আর এমত ভূমিতে যতকাল ভোগদখল হইয়া থাকে তাহার দৃষ্টে সে দাওয়ার বাধা হইবেক না ইতি।

কালেক্টরসাহেবেরা ৭ সপ্তম ধারার লিখিত নিষ্কর ভূমির রাজস্বের দাওয়া আদালতে উপস্থিত করাইবার কথা।

বহুকাল ভোগকরণ ভূমির রাজস্বের দাওয়ার বাধক না হইবার কথা।

১৩ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা যে নিষ্কর ভূমির রাজস্বের দাওয়া আদালতে উপস্থিত করিয়া তাহার রাজস্ব ধার্য্যের অর্থে আদালতের শেষ ডিক্রী পাইবেন সে ভূমির উপর সরকারের যে রাজস্ব জমা মোকররী মতে ধার্য্য হইবেক ঐ সাহেবেরা তাহার ফিশত ২৫ পঁচিশ টাকার হারে আপনারদিগের রসুম লাভ করিবেন ইহাতে যদি এমত ভূমির রাজস্বের দাওয়া কোন কালেক্টরসাহেবের দ্বারা আদালতে উপস্থিত হইয়া সে ভূমি যে জিলার মধ্যে থাকে সেই জিলার কালেক্টরী কার্য্যে সেই সাহেব বহাল থাকিবাতক তাহার রাজস্ব ধার্য্যের অর্থে আদালতহইতে শেষ ডিক্রী না হইয়া তাঁহার স্থানে অন্যের সাহেব নিযুক্ত হন্ সেই অন্য সাহেবের আমলে হয় তবে সেই ভূমির উপর সরকারের যে রাজস্বের ধার্য্য করা যায় তাহার রসম হালের কালেক্টর

যে কালেক্টরসাহেব নিষ্কর ভূমির রাজস্বের দাওয়া আদালতে উপস্থিত করিয়া তাহার রাজস্বের ধার্য্যের অর্থে আদালতের শেষ ডিক্রী পান্ সে সাহেব নির্দ্দিষ্ট রাজস্বের শত তঙ্কায় ২৫ পঁচিশ টাকার হারে রসম পাইবার কথা।

সাহেব

যে কালেক্টরসাহেব রাজস্বের দাওয়া করিয়া আপন আমলে মোকদ্দমার শেষ ডিক্রী আদালতহইতে না পান্ সে সাহেব তাহার রসুমনির্দ্ধারিত গতিকব্যতিরেকে না পাইবার কথা।

সাহেব পাইবেন সাবেক কালেক্টরসাহেব পাইবেন না যদি শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরে কৌন্সেলে মোকদ্দমার গতিক দৃষ্টে উচিত না জানেন্ যে সেই রসুম যে কালেক্টরসাহেব সেই রাজস্বের দাওয়া প্রথম আদালতে উপস্থিত করিয়াছিলেন সেই সাহেব কিম্বা যে যে কালেক্টরসাহেব ক্রমে২ সেই মোকদ্দমার শেষ নিষ্পত্তির পূর্ব্বে আদি কালেক্টরসাহেবের পদাভিষিক্ত হইয়া সেই মোকদ্দমার শেষ ডিক্রী পান্ তাঁহারদিগের এক২ জনকে সমুদয় অথবা ন্যূনাধিকক্রমে দেওয়ান্ ইতি।

১৪ ধারা।

যে কালে কালেক্টরসাহেবেরা বুঝেন্ যে নিষ্কর ভূমি অসিদ্ধ দানক্রমে কাহারও ভোগদখলে আছে সে কালে তাহারা সে ভূমির রাজস্বের দাওয়া আদালতে উপস্থিত করিবার অর্থে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের বিবেচিত হুকুম পাইবার কারণ তথায় সে সংবাদ লিখিবার কথা।

ঐ ভূমির বৃত্তিভোগির নিদর্শনী কাগজপত্র চাহিবার নিমিত্তে কালেক্টরসাহেবকে অনুমতি করিতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের ক্ষমতার কথা।

ঐ বৃত্তিভোগী আপন কাগজপত্র পুনর্ব্বার চাহিবাতে না দিলে দণ্ড লইবার কথা।

ঐ দণ্ড উসুলের মতের কথা।

ঐ বৃত্তিভোগী দ্বিতীয়বার চাহিলেও যদি আপন কাগজপত্র না দেয় তবে তাহার ভূমি ক্রোক হইবার কথা।

ঐ বৃত্তিভোগী যদি কহে যে আমার স্থানে কিছু

যে কালে কোন কালেক্টরসাহেব বুঝেন্ যে ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১ পহিলা দিসেম্বরের পূর্ব্বে নিষ্করক্রমে একযোগে দত্ত ১০০ একশত বিঘার অধিকের কোন ভূমি অসিদ্ধ দানানুসারে কাহারও ভোগদখলে আছে সে কালে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার যে কিছু বেওরাকৈফিয়ৎ হস্তে রাখেন্ কিম্বা সংগ্রহ করিতে পারেন্ তাহা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের স্থানে লিখেন্ আর ঐ বোর্ডের সাহেবদিগেরও ক্ষমতা থাকিবেক যে সেই ভূমি সরকারের রাজস্ব ধার্য্যের যোগ্য জানিলে তাহার রাজস্বের দাওয়া দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করিবার কারণ কালেক্টরসাহেবকে অনুমতি করেন্। এতদ্ভিন্ন ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের শক্তি আছে যে কালেক্টরসাহেবকে হুকুম দেন্ যে আদালতে সেই দাওয়া উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে সেই ভূমির বৃত্তিভোগী অধিকারির নামে নিদর্শনী কাগজপত্রের তলবে এক লিখন পাঠান্ এই পাঠে যে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হুকুমমতে লেখা যাইতেছে যে ভূমি ঐ ভূমি নিষ্করক্রমে ভোগদখলের মতের যে নিদর্শনী কাগজপত্র রাখহ তাহা এত দিনের মধ্যে দাখিল করহ ইহাতে কালেক্টরসাহেবের উচিত যে সেই বৃত্তিভোগী যে কাগজপত্র দাখিল করে তাহার রসীদ লিখিয়া দেন্। যদি সেই বৃত্তিভোগী নির্দ্ধারিত কালের মধ্যে কাগজপত্র দাখিল করিতে না চাহে কিম্বা শৈথিল্য করে তবে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের কর্ত্তৃত্ব আছে যে কালেক্টরসাহেবকে হুকুম করেন্ যে পুনরায় পূর্ব্ব পাঠে এক লিখন তাহার নির্দ্ধারিত দিনের মধ্যে সেই কাগজপত্র দাখিল করিবার নিমিত্তে সেই বৃত্তিভোগির নামে পাঠান্ এবং সেই মোকদ্দমার গতিক ও বৃত্তিভোগির মর্য্যাদা ও শক্তিদৃষ্টে সেই কাগজপত্র দাখিল করিবাপর্য্যন্ত দিনপ্রতি যে হারে দণ্ড করণ উচিত জানেন্ তাহাও সেই বৃত্তিভোগির উপর নির্দ্দিষ্ট করেন্। এবং সেই দণ্ড যেমতে মালগুজারীর বাকী টাকা উসুলের ধার্য্য আছে সেই মতে উসুল করান্। যদি সেই বৃত্তিভোগী পুনর্ব্বারের হুকুমেও তাহার নির্দ্ধারিত দিনপর্য্যন্ত আপন কাগজপত্র দাখিল না করে তবে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে তাবৎ সে ভূমি ক্রোক রাখাইয়া তাহার রাজস্ব সরকারের নিমিত্তে উসুল করান্ যাবৎ সেই বৃত্তিভোগী তাহার কাগজপত্র দাখিল না করে কিম্বা আদালতের ডিক্রীক্রমে সে ভূমির রাজস্বের ধার্য্য না হয়। আর যদি সেই বৃত্তিভোগী কহে যে ঐ ভূমির কিছু কাগজপত্র আমার

কিছু

স্থানে নাই ও তদনুসারে সেই ভূমির রাজস্বের দাওয়া আদালতে উপস্থিত হইলে পর কিছু কাগজপত্র আদালতে দাখিল করে কিম্বা সেই বৃত্তিভোগী আপনার কাগজপত্র সমস্ত কালেক্টরসাহেবের নিকটে দাখিল না করিয়া সে ভূমির রাজস্বের দাওয়া আদালতে উপস্থিত হইলে পর কালেক্টরসাহেবের নিকটে যে কাগজপত্র পূর্ব্বে দাখিল করিয়া থাকে তাহাছাড়া অন্য কাগজপত্র আদালতে দাখিল করে তবে সে কাগজপত্র সাক্ষির স্থানে গণ্য হইবেক না এবং সে মোকদ্দমার নিষ্পত্ত্যর্থেও কিছু গৌরব রাখিবেক না যদি সেই বৃত্তিভোগী তাহা দাখিল না করিবার কোন বিশিষ্ট হেতু না কহিতে পারে এবং কালেক্টরসাহেবের হুকুমনামার জওয়াবে সেই হেতু জানাইয়াছিল এমত প্রমাণ করিতে অশক্ত হয়। কিন্তু কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য নহে যে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হুকুম না পাইলে ২৪ চতুর্ব্বিংশতি ধারার লিখিত ইশ্‌তিহারনামাক্রমে নিষ্করভোগিদিগের সনন্দ ও কাগজপত্র তাহার ফিরিস্তি লইবার কারণব্যতিরেকে তলব করেন। আর কালেক্টরসাহেবের উচিত নহে যে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুম না পাইলে এমত নিষ্কর ভূমির রাজস্বের দাওয়াও আদালতে উপস্থিত করান। এবং যে কোন কালেক্টরসাহেবের আসিষ্টাণ্ট অর্থাৎ ছোট সাহেবের দ্বারা নিষ্কর ভূমির রাজস্বের যে দাওয়া কোন আদালতে উপস্থিত হইয়া অদ্যাবধি রুবকার থাকে সে দাওয়ার জারী ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুম পাইবাতক মৌকুফ ও যবস্থবে রহিবেক আর সেই ছোট সাহেব যে নিষ্কর ভূমির রাজস্বের দাওয়া আদালতে উপস্থিত করিয়া থাকেন সে ভূমি যদি ৫ পঞ্চম ধারার লিখিত নিষ্কর ভূমির ন্যায় হয় তবে সে দাওয়ার জারীকরণ যেমতে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের উচিত হয় সেই মতেই কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য হইবেক এবং এই আইনের লিখিত দাঁড়ানুসারে নিষ্পত্তি পাইবেক। আর যদি ঐ বোর্ডের সাহেবেরা নিজে জ্ঞান করেন যে কোন নিষ্কর ভূমি অসিদ্ধ দানক্রমে কাহার ভোগদখলে আছে তবে তাঁহারা সে সংবাদ কালেক্টরসাহেবের স্থানে না পাইয়া থাকিলেও সাধ্য রাখিবেন যে সে ভূমির রাজস্বের দাওয়া আদালতে উপস্থিত করিবার জন্য কালেক্টরসাহেবকে অনুমতি করেন ইতি।

কাগজপত্র নাই কিম্বা সমস্ত কাগজপত্র কালেক্টরসাহেবের নিকটে না দেয় তবে পশ্চাৎ যে কাগজপত্র দেয় তাহা অগ্রাহ্য হওনের কথা।

ঐ হুকুমের বাহির কথা।

বোর্ডরেবিনিউর সাহেবদিগের বিনাহুকুমে কালেক্টরসাহেবেরা কোন নিষ্করভোগির কাগজপত্র চাহিতে কিম্বা তাহার রাজস্বের দাওয়া আদালতে উপস্থিত করাইতে নিষেধের কথা।

কালেক্টরের ছোট সাহেবের দ্বারা যে নিষ্কর ভূমির রাজস্বের দাওয়া উপস্থিত হইয়া অদ্যাবধি রুবকার থাকে সে দাওয়া জারীকরণ ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুম পাইবাতক যবস্থবে রহিবার কথা।

কালেক্টরসাহেব সংবাদ না দিলেও নিষ্কর ভূমির রাজস্বের দাওয়া আদালতে উপস্থিত করাইতে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের শক্তির কথা।

১৫ ধারা।

যে কালে কেহ নিষ্করক্রমে ভূমি বহাল থাকিবার অর্থে সরকারের নামে আদালতে নালিশ করে সে কালে তাহার জওয়াব দেওয়া কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য হইবেক এবং সেই দাওয়া ও অন্য যে সকল দাওয়া উপস্থিত করিবার জন্যে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটহইতে কালেক্টরসাহেবদিগেরে হুকুম যায় তাহার সওয়াল ও জওয়াব কালেক্টরসাহেবদিগের এতনামে সরকারের উকীলের মারফতে করিতে হইবেক। আর যদি সরকারের বিপক্ষের হকে আদালতের ডিক্রী হয় ও কালেক্টর সাহেব সে ডিক্রীতে সম্মত না হন তবে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ চতুর্দ্দশ আইনের

লোকদিগের ভূমি নিষ্করক্রমে বহাল রহিবার দাওয়ার যে নালিশ আদালতে উপস্থিত হয় তাহার জওয়াব দেওয়া সরকারের উকীলের দ্বারা কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য হইবার কথা।

ফরিয়াদীর হকে ঐ দাওয়ার ডিক্রী হইলে যেং দাঁড়া বহাল থাকিবেক তাহার কথা।

৩০ ধারা ও অন্যং ধারার লিখিত যে সকল দাঁড়া মালগুজারীর বাকীর প্রসঙ্গে টাকা চাহিবার ও লইবার দাওয়ার মোকদ্দমা কালেক্টরসাহেবদিগের নামে আদালতে উপস্থিত হইয়া ফরিয়াদীর হকে তাহার ডিক্রী হইলে তাহার প্রতি দীপ্তিমান আছে সেই সকল দাঁড়া এমত মোকদ্দমার প্রতিও বহাল হইবেক কিন্তু ইহাই ছাড়া হইবেক যে এমত মোকদ্দমার খরচা তাহা আদালতে উপস্থিত হইবাবধি সরকারহইতে দেওয়া যাইবেক আর এই যে যদি জিলার আদালতে সে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে পর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা তাহার আপীল মফঃসল আপীল আদালতে করিবার নিমিত্তে অনুমতি না করেন কিম্বা মফঃসল আপীল আদালতে সে মোকদ্দমার আপীল নিষ্পত্তি পাইলে এবং সেই আপীলে প্রথম ডিক্রী মঞ্জুর হইলে পর সদরদেওয়ানী আদালতে তাহার আপীল করিবার জন্যে হুকুম না দেন তবে এই দুইরূপে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সে মোকদ্দমার আপীল করিতে হুকুম না পাঠাইবার হেতু শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে লিখেন ঐ শ্রীযুত সে মোকদ্দমার আপীল করিবার কিম্বা না করিবার অর্থে যাহা উচিত জানেন তাহার হুকুম করিবেন ইতি।

১৬ ধারা।

যে কালে এই আইনের মতে যে কোন দাওয়া নিশ্চয় অসঙ্গত কিম্বা কেবল ব্যামোহদায়ক আদানতে উপস্থিত হয় সে কালে জজসাহেব খরচা ও নোক্সানের মতে যে টাকা ফরিয়াদীর স্থানহইতে আসামীকে দেওয়াইবেন তাহার কথা।

যদি কোন কালেক্টরসাহেব কিম্বা সরকারের অন্য কার্য্যকারক অথবা কোন ভূমির অধিকারী কিম্বা ইজারদার অথবা মফঃসলী তালুকদার যে ভূমি এইক্ষণে নিষ্কর আছে তাহার রাজস্বের দাওয়া আদালতে উপস্থিত করেন কিম্বা সংপ্রতি যে কোন ভূমির রাজস্বের ধার্য্য আছে তাহা নিষ্করক্রমে বহাল রাখিবার অর্থে যদি কেহ আদালতে দাওয়া করে ও সেই আদালতের জজসাহেবের বোধ হয় যে তাহা নিশ্চয় অসঙ্গত কিম্বা কেবল ব্যামোহদায়ক অথবা অন্য অযোগ্য কারণে উপস্থিত হইয়াছে তবে সেই জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই মোকদ্দমার গতিকদৃষ্টে যে খরচা ও নোক্সান দেওয়ান উচিত জানেন তাহা আদালতের ডিক্রীক্রমে ফরিয়াদীর স্থানহইতে আসামীকে দেওয়ান ইতি।

১৭ ধারা।

যে নিষ্কর ভূমির সনন্দ কৃত্রিম হয় কিম্বা তাহার পাঠ অথবা তারিখ কোন প্রকারে পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে তাহা অসিদ্ধ হইবার কথা।

যদি মোকদ্দমার বিচারক্রমে আদালতের জজসাহেব জানেন যে যে কোন নিষ্কর ভূমিদানের সনন্দে ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১ পহিলা দিসেম্বরের পূর্ব্বের তারিখ লেখা থাকে সে সনন্দ কৃত্রিম কিম্বা সেই সনন্দে গ্রহীতার নাম লোপ হইয়া অন্যের নাম লেখা গিয়া থাকে অথবা আসল সনন্দে যে নাম ছিল না তাহা তাহাতে দাখিল হইয়া থাকে কিম্বা সে ভূমিদানের নামকরণ লোপ অথবা পরিবর্ত্ত ও ফেরফার হইয়া থাকে কিম্বা সেই ভূমিদানের তারিখের পূর্ব্ব তারিখ লেখা গিয়া থাকে তবে আদালতে এইরূপে ডিক্রী হইবেক যে সে ভূমি সেই সনন্দানুসারে নিষ্করক্রমে স্থিরতর ও বহাল রহিবেক না এমতে সেই ডিক্রীক্রমে সে ভূমির উপর রাজস্বের ধার্য্য হইবেক ইতি।

১৮ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ১৯ উনবিংশতি আইন।

১৮ ধারা।

যে কেহ উপরের ধারার লিখিত প্রকারে শঠতা ও দাগা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে কিম্বা তাহার প্রবৃত্ততায় সহায়তা করিয়া থাকে এমত সকল মোকদ্দমায় যদি জজসাহেব বুঝেন্ যে সে ব্যক্তি ফৌজদারী আদালতে উপস্থিতের যোগ্য তবে সে মোকদ্দমার বিচার দায়ের ও সায়েরের আদালতে হইবার কারণ সে ব্যক্তি হয় কয়েদে না হয় জামিনীতে রহিবেক ইতি।

যে কেহ উপরের ধারার লিখিত প্রকারে শঠতা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে সে দায়ের সায়েরের আদালতে উপস্থিত হইতে পারিবার কথা।

১৯ ধারা।

যে নিষ্কর ভূমির উপর আদালতের ডিক্রীক্রমে রাজস্বের ধার্য্য হয় সে ভূমির বৃত্তিভোগী তাহার যত উপস্বত্ব সে মোকদ্দমার যে প্রথম ডিক্রী জিলার দেওয়ানী আদালত কিম্বা মফঃসল আপীল আদালত অথবা সদর দেওয়ানী আদালতে হয় তাহার তারিখের পূর্ব্বে ভোগ করিয়া থাকে তাহা তাহার স্থানে ফিরাইয়া লওয়া যাইবেক না এমতে সেই বৃত্তিভোগী কেবল প্রথম ডিক্রীর তারিখহইতে সেই ভূমির রাজস্বের দায়গ্রস্ত হইবেক ইতি

যে নিষ্কর ভূমির উপর রাজস্বের ধার্য্য হয় তাহার বৃত্তিভোগী প্রথম যে ডিক্রীর অনুসারে রাজস্বের ধার্য্য হইয়া থাকে তাহার তারিখহইতে সে ভূমির রাজস্বের দায়গ্রস্ত হইবার কথা।

২০ ধারা।

যে নিষ্কর ভূমি সনন্দানুসারে কিম্বা তাহার দানের প্রকারে মৌরুসী আছে ও তাহা এই আইনের মতে বহালের যোগ্য হয় কি নিষ্করক্রমে তাহার বহালী সরকারের হুকুমে কিম্বা সরকারের যে কার্য্যকারক এমত ভূমি বহাল রাখিবার ক্ষমতা রাখিতেন তাঁহার হুকুমে হইয়া থাকে অথবা উত্তর কাল হয় এপ্রকার ভূমির চলবিচল ও খারিজ দাখিল বিক্রয় কি দানক্রমে কি অন্য মতেইবা হউক সিদ্ধ হইবেক আর যে কেহ বিক্রয় কিম্বা দানক্রমে অথবা পূর্ব্ব বৃত্তিভোগির মরণানন্তর সে ভূমিতে দখল পায় তাহার কর্ত্তব্য যে সে ভূমিতে দখল পাইবার তারিখহইতে ৬ ছয় মাসের মধ্যে তাহা আপন নামে কালেক্টরসাহেবের দফতরে লেখায় কিন্তু জানিবেক যে এপ্রকার যে ভূমি বিক্রয় হয় তাহার ক্ষতিখতরা ক্রয় কর্ত্তার শিরে থাকিবেক এতাবতা যদি পশ্চাৎ প্রমাণ হয় যে সে ভূমি মৌরুসী নহে কিম্বা নিষ্করক্রমে তাহার বহালী সরকারের হুকুমে অথবা সরকারের যে কার্য্যকারক এমত ভূমি বহাল রাখিবার ক্ষমতা রাখিতেন তাঁহার হুকুমে না হইয়া থাকে তবে সে ভূমির দাখিল খারিজে এই আইনের লিখনানুসারে সে ভূমির রাজস্ব ধার্য্যের নিষেধ জানা যাইবেক না ইতি।

যে নিষ্কর ভূমি মৌরুসী তাহার দান বিক্রয় সিদ্ধ হইবার ও তাহা ভোগের দাঁড়ার কথা।

২১ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— যে কালে ৬ ষষ্ঠ ধারার লিখিত ভূমির উপর রাজস্ব ধার্য্যের অর্থে আদালতে শেষ ডিক্রী হয় সে কালে কর্ত্তব্য যে সে ভূমি যে গ্রাম কিম্বা গ্রাম সকলের শামিলে থাকে তাহার নাম এবং মাপের মুখে সেই গাম কিম্বা গ্রামসকলের

৬ ষষ্ঠ ধারার লিখিত যে ভূমির রাজস্ব ধার্য্য

প্রাশস্ত্যের

হয় তাহার বৃত্তান্ত যে বহীতে লেখা যাইবেক তাহার কথা।

প্রাশস্ত্যের পরিমাণ এবং যে পরগনার মধ্যে সে ভূমি থাকে তাহার নাম এবং তাহার রাজস্বের সংখ্যা এবং তাহার বৃত্তিভোগি অধিকারির নাম এবং আদালতের ডিক্রীর নকল বাজেয়াপ্তী ভূমির যে দরমিয়ানী বহীর পুস্তাব ৩২ ধারায় স্পষ্ট আছে তাহাতে লেখা যায় আর কালেক্টরসাহেবের উচিত যে সেই বহীর যে স্থানে উপরের লিখিত মর্ম্ম লেখা যায় সেই স্থানের পাশে ২১ একবিংশতি ধারার লিখিত মোকররী মিয়াদী বহীর যে সফায় এমত ভূমি লেখা যায় তাহার পত্রাঙ্ক আলতার কষে লেখান্ এবং সেই বাজেয়াপ্তী দরমিয়ানী বহীর যে সফায় ঐ মর্ম্ম লেখা থাকে সেই সফার নম্বর সেই মোকররী মিয়াদী বহীতেও আলতার কষে লেখান্ আর কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৮ আইনের ১৬ ষোড়শ ধারায় সরকারের করসম্পর্কীয় ভূমির খারিজদাখিলী যে বহীর পস্তাব স্পষ্ট আছে তাহাতেও ঐ মর্ম্ম লেখা যায় এইহেতুক যে উপরের লিখিত ভূমি ঐ ৪৮ আইনের অনুসারে মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী যে বহী তৈয়ার হইবেক তাহাতে সরকারের নিজের করসম্পর্কীয় ভূমির মতে লেখা যায় আর কালেক্টরসাহেবের উচিত যে সরকারের করসম্পর্কীয় ভূমির খারিজদাখিলী বহীর যে সফায় উপরের লিখিত মর্ম্ম লেখা থাকে সেই সফার নম্বর মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহী ও বাজেয়াপ্তী দরমিয়ানী বহীর যে স্থানে ঐ ভূমির বৃত্তান্ত লেখা থাকে তাহার পাশে আলতার কষে লেখান্ এবং মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহী ও বাজেয়াপ্তী দরমিয়ানী বহীর যে সফায় ঐ ভূমির বেওরা লেখা থাকে সে সফার নম্বর সরকারের করসম্পর্কীয় ভূমির খারিজদাখিলী বহীর যে স্থানে উপরের লিখিত মর্ম্ম লেখা থাকে তাহার পাশে ও আলতার কষে লেখান্।

৫ পঞ্চম ধারার লিখিত যে ভূমির রাজস্বের ধার্য্য হয় তাহার বৃত্তান্ত যে বহীতে লেখা যাইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে কালে আদালতের শেষ ডিক্রীক্রমে ৫ পঞ্চম ধারার লিখিত ভূমির উপর রাজস্বের ধার্য্য হয় সে কালে কর্ত্তব্য যে মাপের মুখে সে ভূমির যে পরিমাণ তাহা এবং যে পরগণায় সে ভূমি থাকে তাহার নাম এবং সেই রাজস্বের সংখ্যা ও সে ভূমির বৃত্তিভোগি অধিকারির নাম এবং সেই ডিক্রীর নকল বাজেয়াপ্তী দরমিয়ানী বহীতে লেখা যায় এবং সেই বহীর যে স্থানে উপরের লিখিত মর্ম্ম লেখা থাকে তাহার পাশে মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহীর যে সফায় সে ভূমি লেখা থাকে সেই সফার নম্বর আলতার কষে লেখা যায় এবং বাজেয়াপ্তী দরমিয়ানী বহীর যে সফায় ঐ মর্ম্ম লেখা থাকে তাহারো নম্বর মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহীর যে স্থানে ঐ মর্ম্ম লেখা রহে তাহার পাশে আলতার কষে লেখা যায়। আর বিখ্যাত আছে যে এই ধারার লিখিত ভূমির রাজস্ব সরকারে দাখিল হইবেক না অতএব এই ধারার লিখিত ভূমি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৮ আইনের লিখিত খারিজদাখিলী বহী কিম্বা মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহীতে লেখা যাইবেক না।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—এইক্ষণে যে ভূমির রাজস্বের ধার্য্য আছে তাহার মোকদ্দমার যে কালে সে ভূমি নিষ্কর হইবার প্রতি আদালতের শেষ ডিক্রী হয় সে কালে কর্ত্তব্য

যে

যে সে ভূমি যে গ্রাম কিম্বা গ্রামসকলের শামিলে থাকে তাহার নাম এবং মাপের মুখে সেই গ্রাম কিম্বা গ্রামসকলের যে প্রাশস্ত্য তাহার পরিমাণ এবং যে পরগনার মধ্যে সে ভূমি রহে তাহার নাম এবং সেই বৃত্তিভোগী অধিকারির নাম এবং সে ভূমির উপর যে রাজস্বের ধার্য্য ছিল তাহার সংখ্যা এবং সেই ডিক্রীর নকল সরকারের করসম্পর্কীয় ভূমির খারিজ দাখিলী বহীতে লেখা যায় এবং সেই বহীর যে স্থানে উপরের লিখিত মর্ম্ম লেখা থাকে তাহার পাশেও মোকররী মিয়াদী গত পাঁচসনী বহীর যে সফায় সেই গ্রাম কিম্বা গ্রামসকলের বৃত্তান্ত লেখা থাকে সেই সফার নম্বর আলতার কষে লেখা যায় এইহেতুক যে পশ্চাৎ মোকররী মিয়াদী যে পাঁচসনী বহী তৈয়ার হয় তাহাতে এ প্রকার ভূমি লেখা না যায় এবং বাজেয়াপ্তী দরমিয়ানী বহীর যে সফায় ঐ মর্ম্ম লেখা থাকে সেই সফার নম্বর সেই মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহীতেও আলতার কষে লেখা যায় আর উচিত যে তদনুসারে সেই দুই বহীতেই তাহার যে যে স্থানে ঐ মর্ম্ম লেখা থাকে তাহার পাশেও খারিজ দাখিলী বহীর যে সফায় ঐ মর্ম্ম লেখা থাকে সেই সফার নম্বর আলতার কষে লেখা যায়। আর যদি শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের কর্ত্তব্য হয় যে যে কোন নিষ্কর ভূমির রাজস্বের ধার্য্য হয় তাহা পুনরায় নিষ্করক্রমে কাহারো প্রতি বহাল রাখেন্ তবে তাহার কারণেও এই ধারার লিখিত সকল দাঁড়া গ্রাহ্য হয় ইতি।

যে ভূমির রাজস্বের ধার্য্য থাকে তাহা যদি আদালতের ডিক্রীক্রমে নিষ্কর হয় তবে তাহার প্রস্তাব যে যে বহীতে লিখা যাইবেক তাহার কথা।

বাজেয়াপ্তী ভূমি যদি নিষ্করক্রমে বহাল হয় তবে এই ধারার লিখিত সকল দাঁড়া তাহাতে চলিবার কথা।

২২ ধারা।

এই আইনের অনুসারে যে সকল ভূমি নিষ্করক্রমে বহাল রাখা যায় তাহার ফিরিস্তি সরকারে প্রস্তুত থাকিবার এবং পশ্চাৎ এ প্রকার ভূমির দান না হইতে পারিবার কারণ যে নিষ্কর ভূমির দান ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১ পহিলা দিসেম্বরের পূর্ব্বে হইয়াছে তাহা ১০০ একশত বিঘার ন্যূন কিম্বা অতিরিক্তই বা হয় তাহার বহী পাঁচসন ব্যাজে প্রতিজিলায় তৈয়ার হইবেক। আর কর্ত্তব্য যে সেই বহীতে সেই ভূমির দানের নামকরণ অর্থাৎ ব্রহ্মোত্তর কিম্বা বিষ্ণুপ্রীতি অথবা তদ্ভিন্ন সংজ্ঞা এবং তাহার দাতার ও গ্রহীতার নাম ও সে ভূমিতে যে কেহ ভোগবান থাকে তাহার নাম এবং সেই ভোগবান নিজে গ্রহীতা না হইলে সেই গ্রহীতার সহিত সে কি সম্পর্ক রাখে তাহা এবং কোন স্বত্বাধিকারক্রমে সে ভূমিতে ভোগবান আছে এবং সে ভূমির দানের তারিখ এবং যে গ্রাম কিম্বা গ্রামসকলের শামিলে ও যে পরগনার মধ্যে সে ভূমি থাকে তাহার নাম এবং মাপের মুখে সেই গ্রাম কিম্বা গ্রামসকলের প্রাশস্ত্যের পরিমাণ বিঘার নিদর্শনে লেখা যায়। আর সেই বহী এইক্ষণে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিপালক বাদশাহী পুরস্কার দানের যে ভূমি নিষ্করক্রমে বহাল আছে তাহাছাড়া ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১ পহিলা দিসেম্বরের পূর্ব্বের কৃত দান নিষ্কর ভূমির মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহী নামে খ্যাত ও মশহুর হইবেক ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১ দিসেম্বরের পূর্ব্বে যে নিষ্কর ভূমির দান হইয়া থাকে তাহার বহী পাঁচ২ সন ব্যাজে তৈয়ার হইবার কথা।

ঐ বহীতে যাহা লিখা যাইবেক তাহার কথা।

ঐ বহীর নামের কথা।

২৩ ধারা।

২৩ ধারা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহীর নক্শা তৈয়ার করিয়া কালেক্টরসাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবার কথা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এই আইন পাইলে পর মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহী তৈয়ারের কারণ নক্শা দুরস্ত করিয়া তাহার নকল সকল জিলার কালেক্টরসাহেবদিগের নিকটে পাঠান্ আর কালেক্টরসাহেবদিগের উচিত যে সেই নক্শার অনুসারে ঐ বহী তৈয়ার করান্ ইতি।

২৪ ধারা।

বৃত্তিভোগিরা নিষ্কর ভূমির কৈফিয়ৎ দাখিল করিবার জন্যে ২৪ চতুর্বিংশতি ধারার লিখিত ইশ্তিহারনামার তারিখহইতে এক বৎসরের মিয়াদ পাইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১ পহিলা দিসেম্বরের পূর্ব্বে নিষ্করক্রমে যে ভূমির দান হইয়াছে সেই দান যদি সাময়িক দেশাধিপতির হুকুমক্রমে কিম্বা মঞ্জুরীতে অথবা অন্যের কর্তৃত্বক্রমে হইয়া থাকে তবে সে ভূমি ১০০ একশত বিঘার ন্যূন কিম্বা অতিরিক্তইবা হউক তাহাতে যাহারা ভোগ দখল রাখে তাহারা ২৪ চতুর্বিংশতি ধারার লিখিত ইশ্তিহারনামার তারিখহইতে এক বৎসরের অবকাশ অর্থাৎ মিয়াদ পাইবেক এইহেতুক যে ঐ নির্দ্ধারিত কালের মধ্যে নীচের লিখনানুসারে আপনারদিগের ভোগদখলের নিষ্কর ভূমির বেওরাকৈফিয়ৎ লিখিয়া কালেক্টরসাহেবদিগের নিকটে দেয় ইতি।

২৫ ধারা।

বৃত্তিভোগিরা আপনারদিগের নিষ্কর ভূমির কৈফিয়ৎ দাখিল করিবার হুকুমনিদর্শনী ইশ্তিহারনামার মতের কথা।

উপরের ধারার লিখিত হুকুমসকল পরে জ্ঞাত হয় নাই এমত ওজর ও আপত্তি কেহ না করিতে পারিবার কারণ প্রতিজিলার কালেকটরসাহেবের কর্ত্তব্য যে এই আইন পাইলে নীচের লিখিত পাঠক্রমে আপন মোহর ও দস্তখতে এক ইশ্তিহারনামা সুবে বাঙ্গালা ও সুবে উড়িষ্যায় পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষায় এবং সুবে বেহারে পারসী ভাষায় ও নাগরী অক্ষর ও হিন্দী ভাষায় লেখাইয়া আপন জিলার সদর মালগুজার একং ভূমির অধিকারী ও ইজারদারের সদর কাছারীতে এবং সরকারের খাসতহসীলের সকল মহালের তহসীলদারদিগের কাছারীতেও লটকাইয়া দেওয়ান্ আর যদি ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগের অধিকার ও ইজারা ভূমি ও খাস্ তহসীলের মহালাৎ দুই কিম্বা ততোধিক পরগনা দরোবস্তের অথবা পরগনাসকলের কিস্মতের শামিল থাকে তবে কালেক্টরসাহেবের উচিত যে সেই ইশ্তিহারনামা সেই একং পরগনা কিম্বা একং কিস্মতের সদর কাছারীতে লট্কাইয়া দেওয়ান্ আর কর্ত্তব্য যে সেই ইশ্তিহারনামার রসীদ তাহা লট্কানের তারিখ নির্দ্দিষ্টে সকল ভূম্যধিকারী ও ইজারদার ও তহসীলদারদিগের স্থানে লেখাইয়া লন্ যে ইহাতে সেই সকল ভূম্যধিকারী ও ইজারদার ও তহসীলদারদিগের মোতালক কাছারীতে সেই ইশ্তিহারনামা তাহার লিখিত তারিখহইতে একবৎসরপর্য্যন্ত লট্কান থাকিবার জওয়াব দিবার দায় তাহারদিগের শিরে থাকে। ইশ্তিহারনামার পাঠ এই যে ইঙ্গরেজী

ইশ্তিহারনামার পাঠের কথা।

১৭৯০ সালের

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ১৯ ঊনবিংশতি আইন।

১৭৯০ সালের তারিখ ১ পহিলা দিসেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১১৯৭ সালের ১৮ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে ফসলী ১১৯৮ সালের ১০ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে বিলায়তী ১১৯৮ সালের ১৮ অগ্রহায়ণের পূর্ব্বে সাময়িক দেশাধিপতির কিম্বা সরকারের কোন কার্য্য কারকের কৃত দানের দ্বারা অথবা মঞ্জুরীতে অমুক গ্রাম কিম্বা অমুকং গ্রামের শামিল অমুকং গ্রাম অথবা অমুকং গ্রামের মধ্যের মাফিক সরে জমীনের মাপের ১০০ একশত বিঘার ন্যূন কিম্বা অধিক ব্রহ্মোত্তর ও বিষ্ণুপ্রীতিআদি যে ভূমি নিষ্কর হইয়া থাকে তাহার সমস্ত ভোগবানদিগেরে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ ঊনবিংশতি আইনের মতে হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে তাহারা এই ইশ্‌তিহারনামার তারিখহইতে এক বৎসরের মধ্যে নীচের লিখনানুসারে আপনারদিগের নিষ্কর ভূমির বেওরা কৈফিয়ৎ কালেক্টরসাহেবের কাছারীতে লেখাইয়া দেয় ইহাতে যদি এমত ভূমির ভোগবানদিগের কেহ আপনি হাজির হইয়া কিম্বা মাতবর ২ দুই জন সাক্ষির পুরী ওকালৎনামাক্রমে আপনপক্ষে জনেক উকীল নিযুক্ত করিয়া তাহার দ্বারা ঐ কৈফিয়ৎ না লেখাইয়া দেয় তবে এ গতিকে যে রূপ আদালতের ডিক্রী হইবাতে এমত ভূমির রাজস্বের ধার্য্য হইত সেই রূপেই তাহার ভূমির উপর রাজস্বের ধার্য্য হইবেক কিন্তু এইক্ষণে যে ভূমির রাজস্বের ধার্য্য আছে তাহা নিষ্করক্রমে ভোগ রাখিবার দাওয়া যাহারা রাখে তাহারদিগের কর্ত্তব্য নহে যে সে ভূমির কৈফিয়ৎ লেখাইয়া দেয়।

ইশ্‌তিহারনামা পাঠের কথা।

কৈফিয়তের বেওরা।

ভূমি ব্রহ্মোত্তর কিম্বা বিষ্ণুপ্রীতিআদি সংজ্ঞার যাহা থাকে তাহার নাম।

ভূমির দাতার নাম।

ভূমির গ্রহীতার নাম।

ভূমির এইক্ষণের ভোগবানের নাম ও সে ব্যক্তি গ্রহীতা না হইলে গ্রহীতার সহিত সে কি সম্পর্ক রাখে এবং উত্তরাধিকারিত্বক্রমে কিম্বা বিক্রয় অথবা অন্য যে রূপে ভূমি দখল পাইয়াছে।

ভূমিদানের নিদর্শনী লিখন থাকিলে সেই লিখনের তারিখ ও তাহা না থাকিলে সে ভূমিদানের তারিখ।

যে গ্রাম কিম্বা গ্রামসকলের শামিলে অথবা যে গ্রাম কিম্বা গ্রামসকলের মধ্যে ভূমি থাকে তাহার নাম।

মাপের মধ্যে ভূমির সংখ্যাসমেত যে গ্রাম কিম্বা গ্রামসকলের শামিলে সেই ভূমি থাকে তাহার প্রাশস্তার পরিমাণ।

যে পরগনা কিম্বা পরগনাসকলের মধ্যে ভূমি থাকে তাহার নাম।

ভূমির আসল সনন্দের কিম্বা অন্য নিদর্শনী লিখনের নকল।

২৬ ধারা।

কোন নিষ্কর ভূমির বৃত্তিভোগী আপন ভূমির কৈফিয়ৎ নির্দ্ধারিত কালের মধ্যে না দিলে সেই কৈফিয়ৎ পশ্চাৎ দাখিল করিবার অর্থে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদর কৌন্সেলের হজুরের হুকুম না হইলে তাহার ভূমির উপর রাজস্ব ধার্য্য হইবার কথা।

যদি নিষ্কর ভূমির ভোগবানদিগের কেহ আপন ভূমির কৈফিয়ৎ যথাসাধ্যে উপরের ধারার লিখিত বেওরাক্রমে ইশ্‌তিহারনামার লিখিত কাল নিয়মের মধ্যে পকৃতপ্রস্তাবে লেখাইয়া না দেয় তবে তাহার ভূমির উপর আদালতের ডিক্রী হইলে যে রূপে রাজস্বের ধার্য্য হইত সেই রূপেই রাজস্বের ধার্য্য হইবেক আর কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে যদি সেই ভূমি ১০০ একশত বিঘার অধিক হয় তবে তাহা রাজস্ব ধার্য্য যেমত নির্দ্দিষ্ট আছে সেইমতেই করেন্ যদি সেই ভূমি ১০০ একশত বিঘার ন্যূন হয় তবে ৬ ষষ্ঠ ধারার অনসারে তাহার রাজস্বের স্বত্ত্ববান্ ভূম্যধিকারি প্রভৃতির যে কেহ হয় সেই ব্যক্তিই সেই ধারার লিখনক্রমে তাহার রাজস্ব নির্দ্ধার্য্য করিবেক কিন্তু শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের কর্ত্তৃত্ব আছে যে যদি এ প্রকার ভূমির ভোগবান নির্দ্ধারিত কালের মধ্যে সেই কৈফিয়ৎ না দিবার বিশিষ্ট হেতু কহিতে পারে তবে সেই ভোগবানকে হুকুম দেন্ যে সে সেই কৈফিয়ৎ সেই নির্দ্ধারিত কাল গতেও দেয় আর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা যে কালে বুঝেন যে নিষ্কর ভূমির ভোগবানদিগের যে কেহ সেই কৈফিয়ৎ নির্দ্ধারিত কালের মধ্যে না দেয় সে লোক এমত যোগ্য যে তাহার ভূমির কৈফিয়ৎ বহীতে দাখিল হয় সে কালে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহা লিখিয়া ঐ শ্রীযুতের হজুরে পাঠান ইতি।

২৭ ধারা।

যে ভূমির কৈফিয়ৎ নির্দ্ধারিত কালের মধ্যে দাখিল না হয় তাহা পশ্চাৎ লেখাইয়া লইতে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের হুকুম না হইলে সে ভূমির উপর রাজস্ব ধার্য্য হইবার কথা।

নিষ্কর ভূমির কৈফিয়ৎ লেখাইয়া দিবার যে কাল নির্দ্ধারিত আছে সেই কালের মধ্যে যে ভূমির কৈফিয়ৎ দাখিল না হয় সে ভূমির কৈফিয়ৎ সেই নির্দ্ধারিত কালগতে লেখাইয়া লইবার কারণ শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের হুকুম না হইলে সে ভূমি নিষ্করক্রমে বহাল রাখিবার দাওয়া মিথ্যা হইবেক এবং সে ভূমির রাজস্ব ধার্য্যের যে রূপ ২৬ ষড়্‌বিংশতি ধারায় লেখা আছে সেইরূপেই ধার্য্য হইবেক ইতি।

২৮ ধারা।

বহীতে নিষ্কর ভূমির কৈফিয়ৎ লেখা গেলেই যাহার নামে সে ভূমি লেখা যায় তাহাতে তাহার স্বত্ত্বাধিকার স্থির থাকিবার কারণ সরকারের মঞ্জুর জ্ঞান না হইবার বরং অন্যে সে ভূমির রাজস্বের অধিকারিত্বের দ

জানিবেন যে এই আইনের হুকুমমতে কাহার নামে নিষ্কর ভূমির কৈফিয়ৎ লেখাইয়া লইবাতেই সে ভূমির অধিকারিত্বের মালিকিয়তের প্রতি কিম্বা তাহা নিষ্করক্রমে রাখিবার অর্থে সে লোকের স্বত্ত্বাধিকারের উপর সরকারের মঞ্জুর জ্ঞান হইবেক না বরং সরকারের বহীতে সে ভূমির কৈফিৎ লেখা গেলে অন্যের সাধ্য আছে যে সে ভূমির অধিকারিত্বের দাওয়া রাখিলে তদর্থে তাহার নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে আর যদি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা সরকারের বহীতে সে ভূমির কৈফিয়ৎ লেখা গেলে বুঝেন্ যে সে ভূমি রাজস্ব ধার্য্যের যোগ্য তবে ঐ বোর্ডের সাহে

বদিগের

রদিগের হুকুমক্রমে কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা আছে যে সে ভূমির রাজস্ব ধার্য্য করিবার নিমিত্তে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করেন্ ইতি।

ওয়ায় তাহার নামে নালিশ করিতে পারিবার কথা।

২৯ ধারা।

নিষ্কর ভূমির কৈফিয়ৎ লেখাইয়া লইবার কারণ যে কালের নিয়ম আছে তাহা গত হইলে পর প্রতিজিলার কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে সে ভূমির বহী বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের মঞ্জুরী নকশাক্রমে তাঁহারা যত বড় দীর্ঘ ও প্রস্থে তৈয়ার করাইতে হুকুম দেন্ সেই পরিমাণে কেতাবের জিল্দের ন্যায় তৈয়ার করান্ এবং সেই জিল্দের পৃষ্ঠে এক পাঠ এই বেওরায় লেখা যায় যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ উনবিংশতি আইনের মতে ইস্তক সন অমুক ইঙ্গরেজী মোতাবেকে সন অমুক বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অথবা বিলায়তী ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১ দিসেম্বরের পূর্ব্বে কৃত দান অমুক জিলার মধ্যের বাদশাহী পুরস্কারছাড়া নিষ্কর ভূমির মোকররী মিয়াদী ও পাঁচসনী বহী লেখা গেল নম্বর অমুক। আর উচিত যে সেই বহীর প্রতি সফায় পত্রাঙ্ক লেখা যায় এবং তাহার প্রতিওরকে সেই জিলার দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের দস্তখৎ হয় ও সেই জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার শেষ সফায় সকল সফার নম্বরের শুমার লিখিয়া তাহার উপর আপন দস্তখৎ করেন্ এ মতে যে বহী তৈয়ার না হয় তাহা মাতবর জ্ঞান হইবেক না আর উচিত যে মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী যে বহী প্রথম তৈয়ার হয় তাহার উপর ১ নম্বর লেখা যায় ইতি।

কালেক্টরসাহেবেরা নিষ্কর ভূমির কৈফিয়ৎ লেখাইয়া লইবার নিদ্ধারিত কালগতে তাহার বহী তৈয়ার করাইবার কথা।

বহীর পৃষ্ঠে যে পাঠ লেখা যাইবেক তাহার কথা।

৩০ ধারা।

কর্ত্তব্য যে মোকররী মিয়াদী দুসরা বহী প্রতিজিলায় তথাকার চলন সন বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অথবা বিলায়তীর ১২০৭ সাল প্রবৃত্তে তৈয়ার করা যায় ও সেই বহীর উপরং দুসরা নম্বর লেখা যায় আর উচিত যে পাঁচং সন গতে সাল প্রবৃত্তে মোকররী মিয়াদী অন্য যে সকল বহী তৈয়ার হয় সে সকল বহীর উপর পরম্পর বিলিক্রমে নম্বর লেখা যায় ইতি।

প্রতিজিলার মোকররী মিয়াদী দুসরা বহী বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অথবা বিলায়তী ১২০৭ সাল প্রবৃত্তে তৈয়ার হইবার এবং পাঁচং সন ব্যাপ্তে বিলিক্রমে লেখা যাইবার কথা।

৩১ ধারা।

এদেশি যে লোকেরা মুজমিলনবীস থাকে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহী ইঙ্গরেজী বহীর সমানে শুদ্ধ করিয়া রাখে ও সেই বহী কেতাবের জিল্দের ন্যায় যে দীর্ঘ ও প্রস্থে তৈয়ার করিতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা ধার্য্য করেন্ তদনুসারে তৈয়ার করে আর উচিত যে ইঙ্গরেজী বহীর অনুসারে সেই বহীর প্রতিসফায় নম্বর লেখা যায় এবং দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের দস্ত

মুজমিলনবীসেরা ইঙ্গরেজী বহীর অনুসারে মোকররী মিয়াদী বহী রাখিবার কথা।

খৎ তাহার উপরেও হয় এমতে নিষ্কর ভূমির মুজমিলনবিসী সিরিস্তার কোন বহী তৈয়ার না হইলে ও তাহার সফার নম্বর লেখা না গেলে ও তাহার উপর দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের দস্তখৎ না হইলে তাহা মাতবর জ্ঞান হইবেক না ইতি।

৩২ ধারা।

মুজমিলনবীসদিগের বহীনিকা যে যে অক্ষর ও ভাষায় তৈয়ার হইবেক তাহার কথা।

কর্ত্তব্য যে মুজমিলনবীসদিগের যে সকল বহীর প্রস্তাব উপরের ধারায় আছে তাহা সুবে বাঙ্গালা ও সুবে উড়িষ্যায় পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষায় ও সুবে বেহারে পারসী ভাষায় ও নাগরী অক্ষর ও হিন্দী ভাষায় তৈয়ার হয় ইতি।

৩৩ ধারা।

মোকররী মিয়াদী সকল বহী তৈয়ার হইবার কালের মধ্যে যে কোন নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত হয় এবং সে ভূমির কৈফিয়ৎ যাহা মিলে তাহা যেমতে লেখা যাইবেক তাহার কথা।

মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী যে সকল বহী হইবেক তাহা তৈয়ার হইবার কালের মধ্যে যে সকল নিষ্কর ভূমির অর্থে এই আইন নির্দিষ্ট হইল তাহার যে ভূমি বাজেয়াপ্ত হয় এবং সেই ভূমির যে সকল বৈওরা কৈফিয়ৎ মিলে তাহা আইন্দা মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী সকল বহী তৈয়ার করিবার কারণ লিখিবার আবশ্যক আছে অতএব কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে একং বহী যে দীর্ঘ ও প্রস্থে তৈয়ার করিতে বোর্ডরেবিনিউর সাহেবেরা নির্ণয় করেন সেই পরিমাণে কেতাবের জিল্দের ন্যায় বাজেয়াপ্তীওগয়রহের কৈফিয়ৎ নিদর্শনে তৈয়ার করেন। ও সেই বহী বাদশাহী পুরস্কারছাড়া নিষ্কর ভূমির বাজেয়াপ্তীওগয়রহের কৈফিয়তের বহীনামে খ্যাত হইবেক আর উচিত যে তাহার পৃষ্ঠে এক পাঠ এই বিবরণে লেখা যায় যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ ঊনবিংশতি আইনের মতে ইস্তক সন অমুক লাগাইৎ সন অমুক ইঙ্গরেজী মোতাবেকে সন অমুক বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অথবা বিলায়তী ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১ পহিলা দিসেম্বরের পূর্ব্বে কৃত দান অমুক জিলার মধ্যের বাদশাহী পুরস্কারছাড়া নিষ্কর ভূমির বাজেয়াপ্তীওগয়রহের কৈফিয়তের বহী লেখা গেল। আর কর্ত্তব্য যে সেই বহীতে ভূমির বাজেয়াপ্তীওগয়রহের কৈফিয়ৎ লেখা যাইবার পূর্ব্বে তাহার প্রতিসফায় নম্বর দাগ হয় ও সেই জিলার দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের উচিত যে সেই বহীর প্রতিওরককে দস্তখৎ করেন এবং তাহার শেষ সফায় সকল সফার নম্বরের শুমার স্বহস্তে লিখিয়া তাহার উপরেও দস্তখৎ করেন আর কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে যে নিষ্কর ভূমির কৈফিয়ৎ ২৫ পঞ্চবিংশতি ধারার লিখিত ইশ্তিহারনামার নির্দ্ধারিত কালের মধ্যে দাখিল না হইয়া পশ্চাৎ শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরের হুকুমে ২৬ ষড়্বিংশতি ধারার লিখনানুসারে দাখিল হয় এমত ভূমির কৈফিয়ৎ এবং যে নিষ্কর ভূমির রাজস্বের ধার্য্য হয় ও করসম্পর্কীয় যে ভূমি আদালতের ডিক্রীক্রমে নিষ্কর হয় আর অনেক কালের যে নিষ্কর ভূমি কোন রূপে পূর্ব্বমতে বহাল রাখিতে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের মঞ্জুর হয় এবং যে নিষ্কর ভূমি সেই জিলাহইতে খারিজ হয় কিম্বা সে জি

লায়

লায় দাখিল হয় সে সকল ভূমির কৈফিয়ৎ ঐ সকল কৈফিয়তের বেওরা এবং ঐ সকল কৈফিয়তের মর্ম্ম যে ব্যক্তির হুকুম ও কর্তৃত্বে হইয়া থাকে তাহার নিদর্শনে উপরের লিখিত বহীতে লেখান্। আর সরকারের করসম্পর্কীয় ভূমির খারিজদাখিলী বহীতে অপর যে সকল মর্ম্ম লিখিবার হুকুম ২১ একবিংশতি ধারায় আছে সে সকল মর্ম্ম যে যে কালে সেই খারিজদাখিলী বহী দুরস্তের কারণ তাহাতে লিখিবার আবশ্যক হয় সেই২ কালে তাহাও এই ধারার লিখিত বাজেয়াপ্তী বহীতে লেখান্ ইতি।

৩৪ ধারা।

যে কালে যে জিলা হইতে কোন মহাল খারিজ হয় সে কালে তথাকার কালেক্টরসাহেব সেই মহালের মধ্যের নিষ্কর ভূমির কৈফিয়ৎ যাহা মোকররী মিয়াদী ও বাজেয়াপ্তী বহীতে লেখা থাকে তাহার নকল যে জিলায় সে মহাল দাখিল হয় তথাকার কালেক্টরসাহেবের স্থানে পাঠাইবার কথা।

যে কালে কোন জিলাহইতে কোন মহাল খারিজ করিবার ও তাহা অন্য কোন জিলায় দাখিল করিবার অর্থে হুকুম হয় সে কালে যে জিলাহইতে সেই মহাল খারিজ হয় সেই জিলার কালেক্টরসাহেবের কর্তব্য যে সেই মহালের মধ্যের নিষ্কর ভূমির কৈফিয়ৎ যাহা মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহীতে লেখা থাকে তাহার এবং সে ভূমির যে কৈফিয়ৎ মোকররী মিয়াদী গত পাঁচসনী বহী তৈয়ারের সময়হইতে বাজেয়াপ্তী দরমিয়ানী বহীতে লেখা রহে তাহার নকল যে জিলায় সেই মহাল দাখিল হয় সেই জিলার কালেক্টরসাহেবের নিকটে পাঠান্ ইতি।

৩৫ ধারা।

যে কালে এক জিলার মোতালক মহাল অন্য জিলায় দাখিল হয় সে কালে যেমতে তাহার সংবাদ আদালতসকলের সাহেবদিগেরে দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

যে সময়ে কোন জিলায় উপরের ধারার লিখিত হুকুমের মতে কোন মহাল খারিজ হইবার বিষয় হয় সে কালে সে জিলার কালেক্টরসাহেবের কর্তব্য যে সেই মহালের মধ্যের নিষ্কর ভূমির যে কৈফিয়ৎ মোকররী মিয়াদী গত পাঁচসনী বহী ও বাজেয়াপ্তী দরমিয়ানী বহীতে দাখিল থাকে তাহার নকল আপন জিলার দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নিকটে এবং যে এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের মোতালক তাঁহার জিলা হয় তথাকার সাহেবদিগের স্থানেও পাঠান্ এবং যে জিলায় সেই মহাল দাখিল হয় তথাকার কালেক্টরসাহেবের উচিত যে উপরের ধারাক্রমে নিষ্কর ভূমির যে সকল কৈফিয়তের নকল তাঁহার নিকটে পঁহুছে তাহার নকল আপন জিলার দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নিকটে এবং যে এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের মোতালক তাঁহার জিলা হয় তথাকার সাহেবদিগের স্থানেও পাঠান্ আর যে যে আদালতের জজসাহেবদিগের মোতালক জিলাহইতে সেই মহাল খারিজ হয় সেই সাহেবদিগের কর্তব্য যে ঐ সকল কৈফিয়তের নকল পাইলেই সে মহাল খারিজ হইবার নিমিত্তে তাঁহারদিগের আদালতের উপস্থিত যে সকল মোকদ্দমা অন্য আদালতের মোতালক হয় সে সকল মোকদ্দমার কাগজপত্র সমস্তই সেই অন্য আদালতের জজসাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ এবং তাহার সমাচার লিখনের দ্বারা সে সকল মোকদ্দমার উভয় বিবাদিকে দেওয়ান্ ইতি।

৩৬ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ১৯ উনবিংশতি আইন।

৩৬ ধারা।

বাজেয়াপ্তী ভূমির বহীতে নিষ্কর ভূমির কৈফিয়ৎ দাখিল করাইতে বিলম্বকরণে কালেক্টর সাহেবদিগেরে নিষেধের কথা।

কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে বাজেয়াপ্তী ভূমির দরমিয়ানী বহীতে যে নিষ্কর ভূমির কৈফিয়ৎ দাখিল হয় তাহার উপর আপনারদিগের খেদমতের নিদর্শন দস্তখৎ করেন্ এবং ঐ সাহেবদিগেরে যথোচিত হুকুম আছে যে বাজেয়াপ্তী ভূমির দরমিয়ানী বহীতে সেই কৈফিয়ৎ দাখিল করাইতে বিলম্ব ও শৈথিল্য না হইবার জন্যে উচিত যে নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত করিলে ও সেই ভূমির কিছু কৈফিয়ৎ উপস্থিত হইলেই তাহা সেই বহীতে দাখিল করান্ ইতি।

৩৭ ধারা।

মুজমিলনবীসেরাও বাজেয়াপ্তী ভূমির দরমিয়ানী বহী ইঙ্গরেজী বহীর তুলনায় আপনারদিগের নিকটে রাখিবার কথা।

মুজমিলনবীসদিগের কর্ত্তব্য যে বাজেয়াপ্তী ভূমির দরমিয়ানী বহী কেতাবের জিল্দের ন্যায় ইঙ্গরেজী বহীর সমানে শুদ্ধ করিয়া তৈয়ার করে ও তাহার সকল সফার নম্বর লেখা যায় এবং তাহার উপর দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের দস্তখৎ হয় ইতি।

৩৮ ধারা।

মোকররী মিয়াদী ও বাজেয়াপ্তী দরমিয়ানী বহীর অশুদ্ধশোধন যে মতে হইবেক তাহার কথা।

২৯ উনত্রিংশৎ ধারার লিখনানুসারে মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহী তৈয়ার হইলে ও তাহাতে জিলার দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের দস্তখৎ হইলে পর যদি জানা যায় যে সেই বহীতে কোন বাজেয়াপ্তী ভূমির কৈফিয়ৎ লিখিতে কিছু ভুল হইয়াছে কিম্বা সেই কৈফিয়ৎ ব্যতিপুস্তে লেখা গিয়াছে অথবা তাহার লেখক অশুদ্ধ করিয়াছে তবে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য নহে যে সেই ভুল ও অশুদ্ধকে ফিরান্ কিম্বা লুপ্ত করেন্ বরং উচিত যে তাহা সেই গতিকেই পূর্ব্বমতে বহাল রাখিয়া তাহার বৃত্তান্ত বাজেয়াপ্তী ভূমির দরমিয়ানী বহীতে লেখাইয়া তাহার উপর আপন দস্তখৎ করেন্ এবং সেই মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহীর যে সফার যে স্থানে সেই ভুল কিম্বা অশুদ্ধ থাকে তাহার পাশে বাজেয়াপ্তী ভূমির দরমিয়ানী বহীর যে সফায় সেই ভুল কিম্বা অশুদ্ধের পুস্তাব হয় সেই সফার নম্বর আলতার কষে লেখান্ এবং সেই মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহীর যে সফার যে স্থানে সেই ভূমি লেখা রহে সেই সফার নম্বর বাজেয়াপ্তী ভূমির দরমিয়ানী বহীর যে স্থানে সেই পুস্তাব থাকে তাহার পাশেও আলতার কষে লেখান্ আর যদি বাজেয়াপ্তী ভূমির দরমিয়ানী বহীতে কিছু ভুল কিম্বা অশুদ্ধ হয় তবে তাহাতেও উপরের লিখিত সকল দাঁড়া গ্রহণ হয় ইতি।

৩৯ ধারা।

মুজমিলনবীসেরা ইঙ্গরেজী বহীর তুলনায়

যে কালে মুজমিলনবীসেরা ইঙ্গরেজী বহীর তুলনায় যে সকল বহী আপনারদিগের

দিগের নিকটে রাখে তাহাতে যদি কিছু ভুল অথবা অশুদ্ধ হয় তবে তাহারাও তাহার অশুদ্ধ শোধন যেমতে ইঙ্গরেজী বহীর সকল অশুদ্ধ শোধনার্থে কালেক্টরসাহেবদিগেরে হুকুম আছে সেই মতে করে কিন্তু বাজেয়াপ্তী ভূমির দরমিয়ানী বহীর যে স্থানে সেই ভুল কিম্বা অশুদ্ধের পুনস লেখা যায় তথায় কর্ত্তব্য যে মুজমিলনবীসের দস্তখৎছাড়াও কালেক্টরসাহেবের দস্তখৎ হয় ইতি।

মোকররী মিয়াদী ও বাজেয়াপ্তী দরমিয়ানী যে বহী রাখে তাহার অশুদ্ধশোধন যেমতে হইবেক তাহার কথা।

৪০ ধারা।

যদি মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী কোন বহী তৈয়ারের কালে কোন নিষ্কর ভূমির উপর কাহারো অধিকারিত্বের দাওয়ার মোকদ্দমা কোন দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত থাকে তবে সে কালে যে কেহ সে ভূমিতে ভোগবান থাকিবেক তাহার অধিকারিত্বই সেই বহীতে লেখা যাইবেক ইতি।

বিরোধের ভূমি তাহার ভোগবানের নামে লেখা যাইবার কথা।

৪১ ধারা।

যে কালে মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহী তৈয়ার করাইবার কারণ কিম্বা বাজেয়াপ্তী ভূমির দরমিয়ানী বহীতে নিষ্কর ভূমির কৈফিয়ৎ লেখাইবার জন্যে সে ভূমির ভোগবানের স্থানে কোন বার্ত্তালওন কালেক্টরসাহেবের আবশ্যক হয় সে কালে সেই ভোগবানের নামে সে বিষয়ে সেই সাহেবের মোহর ও দস্তখতে যে হুকুমনামা যায় তাহা পাইয়া যদি সেই ভোগবান নির্দ্ধারিত কালের মধ্যে সেই বিষয়ের সম্বাদ জানাইতে না চাহে কিম্বা শৈথিল্য করে তবে সেই সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার বেওরা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগেরে লিখেন ইহাতে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে সেই ভোগবান সেই বিষয়ের সম্বাদ জানাইতে অশক্ত ছিল এমত প্রমাণ না করিতে পারিলে যত দিনপর্য্যন্ত সেই বিষয় লিখিয়া না দেয় তত দিনের দিন প্রতি সেই ভোগবানের সম্ভ্রম ও শক্ত্যনুসারে যে দণ্ডকরণ উচিত জানেন্ তাহাই তাহার উপর নির্দ্ধার্য্য করেন্। আর ঐ বোর্ডের সাহেবদিগেরে হুকুম আছে যে যে যে জিলার মধ্যের নিষ্কর ভূমির যে কিছু নিদর্শনী কাগজপত্র কিম্বা সম্বাদ আপনারদিগের নিকটে প্রস্তুত রাখেন্ তাহার নকল সেই২ জিলার কালেক্টরসাহেবের নিকটে পাঠান্ এইহেতুক যে তাহাতে সেই২ জিলার কালেক্টরসাহেবকে মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী সকল বহী তৈয়ার করাইবার অর্থে এবং নিষ্কর ভূমির বৃত্তিভোগিরা সে ভূমির কৈফিয়ৎ লিখিয়া দিতে শঠতা ও দাগা করিলে তাহার বার্ত্তা পাইতে আর সে সকল ভূমির মধ্যের যে ভূমি এই আইনের অনুসারে রাজস্ব ধার্য্যের যোগ্য তন্নিমিত্তে এক সহায় লাভ হয় ইতি।

কালেক্টরসাহেব নিষ্কর ভূমির কৈফিয়ৎ তাহার ভোগবানের স্থানে তলব করিলে সেই ভোগবান যদি না দেয় তবে তাহার দণ্ড নিরূপণের কথা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা নিষ্কর ভূমির যে সকল কাগজপত্র ও সম্বাদ প্রস্তুত রাখেন্ তাহার নকল কালেক্টরসাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবার কথা।

৪২ ধারা।

কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যত ত্বরাতে হয় কি ইঙ্গরেজী কি এ দেশী ভা

কালেক্টরসাহেবেরা মোকররী মিয়াদী ব

ষার

হীর এবং বাজেয়াপ্তী ভূমির তিনং মাসের কৈফিয়তের নকল যেযে সাহেবের নিকটে পাঠাইতে থাকিবেন তাহার কথা।

ঘার মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহীর নকল আপনারদিগের দস্তখতে দুরস্ত করিয়া বোর্ডরেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্ আর উচিত যে সেই নকলের বহী ২৯ উনত্রিংশৎ ধারাক্রমে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা যে দীর্ঘ ও প্রস্থে আসল বহী তৈয়ারের কারণ নির্ণয় করেন্ তদনুসারে তৈয়ার হয় এবং তাহার প্রতিসফায় নম্বর লেখা যায় ও তাহার উপরেও জিলার দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের দস্তখৎ হয় আর কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে প্রতিসন বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অথবা বিলায়তীর যাহা যে জিলায় চলন থাকে সেই সনের নিদর্শনে মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহীর নকল এবং ঐ চলন একংসনের নিদর্শনে তৃতীয় মাস ও ষষ্ঠ মাস ও নবম মাস ও দ্বাদশ মাস গতে বাজেয়াপ্তী ভূমির দরমিয়ানী বহীর লিখিত নিষ্কর ভূমির তিনং মাসের কৈফিয়তের নকল আপনারদিগের দস্তখতে দুরস্ত করিয়া ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের স্থানে ও তদনুসারে আপনং জিলার দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নিকটে এবং যে যে এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের মোতালক তাঁহারদিগের যাঁহার যে জিলা হয় সেই এলাকার সাহেবদিগের নিকটেও পাঠাইতে রহেন আর ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের উচিত যে একং জিলার মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহীর এবং বাজেয়াপ্তী ভূমির দরমিয়ানী বহীর লিখিত নিষ্কর ভূমির তিনং মাসের কৈফিয়তের নকল পাইলেই তাহার নকল আপনারদিগের দস্তখতে সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইতে থাকেন্ ইতি।

৪৩ ধারা।

সকল আদালতের সাহেব ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেব ও কালেক্টরসাহেবদিগকে বহী সকলের রক্ষার্থে বিশিষ্ট মনোযোগী হইতে হুকুমের কথা।

সকল আদালতের সাহেবদিগেরে ও বোর্ডত্রেডের সাহেবদিগকে এবং কালেক্টর সাহেবদিগকে যথেষ্ট হুকুম আছে যে কি ইঙ্গরেজী কি এ দেশী ভাষার মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহী অথবা বাজেয়াপ্তী ভূমির দরমিয়ানী বহীসকলের রক্ষা ও খবরদারীর জন্যে সর্ব্বতোভাবে যত্নবান থাকেন্ আর সে সকল বহীর যে সকল নকল দফ্তরে রাখা যায় তাহার জিল্দ এমত সামগ্রীতে তৈয়ার করান্ যে তাহাকে পোকায় কাটিবার ও অন্যং ক্ষতিখতরার রক্ষার্থে যোগ্য জানা যায় ইতি।

৪৩ ধারা।

মোকররী মিয়াদী বহী বাঙ্গলা ও ফসলী ও বিলায়তী ১২০৭ সাল হইতে ও তাহার পাঁচং সন গতে তৈয়ার হইবেক সে সকল বহী যে যে মর্ম্মানুসারে লেখা যাইবেক তাহার কথা।

কর্ত্তব্য যে সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যে সন বাঙ্গলা ও ফসলী ও বিলায়তীর ১২০৭ সাল প্রবৃত্তে ও তাহার পাঁচং সন ব্যাজে মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী যে সকল বহী তৈয়ার হইবেক তাহার একং বহী তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বের মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহীর অনুসারে এবং নিষ্কর ভূমির বাজেয়াপ্তী দরমিয়ানী বহীর লিখিত মর্ম্মদৃষ্টে এইরূপে তৈয়ার হয় যে গত পাঁচসনের মধ্যে যে নিষ্কর ভূমির উপর সরকারের রাজস্বের ধার্য্য হইয়া থাকে তাহা এবং যে নিষ্কর ভূমি অন্য জিলায় দাখিল হইয়া থাকে তাহাবাদে যে ভূমি সে জিলায় দাখিল হইয়া থাকে

থাকে এবং যে ভূমি নিষ্কর রহিবার কারণ আদালতের ডিক্রী হইয়া থাকে আর ২৬ ষড়্বিংশতি ধারানুসারে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের হুকুম হইলে পর যে ভূমি সরকারের বহীতে দাখিল হইয়া থাকে সে ভূমি সমস্তই অব্যবহিত পরের বহীতে লেখা যায় অতএব দুসরা মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহী লেখা যাইবার কালপর্য্যন্ত সমস্ত মর্ম্মই প্রস্তুত থাকিবেক এবং আইন্দা সকল বহী কেবল সেইপ্রকার মর্ম্ম লিখনের দ্বারাই নির্দ্ধারিত বিলিক্রমে তৈয়ার হইবেক ইতি।

৪৫ ধারা।

যদি কোন দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নিকটে প্রমাণ হয় যে কোন কালেক্টরসাহেবের কিম্বা তাহার আসিষ্টণ্ট অর্থাৎ ছোটসাহেবের আমলা এদেশে যে লোকেরা থাকে তাহারদিগের কেহ এই আইনের মতে সরকারী বহীতে নিষ্কর ভূমির কৈফিয়ৎ লিখিবার বিষয়ে অথবা এপ্রকার ভূমির কৈফিয়ৎ লিখিবার মোতালক অপর কোন হেতুতে কিছু নগদ কিম্বা দ্রব্যসামগ্রী গোপন কিম্বা অগোপনে কাহারো স্থানে ঘুষ লইয়াছে তবে সেই জজসাহেব সেই আমলাকে তাহার প্রতি অর্পিত ভারের কার্য্যহইতে অবসর ও তগীর করিবার অর্থে ডিক্রী করিবেন এবং যে ঘুষ লইয়া থাকে তাহা ফিরাইয়া দেওয়াইয়া তাহার তিনগুণ দণ্ড সরকারে লইবেন আর আদালতের খরচা ফরিয়াদীকে দেওয়াইবেন এবং যাবৎ সেই আমলা আসামী সেই সকল বিষয় না দেয় অথবা তাহার দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয়ের দ্বারা আদায় না হয় তাবৎ সেই আসামীকে বন্ধনশালে বন্ধনে রাখিবেন ইতি।

সরকারের বহীতে নিষ্কর ভূমির কৈফিয়ৎ লিখিবার বিষয়ে কালেকটরী আমলায় ঘুষ লইলে তাহার দণ্ডের কথা।

৪৬ ধারা

এ দেশী যে লোক সরকারী আমলা না হইয়া কেবল কালেক্টরসাহেবের কিম্বা তাঁহার ছোটসাহেবের নিজের চাকর কিম্বা অনুগত হয় ও তাহাহইতেও উপরের ধারার লিখিত অপরাধহওন দেওয়ানী আদালতে প্রমাণ হয় তবে সেই আদালতের জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই ঘুষ ফিরাইয়া দিবার এবং তাহার তিনগুণ দণ্ড সরকারে দাখিল করাইবার ও ফরিয়াদীর নিকটে আদালতের খরচার নিশা দেওয়াইবার অর্থে ডিক্রী করেন্ এবং তাহাকেও ছয় মাসপর্য্যন্ত বন্ধনশালে বন্ধনে রাখেন্ যদি ঐ কালের মধ্যে সে সকল বিষয় সেই আসামী না দেয় তবে যাবৎ না দেয় কিম্বা তাহার দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয়ের দ্বারা তাহা আদায় না হয় তাবৎ বন্ধনদশায় রাখেন্। আর সেই কালেক্টরসাহেব কিম্বা তাঁহার ছোট সাহেবের উচিত যে সেই আসামীকে আপন চাকরী অথবা আনুগত্যহইতে দূর করেন্ এবং পুনরায় কখন তাহাকে কি আপনার প্রতি ভারহওয়া কার্য্যের মোতালক কি আপনার নিজের সম্বন্ধীয় কোন ব্যাপারে নিযুক্ত না করেন্ ইতি।

কালেক্টর সাহেব কিম্বা তাঁহার ছোটসাহেবের নিজের চাকর অথবা অনুগত কাহারো দ্বারা উপরের ধারার লিখিতাপরাধ হইলে তাহার যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ১৯ ঊনবিংশতি আইন।

৪৭ ধারা।

কিছু কাল নিয়মে যে ভূমির দান হইয়া থাকে তাহার প্রতি যে যে দাঁড়া চলিবেক তাহার কথা।

শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানী হইবার তারিখের পূর্ব্বের গৃহীতার বর্ত্তমানী কটের যে নিষ্কর ভূমি কাহারো হস্তবশ থাকে কিম্বা তাহার উপর যদি কেহ দাওয়া রাখে তবে এমত ভূমির সম্বন্ধে যে সকল দাঁড়া এই আইনে লেখা আছে সে সকল দাঁড়া সেই তারিখের পূর্ব্বে যে নিষ্কর ভূমির দান কিছু কাল নিয়মক্রমে হইয়া থাকে তাহার প্রতি চলিবেক ইতি।

৪৮ ধারা।

বাজে জমীনের দফ্তরের মশ্খুরকার সাহেবদিগের দ্বারা যে নিষ্কর ভূমির দান কিম্বা তাহা মঞ্জুর হইয়া থাকে তাহার রাজস্বের ধার্য্য এই আইনের মতে না হইবার কথা।

ইহার পূর্ব্বে সুবে বাঙ্গালায় বাজে জমীনের দফ্তরের মশ্খুরকার যে সাহেবেরা মোকরর ছিলেন তাঁহারদিগের প্রতি অর্পিত কর্ত্তৃত্বের দ্বারা যে নিষ্কর ভূমির দান কিম্বা তাহা মঞ্জুর হইয়া থাকে তাহাতে এ আইনের অনুসারে এমত বোধ না হয় যে সে ভূমি রাজস্ব ধার্য্যের যোগ্য হইতে পারে ইতি।

৪৯ ধারা।

এই আইনের লিখিত দাঁড়া বাদশাহী পুরস্কার নামে খ্যাত ভূমির সহিত সম্পর্ক না রাখিবার কথা।

জায়গীর ও আলতমগা ও মদদমাশ ও আয়মাওগয়রহ যে সকল নিষ্কর ভূমি বাদশাহী পুরস্কার নামে খ্যাত ও বাদশাহী সনন্দানুসারে কাহারো ভোগদখলে থাকে এমত ভূমির সম্বন্ধে এই আইনের লিখিত দাঁড়া না জানা যায় তদর্থে যে সকল দাঁড়া ধার্য্য হইয়াছে তাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৭ সপ্তত্রিংশৎ আইনে লেখা আছে ইতি।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ২০ বিংশতি আইন।

সকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের ও ফৌজদারীর আর সকল মফঃসল আপীল আদালত এবং দায়ের ও সায়েরী আদালতের আর সদর দেওয়ানী আদালত ও নিজামত আদালতের জজসাহেবেরা তাঁহারদিগের মোতালক সকল কার্য্য যে নক্সায় সুন্দররূপে চলে তাহার পরামর্শ দিবার বিষয়ের আইন শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১ পহিলা মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২০৭ সালের ১৯ রমজানে জারী করিলেন।

হেতুবাদ।

শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের সুগোচরার্থে সকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের জজ ও ফৌজদারীর সাহেবেরা তাঁহারদিগের মোতালক সমস্ত কার্য্য সকল দেশে কিম্বা স্থানবিশেষে যে নক্সায় সুন্দররূপে হইবার পরামর্শ ঠাহরেন্ তাহা যাবৎ সকল মফঃসল আপীল আদালত এবং দায়ের ও সায়েরী আদালতের জজসাহেবদিগের আর সদর দেওয়ানী আদালত ও নিজামত আদালতের সাহেবেরদের পরামর্শের সহিত ঐক্য না হয় তাবৎ শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে গুজরিবেক না আর মফঃসল আপীল আদালত এবং দায়ের ও সায়েরী আদালতের জজসাহেবেরা আপনং এলাকার সমস্ত কার্য্য যে নক্সায় সুন্দররূপে হইবার পরামর্শ ঠাহরেন্ তাহাও সদর দেওয়ানী আদালত ও নিজামত আদালতের সাহেবেরদের পরামর্শের সহিত না মিলিলে ঐ শ্রীযুতের হজুরে গুজরাইতে পারিবেন না একারণ নীচের লিখনানুসারে দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

১ ধারা।

সকল জজ ও ফৌজদারীর সাহেবেরা আপনং মোতালক কার্য্য চালানের নিমিত্তে নক্সা তৈয়ার করিবার কথা।

সকল জিলা ও শহর আজীমাবাদ ও শহর জাঁহাগীরনগর ও শহর মুরশিদাবাদের আদালতের সাহেবেরা আপনং মোতালক সকল কার্য্য সুন্দররূপে হইবার নক্সা সেইং জিলার দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের ও ফৌজদারীর সাহেবের পদক্রমে এবং মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা আপনং এলাকার সকল কার্য্য সুন্দররূপে হইবার নক্সা সেইং এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের এবং দায়ের ও সায়েরী আদালতের জজসাহেবের পদক্রমে আর সদর দেওয়ানী আদালত ও নিজামত

পে আদালতের

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ২০ বিংশতি আইন।

আদালতের জজসাহেবেরা আপনারদিগের মোতালক সকল কার্য্য সুন্দররূপে হইবার নক্সা নীচের লিখনানুসারে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে গুজরাইতে পারিবেন ইতি।

৩ ধারা।

সকল জিলা ও শহরের জজ ও ফৌজদারীর সাহেবেরা আপনং মোতালক কার্য্য চলানের নিমিত্তে যে আইনক্রমে নক্সা তৈয়ার করিবেন তাহার কথা।

সকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের জজ ও ফৌজদারীর সাহেবেরা আপনারদিগের মোতালক সকল কার্য্য সুন্দররূপে হইবার নিমিত্তে যে নক্সা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে গুজরান ভাল জানেন্ তাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের যে ৪১ একচত্বারিংশৎ আইন ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে আইন জারী করিবার নক্সার মতে হইয়াছে সেই মতে দেওয়ানী আদালত কিম্বা ফৌজদারীর যে বিষয়ের কার্য্যের নক্সা হয় তৈয়ার করিয়া সেই এলাকার মফঃসল আপীল আদালত অথবা দায়ের ও সায়েরী আদালতের জজসাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন ইতি।

৪ ধারা।

ঐ সকল নক্সা মফঃসল আপীল আদালত এবং দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলে পাঠাইবার মতের কথা।

ঐ মতে যে যে কার্য্যের নক্সা তৈয়ার হয় তাহা জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের রেজিষ্টরসাহেব কিম্বা ফৌজদারীর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট সাহেব থাম করিয়া তাহার উপর দেওয়ানী আদালত কিম্বা ফৌজদারীর মোহর করিয়া আপনং দস্তখতে সেইং এলাকার মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের নামে শিরনামা লিখিয়া মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতের জজসাহেবদিগের নিকটে সেই নক্সা পাঠাইবার কারণ তাঁহারদিগের নামে জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের জজ কিম্বা ফৌজদারীর সাহেবের যে হুকুম লিখন হইয়া থাকে তাহার নকলসমেত চালান করিবেন ইতি।

৫ ধারা।

মফঃসল আপীল আদালত এবং দায়ের ও সায়েরী আদালতের রেজিষ্টরসাহেবেরা ঐ সকল নক্সা তথাকার জজসাহেবদিগের নিকটে দর্শাইবার কথা।

মাফিক আইন নক্সা তৈয়ার হইয়া পঁহুছিলে ঐ জজসাহেবেরা তাহার বিবেচনা করিবার নতুবা ফিরিয়া পাঠাইবার কথা।

মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতের রেজিষ্টরসাহেবে জিলা কিম্বা শহরের আদালতের রেজিষ্টরসাহেব অথবা ফৌজদারীর আসিষ্টাণ্ট সাহেবের পাঠান সেই নক্সা মফঃসল আপীল আদলত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবদিগেরে দর্শাইবেন। তাহাতে যদি সে নক্সা উপরের ধারার লিখনানুসারে তৈয়ার ও চালানকরণের মতে তৈয়ার ও চালান হইয়া থাকে তবে মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতের জজসাহেবেরা তদনুসারে উদ্যোগী হইবেন ও যদি সে নক্সা তৈয়ার ও চালানকরণের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে তবে মফঃসল আপীল আদালত অথবা দায়ের ও সায়েরী আদালতের জজসাহেবেরা আপনারদিগের আদালতের রেজিষ্টরসাহেবকে হুকুম দিবেন যে সেই নক্সার

মধ্যে

মধ্যে যাহা ভাল না হইয়া থাকে অথবা তাহা চালানের যে বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে তাহা আপন দস্তখতে চুম্বকে লিখিয়া ও মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতের মোহরে খাম করিয়া যে জিলা কিম্বা শহরের আদালতের রেজিষ্টরসাহেব অথবা ফৌজদারীর আসিষ্টাণ্টসাহেবের নিকটহইতে সেই নক্সা পঁহুছিয়া থাকে তথায় ফিরিয়া পাঠান। সেই জিলা কিম্বা শহরের আদালতের জজ কিম্বা ফৌজদারীর সাহেব সেই ফেরত নক্সার সঙ্গে তাহা ফিরিবার হেতু লিখন পাইয়া সেই মতাচরিয়া নক্সা দুরস্ত করিয়া তাহা পুনর্ব্বার সেই মফঃসল আপীল আদালতে কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের নিকটে পাঠাইতে আপন রেজিষ্টর সাহেব কিম্বা আসিষ্টাণ্টসাহেবকে হুকুম দিবেন পশ্চাৎ মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতের জজসাহেবদিগের নিকটে দাঁড়ামতে দুরস্ত নক্সা পহুছিলে তাহা দৃষ্টি করিয়া বিবেচনা করিবেন ইতি।

জিলা ও শহরের জজ ও ফৌজদারীর সাহেবেরা মাফিক হুকুম নক্সা দুরস্ত করিয়া পাঠাইবার কথা।

৬ ধারা।

যদি মফঃসল আপীল আদালত অথবা দায়ের ও সায়েরী আদালতের জজসাহেবেরা সকলে মিলিয়া সেই নক্সা দরোবস্ত মঞ্জুর কিম্বা নামঞ্জুর করেন্ তবে যেহেতুক তাহা মঞ্জুর অথবা নামঞ্জুর করেন্ তাহা এক লিখনে লিখিয়া তদ্যুক্তে সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা নিজামত আদালত যথাকার মোতালক কাযের সেই নক্সা হয় তথায় পাঠাইবেন ইতি।

সকল মফঃসল আপীল আদালত ও দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা সকলে ঐ সকল নক্সা সমুদয় নামঞ্জুর করিলে কিম্বা মঞ্জুর রাখিলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৭ ধারা।

মফসঃল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতের জজসাহেবেরা যদি জিলা কিম্বা শহরের জজ অথবা ফৌজদারীর সাহেবের কৃত নক্সার মধ্যে কিছু মঞ্জুর করেন্ তবে সেই নক্সা দরোদস্তের নকল এবং তাহার উপর আপনারা যে পরামর্শ চাহরিয়া নক্সা তৈয়ার করেন্ তাহাসমেত সেই নামঞ্জুর ও মঞ্জুরের বেওরা এক লিখনে লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালত অথবা নিজামত আদালতের জজসাহেবদিগের স্থানে পাঠাইবেন ইতি।

ঐ নক্সা মঞ্জুর করিতে ঐ জজসাহেবদিগের মতের বিভিন্নতা হইলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৮ ধারা।

যদি মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতের জজসাহেবেরা জিলা কিম্বা শহরের জজ অথবা ফৌজদারীর সাহেবের পাঠান নক্সা মঞ্জুর করিতে তাঁহারদিগের আপোসে পরামর্শের ঐক্য না হয় তবে যেহেতুক ঐক্য না হয় তাহার বৃত্তান্ত আপনারদিগের এলাকার রোয়দাদের বহীতে লিখিয়া আপনং বিবেচনা

ঐ নক্সা মঞ্জুর করিতে ঐ জজসাহেবদিগের মতের বিভিন্নতা হইলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

মতে

মতে ভিন্নং নক্সা তৈয়ার করিতে পারিবেন ও যদি তাঁহারা সকলে একবাক্যতাক্রমে সেই পাঠান নক্সা সমুদয় মঞ্জুর কিম্বা নামঞ্জুর করেন্ তবে কেবল যেহেতুক মঞ্জুর কিম্বা নামঞ্জুর করেন্ তাহাই সেই রোয়দাদের বহীতে লিখিবেন্ এবং সেই দেওয়ানী আদালতের জজ কিম্বা ফৌজদারীর সাহেবের পাঠান নক্সাসমেত আপনকার দিগের রোয়দাদের নকল সদর দেওয়ানী আদালত অথবা নিজামত আদালতের জজ সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন্ ইতি।

৯ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালত ও নিজামত আদালতের জজসাহেবেরা জিলা ও শহরের জজ ও ফৌজদারীর সাহেবেরা ও মফঃসল আপীল আদালত এবং দায়ের ও সায়েরী আদালতের জজসাহেবদিগের একবাক্যতাক্রমের নক্সা পাইলে যেমত করিবেন তাহার কথা।

সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা নিজামত আদালতের জজসাহেবদিগের নিকটে মফঃসল আপীল আদালত অথবা দায়ের ও সায়েরী আদালতহইতে রোয়দাদের নকলওগয়রহ যে যে কাগজপত্র পঁহুছে তাহা ঐ সাহেবেরা শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে পাঠাইবেন তাহাতে যদি সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা নিজামত আদালতের জজসাহেবেরা সেই নক্সা সমুদয় কিম্বা তাহার মধ্যে কিছু না মঞ্জুর ও মঞ্জুর করেন্ তাহার বেওরা পত্রান্তরে লিখিয়া সেই সকল নক্সাসমেত পাঠাইয়া দিবেন ও যদি সেই সকল নক্সার মধ্যে কোন নক্সা নামঞ্জুর করিয়া আপনারদিগের পরামর্শক্রমে মতান্তরে নক্সা তৈয়ারকরণ উচিত জানেন্ তবে তদনুসারেই নক্সা তৈয়ার করিয়া তাহা এবং পত্রান্তরে মঞ্জুর ও নামঞ্জুরের বিবরণ লিখিয়া একত্র পাঠাইবেন ইতি।

১০ ধারা।

মফঃসল আপীল আদালত এবং দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা জিলা ও শহরের জজ ও ফৌজদারীর সাহেবদিগের কৃত নক্সার উপর আপনারদিগের যে পরামর্শ তাহারেন্ তাহা ঐ জজ ও ফৌজদারীর সাহেবদিগেরে না জানাইবার কথা।

মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের জজ অথবা ফৌজদারীর সাহেবদিগের পাঠান যে নক্সা মঞ্জুর ও নামঞ্জুর করেন্ অথবা আলাহিদা নক্সা তৈয়ার করেন্ তাহার বৃত্তান্ত কোন প্রকারে সেই জজ কিম্বা ফৌজদারীর সাহেবদিগকে জানাইবেন না সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা নিজামত আদালতের সাহেবেরা মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতহইতে জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের জজ অথবা ফৌজদারীর সাহেবদিগের পাঠান যে নক্সা পান্ তাহাতে মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবদিগের মঞ্জুর ও নামঞ্জুর করণের বৃত্তান্ত সেই জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের জজ অথবা ফৌজদারীর সাহেবের স্থানে জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন কিন্তু মফঃসল আপীল আদালত অথবা দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবদিগের মারফতে সে বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন না সেই জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের জজ অথবা ফৌজদারীর সাহেবের স্থানে যে সওয়াল করিবেন তাহার জওয়াব লইয়া সেই বিষয়ের অন্যং কাগজপত্রসমেত শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে গুজরাইবেন এবং

সদর

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ২০ বিংশতি আইন।

সদর দেওয়ানী আদালত অথবা নিজামত আদালতের সাহেবেরা মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবদিগের স্থানে সেই নক্শা কিম্বা অন্য নক্শার যে বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে চাহেন্ তাহা জিজ্ঞাসিতে পারিবেন ইতি।

১১ ধারা।

কোন মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতের প্রধান জজ সাহেব অথবা নীচের দুই জজসাহেবের মধ্যের এক কিম্বা দুইজনে পৃথকং মাফিক আইন নক্শা তৈয়ার করিয়া দর্শাইতে পারিবেন। আর যদি সেই নক্শা সকল সাহেব মিলিয়া অথবা সকলের মধ্যে এক কিম্বা দুই সাহেবে তৈয়ার করেন্ ও সকল সাহেব তাহা মঞ্জুর রাখেন্ তবে সে নক্শাও সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা নিজামত আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন। তাহাতে যদি কোন নক্শা এক কিম্বা দুই সাহেবে তৈয়ার করেন্ ও সেই নক্শায় সকল সাহেবের পরামর্শের ঐক্য না হয় তবে আপনং পরামর্শক্রমে যে সাহেব যে নক্শা ঠাহরেন্ তাহার বেওরাসমেত আদালতের রোয়দাদের বহীতে লিখিবেন কিন্তু এক কিম্বা দুই সাহেব জানিবেন যে যদি তথাকার প্রধান সাহেব সেই নক্শা সমুদয় মঞ্জুর কিম্বা নামঞ্জুর করেন্ তবে তাঁহারা সে বিষয়ে আপনারদিগের যে পরামর্শ ঠাহরিয়া থাকেন্ কেবল তাহাই বিবরিয়া সেই রোয়দাদের বহীতে লিখিবেন এবং সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা নিজামত আদালতের সাহেবদিগের নিকটেও সেই পরামর্শ বেওরাইয়া লিখিয়া পাঠাইবেন ইতি।

মফঃসল আপীল আদালত এবং দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা সকলে মিলিয়া কিম্বা এক জনে অথবা দুই জনে প্রথম নক্শা তৈয়ার করিতে পারিবার কথা।

ঐ সকল সাহেব মিলিয়া নক্শা তৈয়ার করিলে কিম্বা দুই অথবা এক জনে তৈয়ার করিলে তাহা সকল সাহেবের পরামর্শের সহিত ঐক্য হইলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

ঐ সাহেবদিগের আপোসে পরামর্শের অনৈক্যতায় নক্শা হইলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১২ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা নিজামত আদালতের সাহেবেরা মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতের জজসাহেবদিগের স্থানহইতে যে নক্শা ও কাগজপত্র পান্ তাহা শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে গুজরাইবেন তাহাতে যদি তাঁহারা সেই নক্শা সমুদয় নামঞ্জুর কিম্বা তাহার মধ্যে কিছু মঞ্জুর করেন্ তবে যেহেতুক যাহা নামঞ্জুর কিম্বা মঞ্জুর করেন্ তাহার বেওরা পৃথক করিয়া লিখিবেন ও যদি সেই নক্শা সমুদয় নামঞ্জুর করিয়া মতান্তরে নক্শা তৈয়ারকরণের পরামর্শ হয় তবে তাহা করিয়া মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবদিগের পাঠান নক্শা ও কাগজপত্র যাহা পাইয়া থাকেন্ তাহাসমেত সেই নামঞ্জুরকরণের বেওরা পৃথক করিয়া লিখিয়া ঐ শ্রীযুতের হজুরে গুজরাইবেন ইতি।

সদর দেওয়ানী আদালত ও নিজামত আদালতের সাহেবেরা মফঃসল আপীল আদালত এবং দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবদিগের পাঠান নক্শা পাইলে যে কর্ত্তব্য হইবেক তাহার কথা।

১৩ ধারা।

যদি কোন মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতের জজসা

সদর দেওয়ানী আদালত ও নিজামত আদা

পে হেবেরা

লতে মফঃসল আপীল আদালত এবং দায়ের ও সায়েরী আদালতহইতে মাফিক আইন যে নক্সা তৈয়ার না হইয়া যায় তাহা ফিরিয়া পাঠাইবার কথা।

হেবেরা তাঁহারদিগের নিজের কোন নক্সা উপরের লিখনানুসারে তৈয়ার না করিয়া সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা নিজামত আদালতে পাঠান্ তবে সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা নিজামত আদালতের সাহেবেরা সেই নক্সা যে স্থানহইতে পাইয়া থাকেন্ তথায় ফিরিয়া পাঠাইবেন এবং তাহার যে বিষয় আইনের মতছাড়া হইয়া থাকে তাহার প্রস্তাব লিখিয়াও সেই সঙ্গে পাঠাইয়া দিবেন মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা সেই ফেরত নক্সা ঐ প্রধানং আদালতের হুকুমমাফিক পরিষ্কার ও দুরস্ত করিয়া পুনরায় তথায় চালান করিবেন পশ্চাৎ ঐ প্রধানং আদালতের সাহেবেরা সেই নক্সার উপর যে পরামর্শ ঠাহরিতে হয় তাহা ঠাহর করিবেন ইতি।

১৪ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালত ও নিজামত আদালতের সাহেবেরা মাফিক আইন নক্সা তৈয়ার করিবার কথা।

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে যে সকল নক্সা পাঠান সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা নিজামত আদালতের সাহেবেরা বিহিত জানেন্ সে সকল নক্সা তাঁহারা নির্দ্ধারিত নক্সাক্রমে তৈয়ার করিবেন ইতি।

১৫ ধারা।

শ্রীযুত গবরনর জেনরলবাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে মাফিক আইন নক্সা তৈয়ার হইয়া পঁহুছিলে তাহা মঞ্জুর রাখিবার ও না রাখিবার ও অন্য যে নক্সাকরণের অভীষ্ট হয় তাহা করিবার কথা।

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে এই আইনের অনুসারে যে সকল নক্সা উপস্থিত হয় তাহা ঐ শ্রীযুত মঞ্জুর কিম্বা নামঞ্জুর যাহা করিতে হয় করিবেন এবং ঐ শ্রীযুতের হুজুরে অন্য যে নক্সা তৈয়ারকরণ উচিত হয় তাহা করিয়া জারী করিবেন ইতি।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ২১ একবিংশতি আইন।

একং জিলায় সরকারের মালগুজারীর মোতালক দফ্তর এ দেশী অক্ষর ও ভাষায় রাখিবার কারণ একং সিরিস্তা নির্দ্ধার্য্যের ও সেই সিরিস্তার মুজমিলনবীসদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মের দাঁড়া নির্দ্দিষ্টের বিষয়ের আইন শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১ পহিলা মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২০৭ সালের ১৯ রমজানে জারী করিলেন।

হেতুবাদ।

যে সকল ভূম্যধিকারির ভূমির বন্দোবস্ত সরকারের সহিত হইয়াছে ও হয় তাহারদিগের ভূমির জমা মোকররীমতে নির্দ্ধার্য্য হইল অতএব সরকারের স্বত্ব স্থির এবং লোকদিগের অধিকারিত্ব স্বত্বের স্থৈর্য্যার্থে মনঃপ্রবোধ ও খাতিরজমার নিমিত্তে ইহাই উচিত ও আবশ্যক হইল যে কি ১০ দশসনীবন্দোবস্তের কি যে সকল ভূমি ভাগ বাঁটওয়ারা হয় তাহার সকল অংশ ও কিস্মতের রাজস্ব ধার্য্যের বিষয়ের হিসাবওগয়রহ সমস্ত কাগজ বরং সরকারের মালগুজারীর সম্পর্কীয় অন্য লিখনপত্র সমস্তই অতিসাবধানে রাখা যায় এইহেতুক এবং মালগুজারীর এলাকার সকল কাগজ সর্ব্বদা দেখা ও শুনা হইতে পারিবার কারণ নীচের লিখিত সমস্ত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

২ ধারা।

সরকারী মালগুজারীর মোতালক দফ্তর রাখিবার কারণ প্রতিজিলায় একং সিরিস্তা ধার্য্য হইবার কথা।

যে সকল কাগজ ও লিখনপত্র কোনপ্রকারে সরকারের মালগুজারীর এলাকা রাখে তাহা এ দেশী অক্ষর ও ভাষায় রাখা যায় অতএব কেবল এই কার্য্যের অর্থে একং জিলায় একং সিরিস্তা নির্দ্ধার্য্য হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

এ দেশী দুইং জনকে মুজমিলনবিসী কার্য্যের ভার হইবার ও তাহারদিগের কুক্রিয়া প্রমাণ না হইলে তগীর না হইবার কথা।

ঐ সিরিস্তার কার্য্য এ দেশী দুইং জনকে অর্পণ হইবেক ও তাহারা জিলার কালেক্টরসাহেবের আমলার মধ্যে নিবিষ্ট জানা যাইবেক এবং সরকারের মালগুজারীর মোতালক এ দেশী অক্ষর ও ভাষার দফ্তরের মুজমিলনবীস খেতাব ও উপাধিতে খ্যাত এবং শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের হুকুমে নিযুক্ত হই

বেক

ঐ মুজমিলনবীসী কার্য্য মৌরুসী না হইবার কথা।

বেক আর ঐ শ্রীযুতের হজুরে তাহারদিগের কুক্রিয়া প্রমাণ না হইলে অবসর ও তগীর হইবেক না। কিন্তু জানিবেক যে ঐ মুজমিলনবীসী কার্য্য পৈতৃক ও মৌরুসী বোধ হইবেক না ইতি।

৪ ধারা।

মুজমিলনবীসেরা হিসাবওগয়রহ কাগজপত্রের বহী কেতাবের জিল্দের ন্যায় রাখিবার কথা।

ঐ বহীর সকল সফার উপর জজসাহেবের দস্তখৎ হইবার কথা।

একং জিলায় যে সকল কাগজপত্র প্রস্তুত থাকে তাহা অগ্রে বহীতে লেখা যাইবার কথা।

মুজমিলনবীসদিগের কর্ত্তব্য যে হিসাবওগয়রহ যে সকল কাগজপত্র কোন প্রকারে সরকারের মালগুজারীর এলাকা রাখে তাহার বহী কেতাবের জিল্দের ন্যায় চাহে এক জিল্দে অথবা অনেক জিল্দে রাখে ও সেই বহী সুবে বাঙ্গালা ও সুবে উড়িষ্যায় পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষায় ও সুবে বেহারে পারসী অক্ষর ও ভাষায় প্রস্তুত ও তৈয়ার হয়। এবং সেই বহীর সকল ফর্দ্দের দুই পৃষ্ঠে অর্থাৎ প্রতিসফায় নম্বর লেখা যায় এবং জিলার আদালতের জজসাহেবের দস্তখৎ তাহার প্রতিসফার উপরেও হয় আর ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই বহীর শেষ সফায় তাহার সমস্ত সফার সংখ্যা ও শুমার স্বহস্তে লিখেন। এবং হিসাবওগয়রহ যে সকল কাগজপত্র একং জিলায় থাকে তাহা সমস্তই আদৌ সেই বহীতে লেখা যাইবেক অতএব মুজমিলনবীসদিগের কর্ত্তব্য যে সে কারণ এই আইন পাইলে পর সেই হিসাবওগয়রহ কাগজপত্রের ফিরিস্তি এতাবতা তালিকা তৈয়ার করে ইতি।

৫ ধারা।

প্রতি আসল কাগজের পৃষ্ঠে বহীর সফার নম্বর লিখিবার কথা।

যে কোন কাগজ বহীতে লেখা যায় সে কাগজ বহীর যে সফায় দাখিল হয় সেই সফার নম্বর সেই কাগজের পৃষ্ঠে মুজমিলনবীস দুই জন কিম্বা তাহারদিগের উভয়ের জনেকে লিখিয়া তাহাতে দস্তখৎ করিবেক ইতি।

৬ ধারা।

মুজমিলনবীসদিগের প্রতি হিসাবওগয়রহ সকল কাগজপত্র অতি সাবধানে রাখিতে হুকুমের কথা।

মুজমিলনবীসদিগের কর্ত্তব্য যে হিসাবওগয়রহ কোন কাগজপত্র পোকায় না খায় কিম্বা সরদীতে অথবা প্রকারান্তরে নষ্ট না হয় এবং কালেক্টরসাহেবের বিনাহুকুমেও স্থানান্তরে না যায় ইহাতে অতিসাবধানে রহে ইতি।

৭ ধারা।

মুজমিলনবীসদিগের ত্রুটিতে কোন কাগজ নষ্ট হইলে কিম্বা হারা ইলে তাহারা কর্ম্মচ্যুত হইতে যোগ্য হইবার কথা।

যে সকল কাগজ বহীতে লেখা যায় তাহার কোন কাগজ মুজমিলনবীসদিগের শৈথিল্য ও গাফিলীতে অথবা অন্য ত্রুটিকারণ যদি নষ্ট হয় কিম্বা স্থিত ও মৌজুদ না থাকে ও সেই মুজমিলনবীসেরা তাহার বেওরা বিশিষ্টরূপে না কহিতে পারে তবে তাহারা আপনারদিগের কার্য্যহইতে অবসর ও তগীরের যোগ্য হইবেক ইতি।

৮ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ২১ একবিংশতি আইন।

৮ ধারা।

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের কোন আইনের মতে কিম্বা কালেক্টর সাহেবদিগের স্থানে মুজমিলনবীসেরা আপনারদিগের মোতালক কার্য্য করিবার বিষয়ে যে সকল হুকুম পায় তদনুসারে কার্য্য করিবার কথা।

মুজমিলনবীসদিগের প্রতি বিস্তর স্বরা ও তাকীদ আছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের মতে যে কোন আইন ছাপা ও জারী হয় তাহার অনুসারে তাহারদিগের কার্য্যের বন্দোবস্তের বিষয়ে যে সকল দাঁড়া ও হুকুম নির্দ্দিষ্ট হয় সে সকল দাঁড়া ও হুকুমের প্রতি দৃষ্টি রাখে আর ঐ মুজমিলনবীসেরা কালেক্টরসাহেবদিগের তাবে রহিয়া আপনারদিগের মোতালক সকল কার্য্য করিবেক অতএব তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে হিসাবওগয়রহ সমস্ত কাগজপত্র সুন্দররূপে রাখিবার এবং তাহার সাবধানতা ও খবরদারীর বিষয়ে কালেক্টরসাহেবদিগের যে সকল হুকুম হয় তদনুসারে কার্য্য করে ইতি।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H P FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ২২ দ্বাবিংশতি আইন।

শ্রীযুত ইঙ্গরেজ কোম্পানী বাহাদুরের অধিকার সকল দেশের পোলীসের যাবদীয় সিবিস্তাধার্য্যের যেং হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯২ সালের ৭ দিসেম্বরে হইয়াছিল তাহা দুরস্ত করিবার আইন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মাওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২০৭ সালের ১৯ রমজানে জারী করিলেন।

লোকদিগেরে অপরাধ করিতে না দিবার কারণ এই দুই মহৎ ক্রিয়া অতিগুণকারক এক এই যে সকল দেশে পোলীস অর্থাৎ থানাদারীর সিরিস্তার ধার্য্য এমত হয় যে আদালতের কর্ম্মকর্ত্তাদিগের আপত্তিহইতে অপরাধিদিগের কোনপ্রকারে ছাড়ানের আশা না থাকে। দ্বিতীয় এই যে অপরাধিরা ধরা পড়িলে তাহারদিগের সকল মোকদ্দমার বিচার ত্বরাতে বিনাপক্ষপাতে হয় এবং সমস্ত ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগের তাহুতের লিখিত এই একরার যে আপনারদিগের সকল মহালের রক্ষা করিবেক এবং ডাকাইতী ও চুরী হইলে ডাকাইত ও চোরদিগেরে ডাকাইতী ও চুরীর সম্পত্তিসমেত হাজির করিয়া দিবেক ইহা অগুণকারক ও বৃথা জানা গেল বরং সমস্ত ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগের তরফ থানাদারীর আমলা ও ডাকাইতপ্রভৃতির উভয়তঃ গণতার নিমিত্তে ডাকাইতী ও চুরীওগয়রহের বৃদ্ধির হেতু হইয়াছে অতএব শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে সমস্ত লোকের ধন ও প্রাণরক্ষা যাহাতে তাহারদিগের মঙ্গল ও দেশের পত্তন আবাদ নিশ্চয় হয় সে কারণ ইঙ্গরেজী ১৭৯২ সালের ৭ দিসেম্বরে যেং হুকুম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন এইক্ষণে তাহার স্থানেং পরিবর্ত্ত ও রদ করিয়া আমূলহইতে পরিষ্কার ও দুরস্ত করিলেন ইতি। — হেতুবাদ।

২ ধারা।

উত্তরকালে দেশের রক্ষণ ও নেজাবানীর ভার যে সকল লোক শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরহইতে নিযুক্ত হইবেক কেবল তাহারদিগের শিরেই থাকিবেক। অতএব সমস্ত ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারা থানাদারওগয়রহ পোলীসের আমলা যাহারদিগেরে আপনারদিগের মোতালক মহালাৎ এতাবতা

— সরকারের নিযুক্ত লোকদিগের প্রতি দেশের রক্ষার ভার থাকিবার কথা।

— ভূম্যধিকারিপ্রভৃতির থানাদারীর আমলা উঠাইবার কথা।

এতাবতা সরকারের সকল স্থানের রক্ষণার্থে নিযুক্ত রাখিয়াছিল তাহারদিগেরে উত্যক্ত ও বরখাস্ত করে ও পশ্চাতেও না রাখে ইতি।

৩ ধারা।

এই ধারার লিখিতসকল বিষয়ছাড়া ডাকাইতী ও চুরীর মোকদ্দমায় ভূম্যধিকারিওগয়রহের প্রতি আপত্তি না হইবার কথা।

উত্তরকাল সমস্ত ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগের এলাকায় যে ডাকাইতী ও চুরী হয় সে কারণ তাহাদিগের প্রতি কিছু পুনর্জিজ্ঞাসা ও আপত্তি হইবেক না কিন্তু যদি এমত প্রমাণ হয় যে তাহারা ডাকাইতী ও চুরীওগয়রহের মোকদ্দমায় অবজ্ঞা করিয়াছে কিম্বা ডাকাইতী অথবা চুরীর সম্পত্তিহইতে কিছু লইয়াছে অথবা অপরাধিদিগেরে আশ্রয় দিয়াছে কিম্বা তাহাদিগের পলায়নে সহকার হইয়াছে অথবা তাহারদিগের পলায়নের আটকে আদ্যোপান্ত যে চেষ্টা কর্ত্তব্য ছিল তাহা না করিয়া থাকে কিম্বা তাহারদিগেরে ধরিতে সরকারের কার্য্যকারকদিগের সহায়তায় শৈথিল্য করিয়া থাকে তবে তাহারদিগের নামে ইহার নালিশ দায়ের ও সায়েরের আদালতে ঐ ত্রুটি প্রমাণ হইলে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের বিবেচনায় তাহার ভূমি ও দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় হইয়া ডাকাইতী ও চুরীর সম্পত্তির নিশা আসিবেক ইতি।

৪ ধারা।

থানাদারীর সকল এলাকার সরহদ্দবন্দীর কারণ সমস্ত জিলা ভাগের এবং ঐ সকল এলাকার প্রশস্থ্যের কথা।

আমলাসমেত এক২ জন দারোগাকে এক২ এলাকার কার্য্য অর্পণ হইবার ও তাহারা স্বতন্ত্র মর্ম্মছাড়া এলাকার মধ্য স্থলে রহিবার কথা।

বড়২ কসবাওগয়রহ এক২ এলাকার মধ্যস্থলে পড়িবার মতে এলাকাসকলের সরহদ্দবন্দী হইবার কথা।

ফৌজদারীর এক২ সাহেবের কর্ত্তব্য যে আপন২ সমুদয় জিলাকে নিষ্কর ভূমিসুদ্ধা থানাদারীর এলাকাসকলের সীমাসরহদ্দবন্দীতে বিভাগ করেন ও এক২ এলাকার প্রশস্থ দীর্ঘ ও প্রস্থে দশ২ ক্রোশ হয় কিন্তু ইহা না হইতে পারিলে হুকম আছে যে ঐ সকল এলাকার প্রশস্থ্য অল্প ও বিস্তারক্রমে ধার্য্য করেন। এবং এক২ এলাকার রক্ষণ ও চৌকীদারীর কার্য্য এক২ জন দারোগাকে তাহার আমলাসমেত অর্পণ ও সোপর্দ্দ হইবেক ও এক২ দারোগা আমলাসমেত আপন২ এলাকার মধ্যস্থলে থাকিবেক যদি কোনহেতুক স্থানান্তরে থাকন উচিত না জানা যায়। আর ফৌজদারীর সাহেবদিগেরে হুকুম হইল যে এলাকাসকলের সীমাসরহদ্দবন্দী এমত করেন যে বড়২ কসবা ও বাজার ও গঞ্জ এক২ এলাকার মধ্যস্থলে পড়ে এইহেতুক যে সেই এলাকার থানাদারীর আমলাহইতে সেই সকল কসবাওগয়রহের নেঘাবানী ও চৌকীদারীর কার্য্যও হইতে পারে ইতি।

৫ ধারা।

এক২ এলাকার নম্বর নিরূপণ ও নাম রাখণের কথা।

শ্রীযুত গবর্নর জেন

থানাদারীর সকল এলাকা নম্বরবিলিক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইবেক এবং যথায় যে দারোগা ও আমলা থাকিবার স্থান হয় সেই স্থানের নামে সেই এলাকার নাম হইবেক। ইহাতে ফৌজদারীর সাহেবের কর্ত্তব্য যে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের

হজুরের

হুজুরের বিনাহুকুমে সেই এলাকার নাম ও নম্বর ও সরহদ্দের ফেরফার না করেন ইতি।

রল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরের বিনা হুকুমে এলাকা সকলের নম্বর ও নাম ও সরহদ্দের ফের ফার না করিবার কথা।

৬ ধারা।

এইক্ষণে কি উত্তরকালে দারোগাদিগেরে নিযুক্তকরণের শক্তি ফৌজদারীর সাহেব দিগেরেই দেওয়া গেল অতএব দারোগাগিরী কার্য্যোপযুক্ত লোকদিগেরে নির্বাচিবার ভার ঐ সাহেবদিগের প্রতি রহিবেক এবং ঐ ভারের জওয়াব দেওয়াও তাঁহারদিগের উচিত হইবেক। এবং শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে অনুপ যুক্ত কিম্বা ত্রুটি প্রমাণ না হইলেও কোন দারোগা আপন কার্য্যহইতে অবসর ও তগীর হইবেক না। আর একং দারোগার কর্ত্তব্য যে আপনং কার্য্যে নিযুক্ত হই বার পূর্ব্বে নিজের জামিনীর বিষয়ে সিক্কা ৫০০ পাঁচ শত টাকা ও আপন জামিন ২ দুই জনের জামিনীর বিষয়ে জন প্রতি ২৫০ আড়াইশত টাকার হিসাবে ৫০০ পাঁচশত টাকা একুনে সিক্কা ১০০০ এক হাজার টাকার জামিনী সরকারে দাখিল করে আর যে কালে ফৌজদারীর সাহেব কোন দারোগাকে তাহার অনুপযুক্ততা কিম্বা কিছু মন্দ ক্রিয়া প্রকাশ হওনপ্রযুক্ত অথবা অন্য হেতুতে দারোগাগিরী ভারের অযোগ্য অনুমান করেন সে কালে কর্ত্তব্য যে তাহার কার্য্যচালানের ভার অন্যের প্রতি দিয়া সে দারো গার গতিক অর্থাৎ আহওয়ালের সংবাদ ঐ শ্রীযুতের হজুরে দেন যে তদনুসারে ঐ শ্রীযুতের হজুরে সে দারোগার তগীর কি বহালের বিষয়ে যে উচিত জানা যায় তা হাই হয় ইতি।

দারোগাদিগেরে নিযুক্তকরণে ফৌজদারীর সাহেবদিগের শক্তিরকথা।

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে ত্রুটি প্রমাণ না হইলে দারোগারা অব সর না হইবার কথা।

দারোগারা আপনং কার্য্যে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে এক হাজার টাকার জামিনী দিবার কথা।

৭ ধারা।

যদি খুনের কিম্বা ডাকাইতী অথবা সিন্ধালী কিম্বা চুরী অথবা অন্যাপরাধের মো কদ্দমায় কেহ কাহারো উপর দাওয়া রাখিয়া প্রথমতে ফৌজদারীর সাহেবের স্থানে নালিশ করিতে না চাহে তবে তাহার সাধ্য আছে যে যে দারোগার এলাকায় সেই অপরাধির অপরাধ হয় কিম্বা যে দারোগার এলাকায় সেই অপরাধী থাকিবারসন্ধান মিলে সেই দারোগার নিকটে লিখনের দ্বারা অর্থাৎ দরখাস্ত দিয়া নালিশ করে। তা হাতে সেই দারোগার কর্ত্তব্য যে সেই অপরাধিকে শীঘ্র ধরিয়া সে মোকদ্দমা খুনের কিম্বা ডাকাইতী অথবা সিন্ধালী কিম্বা চুরী অথবা অন্য গুরুতর অপরাধের হইলে ইঙ্গ রেজী ২৪ চব্বিশ ঘড়ি যাহাকে বাঙ্গলা অষ্টপ্রহর বলা যায় তাহার মধ্যে সর্ব্বতোভাবে সাবধানে ও খবরদারীতে ফৌজদারীর সাহেবের স্থানে পাঠায় ইহাতে যদি সে মো কদ্দমা ফৌজদারীর সাহেবদিগের নিষ্পত্তির যোগ্য সকল মোকদ্দমার ব্যায়ের হয় তবে সেই অপরাধিকে এই করারে জামিন লইয়া ছাড়ে যে সেই জামিন তাহাকে নি র্দ্ধারিত দিনে ফৌজদারীর সাহেবের স্থানে হাজির করে তাহাতে যদি সেই অপরাধী

দারোগাদিগের নিকটে যে সকল মোকদ্দমার নালিশ হইতে পারে তাহার কথা।

যাহারদিগের নামে নালিশ হয় তাহারদি গের প্রতি দারোগাদি গের যে মত কর্ত্তব্য তা হার কথা।

মাতবর হাজিরজামিন না দেয় কিম্বা দিতে না পারে তবে সেই দারোগার কর্ত্তব্য যে সেই অপরাধিকে ২৪ ঘড়ির মধ্যে ফৌজদারীর সাহেবের স্থানে চালান করে। ফৌজদারীর সাহেবের স্থানে সেই অপরাধী উপস্থিত হইলে পর সেই সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাঁহার নিজের দস্তকক্রমে সেমতাপরাধী ধরা গেলে যেমতাচরণ করিতে হয় সে মতাচরণ সেই অপরাধির প্রতিও করেন্ ইতি।

৮ ধারা।

এই ধারার লিখিত সকল বিষয়ে নালিশী আরজী না দিলেও এবং দস্তকজারী না করিলেও অপরাধিদিগেরে ধরিবার বিষয়ে দারোগাদিগের ক্ষমতার কথা।

দারোগাদিগের ক্ষমতা আছে যে যে সকল লোককে ঝকড়া ও গণ্ডগোলে প্রবৃত্ত দেখা যায় এবং যে সকল লোকের পশ্চাৎ মনুষ্যেরা উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া অথবা শোরশার করিয়া চলে এবং যে সকল লোকের স্থানে ডাকাইতী ও চুরীর সম্পত্তি বাহির হয় এবং যে সকল লোকের প্রস্তাব এই আইনের ১০ দশম ধারায় লেখা যায় তাহারদিগেরে কাহারো নালিশী আরজী না গুজরিতে ও বিনাদস্তকজারীতে ধরে কিন্তু উপরের লিখিতছাড়া সকল বিষয়েই দারোগাদিগেরে নিষেধ আছে যে ফরিয়াদীর দস্তখৎ কিম্বা মোহরে দাওয়ার দরখাস্ত না দেওয়া গেলে এবং আপন দস্তখৎ ও মোহরে দস্তক না পাঠাইয়া কাহাকেও না ধরে ইতি।

৯ ধারা।

ফৌজদারীর সাহেবের নিকটে যে কালে আসামী হাজির হয় সেই কালে তথায় ফরিয়াদী ও তাহার সাক্ষিরা হাজির হইবার কারণ হাজিরজামিন লইবার কথা।

দারোগাদিগের কর্ত্তব্য যে সকল মোকদ্দমাতেই ফরিয়াদী ও তাহার সাক্ষিরদিগের স্থানে তাহারা নির্দ্দিষ্ট দিনে ফৌজদারীর সাহেবের নিকটে হাজির হইবার বিষয়ে হাজিরজামিন লয় তাহাতে নির্দ্দিষ্ট দিনের বেওরা এই যে যে সকল মোকদ্দমায় আসামীর হাজিরজামিন লওয়া যায় সে মোকদ্দমার আসামী হাজির হইবার নিমিত্ত যে দিন নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে সেই দিনে ফরিয়াদী ও তাহার সাক্ষিরাও হাজির হইবেক আর যে কোন মোকদ্দমার আসামীকে ফৌজদারীর সাহেবের নিকটে পাঠান উচিত হয় সে সকল মোকদ্দমার আসামী যে দিনে ফৌজদারীর সাহেবের নিকটে পহুছিতে পারে সেই দিনে ফরিয়াদী ও তাহার সাক্ষিরাও হাজির হইবেক ইতি।

১০ ধারা।

দারোগারা খ্যাত ডাকাইত ও লুচ্চা ও দুষ্টচর্য্যার লোকদিগেরে ধরিয়া ফৌজদারীর সাহেবের নিকটে পাঠাইবার কথা।

যে কালে দারোগা সংবাদ পায় যে তাহার এলাকায় খ্যাত ডাকাইতওগয়রহ আশ্রয় লইয়াছে সে কালে কর্ত্তব্য যে তাহারদিগেরে ধরিয়া সর্ব্বপ্রকারে অতিসাবধানে ফৌজদারীর সাহেবের নিকটে পাঠায়। আর ম্লেচ্ছ ও বাদিয়াজাতি যাহারা খ্যাত শৃগালধরা ও অন্য যে সকল লোক লুচ্চা ও দুষ্টচরিত্র তাহার এলাকায় বেড়ায় ও স্পষ্টতঃ তাহারদিগের দিনপাতের কিছু সঙ্গতি না থাকে এবং আপনারদিগের গতি

কের

কের বেওরাও যথোচিত না কহিতে পারে তাহারদিগেরে ও ধরিয়া ফৌজদারীর সাহেবের নিকটে পাঠায় ফৌজদারীর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারদিগের স্থানে ও তাহারদিগের বসতির স্থান ও আহওয়ালের বেওরা বিজ্ঞাপ্ত লোকদিগের স্থানেও সুকৃতিক্রমে আহওয়াল জিজ্ঞাসা করেন্ তাহাতে যদি বিবেচনা ও তহকীক করিলে পর বুঝেন্ যে তাহারা ঝকড়াউ ও দুষ্ট লোক বটে তবে তাহারা যাবৎ দুষ্ক্রিয়া না করিবার বিষয়ে মাতবর জামিন না দেয় কিম্বা তাহারদিগেরে বিশিষ্ট লোকেরা চাকর রাখিবার বাসনা না রাখে অথবা ফৌজদারীর সাহেব তাহারদিগের রীতি চরিত্র ও ডৌল দাড়া দেখিয়া তাহারা খালাস হইলে যে কোন ক্রিয়ায় অনুরাগে দিনপাত হইতে পারে তাহা করে এমত নিশ্চয় না বুঝেন তাবৎ তাহারদিগেরে রাস্তাবন্দীওগয়রহের ন্যায় সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত করিবেন ও যে কালে উপরের লিখিত কএক মতের একতর হইবেক সেই কালে খালাসী পাইবেক। আর যদি তাহারদিগের কেহ খালাসী পাইবার পূর্ব্বে পলায় তবে সে ধরা পড়িয়া কয়েদ হইয়া ছয়মাসপর্য্যন্ত কঠিন কার্য্যে নিযুক্ত রহিবেক ইতি।

ফৌজদারীর সাহেবেরা লুচ্চাওগয়রহ লোকদিগের প্রতি যেরূপ করিবেন তাহার কথা।

লুচ্চাওগয়রহ লোক কয়েদহইতে পলাইলে তাহারদিগের শাস্তির কথা।

১১ ধারা।

জানিবেক যে যে সকল লোকের নামে নালিশ হয় তাহারদিগের প্রতি থানার দারোগাদিগের শক্তি এইপর্য্যন্ত আছে যে তাহারদিগেরে ধরিয়া চাহে অতিসাবধানে ফৌজদারীর সাহেবদিগের নিকটে চালান করে অথবা ঐ সাহেবদিগের নিকটে হাজির হইবার কারণ তাহারদিগের স্থানে হাজিরজামিন লয় নতুবা এই দুই মতের এক মত যে ৭ সপ্তম ধারার অনুসারে হাজিরজামিন লওয়া যায় কিম্বা ১২ দ্বাদশ ধারাক্রমে উভয়ের রাজীনামা ও সাফীনামা দাখিল হয় ইহাছাড়া দারোগাদিগেরে এমত হুকুম নাই যে তাহারদিগেরে নির্দায় ও খোলাসা করিয়া খালাস করে দারোগাদিগের ইহাই উচিত যে কোন মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি না করে এবং ফরিয়াদী কিম্বা আসামী অথবা তাহারদিগের সাক্ষী কিম্বা অন্যং লোকের স্থানে কিছু দণ্ড না লয় এবং কিছু টাকা কিম্বা সামগ্রীও বলে ও ছলে গ্রহণ না করে এবং তাহারদিগেরে কোন শাস্তিও না দেয় ইতি।

অপরাধের অপবাদগ্রস্তদিগের প্রতি দারোগাদিগের চলনের কথা।

১২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ৮ অষ্টম ধারার লিখিত মারিপিটওগয়রহের ন্যায় ছোটং যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা ফৌজদরীর সাহেবদিগের আছে সে সকল মোকদ্দমার আসামীকে এই মতে খালাস করিতে দারোগারা শক্তি রাখে যে ফরিয়াদী আপন নালিশহইতে ক্ষান্ত হইবার নিদর্শনে রাজীনামা ও আসামীও তদনসারে আপন রাজীনামা এতাবতা সাফীনামা সেই দারোগার নিকটে

ফৌজদারীর সাহেবদিগের নিষ্পত্তিকরণের ন্যায় সকল মোকদ্দমার বিরোধ উভয়ের রাজীনামা ও সাফীনামা ক্রমে নিষ্পত্তি হইলে

কটে দেয় ও উভয়ের রাজীনামা ও সাফীনামায় দুই জন মাতবর লোকের সাক্ষ্য থাকে। আর দারোগাদিগের কর্ত্তব্য যে সেই সকল রাজীনামা ও সাফীনামা মাসওয়ারী রোয়দাদের বহীর সঙ্গে ফৌজদারীর সাহেবদিগের নিকটে পাঠায়। যদি ফরিয়াদী ও আসামীতে এমত রাজীনামা ও সাফীনামা না দেয় তবে কর্ত্তব্য যে তাহারদিগের মোকদ্দমা ফৌজদারীর সাহেবের নিকটে উপস্থিত হয় কিন্তু এই ধারার অনুসারে দারোগাদিগের যে শক্তি হইতেছে এই শক্তি ঐ ৯ নবম আইনের ৯ নবম ধারায় অল্প চুরীর যে সকল মোকদ্দমা লেখা আছে ও তাহার নিষ্পত্তির ভার যাহা ফৌজদারীর সাহেবদিগেরে অর্পে তাহাতে চলিবেক না ইতি।

তাহার আসামীদিগেরে খালাস দিতে দারোগাদিগের শক্তির কথা। অল্প চুরীর মোকদ্দমা সকলে উপরের লিখিত শক্তি না চলিবার কথা।

১৩ ধারা।

গ্রামগ্রামের রক্ষকেরা সকলে দারোগাদিগের আজ্ঞাবহ থাকিবার ও তাহারদিগের নামনবিসীর বহী দারোগারা রাখিবার কথা।

সমস্ত পাইক ও চৌকিদার ও নেগাবান এবং পাছবান ও দোসাদ অর্থাৎ হাড়িচণ্ডালওগয়রহ গ্রাম গ্রামের সকল প্রকার রক্ষকেরা থানাদারীর দারোগাদিগের আজ্ঞাবহ এতাবতা হুকুমের তাবে জানা যাইবেক ইহাতে দারোগাদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারদিগের নামনবিসীর বহী আপনারদিগের নিকটে রাখে ও ঐ রক্ষকদিগের কেহ তগীর হইলে কিম্বা মরিলে তাহার কর্ম্মস্থানে অন্যকে নিযুক্ত করিতে জমীদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারী কিম্বা যে কেহ ক্ষমতা রাখে সে যে কালে অন্য কাহাকেও সেকায্যে নিযুক্ত করে সেকালে তাহার নাম লিখিয়া দারোগার নিকটে পাঠায় যে উপরের লিখনানুসারে সেই নামনবিসীর বহীতে দাখিল হয় ইতি।

১৪ ধারা।

গ্রামগ্রামের রক্ষকদিগের মতের কথা।

গ্রাম গ্রামের পাইকপ্রভৃতি যে সকল রক্ষকেরা প্রস্তাব ১৩ ত্রয়োদশ ধারায় আছে তাহারদিগের কর্ত্তব্য এই যে যে কালে কেহ হত্যা ও খুন করিতে কিম্বা ডাকাইতীতে অথবা সিঁদ মারিতে কিম্বা চুরী করিতে প্রবৃত্ত হয় ও তাহার পশ্চাৎ লোকেরা শোরশার করিয়া চলে এ প্রকার লোককে ধরিয়া দারোগার নিকটে পাঠায় আর যে সকল ডাকাইত তাহারদিগের চৌকীর মোতালক গ্রামসকলে ও তাহার সন্নিকট আশপাশে লুকাইয়া থাকে ও যে সকল লুচ্চা ও দুশ্চরিত্র লোক সেই আশপাশে বেড়ায় ও স্পষ্টতঃ তাহারদিগের দিনপাতের যোত্র কিছু না থাকে এবং আপনারদিগের গতিক ও আহওয়ালের আদ্যোপান্ত বেওরা নিশ্চয় কহিতেও না পারে সে সকল লোকের সমাচার ত্বরাতে দারোগাদিগের নিকটে দেয় ইহাতে যদি ঐ পাইকওগয়রহ রক্ষকেরা এই হুকুম মতে কার্য্য না করে তবে ফৌজদারীর সাহেব মাফিক দরখাস্ত যে ব্যক্তি তাহাকে রক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকে তাহার দ্বারা তগীর করাইবেন বরং যদি এমত প্রমাণ হয় যে তাহারা উপরের লিখিত কোন অপরাধী ও লুচ্চাপ্রভৃতিকে আশ্রয় দেওন ও লুকাইয়া রাখনে সহকার হইয়াছে কিম্বা কোন প্রকারে তাহারদিগের কদর্য্য ক্রিয়া দেখিয়া না দেখিয়াছে তবে উপযুক্ত শাস্তি পাইবেক ইতি।

১৫ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ২২ দ্বাবিংশতি আইন।

১৫ ধারা।

ডাকের আমলারা রসুমের আপত্তি না করিয়া সরকারের কার্য্যের বিষয়ের দারোগাদিগের সকল লিখন লইবার ও চালান করিবার কথা।

ডাক চলিবার পথহইতে অন্তরে যে সকল দারোগার অবস্থিতির স্থল থাকে তাহারদিগের নামের ও চালানের সকল লিখন পঁহুছাইবার মতের কথা।

ফৌজদারীর সাহেবেরা আপনারদিগের মোতালক সীমাসরহদ্দের মধ্যে অপরাধ প্রকাশ পাইলে অব্যাজে তাহার সমাচার পাইবার এবং ঝকড়া ও গণ্ডগোলআদি উৎপাত ও আপদ উপস্থিত হইলেও আবশ্যকতাক্রমে তাহার সংবাদ অবিলম্বে ফৌজদারীর সাহেবদিগের ও নিকটস্থ দারোগাদিগের নিকটে পঁহুছিবার কারণ সকল স্থানের ডাকের আমলাকে হুকুম হইল যে থানাদারীর দারোগারা যে লিখন দেয় তাহা লইয়া তাহার রসুমের আপত্তি না করিয়া চালান করে আর দারোগাদিগের কর্ত্তব্য যে এমত সকল লিখনের খামের উপর আপন নাম ও আপন এলাকার নাম ও সরকারের কার্য্যের শব্দ লিখে এইহেতুক যে সে লিখন সরকারী কার্য্যের কি না তাহাতে জানা যাইবেক যদি কোন দারোগা এমত লিখনে আপনার প্রতি অর্পিত কার্য্যের সম্বন্ধীয় পাঠছাড়া পাঠান্তর লিখে তবে আপন কার্য্যহইতে অবসর ও তগীর হইবেক যদি দারোগা ডাক চলিবার পথহইতে দূরে অবস্থিতি রাখে তবে কর্ত্তব্য যে যথাসাধ্য নীচের লিখনানুসারে কার্য্য করে। তাহার বেওরা এই যে ডাকের হরকরারা দারোগার নামের লিখন ডাক চলিবার পথের নিকটের গ্রামের মধ্যের যে গ্রাম দারোগার অবস্থিতির স্থানের অর্থাৎ থানার অতিনিকটে রহে তাহার কর্ত্তা কিম্বা সরদারকে দিবে সেই লিখন পাইবার তারিখযুক্তে রসীদ লইবেক ও এমতে সে লিখন অব্যাজে সেই দারোগার নিকট পঁহুছিবার জওয়াব সেই কর্ত্তা কিম্বা সরদার দিবেক কিন্তু যদি দারোগার অবস্থিতির স্থান ডাক চলিবার পথহইতে ৫ পাঁচ ক্রোশ অন্তরে থাকে তবে যে গ্রামের কর্ত্তা কিম্বা সরদারকে প্রথম ডাকে লিখন দেয় তাহার উচিত যে সেই লিখন ডাকে চলিবার পথহইতে ৫ পাঁচ ক্রোশ অন্তরে অন্য যে গ্রাম রহে তাহার কর্ত্তা কিম্বা সরদারের নিকটে পঁহুছাইয়া রসীদ লয় ও কর্ত্তব্য যে এই দাঁড়ায় গ্রামগ্রামের কর্ত্তারা কিম্বা সরদারেরা সেই লিখনকে পাচং ক্রোশ অন্তরে অন্য গ্রামের কর্ত্তা কিম্বা সরদারের নিকট পহুছায় এইহেতুক যে যাহার নামের সেই লিখন হয় সেই ব্যক্তি পায় এবং এরূপে যে যে দারোগা ডাক চলিবার পথহইতে দূরে অবস্থিতি রাখে তাহারদিগের লিখন ডাকের চৌকীতে পঁহুছাইবার আবশ্যক যে কালে হয় সে কালে সে দারোগারাও উপরের লিখনানুসারে পাঁচং ক্রোশ অন্তরের গ্রামগ্রামের কর্ত্তা কিম্বা সরদারদিগের পরস্পরের দ্বারা ডাকের চৌকীতে পঁহুছায়। আর দারোগাদিগেরে একং স্থানেই নিয়ত রহিতে হইবেক অতএব দারোগার থানা ও ডাকের চৌকী উভয় স্থানের মধ্যের যে সকল গ্রামের কর্ত্তা ও সরদারদিগেরে সেই সকল লিখন পঁহুছাইবার ভার হইবেক সেই সকল গ্রামের নাম দারোগা ও ডাকের লোকে হঠাৎ জানিতে পারিবেক যাহাতে উপরের হুকুমমতে সকল লিখন পঁহুছাইবার বিষয়ে জমীদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিদিগের উভয়তঃ কিছু বাক্যব্যয় না হইতে পারিবার নিমিত্তে দারোগা ও ডাকের লোকদিগের কর্ত্তব্য যে যে সকল গ্রামের কর্ত্তা ও সরদারদিগেরে সেই সকল লিখন পঁহুছানের ভার হইবেক সেই সকল গ্রামের নাম সেই সকল লিখনের খামের

উপর লিখে। আর দারোগারা কেবল আপনারদিগের এলাকার ফৌজদারীর সাহেব ও সেই সাহেবের মোতালক সকল মহালের দারোগাদিগের নিকটপর্য্যন্তই সরকারের ডাকের উপর লিখনপত্র পাঠাইবার বিষয়ে শক্তি রাখিবার পরিসীমা না হয় বরং যে সময়ে আপনারদিগের এলাকাসকলের কি অন্যং এলাকার উপস্থিত বকড়া ও গণ্ড গোলআদি উৎপাত ও আপদের সংবাদ অন্য জিলার ফৌজদারীর সাহেবদিগকে ও দারোগাদিগেরে দেওয়া আবশ্যক জানে তাঁহারদিগেরেও লিখনপত্র ডাকের উপর লিখিবেক এবং দারোগাদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের প্রতি ইহা উচিত জানে যে কি আপন এলাকায় কি অন্য এলাকায় যে কালে হত্যা ও খুন কিম্বা ডাকাইতী হইবার সমাচার পায় সে কালে যদি খুনী অথবা ডাকাইতেরা ধরা না পড়িয়া থাকে তবে ত্বরাতে তাহার সংবাদ নিকটবর্ত্তি দারোগাদিগের এবং নিকটস্থ সকল জিলার ফৌজদারীর সাহেবদিগের স্থানেও দেয় আর সকল গ্রামের জমীদারপ্রভৃতি অধিকারী ও গোমাস্তা ও সরদারদিগেরে যথেষ্ট ত্বরা ও তাকীদ আছে যে দারোগাদিগের লিখনপঠন পাঠাইবার বিষয়ে উপরের লিখিত সকল হুকুমকে যথোচিত করিয়া মানে এবং ফৌজদারীর সাহেবদিগেরে হুকুম আছে যে উপরের লিখিতসকল হুকুমের নকল আপনারদিগের জিলার মোতালক সকল পরগনার সদর কাছারীতে লটকান্ ইতি

১৬ ধারা।

এই ধারার লিখিত মর্ম্মক্রমে সকল জিলা ও শহরের ফৌজদারীর সাহেবেরা ও তাঁহারদিগের মোতালক থানাদারীর আমলাদিগের শক্তি উভয়ত এলাকার প্রতি চলনের কথা।

এই ধারানুসারে সকল জিলার ফৌজদারীর সাহেবদিগকে ও তাঁহারদিগের মোতালক সমস্ত থানাদারীর আমলাকে ও শহর আজীমাবাদ ডাকে পাটনা ও শহর জাঁহাগীর নগর ডাকে ঢাকা ও শহর মুরশিদাবাদের ফৌজদারীর সাহেবদিগকে ও তাঁহারদিগের মোতালক সমস্ত থানাদারীর আমলাকে পরস্পর পৃথকং এলাকার সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণমতে যে ক্ষমতা দেওয়া গেল তাহার বেওরা এই লেখা যাইতেছে যে ফৌজদারীর এক সাহেবের তাবের থানাদারীর দারোগাওগয়রহ আমলাদিগের প্রত্যেকের সাধ্য আছে যে ঐ সাহেবের দস্তক লিখন-লইয়া কিম্বা তাহা নহিলেও অন্যং দারোগাদিগের এলাকাপর্য্যন্ত অপরাধিদিগেরে ধরিবার জন্যে সে দারোগা ঐ সাহেবের তাবের হউক কি অন্য জিলা কিম্বা শহরের সাহেবের তাবের বা হউক সেই অপরাধির অপরাধ তাহার এলাকার সীমাসরহদ্দে হইয়া থাকে অথবা অপরাধী সেই অপরাধ অন্য দারোগার সীমাসরহদ্দে করিয়া নালিশ হইবার কালে তাহার এলাকার সরহদ্দে রহে কিম্বা যাইতে পারে আর যে ভূমির শিরে এতাবতা সরে জমীনে এমত অপরাধিদিগেরে ধরিতে যাইতে হয় তথাকার ফৌজদারীর সাহেব ও থানাদারীর সমস্ত দারোগাওগয়রহ আমলা ও সকল গ্রামের জমীদারপ্রভৃতি অধিকারী ও ইজারদার ও গোমাস্তা ও প্রজাদিগেরে হুকুম আছে যে সেই সকল অপরাধিকে ধরিতে যথোচিত সহকারিতা করেন্ আর ফৌজদারীর সাহেব ও দারোগাদিগেরে নিষেধ আছে যে

যে

এ অপরাধির অপরাধ তাঁহারদিগের এলাকায় প্রকাশ না হইয়া থাকে এবং নালিশ হইবার সময়েও তাঁহারদিগের এলাকার সীমা সরহদ্দে না রহে তাহাকে ধরিবার কারণ দস্তক না পাঠান্ এমত গতিকে ফরিয়াদীর কর্ত্তব্য যে যে জিলার ফৌজদারীর সাহেবের কিম্বা যে এলাকার দারোগার সরহদ্দে সেই অপরাধির অপরাধ প্রকাশ পায় অথবা সেই অপরাধী যথায় রহে সেই জিলার ফৌজদারীর সাহেব অথবা সেই এলাকার দারোগার নিকটে নালিশ করে ইতি।

১৭ ধারা।

যে কালে ফৌজদারীর সাহেবদিগের কোন সাহেবের মোতালক থানাদারীর আমলা উপরের লিখিত সাধ্যানুসারে অপরাধিদিগেরে ফৌজদারীর অন্য সাহেবের এলাকায় ধরে সেকালে তাহার কর্ত্তব্য যে যে এলাকায় ধরে সেই এলাকার দারোগার স্থানে সেই সকল অপরাধির নামনবীসীর ফর্দ্দ অপবাদদেওয়া ও তহমৎকরা অপরাধ যুক্ত দেয় ও সেই দারোগার কর্ত্তব্য যে আপন এলাকার ফৌজদারীর সাহেবের নিকটে সেই ফর্দ্দ পাঠায় ইতি।

যে কালে যে দারোগা অপরাধিদিগেরে অন্য এলাকায় ধরে সে কালে সে দারোগা তাহারদিগের নামনবীসীর ফর্দ্দ তহমৎদেওয়া অপরাধ যুক্তে তথাকার দারোগাকে দিবার কথা।

১৮ ধারা।

যে দারোগা যত ডাকাইতকে ধরে তাহারদিগের অপরাধ প্রমাণ হইলে পর সেই দারোগা জনপ্রতি ডাকাইতে ১০ দশ টাকা পুরস্কার ও ইনামক্রমে সরকারহইতে পাইবেক। এবং ডাকাইতী ও চুরীর সম্পত্তি যাহা বাহির করে সেই সম্পত্তির মূল্যের উপরেও কিশতে ১০ দশ টাকা ইনামের মতে সেই সম্পত্তির অপহারক ও লুটীয়ারা ডাকাইত ও চোরেরা ধরা পড়িলে ও তাহারদিগের অপরাধ প্রমাণ হইলে সেই সম্পত্তির কর্ত্তার স্থানে পাইবেক ইহাতে সেই সম্পত্তির মূল্য ফৌজদারীর সাহেবের অথবা এ কার্য্যের নিমিত্তে যাহাকে সেই সাহেব নিযুক্ত করেন্ তাহার বিবেচনাক্রমে ধার্য্য হইবেক পশ্চাৎ সেই সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই ইনাম সেই সম্পত্তির কর্ত্তা কিম্বা তাহার উকীলের স্থানহইতে সেই দারোগাকে দেওয়ান্ যদি সে সম্পত্তির কর্ত্তা তাহা দিতে স্বীকার না করে তবে সেই সাহেবের কর্ত্তব্য সেই সম্পত্তির মধ্যের যাহা বিক্রয় করিলে সেই ইনামের শোধ পড়িতে পারে তাহা নীলামে বিক্রয় করেন্ ও বাকী সেই কর্ত্তাকে দেন্ ইতি।

দারোগারা তাহারদিগের ধরা ডাকাইতের জন প্রতি ১০ টাকা পুরস্কার অপরাধ প্রমাণ হইলে পাইবার কথা।

অপরাধির অপরাধ প্রমাণ হইলে ডাকাইতী ও চুরীর সম্পত্তির মূল্যের উপর শতঙ্কায় ১০ দশ টাকা দারোগারা পুরস্কার পাইবার কথা।

১৯ ধারা।

দারোগাদিগের কর্ত্তব্য যে প্রত্যেক কসবা ও বাজার ও গঞ্জ ও হাটে হাট ও বাজারের নির্দ্ধারিত দিনে আপনারা জনেং যায় কিম্বা আপনারদিগের আমলার একং জন অথবা অধিকং জনকে পাঠায় এইহেতুক যে হাট ও বাজারওগয়রহে ক্রয়ী ও

বিক্রয়ী

বিরোধবিসম্বাদ না হইতে পারিবার কারণ হাট ও বাজারের নির্দ্দিষ্ট দিনে তথায় দারোগা নিজে যাইবার অথবা

আপন লোকদিগেরে পা ইবার কথা।

বিক্রয়ী অর্থাৎ খরীদার ও ফরোশন্দাপ্রভৃতি যে সকল লোকে যাতায়াত করে তাহা রদিগের মধ্যে বিরোধাদি কিছু উৎপাত না হইতে পারে ইতি।

১০ ধারা।

যে সকল নৌকা গঠন ও মরম্মৎ ও চালান কর ণের নিষেধ তাহাতে দা রোগাদিগের আচরণের কথা।

দারোগাদিগের কর্ত্তব্য যে এই ধারার লিখিত হুকুমের অন্যথায় যে সকল নৌকা গঠন হয় অথবা কার্য্যে লাগান যায় কিম্বা একের হস্তহইতে অন্যের হস্তে যায় তাহা জব্দ অর্থাৎ সরকারে দাখিল করে এবং যে সকল কারীগর এমত সকল নৌকা গঠন কিম্বা মরম্মৎ করে তাহারদিগেরে ধরিয়া ফৌজদারীর সাহেবের নিকটে পাঠায় এবং যে সকল গ্রামে এমত নৌকার গঠন অথবা মরম্মৎ হইয়া থাকে তথাকার অধিকারির নাম ফৌজদারীর সাহেবের নিকটে জানায় যে তাহারদিগের সম্বন্ধে নীচের লিখনানুসারে দণ্ড হয়।

নিষিদ্ধ সকল নৌকার রকমের কথা।

১ এক।—এই যে ফৌজদারীর সাহেবছাড়া সকল লোককে নিষেধ আছে যে নীচের লিখিত সকল প্রকারের নৌকা কিম্বা দীর্ঘ ও প্রস্থে তত্তুল্যই বা হউক এমত নৌকা ফৌজদারীর সাহেবের হুকম লিখন না পাইলে গঠন না করায় ও কার্য্যে না লাগায়

[illegible]নৌকা যাহার দীর্ঘ ইস্তক ৪০ লাগাইৎ ৯০ হাত ও প্রস্থ ইস্তক ২৷৷০ লাগাইৎ ৪ হাত থাকে	ঢলকর নৌকা যাহার দীর্ঘ ইস্তক ৩০ লাগাইৎ ৭০ হাত ও প্রস্থ ইস্তক ৩৷৷০ লাগাইৎ ৫ হাত থাকে	চাঁদপুরা পানসী নৌকা যাহার ৫০ দাঁড়ের অধিক থাকে

ফৌজদারীর সাহেব দিগেরে যে সকল গতিকে নিষিদ্ধ নৌকা জব্দ করিতে হুকুম আছে তাহার কথা।

২ দ্বিতীয়।—এই যে ফৌজদারীর সাহেবদিগেরে হুকুম আছে যে উপরের লিখিত সকল প্রকারের যে নৌকা তাহারদিগের বিনাহুকুমলিখনে তাহারদিগের এলাকায় গঠন হয় কিম্বা কার্য্যে লাগান যায় অথবা একের হস্তহইতে অন্যের হস্তে যায় তাহা সরকারে দাখিল করেন।

ফৌজদারীর সাহেবের হুকুমলিখন না দেখিয়া ভূম্যধিকারী যে গ্রামে নিষিদ্ধ নৌকা গঠন ও মরম্মতের কারণ অনুমতি দেয় সে গ্রাম জব্দ হইবার কথা।

৩ তৃতীয়।—এই যে যে ভূম্যধিকারী সেই জিলার ফৌজদারীর সাহেবের মোহর ও দস্তখতী হুকুম লিখন দৃষ্টি না করিয়া আপন অধিকার ভূমির মধ্যে কাহাকেও পূর্ব্ব প্রস্তাবিত সকল প্রকারের কোন নৌকা গঠন কিম্বা মরম্মৎ করিতে অনুমতি দেয় তাহার যে গ্রামে সেই নৌকা গঠন কিম্বা মরম্মৎ হওন প্রমাণ হয় সেই গ্রাম সরকারে জব্দ হইবেক।

ফৌজদারীর সাহেবের বিনাহুকুম লিখনে নিষিদ্ধ নৌকা গঠন কিম্বা মরম্মৎ করিতে যে সকল কারীগর প্রবৃত্ত হয় তাহারদিগের সম্বন্ধে শাস্তির মতের কথা।

৪ চতুর্থ।—এই যে সমস্ত সূত্রধর ও কর্ম্মকার ও অন্যং কারীগরদিগেরে হুকুম আছে যে ফৌজদারীর সাহেবের মোহর ও দস্তখতী হুকুমলিখন দৃষ্টি না করিয়া কাহারো সহিত উপরের লিখিত সকল প্রকারের কোন নৌকা গঠন কিম্বা মরম্মৎকরণের করারদাদ না করে ও তাহা গঠন অথবা মরম্মৎ করিতেও প্রবৃত্ত না হয় যদি এই হুকুমের অন্যথা করে তবে তাহারা এক মাসের অধিক না হয় এমত নিয়মে কয়েদ রহি

বেক

বেক কিম্বা ২০ বিংশতি বেত্রাঘাতের অতিরিক্ত না হয় এমত শারীরিক শাস্তি পাই বেক ইহাতে ফৌজদারীর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সূত্রধরপ্রভৃতির যে কেহ এ নিয়মের অন্যথা করে তাহাকে উপরের লিখনানুসারে মোকদ্দমার গতিকক্রমে শাস্তি দেন্ ইতি।

৫ পঞ্চম।—এই যে ফৌজদারীর সাহেবদিগেরে শক্তি দেওয়া গেল যে যাহাকে মহাজনী ও সওয়ারী ও চলন ফিরণের নিমিত্তে উপরের লিখিত সকল প্রকারের নৌকা গঠনকরণ কিম্বা কার্য্যে লাগানের বিষয়ে হুকুম দেওয়া উচিত জানেন দেন্ কিন্তু কর্ত্তব্য যে এ বিষয়ের হুকুম আপনারদিগের মোহর ও দস্তখতে হুকুমলিখন দেন্ এবং যে কেহ এপ্রকার নৌকা গঠন করিতে হুকুম পায় তাহারো কর্ত্তব্য যে যাবৎ সেই নৌকা গঠন হয় তাবৎ আপন নিকটে সেই হুকুমলিখন সতত ধরিয়া রাখে ও সেই নৌকা গঠন প্রস্তুত হইলে পর কর্ত্তব্য যে সেই হুকুমলিখন সেই নৌকায় তাহার কোন সওয়ারী কিম্বা চৌকীদারের নিকটে সর্ব্বক্ষণ থাকে যদি ইহার ব্যতিক্রম করে তবে ফৌজদারীর সাহেব হুকুমলিখন দিয়া থাকিলেও সে নৌকা সরকারে জব্দ হইবেক আর ফৌজদারীর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে সকল লোকে এপ্রকার সকল নৌকা অনুচিত কর্ম্মে আনিবেক না এমতানুমান আপনারা নিশ্চয় করেন্ সেই সকল লোক ব্যতিরেকে অন্যের প্রতি ঐ সকল প্রকারের নৌকা গঠন করিতে কিম্বা কার্য্যে লাগাইতে হুকুম না দেন্ ইহাতে যে সকল লোক ঐ সকলপ্রকারের নৌকা গঠন করাইতে কিম্বা কার্য্যে লাগাইতে অথবা বিক্রয় করিতে কিম্বা কাহাকেও দিতে চাহে তাহার কর্ত্তব্য যে সেই জিলার ফৌজদারীর সাহেবের স্থানে এ বিষয়ের হুকুমলিখনের দরখাস্ত করে ও ফৌজদারীর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে কালে এ সকল প্রকার নৌকা গঠন করণ কিম্বা কার্য্যে লাগানের অর্থে হুকুমলিখন কাহাকেও দেন্ সে কালে সেই লিখনের নীচে এই ধারার নকল লেখাইয়াও দেন্ ও এপ্রকার নৌকা বিক্রয় করিবার কিম্বা কাহাকেও দিবার বিষয় হইলে কর্ত্তব্য যে তাহার হুকুম সেই লিখনের পৃষ্ঠে লেখান্ ইতি।

এই ধারার লিখিত মর্ম্ম বুঝিয়া নিষিদ্ধ নৌকা গঠন ও ব্যবহার লানের কারণ হুকুমলিখন দিবার বিষয়ে ফৌজদারীর সাহেবদিগেরে শক্ত্যর্পণের কথা।

২১ ধারা।

প্রত্যেক এলাকার দারোগাকে হুকুম আছে যে আপন এলাকার ফৌজদারীর সাহেবের নিকটে মাসং রোয়দাদের বহী পাঠায় ও যে সকল লোককে ধরিয়া থাকে তাহারদিগের নাম নিদর্শনে অপরাধের বেওরা ও তাহারা ধরা পড়িবার তারিখ ও যে তারিখে তাহারা ফৌজদারীর সাহেবের নিকটে চালান হয় কিম্বা ৭ সপ্তম ধারার মতে জামিন দিয়া খালাসী পায় অথবা ১২ দ্বাদশ ধারানুসারে রাজীনামা ও সাফীনামাক্রমে বিরোধ নিষ্পত্তি হইবাতে উভয়ে ছাড়ান পাইয়া থাকে তাহা সমস্ত সেই বহীতে লিখে বরং আপনং ব্যাপারের মোতালক যে যে কার্য্য করিয়া থাকে তাহাও লিখে। আর প্রতিমাসের ৫ পাঁচই তারিখে গত মাসের বহী ফৌজদারীর সাহেবের নিকটে ডাকের উপর পাঠায় যদি ডাকের উপর তাহা পাঠান না হয় তবে

ফৌজদারীর সাহেবের নিকটে দারোগা মাসকাবারী রোয়দাদের বহী পাঠাইবার ও সেই বহীর মজমুনের কথা।

ঐ বহী পাঠাইবার মতের ও সময়ের কথা।

ফৌজদারীর

ফৌজদারীর সাহেব যেমত বিবেচনা করেন তদনুসারে পাঠায় ইহাতে যদি ফৌজদারীর সাহেবের নিকটে প্রমাণ হয় যে কোন দারোগা কাহাকেও ধরিয়া কিম্বা ধরিতে হুকুম করিয়া বরং আপন ব্যাপারের মোতালক কোন কার্য্য করিয়া তাহার বেওরা প্রকতপ্রস্তাবে সেই বহীতে না লিখিয়া থাকে তবে ফৌজদারীর সাহেব তাহার দ্বারা কর্ম্ম চালান স্থগিত করিয়া তাহার সকল বৃত্তান্ত শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে জানাইবেন তাহাতে যদি ঐ শ্রীযুতের হজুরে তাহার তগীর হইবার হেতু প্রকাশ পায় তবে তগীর হইবেক ইতি।

২২ ধারা।

এই আইনের অন্যথা কার্য্য করিলে দারোগারা ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতে জওয়াব দিবার কথা।

যদি কোন এলাকার দারোগা কিম্বা তাহার আমলার কেহ কিছু টাকা কিম্বা সামগ্রী ঘুষ ও রেশ্বৎ লয় অথবা বলে কিম্বা ছলে কিম্বা কোন প্রকারে উৎপাত ও জুলম করে অথবা এই আইনের হুকুমের অন্যথা করিতে প্রবৃত্ত হয় তবে উৎপাতগ্রস্তের সাধ্য আছে যে তাহার শাস্তির দাওয়ায় দায়ের ও সায়েরী আদালতে কিম্বা মর্য্যাদা ও হুরমতের দাওয়ায় দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে ইহাতে ঐ উভয় আদালতের সাহেবদিগেরে হুকুম হইল যে এই ধারার লিখনানুসারে যে মোকদ্দমা তাঁহারদিগের নিকটে উপস্থিত হয় তাহার বিবেচনা করিয়া সেই মোকদ্দমার গতিক ও আহওয়ালে মনোযোগী হইয়া যে উচিত বুঝেন তাহাই ডিক্রী করেন ইতি।

২৩ ধারা।

ফৌজদারীর সাহেবের এই আইনের তরজমাসমেত দারোগাগিরী সনন্দ দিবার কথা।

সুবে বাঙ্গালা ও সুবে উড়িষ্যার সকল জিলার ফৌজদারীর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে আপনং এলাকার দারোগাদিগেরে এই আইনের পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষার তরজমাসুদ্ধা সনন্দ দেন ও সুবে বেহারের ফৌজদারীর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে আপনং এলাকার দারোগাদিগেরে এই আইনের পারসী ও নাগরী অক্ষর ও ভাষার তরজমাসমেত সনন্দ দেন এবং সমস্ত ফৌজদারীর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ সনন্দ ও তরজমাসকলের উপর আপনং কার্য্যের মোহর ও দস্তখৎ করেন ইতি।

২৪ ধারা।

তিন শহরের থানাদারীর ধারা নির্দ্দিষ্টের কথা।

শহর আজীমাবাদ ও শহর জাহাঁগীরনগর ও শহর মুরশিদাবাদের থানাদারীর সিরিস্তাসকলের নিমিত্তে নীচের লিখিত কএক ধারা নির্দ্দিষ্ট করা গেল ইতি।

২৫ ধারা।

তিন শহরের ফৌজদারীর সাহেবদিগেরে আ

প্রত্যেক জিলার ফৌজদারীর সাহেবদিগেরে ও থানাদারীর দারোগাদিগেরে এই

আইনের

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ২২ দ্বাবিংশতি আইন।

আইনের ১৬ ষোড়শ ও ১৭ সপ্তদশ ধারানুসারে শক্তি দেওয়া গিয়াছে যে পরস্পর অন্যং জিলায় ও শহর আজীমাবাদ ও শহর জাহাঁগীরনগর ও শহর মুরশিদাবাদের ফৌজদারীর সাহেব ও থানাদারীর দারগাদিগের সকল এলাকায় অপরাধিদিগেরে ধরিবার কারণ যান্ ও সেই সকল অপরাধিদিগেরে ধরিবার বিষয়েও পরস্পর যত পারেন্ সহায়তা করেন্ আর সেই মতে ঐ তিন শহরের ফৌজদারীর সাহেবেরা ও তাঁহারদিগের মোতালক থানাদারীর দারোগাদিগেরে শক্তি দেওয়া গেল যে তাঁহারাও ঐ ১৬ ষোড়শ ও ১৭ সপ্তদশ ধারার মর্ম্ম বুঝিয়া আপনারদিগের পরস্পর এলাকায় ও সকল জিলার ফৌজদারীর সাহেবদিগের সমস্ত এলাকায় অপরাধিদিগেরে ধরিতে যান্ ইতি।

থানারদিগের পরস্পর এলাকায় ও সমস্ত জিলার ফৌজদারীর সাহেবদিগেরে সকল এলাকাতেও অপরাধিদিগেরে ধরিতে যাইবার শক্তার্পণের কথা।

২৬ ধারা।

শহর আজীমাবাদ ও শহর জাহাঁগীরনগর ও শহর মুরশিদাবাদের ফৌজদারীর সাহেবদিগেরে হুকুম আছে যে আপনং মোতালক প্রত্যেক শহরকে তাহার এলাকার সকল মহল্লাসুদ্ধা খ্যাত স্থানের মতে ভাগ করেন্। তাহাতে একং মহল্লার রক্ষণ ও নেগাবানীর কার্য্যের ভার আবশ্যক ও জরুরী আমলাসমেত একং দারোগার প্রতি হইবেক ও প্রত্যেক শহরের দারোগারা সেই শহরের কোতওয়ালের তাবে রহিবেক ইতি

মহল্লাক্রমে একং শহর ভাগের কথা।

একং মহল্লার নেগাবানীর ভার একং দারোগাকে হুকুমের ও তাহারা কোতওয়ালের হুকুমের নীচে থাকিবার কথা।

২৭ ধারা।

প্রত্যেক মহল্লার নম্বর ও নাম নিরূপণ হইবেক ইহাতে ফৌজদারীর সাহেবেরা নম্বর ও নাম ও প্রাশস্ত্য শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরের বিনাহুকুমে পরিবর্ত্ত ও ফেরফার করিবেন না ইতি।

প্রতিমহল্লার নম্বর ও নাম ধার্য্য হইবার ও শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরের বিনাহুকুমে তাহার ফেরফার না হইবার কথা।

২৮ ধারা।

এই আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারায় সকল জিলার মোতালক থানাদারীর দারোগাদিগের সম্পর্কে যে সকল হুকুম আছে সেই সকল হুকুম শহর আজীমাবাদ ও শহর জাহাঁগীরনগর ও শহর মুরশিদাবাদের কোতওয়ালদিগের ও ঐ তিন শহরের সকল মহল্লার দারোগাদিগের প্রতি চলন ও জারী রহিবেক ও প্রত্যেক কোতওয়ালের কর্ত্তব্য যে আপন ব্যাপারে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে নিজের বিষয়ে ২৫০০ দুই হাজার পাঁচ শত টাকা এবং আপন হাজিরজামিন দুই জনের বিষয়ে তাহারদিগের জনপ্রতি ১২৫০ সাড়ে বার শত টাকার হিসাবে ২৫০০ দুই হাজার পাঁচ শত টাকা একুনে সিক্কা ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকার জামিনী সরকারে দাখিল করে ইতি।

তিন শহরের সকল কোতওয়াল ও দারোগাদিগের প্রতি ৬ ধারার হুকুম চলনের এবং কোতওয়ালের আপনং কার্য্যে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে জনেং পাঁচং হাজার টাকার জামিনী সরকারে দিবার কথা।

২৯ ধারা।

প্রতিমহল্লার থানাদারীর সিরিস্তার জমাদারের কর্ত্তব্য যে ঐ সিরিস্তার তৈনাৎ লোকদিগের

থানাদারীর আমলাকে রাত্রিকালে সকল শ

ঘরে ফিরিয়া বেড়াইবার বিষয়ে হুকুমের কথা।

লোকদিগের মধ্যের অর্দ্ধেক লোককে সঙ্গে লইয়া সূর্য্যাস্ত হইবার সময় অর্থাৎ সন্ধ্যা কালহইতে দুইপ্রহর রাত্রিপর্য্যন্ত আপন মোতালক সমস্ত মহল্লায় ভ্রমণ করে ও দারোগার কর্ত্তব্য যে আর অর্দ্ধেক লোককে সঙ্গে লইয়া দুইপ্রহর রাত্রিহইতে সূর্য্যোদয় এতাবতা প্রাতঃকালাবধি আপন এলাকার সকল মহল্লায় ভ্রমিয়া বেড়ায় এবং ঐ সকল লোকের কর্ত্তব্য যে ভ্রমণকালে যত পারে সাড়াশব্দ না দেয় ও ডাক হাঁক না করে এইহেতুক যে তাহারদিগের গমনসংবাদ ও পঁহুছ খবর ডাকাইত ও চোরেরা না জানিতে পারে আর ঐ সকল লোকের কর্ত্তব্য যে ভ্রমিবার সময়ে একটাং শিঙ্গা সঙ্গে রাখে ও যে কালে ডাকাইত ও চোর ও অন্য দুষ্টদিগের নিকটে উপস্থিত হয় ও তাহার সমাচার সেই মহল্লার সকল নিবাসি কিম্বা অন্য মহল্লার চৌকীদারদিগেরে দেওয়া আবশ্যক ও জরুর জানে তৎকালে সেই শিঙ্গার ধ্বনি করে এই কারণ যে সকলে সেই ডাকাইত ও চোরপ্রভৃতিকে ধরিতে সংস্কার হয় এবং এই যে গতিকের প্রসঙ্গ হইল ইহাছাড়া গতিকান্তরে কদাচ সেই শিঙ্গার ধ্বনি না করে এতাবতা না বাজায়। আর কোতওয়ালেরা এমত কার্য্য করিবেক যে তাহারদিগের আমলে দারোগারা আপনারদিগের মোতালক যে সকল কার্য্য এই ধারার অনুসারে নির্দ্ধার্য্য যাছে তাহা সুন্দররূপে ও বিনাব্যতিক্রমে করিতে থাকে তাহাতে যদি দারোগারা কি তাহারদিগের আমলারা এ বিষয়ে কিছু শৈথিল্য ও গাফিলী এবং ত্রুটি করে তবে তাহার বেওরাকৈফিয়ৎ ফৌজদারীর সাহেবকে জানায় ইতি।

প্রতি দারোগাতেই আপন মোতালক কার্য্য সুন্দররূপে করিবার খবর দারির বিষয়ে কোতওয়ালের প্রতি হুকুমের কথা।

৩০ ধারা।

প্রতি মহল্লায় মহল্লাদার ও মহল্লাদারাণী নিযুক্তের কথা।

মহল্লাদার ও মহল্লাদারাণীর আচরণের কথা।

কোন মহল্লায় ডাকাইত ও চোর ও অপর দুষ্ট লোক লুকাইয়া থাকিলে কিম্বা বসতি করিলে সে সংবাদ তথাকার দারোগা অতিত্বরাতে পাইবার কারণ প্রতিমহল্লায় একং মহল্লাদার ও মহল্লাদারাণী মোকরর হইবেক। এবং তাহারা দারোগার হুকুমের নীচে রহিয়া যে ডাকাইত ও চোর এবং যে দুষ্ট লোক সেই মহল্লায় থাকে তাহার সমাচার অব্যাজে দারোগাকে দিবেক ইতি।

৩১ ধারা।

কোতওয়াল ও দারোগায় যাহাকেং ধরিবেক ও তাহারদিগের সম্বন্ধে যেং উদ্যোগ করিবেক তাহার কথা।

সকল কোতওয়াল ও দারোগাদিগের উচিত যে সমস্ত খুনী ও ডাকাইত ও চোর ও সিন্ধালদিগেরে এবং অপরাধের অপবাদগ্রস্ত অন্য সকল লোক ও লুচ্চা ও লোকন্দরা যাহারা তাহারদিগের মোতালক মহল্লায় গমনাগমন ও চলাফেরা করে ও স্পষ্টতঃ তাহারদিগের কালহরণ ও গুজরানের যোত্র না থাকে এবং আপনারদিগের গতিক ও আহওয়ালের বেওরাও যথোচিত না কহিতে পারে তাহারদিগেরে ধরে। কর্ত্তব্য যে এমতাকারের লোকদিগের যাহাকে সূর্য্যের উদয়াস্ত কালের মধ্যে অর্থাৎ দিবাভাগে ধরে তাহাকে ধরিয়াই তথাকার কোতওয়ালের কাছারীতে পঁহুছায় আর যাহাকে

সূর্য্যের অস্তোদয় কালের মধ্যে এতাবতা রাত্রিযোগে ধরে তাহাকে সেই রাত্রি পুভাতে সেই কাছারীতে দাখিল করে তাহাতে পুতি কোতওয়ালের কর্ত্তব্য যে যাহাকে সে কিম্বা দারোগা গতরাত্রি কিম্বা দিবসে ধরিয়া থাকে তাহাকে ইঙ্গরেজী ১১ এগার ঘড়ী যাহাকে এক পুহর পাচ ছয় দণ্ড বলা যায় ইহার পূর্ব্বে তথাকার ফৌজদারীর সাহেবের নিকটে পঁহুছায় আর কোতওয়াল ও দারোগাদিগেরে বিস্তর নিষেধ আছে যে ঐ এক ঘড়ীর পর কাহাকেও আপনং নিকটে কয়েদ না রাখে ইতি।

৩২ ধারা।

সকল মহল্লার কোতওয়াল ও দারোগাদিগেরে হুকুম আছে যে তাহারা যে সকল লোককে ধরে তাহারদিগেরে ফৌজদারীর সাহেবের হুকুম না পাইয়া না ছাড়ে কিন্তু ডাকাইতী ও চুরীছাড়া নিগুহ পুরসিশআদি ছোটং মোকদ্দমায় যে সকল লোক বা দিত হয় সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে ফৌজদারীর সাহেব ক্ষমতা রাখেন্ সে সকল লোককে ছাড়িতে ঐ কোতওয়াল ও দারোগাদিগের শক্তি এইরূপে আছে যে তাহারা ফৌজদারীর সাহেবের নিকটে চালান হইবার পূর্ব্বে ফরিয়াদী স্বেচ্ছায় সেই নালিশে ক্ষান্ত হইবার নিদর্শনে রাজীনামা ও আসামীও তদনুসারে সাফীনামা দাখিল হয় ও সেই রাজীনামা ও সাফীনামায় দুই জন মাতবর লোকের সাক্ষ্য রহে। ইহাতে দারোগাদিগের কর্ত্তব্য যে যে দিন সেই রাজীনামা ও সাফীনামা দাখিল হয় তাহার পরদিনে তাহা কোতওয়ালকে দেয় তাহাতে সেই কোতওয়ালের কর্ত্তব্য যে সেই রাজীনামা ও সাফীনামা যে দিবসে পায় সেই দিবসে তাহাসমেত সেপুকার অন্য কাগজপত্র যাহা গত দিবসে কিম্বা রাত্রে তাহার স্থানে দাখিল হইয়া থাকে তাহা ফৌজদারীর সাহেবের নিকটে দেয় ইতি।

এই ধারার লিখিত স কল গতিকছাড়া গতিকান্তরে কোতওয়াল ও দারোগাসকলের ধরা অপরাধিদিগেরে খালাসী না দিবার কথা।

৩৩ ধারা।

যেকালে লুচ্চা ও লোকন্দরাপুভৃতি এমত সকল লোক শহরের ফৌজদারীর সাহেবদিগের নিকটে চালান হয় সে কালে সেই সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এমত সকল লোকের সম্বন্ধে ১০ দশম ধারানুসারের যে সকল হুকুম চালাইতে সকল জিলার ফৌজদারীর সাহেবদিগের উপর হুকুম আছে সেই সকল হুকুম তাহারদিগের সম্বন্ধে জারী করেন্ ইতি।

ন্যাটাদি লোকদিগের পুতি সকল জিলার ফৌজদারীর সাহেবদিগের যে সকল উদ্যোগকরণ উচিত সেই সকল উদ্যোগ সকল শহরের ফৌজদারীর সাহেবেরাও তাহারদিগের পুতি করিবার কথা।

৩৪ ধারা।

সকল মহল্লার দারোগাসকল ও কোতওয়ালদিগের কার্য্যের এইপর্য্যন্ত সীমা আছে যে উপরের লিখনানুসারে অপরাধের অপবাদ ও তহমৎদেওয়া লোকদিগেরে ধরিয়া শহরের ফৌজদারীর সাহেবদিগের নিকটে পাঠায় বরং সকল কোতওয়াল ও দারোগারা কোন মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পুবৃত্ত না হয় এবং ফরিয়াদী

অপরাধের অপবাদগুস্ত লোকদিগের পুতি সকল দারোগা ও কোতওয়ালের আচরণের কথা।

পে কিম্বা

কিম্বা আসামী অথবা অন্য কাহারো স্থানে দণ্ড না লয় ও কিছু টাকা কিম্বা সামগ্রী ঘুষ অথবা বলে ও ছলেও গ্রহণ না করে এবং কাহাকেও শাস্তি ও সাজাও না দেয় ইতি।

৩৫ ধারা।

পত্রাদিচালান ও নৌকা গঠনাদির বিষয়ে ১৫ ও ২০ ধারার লিখিত হুকুম তিন শহরে চলন রহিবার কথা।

এই আইনের ২০ বিংশতি ধারায় সমস্ত নৌকার বিষয়ে যে সকল হুকুম লেখা আছে তাহা শহর আজীমাবাদ ও শহর জাহাঁগীরনগর ও শহর মুরশিদাবাদেও চলন ও জারী হইবেক এবং ঐ তিন শহরের ফৌজদারীর সাহেবদিগের ও থানাদারীর আমলাসকলের কর্ত্তব্য যে সেই সকল হুকুমমতে এবং এই আইনের ১৫ পঞ্চদশ ধারাক্রমেও স্থানং হইতে পত্রাদি লিখনপঠন পঁহুছাইতে সকল জিলার থানাদারীর দারোগাদিগেরে যে শক্তি অর্পণ আছে সেইরূপ শক্তিও ঐ তিন শহরের থানাদারীর আমলাসকলকে অর্পণ হইল ইতি।

৩৬ ধারা।

১৮ ধারার লিখনক্রমে সকল জিলার দারোগাদিগের মতে শহরের কোতওয়াল ও দারোগারাও ইনাম পাইবার কথা।

ডাকাইত ও চোরদিগেরে ধরণে ও ডাকাইতী ও চুরীর সম্পত্তি বাহিরকরণে এই আইনের ১৮ অষ্টাদশ ধারাক্রমে সকল জিলার থানাদারীর দারোগাদিগের অর্থে যে পুরস্কার ও ইনাম নির্দ্ধার্য্য আছে সেই নিয়ম ও দস্তুরমতে উপরের লিখিত তিন শহরের সকল কোতওয়াল ও দারোগারাও পুরস্কার ও ইনাম পাইবেক ইতি।

৩৭ ধারা।

সকল জিলা ও মহল্লার দারোগাদিগের চলন একসমান থাকিবার কথা।

এই আইনের ১৯ ঊনবিংশতি ধারাক্রমে সকল জিলার থানাদারীর দারোগাদিগের জিম্মা যে সকল কার্য্য ও খিদমৎ হইয়াছে সেই প্রকারে সকল কার্য্য ও খিদমৎ তিন শহরের মহল্লার দারোগাদিগেরও জিম্মা হইবেক ইতি।

৩৮ ধারা।

২২ ধারাক্রমে সকল জিলার দারোগারা যে মতে আদালতে উপস্থিতের যোগ্য হয় সেই মতে সকল শহরের থানাদারীর আমলারাও হইবার কথা।

সকল জিলার থানাদারীর দারোগাদিগের কেহ উৎপাত করিলে কিম্বা কিছু টাকা অথবা সামগ্রী ঘুষ ও রেশ্বৎ কিম্বা বলে ও ছলে লইলে অথবা আইনের ব্যতিক্রমে কোন কার্য্যে আবৃত হইলে তাহার নালিশ দায়ের ও সায়েরী আদালতে কিম্বা দেওয়ানী আদালতে করিতে উৎপাতগ্রস্তের যে সাধ্য এই আইনের ২২ দ্বাবিংশতি ধারাক্রমে আছে সেইরূপেই শহর আজীমাবাদ ও শহর জাহাঁগীরনগর ও শহর মুরশিদাবাদের মহল্লাসকলের কোতওয়াল ও দারোগাদিগের কেহ উপরের লিখিত কোন বিষয়ে আবৃত হইলে ঐ সকল আদালতে তাহার নালিশ করিতে উৎপাতগ্রস্তের সাধ্য থাকিবেক ইতি।

৩৯ ধারা

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ২২ দ্বাবিংশতি আইন।

৩১ ধারা।

শহর জাহাঁগীরনগর ও শহর মুরশিদাবাদের ফৌজদারীর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের মোতালক মহল্লাসকলের কোতওয়াল ও দারোগাদিগেরে তাহার দিগের কার্য্যের সনন্দ এই আইনের বাঙ্গলা ও পারসী অক্ষর ও ভাষার তরজমাসমেত দেন্ এবং শহর আজীমাবাদের ফৌজদারীর সাহেবের কর্ত্তব্য যে আপন এলাকার মহল্লার কোতওয়াল ও দারোগাদিগেরে তাহারদিগের কার্য্যের সনন্দ এই আইনের পারসী ও নাগরী অক্ষর ও ভাষার তরজমাসুদ্ধা দেন্ আর ঐ সকল ফৌজদারীর সাহেবদিগের উচিত যে সেই সমস্ত সনন্দ ও তরজমার উপর আপনারদিগের মোহর ও দস্তখৎ করেন্ ইতি।

সকল শহরের কোতওয়াল ও দারোগাদিগেরে সনন্দ এবং এই আইনের তরজমা দিবার বিষয়ে তথাকার ফৌজদারীর সাহেবদিগেরে তাকীদের কথা।

সমাপ্ত।

A True Translation,
H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ২৩ ত্রয়োবিংশতি আইন।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২২ দ্বাবিংশতি আইনের লিখিত সমস্ত হুকুমমতে পোলীস অর্থাৎ যাবদীয় থানাবন্দীর যে সিরিস্তা ধার্য্য হইয়াছে তাহার সমস্ত খরচের সালিয়ানা জায়দাদ নিষ্কাষের আইন শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১ পহিলা মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২০৭ সালের ১৯ রমজানে জারী করিলেন।

হেতুবাদ

শ্রীযুত কোম্পানী ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সকল অধিকারে ইঙ্গরেজী ১৭৯২ সালের ৭ দিসম্বরে পোলীসের যে সকল সিরিস্তা ধার্য্য হইয়াছে সে বিষয়ে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে এমত হুকুম করিলেন যে সেই সকল সিরিস্তার সমস্ত খরচ সকল শহর ও গ্রাম ও বাজার ও গঞ্জনিবাসী যাবদীয় মহাজন ও ব্যাপারী ও দোকানী লোকদিগের শিরে হইতে হইবেক ও ঐ সকল খরচের ভারবাখন মহাজন ও ব্যাপারিপ্রভৃতি ব্যবসায়ি লোকদিগের প্রতি পৃথক লিখিত কএক হেতুতে উচিত জানা যাইবেক ইতি।

প্রথম হেতু এই যে ঐ সকল ব্যবসায়ির দ্রব্য সামগ্রী সর্ব্বদা এক স্থানহইতে স্থানান্তরে যাতায়াত হয় একারণ পথরোধক ও দস্যুদিগের অপহরণে অর্থাৎ লুট ও তারাজে অন্যং লোকের মত ঐ সকল ব্যবসায়ির অতিরিক্ত ক্ষতি হয় অতএব এমত ক্ষতি না হইতে পারিবার বিষয়ে পোলীসের যে সিরিস্তা আছে তাহা ঐ সকল ব্যবসায়িদিগের অর্থে নিতান্ত উপকারক হইবেক ইতি।

দ্বিতীয় হেতু এই যে সায়েরাৎ অর্থাৎ সকল সায়ের বরখাস্ত ও মৌকুফ হইবাতে ঐ সকল ব্যবসায়ী আপনারদিগের মহাজনী ব্যাপার শ্রীযুত ইঙ্গরেজ কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের মোতালক সকল অধিকারে বিনাদানে অর্থাৎ হাসিল না দিয়া চালাইতেছে এবং অন্যং লোকঅপেক্ষা তাহারা ধনবান ও ভাগ্যবন্ত তথাচ তাহারদিগের স্থানহইতে কিছু হাসিল সরকারে লওয়া যায় না কিন্তু শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে যথার্থ অনুমান করিতেছেন যে পোলীসের সমস্ত খরচের ভার

সম্ভবপর ঐ সকল ব্যবসায়ির উপর পড়ে এবং এই অভীষ্টসিদ্ধির কারণ উচিত যে যে সকল মহাজন ও ব্যাপারী ও দোকানী শহর ও গ্রাম ও বজার ও গঞ্জে বসত কিম্বা মহাজনী কুঠী অথবা গোলা কিম্বা দোকান রাখে তাহারা সকলে আপনং বিষয়ক্রমে যথোচিত টাক্স পোলীসের আখরাজাতের জন্যে সরকারে দেয় অতএব এই বাঞ্ছিত সিরিস্তার চলন কারণ যে টাক্সের টাকা আবশ্যক হয় তাহা ধার্য্যে ও তহসীলে বিস্তর ব্যামোহ না হয় এ নিমিত্তে পৃথক লিখনানুসারে কএক ধারা নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

২ ধারা।

এই ক্ষণে টাক্সের টাকার যে চলন আছে ইহা বাঙ্গলা ও বিলায়তী ও ফসলী ১২০০ সাল গত হইলে স্থগিত হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৭ দিসেম্বরের কৃত হুকুম মতে পোলীসের আখরাজাতের জন্যে টাক্সের টাকার যে ধার্য্য হইয়াছে তাহা সুবে বাঙ্গালায় বাঙ্গলা সন শেষপর্য্যন্ত ও সুবে বেহারে ফসলী সন আখিরী অবধি ও সুবে উড়িষ্যায় বিলায়তী সন তামামতক জারী থাকিবেক তাহার পর সকল সুবায় মৌকুফ হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

জিলার সাহেবদিগেরে টাক্সের টাকা ধার্য্য ও তহসীলের ভার হইবার কথা।

প্রত্যেক জিলার পোলীসের আখরাজাতের কারণ টাক্সের টাকার ধার্য্য ও তহসীলের কার্য্য পশ্চাৎ সেই জিলার কালেক্টরসাহেবকে করিতে হইবেক ও যে যে জিলার মধ্যে শহর পাটনা ও শহর ঢাকা ও শহর মুরশিদাবাদ আছে সেইং শহরের টাক্সের টাকা ধার্য্যের ও তহসীলের ভার সেইং জিলার কালেক্টরসাহেবের প্রতি হইবেক ও সে সকল জিলার প্রতিবোধক শব্দ অর্থাৎ নাম জিলা বেহার ও জিলা ঢাকাজলালপুর ও জিলা মুরশিদাবাদ ইতি।

৪ ধারা।

কালেক্টরসাহেবদিগের মাসকাবারী হিসাবে পোলীসের সিরিস্তার দাখিল ও খারিজ হওন জমাখরচের ডৌলে লিখিবার কথা।

কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এই আইনের মতে যে টাক্সের টাকা ধার্য্য ও তহসীল করেন্ এবং এই আইনের ১৬ ষোড়শ ধারাক্রমে যে দণ্ডের টাকা উসুল করেন্ এবং পূর্ব্বে ভূম্যধিকারিদিগেরে পোলীসের আখরাজাতের বিষয়ে নগদ ও ভূমির উপস্বত্বহইতে যে মোট মজুরা হইয়াছে ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইনের ৮ অষ্টম ধারার ৪ চতুর্থ প্রকরণক্রমে যাহা মৌকুফ হইয়াছে অথবা হইবেক এবং পোলীসের আমলার আখরাজাতের যে টাকা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২২ দ্বাবিংশতি আইনের লিখিত যে সকল হুকুম মতে সংপ্রতি ধার্য্য আছে ও পশ্চাৎ নির্দ্ধার্য্য হইবেক তাহার যাহা খরচ করেন্ ঐ সকল রকম মাসকাবারী হিসাবে পোলীসের সিরিস্তায় জমাখরচের ডৌলে লিখিবেন তবে সিরিস্তা মজকুরের জমাখরচের বেওরা সতত শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে প্রকাশ হইতে পারিবেক ইতি।

৫ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ২৩ ত্রয়োবিংশতি আইন।

৫ ধারা।

এই আইনের মতে টাক্সের যে টাকা ধার্য্য ও তহসীল হইয়া যে জিলা কিম্বা শহরে উসুল হয় তথায় সে টাকা কেবল পোলীসের খরচে আসিবেক কোনমতে অন্য খরচ হইবেক না ইতি।

টাক্সের টাকা আদায় হইয়া তাহা কেবল পোলীসের যাবদীয় খরচ হইবার কথা।

৬ ধারা।

যে জিলার পোলীসের আমলার আখরাজাতের যে টাকা দিতে হয় তাহা শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে মঞ্জুর হইয়াছে এমত জানিলে পর প্রত্যেক জিলার কালেক্টরসাহেব প্রতিইঙ্গরেজী মাসের ১ প্রথম দিনে গত মাসের টাকা আপনার জিলার ফৌজদারীর সাহেবকে দিবেন এবং জিলা বেহার ও জিলা ঢাকাজলালপুর ও জিলা মুরশিদাবাদের কালেক্টরসাহেবেরা পোলীসের আখরাজাতের কারণ যাহা দিতে হয় তাহাও ঐ মতে শহর পাটনা ও শহর ঢাকা ও শহর মুরশিদাবাদের ফৌজদারীর সাহেবদিগকে দিবেন তাহাতে যদি টাক্সের টাকায় পোলীসের খরচ না কুলায় তবে যাহা অকুলান হয় তাহা কালেক্টরসাহেবেরা আপনারদিগের মোতালক মহালাতের খাজনাহইতে দিবেন ইতি।

পোলীসের আখরাজাৎ হজুরের মঞ্জুর হইয়াছে জানিলে কালেক্টরসাহেবেরা ইঙ্গরেজী মাসের ১ পহিলা তারিখে গত মাসের টাকা ফৌজদারীর সাহেবদিগকে দিবার কথা।

৭ ধারা।

সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মোতালক জিলাসকলের পোলীসের আখরাজাতের কারণ টাক্স মাফিক চলন সুবে বাঙ্গালায় বাঙ্গলা সন প্রথমে ও সুবে বেহারে ফসলী সন প্রথমে ও সুবে উড়িষ্যায় বিলায়তী সন সুরুতে আদাহইতে ধার্য্য হইবেক এবং শহর ঢাকা ও শহর মুরশিদাবাদে প্রতিসন বাঙ্গলা সুরুতে ও শহর পাটনায় প্রতিসন ফসলীর প্রথমে ধার্য্য হইবেক এবং প্রত্যেক শহরের ঐ টাক্সের টাকা ধার্য্য ও তহসীল নীচের লিখনানুসারে প্রত্যেক জিলায় করা যাইবেক ইতি।

প্রতিসন প্রথমাবধি পোলীসের টাক্স ধার্য্য হইবার কথা।

৮ ধারা।

সকল জিলা ও শহর ঢাকা ও শহর মুরশিদাবাদ ও শহর পাটনার পোলীসের আখরাজাতের ভার এদেশী যে সকল মহাজন ও ব্যাপারী ও দোকানীপ্রভৃতি কোন শহর কিম্বা গ্রাম অথবা বাজার কিম্বা হাটওগয়রহে বসত কিম্বা মহাজনী কুঠী অথবা গোলা কিম্বা দোকান রাখে তাহারদিগের উপরে হইবেক ইতি।

যে সকল লোকের উপর পোলীসের আখরাজাতের ভার হইবেক তাহার কথা।

৯ ধারা।

কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে জলকর ও বনকর ও ফলকর এবং গয়ার ও বেহার ও বীরভূমের স্থানে স্থানের ৮ দেবগৃহের সমস্ত যাত্রির জগাত যাহা ইহার পূর্ব্বে সকল

কালেক্টরসাহেবদিগের এলাকার যে২ পরগনায় পূর্ব্বে দান জগাত

তহসীল হইত তাহার দরবদীয় হিসাব ঐ সাহেবরা তৈয়ার করিবার কথা।

সকল শহর ও গঞ্জও বাজার ও গ্রাম ও হাটওগয়রহে সকর কিম্বা নিস্কর ভূমির উপর লওয়া গিয়াছে তাহাছাড়া চান্দনিয়া জমাসমেত সায়েরাতের হাসিলের হিসাবের ফর্দ্দ শীঘ্র প্রস্তুত করেন্ কিন্তু পূর্ব্বে সায়েরাৎ বরখাস্তের সময়ে যে হিসাব পরিস্কার হই য়াছে ও তদ্দৃষ্ট করসম্পর্কীয় ভূম্যধিকারিরা ও নিস্কর গঞ্জ ও হাট ও বাজারের কর্ত্তারা যাহা এওজ পাইয়াছে তদনুসারে খেরাজী ও লাখেরাজী সকল মহালের সয়েরাতের উপস্বত্বের হিসাব তৈয়ার হয় এবং নিস্কর ভূম্যাদির কর্ত্তাদিগের যে কেহ পূর্ব্বে এমত হিসাব সরকারে না দিয়া থাকে সে হিসাব তাহারদিগের স্থানে তলব করেন্ তাহারদিগেরে এই আইনের মতে হুকুম আছে যে কালেক্টরসাহেবদিগের তলব মাফিক সে হিসাব দেয় ইতি।

১০ ধারা।

সমস্ত জিলার সাবেক সায়েরের সালিয়ানা সকল টাকার সহিত এবং পরগনায় নির্দ্ধার্য্য পোলীসের টাক্সের টাকার সম্পর্ক রাখিবার কথা।

যে জিলার পোলীসের সালিয়ানা আখরাজাতের কারণ যে টাকা দেওয়া আবশ্যক হইয়া তাহার বরাওর্দ্দের ফর্দ্দ তৈয়ার হয় সেই টাকার মধ্যে যাহা না উসুল হয় তাহা পোষাইবার কারণ ও অপর আখরাজাতের নিমিত্তে ঐ বরাওর্দ্দী টাকার উপর ফি শতে ৫ পাঁচটাকা ইজাফা ধরিয়া তাহা ঐ বরাওর্দ্দী টাকাসমেত যে সকল মহাজন ও ব্যাপারী ও দোকানীরা যে কোন পরগনায় বসত কিম্বা মহাজনী কুঠী অথবা গোলা কিম্বা দোকান রাখে তাহারদিগের স্থানে তহসীল হইবেক ও যে পরগনায় পোলীসের আখরাজাতের জন্যে যে টাকা তহসীল হইবেক তাহার সংখ্যানির্ণয়ের প্রকার এই এই যে আইনের ৯ নবম ধারার লিখিত হিসাবের লেখা যে জিলার সাবেক সায়েরের সালিয়ানা টাকা সেই জিলার পোলীসের আখরাজাতের হালের টাক্সের টাকার সহিত যে সম্পর্ক রাখিবেক সেই পরগনার সকল মহাজন ও ব্যাপারী ও দোকানীদিগের স্থানে হালের টাক্সের টাকা যাহা তহসীল হয় তাহার সহিত সেই পরগনার সাবেক সায়েরের সালিয়ানা টাকার সেই সম্পর্কই রহিবেক ইতি।

১১ ধারা।

শহর পাটনা ও শহর ঢাকা ও শহর মরশিদাবাদে পোলীসের টাক্সের টাকার ধার্য্যের কথা।

শহর পাটনা ও শহর ঢাকা ও শহর মুরশিদাবাদের পোলীসের সালিয়ানা আখরাজাতের নিমিত্তে যে টাকা আবশ্যক হয় তাহার মধ্যে কিছু উসুল না হইতে পারিলে তাহা পোষাইবার কারণ ও অপর আখরাজাতের নিমিত্তে জিলা বেহার ও জিলা ঢাকাজলালপুর ও জিলা মুরশিদাবাদের কালেক্টরসাহেবেরা সেই টাকার উপর ফি শতে ৫ পাঁচ টাকা ইজাফা ধরিয়া তাহাসমেত ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২২ দ্বাবিংশতি আইনের ২৬ ষড়্বিংশতি ধারার মতে ফৌজদারীর সাহেবেরা ঐ সকল শহরের যে মহল্লা অর্থাৎ খ্যাত স্থানের যে নিরূপণ করিবেন তথাকার নিবাসি সকল মহাজন ও ব্যাপারি ও দোকানীদিগের স্থানে তহসীল করিবেন এবং কালেকটরসাহেবেরা যে

টাকা

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ২৩ ত্রয়োবিংশতি আইন।

টাকা প্রত্যেক মহল্লার নিবাসী সকল মাহাজন ও ব্যাপারী ও দোকানীদিগের শিরে তাহারদিগের অল্প ও বিস্তর কারবারের আন্দাজে যে মত বুঝেন্ সেই মতেই ধার্য্য করিবেন কিন্তু তাহারদিগের ব্যবসায়ের বিবরণ শহরের প্রধান মহাজন ও ব্যাপারী ও দোকানীদিগের স্থানে অবগত হইয়া বিবেচনা করিবেন কোন প্রকারে কোন মহাজন ও ব্যাপারী ও দোকানীর স্থানে তাহার অল্প ও বিস্তর মহাজনী ও ব্যবসায়ের হিসাবী কাগজ ও অসঙ্গত বেওরা হকীকত তলব করিবেন না ইতি।

১২ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা আমীনদিগের একং পরগনা ও মহাল্লার টাক্সের টাকার মবলগবন্দীর কারণ প্রবৃত্ত করনের ও আমীনদিগের নিযুক্তের সময়ের কথা।

কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে প্রতিবৎসর গতে প্রথম যে দিনে তাঁহারদিগের মোতালক সকল জিলায় সরকারের মালগুজারীর টাকা তহসীল হয় সেই দিনে একং পরগনায় প্রধান মহাজন ও ব্যাপারী ও দোকানীদিগের জন কএককে সেই প্রত্যেক পরগনার টাক্সের যেং টাকা আগামি বৎসরে তহসীল হইবেক তাহার মবলগবন্দী করিবার কারণ আমীন নিযুক্ত করিবেন ও জিলা বেহার ও জিলা ঢাকাজলালপুর ও জিলা মুরশিদাবাদের কালেক্টরসাহেবেরাও সেই মতে শহর পাটনা ও শহর ঢাকা ও শহর মুরশিদাবাদের জন কএক প্রধান মহাজন ও ব্যাপারী ও দোকানীকে একং মহল্লার টাক্সের যেং টাকা আগামি বৎসরে তহসীল হইবেক তাহার মবলগবন্দীর কারণ আমীন প্রবৃত্ত করিবেন ইতি।

১৩ ধারা।

যে সকল আমীন একং পরগনা কিম্বা মহল্লায় নিযুক্ত হইবেক তাহারদিগের গণনার কথা।

আমীনদিগের নামে পরওয়ানার পাঠের কথা।

মহাজন ও ব্যাপারী ও দোকানীদিগের মধ্যে যে সকল লোক টাক্সের টাকার আসামীওয়ারের মবলগবন্দী করিবার কারণ আমীন নিযুক্ত হয় তাহারা গণনায় ছয় জনের অধিক ও তিন জনের কম না হয় এবং কালেকটরসাহেবদিগের মোহর ও দস্তখতী পরওয়ানাক্রমে সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় ও সেই সকল পরওয়ানা সুবে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যায় পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও শব্দে ও সুবে বেহারে পারসী ও নাগরী অক্ষর ও শব্দে। এই মতে লেখা যায় যে সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীঅমুক প্রতি আগে এস্থানে অমুক জিলার তহসীলদারী কার্য্যের ভার থাকিবার কারণ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৩ ত্রয়োবিংশতি আইনের মতে যে এক্তিয়ার আছে তদনুসারে অমুক জিলা কিম্বা শহরের পোলীসের আখরাজাৎ দিবার নিমিত্তে অমুক পরগনা কিম্বা অমুক শহরের মোতালক অমুক মহল্লাহইতে যে টাক্সের টাকা বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অথবা বিলায়তী অমুক সনে তহসীল হইবেক তাহার আসামীওয়ারের মবলগবন্দী করিবার জন্যে তোমাকে নিযুক্ত করা গেল তুমি এই পরওয়ানাক্রমে পোলীসের আখরাজাৎ দিবার কারণ অমুক পরগনা কিম্বা অমুক মহল্লার যে এত টাকা ধার্য্য আছে ও অমুক সনে তহসীল হইবেক তাহা অমুক পরগনা কিম্বা অমুক মহল্লায় যে সকল মহাজন ও ব্যাপারী ও

পে দোকানী

দোকানী বসত কিম্বা মহাজনী কুঠী অথবা গোলা কিম্বা দোকান রাখে তাহারদিগের শিরে আসামীওয়ারে মবলগবন্দী করিবা ইহাতে তাকীদ জিয়াদা জানিবা ইতি সন তারিখ অমুক।

১৪ ধারা।

আমীনদিগের সুকৃতি পত্রের পাঠের কথা।

সকল জিলাওগয়রহের টাক্সের টাকার আসামীওয়ারের মবলগবন্দী করিবার কারণ যাহারা আমীন নিযুক্ত হয় তাহারা নীচের লিখনানুসারে কালেকটরসাহেবের কিম্বা পরগনা অথবা শহরের কাজীর সাক্ষাৎ কিম্বা তথায় কাজী হাজির না থাকাতে অথবা কোন কাজী নির্দ্ধার্য্য না রহিবাতে কালেক্টরসাহেব যাহার সাক্ষাৎ দিব্য করিবার জন্য স্থির করেন্ তথায় দিব্য করিয়া সুকৃতি পত্রে স্বাক্ষর করিবেক। তাহাতে সুকৃতিপত্রের পাঠ এই যে লিখিতং শ্রীঅমুকস্য সুকৃতিপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি অমুক সনের পোলীসের আখারাজাতের টাক্সের টাকার অমুক পরগনা কিম্বা মহল্লার আসামীওয়ারের মবলগবন্দী করিবার নিমিত্তে নিযুক্ত হইলাম অতএব দিব্য করিতেছি যে ঐ টাকার মবলগবন্দী তথায় যে সকল মহাজন ও ব্যাপারী ও দোকানীরা বসত কিম্বা মহাজনী কুঠী অথবা গোলা কিম্বা দোকান রাখে তাহারদিগের জনাজাতের শিরে সেই পরগনা কিম্বা মহল্লায় তাহারদিগের প্রত্যেক জনের অল্প ও বিস্তর যে ব্যবসায় থাকে তাহার বিস্তারিত যাহা আপন জ্ঞাতসারে অথবা অন্য লোকের দ্বারা সাধ্যক্রমে জানিতে পারি তদনুসারে প্রকৃতপ্রস্তাবে ও বিনাপক্ষপাতে করিব ইতি।

১৫ ধারা।

আমীনদিগেরে দিব্য ক্যাণক্ষমা হইলে তাহারা বিনাদিব্যে একরারনামায় দস্তখৎ করিবার কথা।

যে কেহ ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হয় তাহার যোগ্যতা ও জাত্যনুসারে যদি এমত মর্য্যাদা থাকে যে সে কারণে তাহাকে আদালতে দিব্য না করান যায় ও সেই ব্যক্তি দিব্য করিতে স্বীকার না করে তবে ১/ ধর্ম্মতঃ সুকৃতিপত্রের মতক্রমে একরার লিখিয়া সেই একরার লিখনে স্বাক্ষর করিবেক ইতি।

১৬ ধারা।

যে আমীন বিনা বিশিষ্ট আপত্তিতে আমীনী কার্য্য স্বীকার না করে তাহার স্থানে দণ্ড লইবার কথা।

যে কালেক্টরসাহেব যাহারদিগেরে টাক্সের টাকার আসামীওয়ারের মবলগবন্দী করিবার আমীন বিবেচনা করেন্ তাহারদিগের কেহ যদি সে কার্য্য স্বীকার না করে তবে সাহেব মৌসুফ তাহার স্থানে অন্য কাহাকেও ঠাহর করিয়া যদি তাহার পীড়া কিম্বা প্রকারান্তরে আপত্তিজনক কথা শুনিবার যোগ্য না থাকে তবে কালেক্টরসাহেব অব্যাজে তাহার বিষয় ও শক্ত্যনুসারে সিক্কা ১০০ এক শত টাকার অধিক না হয় এমত দণ্ডনিরূপণ করিয়া তাহা সরকারে দাখিল করিবার নিমিত্তে আপন মোহর ও দস্তখতে এক পরওয়ানা তাহার নামে পাঠাইবেন্ তাহাতে যদি সেই ব্যক্তি সেই পরও

য়ানা

য়াযা পাঠান গেলে সেই দণ্ডের টাকা দিতে না চাহে তবে কালেক্টরসাহেবদিগের যে প্রকারে মালগুজারীর বাকী টাকা তহসীলের কর্ত্তৃত্ব আছে সেই সাহেব তদ্রূপেই ঐ দণ্ডের টাকা উসুল করিবেন্ ও এই ধারাক্রমে কালেকটরসাহেবেরা যে দণ্ডের টাকা উসুল করিবেন সে দণ্ডের টাকা যে জিলা কিম্বা শহরে উসুল হয় তথাকার পোলীসের খরচ হইবেক ইতি।

দণ্ডের টাকা খরচ হইবার মতের কথা।

১৭ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরদিগের কর্ত্তব্য যে টাক্সের টাকার আসামীওয়ারের মবলগবন্দী করিবার কারণ যে তারিখে মহাজনপ্রভৃতিরা আমীন নিযুক্ত হয় তাহার পূর্ব্বে জিলা কিম্বা শহরের পোলীসের আখরাজাতের সংখ্যা এবং একং পরগনা কিম্বা মহল্লায় আগামি বৎসরে যে টাক্সের টাকা তহসীল হইবেক তাহার ধার্য্য নিদর্শনে বরাওর্দ্দের ফর্দ্দ তৈয়ার করেন্ এবং সেই ফর্দ্দ সেই তারিখের পূর্ব্বে জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদলতের কাছারীতে ও কালেক্টরসাহেবের দফ্তরখানায় লট্কান যায় এবং সেই ফর্দ্দ সুবে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যায় পারসী ও বাঙ্গলা শব্দ ও অক্ষরে ও সুবেবেহারে পারসী ও নাগরী শব্দ ও অক্ষরে লেখা যায় ও তাহার উপর কালেক্টরসাহেবের মোহর ও দস্তখত হয় ইতি।

আমীনেরা নিযুক্ত হইবার তারিখের পূর্ব্বে প্রত্যেক পরগনা ও মহল্লার টাক্সের টাকার নিদর্শনে জিলা ও শহরের পোলীসের সালিয়ানা আখরাজাতের বরাওর্দ্দের ফর্দ্দ জিলার আদালতের কাছারীতে ও কালেক্টরসাহেবের দপ্তরখানায় লট্কাইবার কথা।

১৮ ধারা।

যদি কোন পরগনা কিম্বা মহল্লার মহাজন ও ব্যাপারী ও দোকানীরা জানে যে সেই পরগনা ও মহল্লায় যে টাক্সের টাকা ধার্য্য হইয়াছে তাহা সেই জিলা কিম্বা শহরের মোতালক অন্য২ পরগনা কিম্বা মহল্লার নির্দ্ধার্য্য টাক্সের টাকার সম্পর্কে সংখ্যা ছাড়া হয় তবে তাহারদিগের সাধ্য আছে যে সেই নালিশ সেই জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে করে ও জজসাহেব শীঘ্র তাহা তহকীক করিয়া মোকদ্দমার হেতুতে মনোযোগী হইয়া পরে সেই টাক্স সাব্যস্থ রাখণ অথবা অল্পকরণ যাহা উচিত জানেন্ তাহাই করেন্ তাহাতে যদি সেই টাক্স তহকীক করিলে পর সাব্যস্থ রহে তবে আদালতের খরচা ফরিয়াদীর স্থানে লইয়া তাহা টাক্সের টাকাসমেত তথাকার পোলীসের আখরাজাতে দেওয়া যাইবেক আর যদি অল্প হয় তবে আদালতের খরচা সরকারহইতে দিতে হইবেক কালেক্টরসাহেব তাহা দিতে ও আপন হিসাবে খরচ লিখিতে আদালতের হুকুমকে আপনার নিদর্শনলিপি জানিবেন কিন্তু যদি আদালতের বিচারে এই সকল হেতুর কোন হেতুতে সেই পরগনা কিম্বা মহল্লার টাক্সের টাকা সংখ্যাছাড়া ধার্য্যহওনে এমত প্রমাণ হয় যে কালেক্টরসাহেব টাক্সের টাকা ধার্য্যের বিষয়ে আদ্যোপান্ত আলোচনা না করিয়া থাকেন্ অথবা আসামীওয়ারের মবলগবন্দীর বিবেচনায় যথোচিত উদ্যোগ করেন্ নাই কিম্বা সেই টাক্সের আসামীরেরা

রের

যে পরগনা কিম্বা মহল্লার টাক্সের টাকা সংখ্যাছাড়া হয় তাহা সাব্যস্থ রাখিবার ও অল্প করিবার বিষয়ে জিলার আদালতের জজ সাহেবকে হুকুম রাখিবার কথা।

জিলার আদালতে টাক্সের টাকা সাব্যস্থ রহিলে কিম্বা কমী হইলে খরচা যাহার দেনা হইবেক তাহার কথা।

রের মবলগবন্দীর কারণ যে সকল হুকুম এই আইনে লেখা আছে তাহার অন্যথা করিয়াছেন অথবা দেখিয়া ও শুনিয়া সেই পরগনা কিম্বা মহল্লার টাক্স সংখ্যাছাড়া করিয়া থাকেন্ তবে তাহার আদালতের খরচার নিশা কালেক্টরসাহেবের নিজহ ইতে করিতে আদালতের হুকুম হইবেক ইতি।

১৯ ধারা।

টাক্স বেশী হওয়ার নালিশ হইলে যে ব্যক্তির জওয়াব দিতে হইবেক তাহার কথা।

কোন পরগনা কি মহল্লার টাক্সের বিষয়ের নালিশ যে মিয়াদের মধ্যে হইতে পারে তাহার কথা।

১৮ অষ্টাদশ ধারাক্রমে পরগনা কিম্বা মহল্লার মহাজন ও ব্যাপারী ও দোকানীদিগের যে নালিশ দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হয় তাহাতে কর্ত্তব্য যে সরকারের উকীলে কালেক্টরসাহেবের পক্ষে তাহার জওয়াব দেয় এবং সাহেব মৌসুফ সেই উকীলকে সেই নালিশের জওয়াবের কারণ মোকদ্দমার সমস্ত হেতু জ্ঞাত করান্ কিন্তু যদি এই আইনের ১৮ অষ্টাদশ ধারার নিখনানুসারে যেং পরগনা কিম্বা মহল্লার টাক্সের টাকার বরাওর্দ্দের ফর্দ্দ যে তারিখে জিলার আদালতের কাছারীতে লটকান যায় সেই তারিখহইতে এক মাসের মধ্যে টাক্স সংখ্যাছাড়া হইবার বিষয়ের নালিশ জিলার আদালতে না হয় তবে সে নালিশ গ্রাহ্য হইবেক না ও সেই তারিখ ইস্তক এক মাসের পর এপ্রকার নালিশ হইলে তাহা শুনা যাইবেক না এবং টাক্সের টাকাও ফরিয়াদী মহাজন ও ব্যাপারী ও দোকানীদিগের দেওয়া সঙ্গত হইবেক ইতি।

২০ ধারা।

আমীনেরা দিব্য কিম্বা একরারনামায় দস্তখৎ করিয়া পরে টাক্সের টাকার মবলগবন্দী করিবেক তাহার কথা।

আমীনদিগেরে মহাজনাদির স্থানে হিসাব তলব ও ব্যবসায়ের বেওরা জিজ্ঞাসিতে বারণ হইবার কিন্তু যদি আপনাহইতে দেয় ও কহে তাহাতে মনোযোগ করিবার কথা।

যে সময়ে আমীনেরা কালেক্টরসাহেবের পরওয়ানা পায় ও পূর্ব্ব কথিত পাঠক্রমে দিব্য করে কিম্বা দিব্য করণক্ষমা হইয়া সুকৃতিপত্রের মতানুসারে একরার করিয়া একরার নামায় দস্তখৎ করে সে সময়ে যে সকল মহাজন ও ব্যাপারী ও দোকানী পরগনা কিম্বা মহল্লায় বসত কিম্বা মহাজনী কুঠী অথবা গোলা কিম্বা দোকান রাখে তাহারদিগের প্রত্যেকের সেই পরগনা কিম্বা মহল্লার ব্যবসায়ের অল্পতা ও বাহুল্যের যে বেওরা আপন জ্ঞাতসারে অথবা অন্যের স্থানে অনুসন্ধান করিয়া সাধ্যানুসারে জানিতে পারে তদনুসারে ত্বরাতেই সেই টাক্সের টাকার আসামীওয়ারের মবলগবন্দী করিবেক। এবং কোন লোকের স্থানে তাহার মহাজনীর হিসাবী কাগজ ও ব্যবসায়ের বেওরা না চাহে ও জিজ্ঞাসা না করে কিন্তু সকল মহাজনপ্রভৃতির কেহ স্বেচ্ছাক্রমে আপন মহাজনীর হিসাবী কাগজ ও ব্যবসায়ের বেওরা দিলে ও কহিলে তাহাতে মনোযোগ ও বিবেচনা করিয়া যদি শুদ্ধ ও সঙ্গত জানে তবে তদনুসারে টাক্সের টাকার মবলগবন্দী তাহার শিরে করিবেক ইতি।

২১ ধারা।

আমীনেরা মবলগবন্দীর ফর্দ্দে মোহর ও

যেসময় আমীনেরা টাক্সের টাকার আসামীওয়ারের মবলগবন্দীর কার্য্য পর্য্যবসান করে

ক্রুরে সে সময়ে তাহার ফর্দ্দ আপনারদিগের মোহর ও স্বাক্ষরে শুদ্ধ করিয়া পরগনার মোতালক শহর কিম্বা গঞ্জ অথবা বড়ং বাজারের পোলীসের দারোগার দফ্তরখানায় আর শহর পাটনা ও শহর ঢাকা ও শহর মুরশিদাবাদের মহল্লার পোলীসের দারোগার দফ্তরখানায় সকলের দৃষ্টির স্থানে লট্কাইবেক ও সেই ফর্দ্দ সুবে বাঙ্গালা ও উড়িশ্যায় বাঙ্গলা অক্ষর ও শব্দে ও সুবে বেহারে নাগরী অক্ষর ও শব্দে লেখা যাইবেক এবং কর্ত্তব্য এই যে যে সকল মহাজনাদির উপর টাক্সের টাকার মবলগবন্দী হয় তাহার নাম ও প্রত্যেকের অবস্থিতির স্থান ও যাহার শিরে যে টাক্সের টাকা হয় তাহার নিদর্শনে সেই ফর্দ্দ প্রস্তুত হয়। এবং মহাজনাদি যাহার শিরে সম্বৎসরের যে টাক্সের টাকা ধার্য্য হইবেক তাহা তিনং মাস নিদর্শনে চারি কিস্তিতে তহসীল হইবেক ও প্রতিকিস্তির টাকা সেই কিস্তির প্রথম মাসের পহিলা তারিখে আগামি মতে লওয়া যাইবেক ইতি।

দস্তখৎ করিবার এবং তাহা পোলীসের সকল দারোগার দফ্তরখানায় লট্কাইবার কথা।

টাক্সের টাকার কিস্তিবন্দী তিনং মাস নিদর্শনে হইয়া তাহা পেশগীক্রমে উসুল হইবার কথা।

২২ ধারা।

সকল জিলার পোলীসের দারোগাদিগের কর্ত্তব্য যে ২১ একবিংশতি ধারার লিখিত ফর্দ্দ তাহারদিগের দফ্তরখানায় লট্কানের তারিখ আপনারদিগের মাসকাবারী রোয়দাদের বহীতে লিখে। এবং শহর পাটনা ও শহর ঢাকা ও শহর মুরশিদাবাদের সকল মহল্লার দারোগাদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারদিগের দফ্তরখানায় যে দিনে সেই ফর্দ্দ লট্কান যায় তাহারা তাহার দ্বিতীয় দিবসে কোতওয়ালকে সংবাদ দেয় ও কোতওয়াল মজকুর শহরের ফৌজদারীর সাহেবকে সমাচার করে যে সে তারিখ ফৌজদারীর দফ্তরে লেখা যায়। এবং সকল শহর ও জিলার দারোগাদিগের উচিত যে যে তারিখে সেই ফর্দ্দ তাহারদিগের দফ্তরখানায় লট্কান যায় সেই তারিখ সেই ফর্দ্দের কপালে লিখে ইতি।

সকল জিলার দারোগাদিগের মবলগবন্দীর ফর্দ্দ লট্কানের তারিখ আপনারদিগের বহীতে লিখিবার কথা।

সকল মহল্লার দারোগারা মবলগবন্দীর ফর্দ্দ লট্কানের সংবাদ কোতওয়ালকে দিবার এবং কোতওয়াল সে সমাচার ফৌজদারীর সাহেবকে দিবার কথা।

যে তারিখে মবলগবন্দীর ফর্দ্দ লট্কান যায় সেই তারিখ সেই ফর্দ্দের কপালে দারোগারা লিখিবার কথা।

২৩ ধারা।

উপরের লিখনানুসারে আমীনদিগের মোহর ও দস্তখতে টাক্সের টাকার আসামীওয়ারের মবলগবন্দীর যে ফর্দ্দ হইয়া লট্কান যাইবেক তাহাতে যে কোন মহাজনাদির শিরে যে টাক্সের টাকা লেখা থাকে তাহার অধিক কাহাকেও দিতে হইবেক না। এবং যাহার নাম সেই ফর্দ্দে লেখা না থাকে তাহার স্থানে কোন প্রকারে কিছু তলব হইবেক না। এবং যাবৎ টাক্সের টাকার ফর্দ্দ মহাজনাদির শিরে আসামীওয়ারের মবলগবন্দীর নিদর্শনে তৈয়ার হইয়া এই আইনের ২১ একবিংশতি ধারাক্রমে মোহর ও দস্তখৎ হইয়া লট্কান না যায় তাবৎ সেই টাক্সের টাকা কাহাকেও দিতে হইবেক না ইতি।

কাহারো স্থানে মবলগবন্দীর ফর্দ্দের লেখা হইতে অতিরিক্ত টাক্সের টাকা তলব না হইবার কথা।

যাহার নাম মবলগবন্দীর ফর্দ্দে না থাকে তাহার স্থানে টাক্সের টাকা তলব না হইবার কথা.

যাবৎ মবলগবন্দীর ফর্দ্দ লট্কান না যায় তাবৎ টাক্সের টাকা তলব না হইবার কথা।

২৪ ধারা।

যদি সকল মহাজনপ্রভৃতির কেহ জানে যে তাহার শিরে যে টাক্সের টাকা ধার্য্য হইয়াছে

সকল মহাজনপ্রভৃতিতে টাক্সের টাকা জে

য়াদা তলবের নালিশ দেওয়ানী আদালতে করিবার শক্তি রাখিবার কথা।

দেওয়ানী আদালতে টাক্সের টাকা সাব্যস্থ কিম্বা অল্পহইলে খরচা যাহার দেনা হইবে তাহার কথা।

য়াছে তাহা সেই পরগনা কিম্বা মহল্লায় অন্য যে সকল মহাজনাদি বসত কিম্বা মহাজনী কুঠী অথবা গোলা কিম্বা দোকান রাখে তাহারদিগের শিরের টাক্সের টাকার সম্পর্কে সংখ্যাছাড়া হইয়াছে তবে তাহার সাধ্য আছে যে তাহার নালিশ সেই জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে করে। তাহাতে জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহা তহকীক করিয়া সেই মোকদ্দমার হেতুতে মনোযোগী হইয়া পরে সেই টাক্স ফরিয়াদীর শিরে সাব্যস্থ রাখন অথবা অল্পকরণ যাহা উচিত জানেন্ তাহাই করেন্ তাহাতে যদি তহকীক করিলে পর সে টাক্স সাব্যস্থ রহে তবে আদালতের খরচা ফরিয়াদীর স্থানে লওয়া যাইবেক ও যদি অল্প হয় তবে আদালতের খরচা কালেক্টরসাহেব পোলীসের টাকাহইতে দিবেন এবং কালেক্টরসাহেব তাহা দিতে ও আপন হিসাবে খরচ লিখিতে আদালতের হুকুমকে আপনার নিদর্শনলিপি জানিবেন কিন্তু যদি আদালতের বিচারে এমত পুমাণ হয় যে সেই ফরিয়াদীর শিরে টাক্স সংখ্যাছাড়া হওন আমীনেরা তাহা ধার্য্যের বিষয়ে আদ্যোপান্ত আলোচনা না করাতে অথবা আসামীওয়ারের মবলগবন্দীর বিবেচনায় যথোপযুক্ত উদ্যোগ না করণেতে কিম্বা সেই টাক্সের আসামীওয়ারের মবলগবন্দীর কারণ যে সকল হুকুম এই আইনে লেখা আছে তাহার অন্যথা করাতে অথবা দেখিয়া ও শুনিয়া ফরিয়াদীর শিরে অতিরিক্ত টাক্স ধার্য্য করাতে হইয়াছে তবে তাহার আদালতের খরচার নিশা আমীনদিগের নিজহইতে করিতে আদালতের হুকুম হইবেক ইতি।

২৫ ধরা।

২৪ ধারাক্রমে দেওয়ানী আদালতে যে সকল নালিশ হয় তাহা শুনিবার সময় নিরূপণের কথা।

যে সময়ে মহাজন ও ব্যাপারী ও দোকানীদিগের কেহ এই আইনের ২৪ চতুর্বিংশতি ধারাক্রমে কোন নালিশ রাখে সে সময়ে কর্ত্তব্য যে পোলীসের দারোগার দপ্তরখানায় টাক্সের টাকার মবলগবন্দীর ফর্দ্দ লটকান গেলে পর এক মাসের মধ্যে আপনা নালিশ দেওয়ানী আদালতে করে তাহাতে যদি সেই নালিশ ঐ নিয়মিত কালের পর হয় তবে অগ্রাহ্য হইবেক এবং সেই নির্দ্ধার্য্য টাক্সের টাকাও ফরিয়াদীর দেওয়া সঙ্গত হইবেক ইতি।

২৬ ধারা।

২৪ ধারাক্রমে নালিশ হইলে তাহার জওয়াব যে দিবেক তাহার কথা।

এই আইনের ২৪ চতুর্বিংশতি ধারাক্রমে যে নালিশ দেওয়ানী আদালতে হয় তাহাতে কর্ত্তব্য যে সরকারের উকীলে কালেক্টরসাহেবের পক্ষে তাহার জওয়াব দেয় ও কালেক্টরসাহেব সেই নালিশের জওয়াব দিবার নিমিত্তে সে মোকদ্দমার হেতুর বেওরা যাহা আবশ্যক হয় তাহা আমীনদিগের স্থানে অবগত হইয়া সেই মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব কারণ যাহা উচিত জানেন্ তাহা করিতে সেই উকীলকে অনুমতি করিবেন ইতি।

২৭ ধারা।

১৮। ২৪ ধারার লিখনানুসারে টাক্সের টাকা

যদি কোন পরগনা কিম্বা মহল্লার সকল মহাজন ও ব্যাপারী ও দোকানীতে সমুদয়

দয় পরগনা কিম্বা মহল্লার টাক্কের টাকা সংখ্যাছাড়া হওনের দাওয়ায় এই আইনের ১৮ অষ্টাদশ ধারাক্রমে দেওয়ানী আদালতে কালেক্টরসাহেবের নামে নালিশ করে তবে কর্ত্তব্য যে তাহারা নালিশ করিলেও প্রথমতঃ যে হিসাবে টাক্কের টাকা ধার্য্য হইয়া থাকে সেই হিসাবে মোকদ্দমা নিষ্পত্তিতক্ দেয় বিচারান্তে যদি তাহাহইতে অল্প দিতে আদালতের হুকুম হয় তবে সংখ্যাছাড়া যাহা তাহার স্থানে উসুল হইয়া থাকে তাহা কালেক্টরসাহেবের স্থানে ফিরিয়া পাইবেক এবং অল্প দিতে হুকুম হইলে পর সে বৎসরের শেষ কালের টাক্কের টাকা যাহা ধার্য্য হয় তাহাই দিবেক। আর সকল মহাজনপ্রভৃতির কেহ এই আইনের ২৪ চতুর্ব্বিংশতি ধারার লিখনানুসারে তাহারদের শরে টাক্কের টাকা সংখ্যাছাড়া হইবার দাওয়ায় দেওয়ানী আদালতে আমীনদিগের নামে নালিশ করিলে তাহাতেও প্রথমতঃ যে হিসাবে সেই টাক্কের টাকা ধার্য্য হইয়া থাকে সেই হিসাবে মোকদ্দমা নিষ্পত্তিতক্ দেয় বিচারান্তে যদি তাহাহইতে অল্প দিতে আদালতের হুকুম হয় তবে সংখ্যাছাড়া যাহা তাহার স্থানে উসুল হইয়া থাকে তাহা কালেক্টরসাহেবের স্থানে ফিরিয়া পাইবেক এবং অল্প দিতে হুকুম হইলে পর সে বৎসরের শেষ কালের টাক্কের টাকা যাহা ধার্য্য হয় তাহাই দিবেক ইতি।

জেয়াদা তলবের নালিশ হইলে ফরিয়াদী মোকদ্দমা নিষ্পত্তিপর্য্যন্ত টাক্কেরটাকা নির্দ্ধারিত হিসাবে দিয়া নিষ্পত্ত্যন্তে ডিক্রীর মতে দিবার কথা।

২৮ ধারা।

পোলীসের আমলার আখরাজাৎ যাহা পূর্ব্বে নগদ ও ভূমিতে ভূম্যধিকারিদিগেরে মজুরা হইত তাহার যাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইনের ৮ অষ্টম ধারার মধ্যবর্ত্তী ৪ চতুর্থ প্রকরণের মতে বাজেআপ্ত হইয়া থাকে এবং এই আইনের ১৬ ষোড়শ ধারায় পোলীসের টাক্ক ও দণ্ডের বিষয়ে যে ধার্য্য আছে তাহার যাহা যে জিলা অথবা শহরহইতে গত সনের আখরাজাৎছাড়া জিয়াদা গতসনে উসুল হইয়া থাকে এই দুই রকম টাকা যে যে জিলা কিম্বা শহরের পোলীসের সালিয়ানা আখরাজাতের বরাওর্দ্দের টাকার যে ফর্দ্দ এই আইনের ১০ দশম ধারার মতে প্রস্তুত হইবেক তাহাতে মিনাহ দিয়া যাহা বাকী থাকিবেক তাহা সেই জিলা কিম্বা শহর হইতে তহসীল করিয়া লওয়া যাইবেক ইতি।

সাবেক পোলীসের আখরাজাতের নগদ ও জমীনের বাজেয়াপ্তী টাকা এবং হালে পোলীসের টাকা যাহা গত সনের আখরাজাতহইতে অধিক গত সনে উসুল হয় তাহা প্রতিজিলা ও শহরের পোলীসের সালিয়ানা আখরাজাতের বরাওর্দ্দের ফর্দ্দে মিনাহ হইবার কথা।

২৯ ধারা।

যদি আমীনেরা আপনারদিগের এলাকার সকল পরগনা কিম্বা মহল্লার টাক্কের টাকা আপনারা তহসীল করিতে স্বীকার করে তবে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে আপন মোহর ও দস্তখতে একং পরওয়ানা টাক্কের টাকা তহসীলের কর্ত্তত্ব নির্দ্দেশনে তাহারদিগের নামে দেন্ সে আমীনেরা এ বিষয়ে স্বীকৃত না হইলে সাহেবমৌসুফ সেই টাক্কের টাকা তহসীলের ভার তথকার তহসীলদার কিম্বা পোলীসের আমলাছাড়া সেই পরগনা কিম্বা মহল্লায় সরকারের অন্য এলাকাদার যে সকল লোক থাকে তাহার

কালেক্টরসাহেব টাক্কের টাকা তহসীলের ভার যাহাকেং দিবেন তাহার কথা।

মধ্যে

মধ্যে যে যে লোক এ কার্য্যের যোগ্য হয় তাহারদিগেরে সোপর্দ্দ করেন্ ও যদি পোলী সের আমলা দেওয়ায় সরকারের এলাকাদার কেহ সেই পরগনায় কিম্বা মহল্লায় না থাকে তবে কালেক্টরসাহেব এই কার্য্যের জন্যে আবশ্যক আমলাসমেত জন কএক কে নিযুক্ত করিবেন এবং তাহারদিগের আখরাজাৎ সেই জিলা কিম্বা শহরের পো লীসের টাকাহইতে দিবেন তাহাতে যদি পূর্ব্বের প্রস্তাবকরা কোন জিলা কিম্বা শহ রের পোলীসের আখরাজাৎ কোন সনের ওয়াসীলাতের টাকাহইতে অকুলান হয় তবে সেই অকুলান সরকারহইতে দেওয়া যাইবেক কিন্তু এমত হইলে তথাকার কালেক্ টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই কমী আগামি বৎসরের টাক্সের টাকার নিরূপণে বেশী করেন্ ইতি।

৩০ ধারা।

আমীনেরা দারোগার দপ্তরখানায় মবলগব ন্দীর ফর্দ্দ লট্কানের তারিখ নিদর্শনে তাহার নকল কালেক্টরসাহেবের নিকটে পাঠাইবার কথা।

কালেক্টরসাহেব সেই ফর্দ্দের নকল দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের স্থানে পাঠাই বার কথা।

প্রত্যেক পরগনা ও মহল্লার আমীনেরা টাক্সের টাকার আসামীওয়ারের মবলগ বন্দীর ফর্দ্দের নকলের পৃষ্ঠে যে তারিখে সেই নকল সেই পরগনা কিম্বা মহল্লার পো লীসের দপ্তরখানায় লট্কান যায় সেই তারিখ লিখিয়া তাহাতে আপনারদিগের মোহর ও স্বাক্ষর করিয়া সেই জিলার কালেক্টরসাহেবের নিকটে পাঠাইবেক। কা লেক্টরসাহেব শীঘ্র তাহার নকল তথাকার দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নি কটে চালান করিবেন্ যে দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবেরা ও কালেক্টরসাহেবে রা তাঁহারদিগের যাবদীয় পরগনানিবাসী মহাজনপ্রভৃতি যাহার শিরে যে টাক্সের টাকা প্রকৃত পাওনা হয় তাহা সেই নকল দৃষ্টে যে কালে ইচ্ছা করেন্ সেইকালেই জানিতে পারিবেন এবং টাক্সের টাকা সংখ্যাছাড়া হইলে সে দাওয়ায় মহাজনাদির নালিশের কারণ যে কাল নিয়ম আছে তাহা গত হইবার সময়ও জজসাহেবেরা জানি বেন ইতি।

৩১ ধারা।

মহাজনাদি কাহারো মরণকালে টাক্সের টাকা বাকী রহিলে তাহার ওয়ারিসানে দিবার কথা।

যদি মহাজনপ্রভৃতি কাহারো মরণকালে কিছু টাক্সের টাকা তাহার শিরে বাকী থাকে তবে তাহার উত্তরাধিকারিদিগের যে কেহ তাহার ধনসম্পত্তির অধিকারী হই বেক সেই ব্যক্তি সেই বাকী টাকা দিবেক ইতি।

৩২ ধারা।

মহাজনাদির কেহ আপন কারবার মৌকুফ করিলে কিম্বা এক পর গনা অথবা মহল্লাহই তে অন্য পরগনা কিম্বা

যে কোন পরগনা কিম্বা মহল্লার যে কোন মহাজন কিম্বা ব্যাপারী অথবা দোকা নীর শিরে যে বৎসরে টাক্সের টাকা যাহা ধার্য্য হয় সে বৎসরের নির্দ্ধার্য্য সেই টাকা সমুদয় আদায় হইবার পূর্ব্বে যদি সেই ব্যক্তি আপনার ব্যবসায়হইতে নিবৃত্ত হয় কিম্বা সেই পরগনা অথবা মহল্লাহইতে উঠিয়া অন্য পরগনা অথবা মহল্লায় যায় তবে

সেই

সেই পরগনা কিম্বা মহল্লার আমীনেরা সে সংবাদ সেই জিলার কালেক্টরসাহেবকে দিবেক তাহাতে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে যে ব্যক্তি আপন ব্যবসায়হইতে নিবৃত্ত হয় তাহার শিরে সেই বৎসরের টাক্সের টাকা যাহা বাকী থাকে তাহা তাহার স্থানে উসুল করেন্ ও যে কেহ অন্য পরগনা কিম্বা মহল্লায় উঠিয়া যায় তাহার শিরের সেই বৎসরের টাক্সের টাকা যাহা বাকী থাকে তাহা যে পরগনা কিম্বা মহল্লায় সেই ব্যক্তি যায় তথাকার পোলীসের টাক্সের টাকার তহসীলদারের দ্বারা উসুল করান্ ইতি।

মহল্লায় উঠিয়া গেলে টাক্সের বাকী উসুলের মতের কথা।

৩৩ ধারা।

প্রত্যেক পরগনা ও মহল্লার পোলীসের টাক্সের টাকার তহসীলদারদিগের কর্ত্তব্য যে যে সময়ে মাহাজন কিম্বা ব্যাপারী অথবা দোকানী কিম্বা তাহারদিগের গোমাস্তা টাক্সের কিস্তির টাকা দেয় সেই সময়েই সেই টাকার রসীদ তাহারদিগেরে দেয় তাহাতে যদি মহাজনাদির কেহ সেই টাক্সের টাকা দিবার কালে তাহার রসীদ ত্বরাতে না পায় তবে সে লোক সে টাকা দিতে না চাহিলে না দিবার সাধ্য রাখিবেক ইতি।

টাকা দিবার কালে রসীদ না পাইলে কিস্তির টাকা না দিবার বিষয়ে মহাজনাদির শক্তি থাকিবার কথা।

৩৪ ধারা।

আমীনেরা মহাজনাদি যাহার শিরে যে টাক্স ধার্য্য করিয়া থাকে সে টাক্স আসামীওয়ারের মবলগাদীর ফর্দ্দে লেখা গিয়া এই আইনের ২১ একবিংশতি ধারার লিখনানুসারে পরগনা কিম্বা মহল্লার পোলীসের দারোগার দপ্তরখানায় সে ফর্দ্দ লট্কান গেলে পর সে ব্যক্তি সে টাক্স না দিলে তথাকার টাক্সের টাকার তহসীলদার সে লোকের সকল দ্রব্য সামগ্রী ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ সপ্তদশ আইনের যাবদীয় হুকুমের মতে সকল ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগের প্রতি মালগুজারীর বাকী টাকা উসুলের কারণ যেরূপ শক্তি দেওয়া গিয়াছে সেইরূপে ক্রোক করিবেক কিন্তু যদি দেওয়ানী আদালতে প্রমাণ হয় যে টাক্সের টাকার তহসীলদার কাহারো স্থানে নির্দ্ধারিত টাকাহইতে অধিক লইয়াছে তবে যাহা অধিক লইয়া থাকে তাহার দ্বিগুণ আদালতের খরচাসমেত সেই তহসীলদার নিজহইতে দিবেক এবং যে সময়ে কোন টাক্সের টাকার তহসীলদার এই ধারার উপরের লিখনানুসারে টাক্সের টাকার অন্যায় বাকীর কারণ কোন মহাজনাদির দ্রব্য ক্রোক করে সে সময়ে ভূম্যধিকারিরা কোন মালগুজারের স্থানে অন্যায় বাকী উসুলের কারণ তাহার জিনিস ক্রোক করিতে উদ্যত হইলে যে প্রকারে অপরাধী হয় সেই প্রকারেই সেই তহসীলদার সে টাক্সের বাকী টাকা তহসীলে উদ্যত হইলে অপরাধী হইয়া সেই বাকী টাকার নিশা নিজহইতে করিবেক এবং আদালতে এ বিষয়ের নালিশ নিষ্পত্তি হইয়া ক্ষতিপূরণ ও আদালতের খরচার নিমিত্তে যাহা ফরিয়াদীর ন্যায্য পক্ষে ডিক্রী হয় তাহা সেই তহসীলদার নিজহইতে ফরিয়াদীকে দিবেক ইতি।

যে কেহ টাক্সের টাকা না দেয় তাহার জিনিস ক্রোক ও বিক্রয়ের বিষয়ে এই ধারার লিখিত বিষয়বিবেচনাক্রমে টাক্সের টাকার তহসীলদারদিগের প্রতি শক্তি সমর্পণের কথা।

৩৫ ধারা।

৯ ধারার লিখিত ফর্দ্দ মতে যে কোন পরগনার টাক্সের টাকা ধার্য্য হয় তাহা পশ্চাৎ সে পরগনার মহাজনাদির ব্যবসায়ক্রমে না থাকিলে কালেক্টরসাহেবেরা হজুরে সংবাদ দিবার এবং প্রকারান্তরে টাক্সের টাকা ধার্য্যের বিবেচনা করিবার কথা।

এই আইনের মতানুসারে কালেক্টরসাহেবদিগেরে এমত হুকুম আছে যে ৯ নবম ধারার লিখিত সায়েরওগয়রহের হিসাবের ফর্দ্দমতে সমুদয় জিলার প্রতিপরগনার উপর পোলীসের টাক্সের টাকা ধার্য্য করেন্ কিন্তু পশ্চাৎ যে কালে আবাদী কিম্বা ঐ রাণী অথবা কারণান্তরে কোন পরগনার নির্দ্ধার্য্য টাক্সের টাকা ধার্য্যের বিষয়ে সেই পরগনার মহাজন ও ব্যাপারী ও দোকানীদিগের ব্যবসায়ক্রমে না থাকে সে সময়ে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে তাহার বেওরাসংবাদ দেন্ এবং সেই পরগনা কিম্বা সমুদয় জিলার টাক্সের টাকার ধার্য্যার্থে অপর যে উপায় ভাল জানেন্ তাহাও লিখেন্ ইহার আবশ্যক এই যে যে মহাজন ও ব্যাপারী ও দোকানীর শিরে যথাশক্তি যে টাক্স ধার্য্য হয় তাহা তাহারদিগের ব্যবসায়ক্রমেই রহে ইতি।

৩৬ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা পূর্ব্বে পোলীসের আখরাজাতে ভূম্যধিকারিদিগেরে যে নগদ ও ভূমি মজুরা ছিল তাহার বেওরা এবং সেই নগদ ও ভূমি বাজেয়াপ্তের বিষয়ে যাহা আপনারদিগের বিবেচনায় আইসে তাহা হজুরে এত্তেলা করিবার কথা।

পূর্ব্বে পোলীসের আখরাজাতের কারণ নগদ ও ভূমিহইতে যাহা ভূম্যধিকারিদিগেরে মজুরা ছিল তাহা অদ্যাবধি বাজেয়াপ্ত না হইয়া থাকিলে তাহাতে কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে তাহার বেওরা সংবাদ দেন্ এবং যে দৃষ্টে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২২ দ্বাবিংশতি আইনের মতে দেশের রক্ষণের অর্থাৎ নেঘাবানীর কার্য্য ভূম্যধিকারিদিগের হস্তছাড়া হইয়াছে তদ্দৃষ্টে সেই নগদ ও ভূমিসমুদয় কিম্বা তাহার অংশ যাহা বাজেয়াপ্তকারণ আপনারদিগের বিবেচনায় উচিত জানেন্ তাহাও ঐ হজুরে এত্তেলা করিবেন ইতি।

৩৭ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা আপনারদিগের মোতালক জিলার সকল পরগনার ফিরিস্তি টাক্সের টাকাওগয়রহের নিদর্শনে বোর্ড রেবিনিউতে পাঠাইবার কথা।

তিন সুবার কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে মাফিক চলন সুবে বাঙ্গালায় প্রতিসন বাঙ্গলা ও সুবে বেহারে প্রতিসন ফসলী ও সুবে উড়িষ্যায় প্রতিসন বিলায়তীর দ্বিতীয় মাসের শেষে আপনারদিগের জিলার মোতালক সকল পরগনার ফিরিস্তি ইঙ্গরেজী বর্ণমালার ক্রমানুসারে প্রত্যেক পরগনার নামনির্দ্দর্শনে ও যে পরগনায় পোলীসের আখরাজাতের জন্যে যে টাক্সের টাকা ধার্য্য হয় তাহা তহসীলের কারণ যে কেহ নিযুক্ত হয় তাহার নামসুদ্ধা নীচের লিখিত নক্সাক্রমে প্রস্তুত করিয়া বোর্ড রেবিনিউতে পাঠান্।

ফিরিস্তি কাগজ নাম পরগনাজাৎ মোতালকে জিলা অমুক ও প্রত্যেক পরগনার পোলীসের সন অমুকের টাক্সের টাকার আনওয়ান ও তাহার তহসীলদারদিগের নাম ও এলাকার নিদর্শন।

পরগনা

ফিরিস্তির সরে।

পরগনাজাতের নাম।	টাক্কের টাকার আনওয়ান।	টাক্কের টাকার তহসীলদারদিগের নাম।	যেং লোক টাক্কের টাকার তহসীলদার হয় তাহারদিগের এলাকার নাম
আকবরপুর	৩০০	আজীমুল্লা ও গানচন্দ্র	টাক্কের টাকার আমীনেরা।
বারীকআবাদ	৫০০	রামসিংহ।	মালের তহসীলদার
কাশীমপুর	২০০	মহম্মদ দানিস।	টাক্কের টাকার তহসীলের কারণ মোকরর হইল।

৩৮ ধারা।

জিলা বেহার ও জিলা ঢাকাজলালপুর ও জিলা মুরশিদাবাদের কালেক্টরসাহেবেরা শহর পাটনা ও শহর ঢাকা ও শহর মুরশিদাবাদের টাক্কের টাকা ওগয়রহের ফিরিস্তি বোর্ড রেবিনিউতে পাঠাইবার কথা।

জিলা বেহারের কালেক্টরসাহেব প্রতিসন ফসলীর দ্বিতীয় মাসের শেষে ও জিলা ঢাকাজলালপুরের ও জিলা মুরশিদাবাদের কালেক্টরসাহেবেরা প্রতিসন বাঙ্গলার দ্বিতীয় মাস অবসানে নীচের লিখিত নক্সাক্রমে ফিরিস্তি বোর্ড রেবিনিউতে পাঠাইবেন।

ফিরিস্তি কাগজ নাম মহল্লাৎ মোতালকে শহর অমুক ও প্রত্যেক মহল্লার পোলীসের সন অমুকের টাক্কের টাকার আনওয়ান ও তাহার তহসীলদারানের নাম ও এলাকার নিদর্শন।

ফিরিস্তির শরওয়া।

মহল্লাতের নাম।	টাক্কের টাকার আনওয়ান	টাক্কের টাকার তহসীলদারদিগের নাম	যেং লোক টাক্কের টাকার তহসীলদার হয় তাহারদিগের এলাকার নাম
আমীনবুলা	৫০০	বুদসিংহ ও রামানন্দ।	টাক্কের টাকার আমীনেরা
বাকরগঞ্জ	৫০০	আজমতুল্লা	টাক্কের টাকার তহসীলকারণ মোকরর হইল।

৩৯ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা টাক্কের টাকা ধার্য্য ও তহসীলের বেওরা সংবাদ সন হাল আখিরী তক শ্রীযুত গবরনর জেন

তিন সুবার কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে পোলীসের টাক্কের টাকার ধার্য্য ও তহসীলের বিষয়ের সকল বিবরণের সম্বাদ সন হাল বাঙ্গলা ও ফসলী ও বিলায়তী গত হইবাতক শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে দিতে থাকেন পশ্চাৎ

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ২৩ ত্রয়োবিংশতি আইন।

নব বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে ও তাহার পর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের স্থানে দিবার কথা।

পশ্চাৎ প্রতিজিলার আগামি বৎসরের সরকারের মালগুজারী যে ইস্তক তহসীল আরম্ভ হয় সেই ইস্তক এই আইনে সালিয়ানা টাক্সের টাকা ধার্য্য ও তহসীলের বিষয়ে যেমত লেখা আছে সেইমতে কালেক্টরসাহেবেরা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগকে লিখিতে থাকিবেন এবং ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুম মাফিক ঐ টাক্সের টাকা ধার্য্য ও তহসীল করিতে রহিবেন্ ইতি।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,
H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ২৪ চতুর্ব্বিংশতি আইন।

ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগের স্থানে পাওনা যাহার যে মুশাহেরা ১০ দশসনী বন্দোবস্তের সদর জমাভুক্ত হইয়াছে তাহা এবং যে সায়েরাৎ বরখাস্ত হইয়াছে তাহাতে যাহার যে তনখা পাওনা ছিল তাহা বহাল ও বাজেয়াপ্ত হইবার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের ১০ জুনে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরহইতে যে হুকুম হইয়াছিল তাহার পরিবর্ত্তে পরিষ্কার ও দুরস্ত করিবার আইন শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১ পহিলা মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফলসী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২০৭ সালের ১৯ রমজানে জারী করিলেন।

হেতুবাদ।

ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগের স্থানে পাওনা যাহার যে মুশাহেরা ১০ দশসনী বন্দোবস্তে সদর জমাভুক্ত হইয়াছে এবং যে সায়েরাৎ বরখাস্ত হইয়াছে তাহাতে যাহার যে তনখা পাওনা ছিল সে সকলের মধ্যে যাহার যে মুশাহেরা ও তনখা বহাল রহিয়া এইক্ষণের নিয়মিত সময়শিরে যে মতে পাইবেক তাহার বেওরা নীচে লেখা যাইতেছে ইতি।

২ ধারা।

যেং মুশাহেরা বহাল রহিবেক তাহার কথা।

শ্রীযুত কোম্পানী ইঙ্গরেজ বাহাদুরের দেওয়ানী আমল হইবার পূর্ব্বে যে কেহ সনন্দানুসারে যে মুশাহেরা ও তনখা পাইত এবং দেওয়ানী আমল হইলে পরে যে কেহ সরকারের মঞ্জুরীক্রমে যে মুশাহেরা ও তনখা পাইয়া থাকে তাহারা নিজেই আপনং যাবজ্জীবন সেই মুশাহেরা ও তনখা পাইবেক ইহাতে যে কেহ সনন্দানুসারে পূরা মুশাহেরা ও তনখা না পাইয়া তাহার মধ্যে কিছু কম পাইয়া থাকে সে ব্যক্তি তদনুসারেই কম পাইবেক ইতি।

৩ ধারা।

যে মুশাহেরা বাজেয়াপ্ত হইবেক তাহার কথা।

যে কেহ বিনাসনন্দে যে মুশাহেরা পাইতেছে কিম্বা যে কেহ সনন্দসত্ত্বে শ্রীযুত কোম্পানী ইঙ্গরেজ বাহাদুরের দেওয়ানী অমল হইলে পর সে সনন্দ সরকারের মঞ্জুর না হইয়াও সেই সনন্দানুসারে যাহা পাইয়া আসিতেছে অথবা যে কেহ সনন্দ

পে থাকিতেও

থাকিতেও সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা যথাকার যে চলন সন বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অথবা বিলায়তী ১১৭৯ সাল ইস্তক এলাগাইৎ কিছু না পাইয়া থাকে এরূপে যদি সে ব্যক্তি কেবল ভিক্ষাজিবী না হয় তবে সে ব্যক্তি সে মুশাহেরা ও তনখা পাইবেক না যদি কেবল ভিক্ষাজীবী হয় তবে তাহার জীবনাবধি পাইবেক ইতি।

৪ ধারা।

শ্রীযুত গবর্ন্নর্ জেনরলবাহাদুর কৌন্সোলের হজুরে মঞ্জুর না হইলে আসল মুশাহেরাদারেরদের মশাহেরা তাহারদিগের পুত্র পৌত্রাদি কিম্বা অন্য উত্তরাধিকারিরা না পাইবার কথা।

যদি প্রকৃত অর্থাৎ আসল মুশাহেরাদারদিগের কাহারো মৃত্যু হয় তবে তাহার মুশাহেরা তাহার পুত্র পৌত্রাদি কিম্বা অন্য উত্তরাধিকারিদিগেরে শ্রীযুত গবর্ন্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের বিনামঞ্জুরে দেওয়া যাইবেক না এবং যে কেহ এক্ষণে মুশাহেরা পায় তাহার মরণ হইলে পরেও তাহার সেই মুশাহেরা মৌরসী হউক কি না হউক তথাচ তাহার পুত্র পৌত্রাদি কিম্বা অন্য উত্তরাধিকারিরা সে মুশাহেরা ঐ শ্রীযুতের হজুরের মঞ্জুর না হইলে পাইবেক না ইতি।

৫ ধারা।

মুশাহেরার দাওয়ার দরখাস্ত কালেকটরসাহেবদিগের নিকটে করিবার কথা।

জানিবেক যে ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগের স্থানে পাওনা যাহার যে মুশাহেরা দশসনী বন্দোবস্তে সদর জমাভুক্ত হইয়াছে এবং যে সায়েরাৎ বরখাস্ত হইয়াছে তাহাতে যাহার যে তনখা পাওনা ছিল তাহারা যদি সেই মুশাহেরা ও তনখা আপনারদিগের স্বত্ব সঙ্গত এতাবতা হক ওয়াজিবী জানে তবে যে ব্যক্তি যে জিলার মোতালক স্থানে সেই মুশাহেরা ও তনখা পাইতে সেই ব্যক্তি সেই জিলার কালেকটরসাহেবের নিকটে তাহার দরখাস্ত করিবেক। তাহাতে যদি সেই মুশাহেরা ও তনখা সালিয়ানা ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয় তবে সেই কালেকটরসাহেব উপরের লিখিত হুকুমমতে ও উত্তরকাল যে হুকুম প্রকাশ পায় তদনুসারে তাহার নিষ্পত্তি করিতে ক্ষমতা রাখিবেন ও কালেক্টরসাহেব তাহার নিষ্পত্তি করিলে যে ব্যক্তি তাহার দরখাস্ত করিয়া থাকে তাহার সে নিষ্পত্তি যদি সম্মত না হয় তবে সে ব্যক্তি সেই নিষ্পত্তির তারিখহইতে এক মাসের মধ্যে সে মোকদ্দমার আপীল বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে করিতে পারিবেক এবং তথাহইতেও ঐ নিয়মিত কালের মধ্যে সে মোকদ্দমার আপীল শ্রীযুত গবর্ন্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে করিবার বাধা থাকিবেক না ইতি।

৫০ টাকা পর্য্যন্ত মুশাহেরারদাওয়ার নিষ্পত্তি কালেক্টরসাহেবের নিকটে হইবার ও তাহার আপীল বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের স্থানে ও তথাহইতে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে হইবার কথা।

৬ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা মুশাহেরার মোকদ্দমার রোয়দাদ আলাহিদা করিয়া রাখিয়া তাহার মোখ্তসর প্রতিমাসকাবারে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবার কথা।

কালেক্টরসাহেবেরা এই আইনের অনুসারে মুশাহেরা ও তনখার বিষয়ের যে যে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্ তাহার বেওরাকৈফিয়ৎ প্রথম করিয়া রাখিয়া প্রতিমাসকাবারে তাহার মোখ্তসর অর্থাৎ চুম্বক রোয়দাদী কাগজ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন ইতি।

৭ ধারা

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ২৪ চতুর্বিংশতি আইন।

৭ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা সালিয়ানা ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিকের যে মুশাহেরার বিষয়ের বিবেচনা করেন্ তাহার রোয়দাদ আপনং বিবেচিত পরামর্শযুক্তে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তাহা পাইয়া তাহার উপর আপনারা যে যুক্তি ঠাহরেন্ তাহাসমেত সেই রোয়দাদ শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে দাখিল করিবেন ইতি।

কালেক্টরসাহেবের ৫০ টাকার অধিক মুশাহেরার মোকদ্দমার বিচারের রোয়দাদ আপনং পরামর্শযুক্তে বোর্ড রেবিনিউতে পাঠাইবার ও তথাকার সাহেবেরা তাহা আপনারদিগের বিবেচিত যুক্তি সুদ্ধা শ্রীযুতের হজুর কৌন্সেলে দাখিল করিবার কথা।

৮ ধারা।

কালেক্টরসাহেবদিগেরে নিষেধ আছে যে কাহারো হক মুশাহেরা ও তনখা ৫ পঞ্চম ধারাক্রমে যাবৎ পুনরাণপূর্ব্বক আপনি নিষ্পত্তি না করেন্ কিম্বা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে নিষ্পত্তি না হয় অথবা ৭ সপ্তম ধারানুসারে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে মঞ্জুর না পড়ে তাবৎ সে মুশাহেরা ও তনখা কাহাকেও না দেন্। কিন্তু কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যেকালে এমত মোকদ্দমার ডিক্রী করেন্ সে কালে তাহার সমাচার বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগেরে দেন্ ইতি।

যাবৎ ডিক্রী না হয় তাবৎ কোন মুশাহেরা না দেওয়া যাইবার কথা।

কালেক্টরসাহেবদিগের কৃত ডিক্রী বোর্ড রেবিনিউতে পাঠাইবার কথা।

৯ ধারা।

জানিবেক যে ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগের স্থানে পাওনা যাহার যে মুশাহেরা সংপ্রতি সদর জমাভুক্ত হইয়াছে এবং যে সায়েরাৎ এইক্ষণে বরখাস্ত হইয়াছে তাহাতে যাহার যে তনখা পাওনা ছিল তাহাছাড়া মতান্তরে যাহার যে মুশাহেরা ও তনখা আছে তাহার প্রতি এ হুকুম জারী ও চলন নহে ইতি।

যেং মুশাহেরার প্রতি এ হুকুম না চলিবেক তাহার কথা।

১০ ধারা।

যদি মবলগে ৫০ পঞ্চাশ টাকাপর্য্যন্ত মুশাহেরার মোকদ্দমা কালেক্টরসাহেব কাহারো নিশ্চয় জানিয়া ডিক্রী করেন্ অথবা তাঁহার কৃত ডিক্রীর এমত মোকদ্দমার আপীল বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে হইয়া সেই ডিক্রী মঞ্জুর কিম্বা সেই মবলগ অথবা তাহার অধিক বা হউক কাহারো হক ঠাহরিয়া শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে বহাল ও মঞ্জুর হইয়া তাহার সরবরাহ দিতে ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে কালেক্টরসাহেবের প্রতি হুকুম হয় তবে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই ডিক্রী যাহার হকে হয় তাহাকে এক সর্টিফিকট অর্থাৎ সরকারের নিদর্শন লিখন দিবেন ও এরূপে যত টাকা মুশাহেরা ডিক্রী হয় তাহার সংখ্যা ও তত টাকা সেই মুশাহেরাদার আপনার জীবনাবধি পাইবেক এবং যেমতে তাহার সেই হক ঠাহরিয়া ডিক্রী হয় এ সকল প্রস্তাব ও সে মোকদ্দমা কালেক্টরসাহেব আপন সাক্ষাৎ

যে

মুশাহেরার ডিক্রী যাহার নামে হইবেক সে সর্টিফিকিট পাইবার কথা।

যে তারিখে ডিক্রী করেন্ কিম্বা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে অথবা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে যে তারিখে যথায় ডিক্রী মঞ্জুর হয় সেই তারিখের জিগির সেই সর্টিফিকিটে লিখিবেন ইতি।

১১ ধারা।

এই রূপে যে মুশাহেরা মঞ্জুর হয় তাহার অর্থেও সর্টিফিকিট পাইবার কথা।

উপরের লিখিনানুসারে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের মঞ্জুরক্রমে যে যে হকদারকে তাহারদিগের মুশাহেরার সর্টিফিকিট পূর্ব্বে না দেওয়া গিয়া থাকে তাহারদিগেরেও ঐ মতে একং সর্টিফিকিট কালেক্টরসাহেব দিবেন ইতি।

১২ ধারা।

সর্টিফিকিটের সিরিস্তা রাখিবার কথা।

কালেক্টরসাহেব ১০ দশম ও ১১ একাদশ ধারাক্রমে যে সময় যাহাকে সর্টিফিকিট দেন্ সে সময়ে তাহার ফিরিস্তি নম্বরবিলি করিয়া ইঙ্গরেজী ও পারসীর সিরিস্তার বহীতে লিখিয়া রাখিবেন এবং যে স্বত্ববানকে সেই সর্টিফিকিট দিবেন তাহার চেহারানবিসী করিবেন এতাবতা তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অবয়ব ও যত বয়স তাহা লিখিবেন যে তদনুসারে পশ্চাৎ সেই সর্টিফিকিট অন্য লোকের হস্তে গেলে সে লোককে চিনা যায় ইতি।

১৩ ধারা।

তিনং মাসব্যাজে মশাহেরা দিবার কথা।

যাহার যে মুশাহেরা সালিয়ানা পাওনা হয় তাহা বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অথবা বিলায়তীর যে সন যথায় চলন থাকে সেই সনের তিনং মাস ব্যাজে প্রথম তিন মাসের পর দিনে দ্বিতীয় বারে ৬ ছয় মাসের পর দিনে ততীয় বারে ৯ নয় মাসের পর দিনে চতুর্থ বারে ১২ বার মাসের পর দিবসে দেওয়া যাইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা ৫০ টাকার উর্দ্ধ মুশহেরা যে মতে দিবেন তাহার কথা।

যে সকল লোক সালিয়ানা ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক মুশাহেরা পায় সে সকল লোক নিয়মিত দিনে সেই টাকা লইবার কারণ আপনারাই কালেক্টরসাহেবদিগের নিকটে উপস্থিত হইবেক ইহাতে যদি তাহারা নিজে পীড়িত কিম্বা কারণান্তরে উপস্থিত না হইতে পারিবার গতিক প্রমাণপূর্ব্বকে বিশিষ্টরূপে চিত্তপ্রবোধ না হয় তবে কালেক্টরসাহেবদিগেরে নিষেধ আছে যে সেই সকল আসল মুশাহেরাদার সেওয়ায় অন্য লোকদিগেরে তাহারদিগের মুশাহেরা না দেন্ যে কালে কোন কালেক্টরসাহেবের বিশিষ্ট প্রকারে এমত চিত্ত প্রবোধ হয় যে সেই আসল মুশাহেরাদারদিগের কেহ পীড়িত অথবা কারণান্তরে উপস্থিত হইতে পারে না সে কালে তাহার মশাহেরা তাহার মঞ্জুর করা উকীলের স্থানে দিতে পারিবেন কিন্তু কালেক্টরসাহেব

অতিসাবধানে

অতিসাবধানে থাকিবেন যে সেই মুশাহেরাদারের মৃত্যু হইলে পর কিছু শঠতা ও দাগাবাজী না হইতে পারে ইহাতে যদি কোন মুশাহেরাদার ৬ ছয় মাসব্যাজে উপস্থিত হইয়া আপন মুশাহেরা না লয় তবে সে লোক মরিয়া থাকে কি না তাহার নিশ্চয় কালেক্টরসাহেব সুন্দররূপে করিয়া বেওরা লিখিয়া বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন ইতি।

১৫ ধারা।

যে সকল লোকের মুশাহেরা সালিয়ানা ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয় তাহারদিগের মুশাহেরা পরগনাসকলের কাজীরদিগের মারফতে দেওয়া যাইবেক কালেক্টরসাহেবেরা তিনং মাসব্যাজে সেই সকল টাকা মুশাহেরাদারেরদের নামনবীসীসুদ্ধা কাজীদিগেরে দিবেন ইহাতে সালিয়ানা ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিকের মুশাহেরাদারদিগের টাকা কালেক্টরসাহেবদিগের তহশীলহইতে দিতে ১৪ চতুর্দ্দশ ধারানুসারে যে নিষেধ ও বিধি আছে সেই নিষেধ ও বিধিক্রমে কাজীরা সালিয়ানা ৫০ পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্তর মুশাহেরাদারদিগকে টাকা দিয়া তাহারদিগের স্থানে সেই টাকার রসীদ লইয়া কালেক্টরসাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেক এবং যে সময়ে কোন মুশাহেরাদার মরে সে সময়ে তাহার সমাচার কালেক্টরসাহেবের নিকটে দিবেক তাহাতে যদি কোন কাজী উপরের লিখনানুসারে কোন মুশাহেরাদারের মরণ ও জীবনের নিশ্চয় না করে কিম্বা কাহারো মুশাহেরার টাকা আপনি তসরূপ করে অথবা কোন মুশাহেরাদার মরিলে তাহার টাকা আপন জ্ঞাতসারে অন্য লোককে দেয় তবে তাহার কৃত সেই কুকর্ম্ম শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে প্রমাণ হইলে সে কাজী তগীর হইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

৫০ টাকাপর্য্যন্ত মুশাহেরা পরগনাসকলের কাজীদিগের মারফতে দিবার মতের কথা।

১৬ ধারা।

কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে যে স্থানে কাজী না থাকে তথায় ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয় এমত মুশাহেরাদারদিগের টাকা সেই পরগনা কিম্বা জিলার তহসীলদার কিম্বা তহসীলের অন্য আমলা যে কেহ কালেক্টরসাহেবের তরফ থাকে তাহার মারফতে ও যদি তেমত আমলা তথায় না থাকে তবে তথাকার মাতবর যে কেহ সে কার্য্য করিতে স্বীকার করে তাহার দ্বারা দেওয়াইবেন ইতি।

যে স্থানে কাজী না থাকে সে স্থানে ৫০ টাকাপর্য্যন্ত মুশাহেরা যাহারং মারফতে দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

১৭ ধারা।

এই আইনে যে মুশাহেরা ও তনখার প্রস্তাব লেখা যায় ইহা ভিক্ষার স্বরূপ এ কারণ ইহা বহাল ও বাজেয়াপ্তকরণ এই আইনের মতে কালেক্টরসাহেবদিগের ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের এবং শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের এখ্তিয়ার অতএব এ মুশাহেরা ও তনখার দাওয়ার তজবীজ আদালতের মো

মুশাহেরার দাওয়ার বিচার দেওয়ানী আদালতে না হইবার কথা।

পে তালক

কালেক্টরপ্রভৃতি যাহার প্রতি মুশাহেরা দিবার ভার থাকে তাঁহারা তাহা না দিলে তাঁহার দিগের নামে নালিশ হইতে পারিবার কথা।

তালক নহে। কিন্তু যদি কোন কালেক্টরসাহেব কিম্বা কাজী অথবা অন্য যে লোকেরদিগেরে এই আইনের ১০ দশম ও ১১ একাদশ ধারানুসারে দেওয়া সটিফিকট ক্রমে মুশাহেরাদারদিগকে টাকা দিবার ভার আছে তাঁহারা যদি কাহাকেও সে টাকা না দেন্ তবে যে জিলা কিম্বা শহরের মোতালকের মুশাহেরাদার সেই টাকা না পায় সে সেই জিলার দেওয়ানী আদালতে তাঁহার নামে নালিশ করিতে পারিবেক তাহাতে জজসাহেব যদি বিচারক্রমে প্রমাণ জানেন্ যে সেই ফরিয়াদী মুশাহেরা পাইবার হুকুমের মতাচরণ করিয়াছে তথাচ সেই আসামী সেই টাকা সেই মুশাহেরার হক দারকে না দিয়া তাহা আপন স্থানে রাখিবার বিষয়ে শুনিবার যোগ্য কোন বিশিষ্ট হেতু দর্শাইতে পারেন্ না তবে জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে সে টাকা দিতে সেই আসামীর প্রতি হুকুম করেন্ এবং কালেক্টরসাহেব কিম্বা অন্যেইবা হন্ যে কেহ সেই মুশাহেরার টাকা না দিয়া থাকেন্ তাঁহার স্থানহইতে সেই ফরিয়াদীর ডহখরচ যাহা দেওয়ান উচিত জানেন্ তাহা দেওয়ান্ ইতি।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ২৫ পঞ্চবিংশতি আইন।

করসম্পর্কীয় সাধারণ ভূমি অংশ করিবার এবং অসাধারণ দুই কিম্বা অধিক অংশির ভূমি একশামিলে থাকিতে পারিবার বিষয়ের আইন শ্রীযুত গবরনর জেনরেল বাহাদুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১ পহিলা মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২০৭ সালের ১৯ রমজানে জারী করিলেন।

যে সকল জমীদারী ও হজুরী তালুক দুই কিম্বা ততোধিক অংশ হয় তাহার অংশ করিতে সৎপরামর্শ এই হয় যে একং অংশের ভূমির নির্বাচনী যত একত্র হইতে পারে তাহা যথাসাধ্য করা যায় এইহেতুক যে তাহার সীমাসরহদ্দ ও জলাদির বিষয়ে বিরোধ বিসম্বাদ উপস্থিত না হয় তাহার কারণ এই যে যদি কোন জমীদারী কিম্বা তালুকের সীমাসরহদ্দ অন্য জমীদারী অথবা তালুকের অংশের সীমাসরহদ্দের মধ্যে থাকে কিম্বা সেই জমীদারীওগয়রহের অংশের ভূমি উভয়তঃ যুক্ত অর্থাৎ বেন্দা যোড়া রহে তবে উপরের লিখিত বিরোধ বিসম্বাদ নিয়তই হইতে পারে এবং ইহাতে চাসাদি আবাদ তরদুদের ব্যাঘাত হইয়া সেই সকল ভূমির মূল্যের অল্পতা ও তদ্ভিন্ন সেই ভূমির অধিকারিদিগের ক্ষতি এবং সরকারের নোক্সানের হেতুও হইবেক দ্বিতীয় এই যে একং অংশের ভূমির অধিকারিদিগের সম্পর্কে যথার্থ হইবার কারণ ও সরকারের মালওয়াজিবীর স্থৈর্য্য ও কায়েমীর নিমিত্তে কর্ত্তব্য যে একং অংশের ভূমির সরকারের জমা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইনের লিখিত দাঁড়াক্রমে ধার্য্য হয় ও সেই দাঁড়াক্রমে সেই জমার ধার্য্যকরণে উচিত যে যে জমীদারী ও তালুকের অংশকরণ কর্ত্তব্য ও মঞ্জুর হয় তাহার মফঃসলাত্ ওয়াসিলাতের হিসাব কিতাব তাহার অংশ করিতে যে লোক নিযুক্ত হয় তাহার দৃষ্টে আইসে ও সেই জমীদারীওগয়রহের অধিকারিদিগের সেই হিসাব কিতাব প্রস্তুত করিবার অর্থেও কিছু আপত্তিকরণ উচিত হইবেক না এইহেতুক যে যে ইশ্তিহারনামার অনুসারে ১০ দশসনী বন্দোবস্ত চিরকালের তরে হইয়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতেও স্পষ্ট ও সাফ লেখা আছে যে যে ভূমির অংশকরণ কর্ত্তব্য হয় তাহার উৎপন্নের সংখ্যা তায়দাদ জানিবার কারণ সময়ানুসারের পরামর্শক্রমে আইন নির্দ্দিষ্ট করণের কর্তৃত্ব সরকারকে অর্শে এবং মোকররী মতে সরকারের জমা ধার্য্য হইবার জন্য কোন জমীদারীওগয়রহের স্থিত ও জায়দাদের আধিক্য হইবাতে সে হেতুবাদ।

সে জমার বেশীতলব নিষেধ আছে তদ্ভিন্ন এই যে যে সকল জমীদার ও তালুকদার দিগের জমীদারী কিম্বা তালুক পূর্ব্বাবধি এক জমীদারী কিম্বা তালুক অথবা চৌধুরাইর শামিল আছে তাহারদিগের বিহিতের নিমিত্তে এবং সকল জমীদারীওগয়রহ অনেক অংশ হইয়া অত্যন্ত অল্পং কিস্মৎ না হইতে পারিবার জন্যে উচিত যে সকল জমীদারীওগয়রহ এক শামিলকরণের ক্ষমতা তাহার অধিকারিদিগের প্রতি রহে অতএব উপরের লিখিত মর্ম্মদৃষ্টে নীচের লিখিত সকল দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

২ ধারা।

এই ধারার লিখিত কালে জমীদারীওগয়রহের বাটওয়ারার বিষয়ের ভার কালেক্টরসাহেবকে হইবার কথা।

যে কোন জমীদারী কিম্বা হজুরী তালুক অথবা অন্য ভূমির মালগুজারী বরাবর সরকারে পঁহছে তাহা যদি দুই কিম্বা ততোধিক অংশ করিতে হয় তবে কর্ত্তব্য যে তাহার অংশের অর্থে এবং সেই একং অংশের সরকারের জমার ধার্য্যের বিষয়ে যে জিলার মধ্যে সেই জমীদারীওগয়রহ থাকে সেই জিলার কালেক্টরসাহেবকে ভার হয় ইতি।

৩ ধারা।

যে কোন জমীদারী কিম্বা হজুরী তালুকের অনেক অংশ হয় তাহার অনুসারে খরচা তাহারদিগের স্থানে আদায় হইবার কথা।

যদি কোন জমীদারী কিম্বা হজুরী তালুক অথবা অন্য ভূমির সকল অংশিরা চাহে যে সেই জমীদারীওগয়রহ দুই কিম্বা ততোধিক অংশে অংশ করায় তবে কর্ত্তব্য যে তাহারা তাহার এক দরখাস্ত আপনারদিগের মোহর ও দস্তখতে এবং মাতবর চারি জন সাক্ষির প্রমাণে একং অংশির অংশের সংখ্যাযুক্তে আর সেই সকল অংশিরা আপনারদিগের অংশে পৃথকং ভোগদখলের অর্থে কিম্বা তাহারদিগের সকলের মধ্যে দুই জন অথবা ততোধিক জনে আপনারদিগের অংশের ভূমি এক শামিলে রাখিবার কারণ বাসনা রাখিলে তাহার নিদর্শনে কালেক্টরসাহেবের নিকটে দেয় আর এমত দরখাস্ত দিলে সেই সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের স্থানে পাঠান তদনন্তর ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সেই জমীদারী কিম্বা তালুক যত অংশ করাইবার দরখাস্ত অংশিদিগের থাকে তত অংশের নিমিত্তে সেই কালেক্টর সাহেবকে অনুমতি করিবেন ও তাহার বাটওয়ারার খরচা সকল অংশির স্থানে তাহারদিগের অংশের সংখ্যার আন্দাজে আদায় হইবেক অতএব এই দাঁড়াক্রমে জমীদারীওগয়রহের এক আনা কিস্মতের অধিকারিকে এক আনার আনওয়ানে খরচা দেনা হইবেক এবং তদনুসারেও অন্যং কিস্মতের অধিকারিদিগের দেনা পড়িবেক ইতি।

৪ ধারা।

যদি কোন সাধারণ জমীদারীওগয়রহের অংশিরদিগের মধ্যে এক

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি কোন সাধারণ ভূমির অধিকারির অংশিদিগের মধ্যে এক জন কিম্বা দুই জন অথবা ততোধিক জন আপনাং অংশ পার্থক্যক্রমে ভোগদখলের

অর্থে

অর্থে কিম্বা দুই জন অথবা ততোধিক জনে আপনারদিগের অংশের ভূমি এক শামিলে রাখিবার কারণ বাসনা রাখে তবে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের বাসনামতে এক দরখাস্ত আপনারদিগের মোহর ও দস্তখতে এবং ৪ চারি জন মাতবর সাক্ষির প্রমাণে সেই জিলার কালেক্টরসাহেবের নিকটে দেয় এমত দরখাস্ত দিলে পর সেই সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের স্থানে পাঠান্ ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে তাহারদিগের বাসনার মতে অংশের নিমিত্তে সেই কালেক্টরসাহেবকে অনুমতি করেন্ যদি সেই সকল অংশির মধ্যে কেবল এক জন আপন অংশের বিভাগের অর্থে দরখাস্ত দেয় তবে তাহার সমস্ত খরচার আদায় সেই এক জনের শিরে সঙ্গত হইবেক যদি দুই জন কিম্বা ততোধিক জন আপনারদিগের অংশের দরখাস্ত দেয় তবে তাহার খরচার আদায় তাহারদিগের প্রত্যেকের স্থানে তাহারদিগের অংশের সংখ্যার আন্দাজে হইবেক তদনুসারে যদি সকল অংশির মধ্যে এমত তিন জন হয় যে সেই একং জনের অংশসমুদয় জমীদারীওগয়রহের মধ্যে দুইং আনার হিসাবে থাকে ও অংশের দরখাস্ত করে তবে তাহার খরচার তিন ভাগের এক ভাগ একং জনের শিরে দেনা পড়িবেক ইতি।

জন কিম্বা দুই জন অথবা ততোধিক জনের বাসনা আপনারদিগের অংশের ভূমিতে পার্থক্যক্রমে ভোগদখলের বিষয়ে থাকে তবে তাহারদিগের বাসনাক্রমে হইবার ও তাহার খরচার আদায় তাহারদিগের একং জনের শিরে পড়িবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে কালে আদালতের ডিক্রীক্রমে কোন দরোবস্ত জমীদারী কিম্বা হুজুরী তালুকওগয়রহের কিম্বা তাহার অংশের ভোগদখলের স্বত্বাধিকার এক জন কিম্বা অনেক জনকে অর্শে তবে যে আদালতের জজসাহেবের দ্বারা সেই ডিক্রী জারী হইবার এলাকা রাখে সেই সাহেবকে শক্তি দেওয়া যাইতেছে যে সেই লোকেরা দরখাস্ত দিলে যদি সেই জমীদারীওগয়রহ সরকারের খাসতহসীলে কিম্বা ইজারায় না থাকে তবে কালেক্টরসাহেবের নামে সেই আদালতের মোহর ও রেজিষ্টরসাহেবের দস্তখতে এক হুকুমনামা পাঠান্ যে সেই জমীদারী কিম্বা তালুকওগয়রহ সেই ডিক্রীক্রমে অংশ করাইয়া অমুক অমুককে তাহারদিগের অংশে দখল দেওয়ান্ আর কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে হুকুমনামা পাইলে পর সেই জমীদারী কিম্বা তালুকের অংশ করাণে মনোযোগী হইয়া সেই হুকুমনামার নকল বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে অবগতার্থে পাঠান্ ইতি।

এই ধারার লিখনানুসারে জজসাহেবেরা ভূমি অংশ করাইতে পারিবার কথা।

৫ ধারা।

যদি এক জন কিম্বা দুই জন অথবা ততোধিক জনের দরখাস্ত কোন অধিকারভূমির অংশের নিমিত্তে এবং তাহারদিগের প্রত্যেকে যে যে অংশের ভূমির স্বত্বাধিকারী অর্থাৎ হকদার জাহির করে তাহাতে ভোগবান থাকিবার বিষয়ে কালেক্টরসাহেবের নিকটে গুজরে ও সেই ভূমিসমুদয়ের কিম্বা তাহার কিস্মতের ভোগবানেরা আপনারদিগের মোহর ও দস্তখতী এবং দুই জন মাতবর সাক্ষির প্রমাণী এক লিখনের দ্বারা সেই সাহেবের নিকটে এমত আপত্তি করে যে মুদ্দয়ীরা আমারদিগের ভূমির কিস্মতের প্রতি আপনারদিগের ভোগদখলেরযে এজহার করে তাহার স্বত্বাধিকার রাখে না তবে

কেহ অধিকারভূমি অংশের দরখাস্ত করিলে যদি সেই ভূমির ভোগবানে আপত্তি করে তবে যাবৎ আদালতে তাহার নিষ্পত্তি অথবা সেই প্রতিবাদী মন্যত না হয় তাবৎ কালেক্টরসাহেব সে ভূমি

অংশ না করাইবার কথা।

এমত গতিকে যাবৎ সেই মুদ্দয়ীরা আপনারদিগের হকদারী দেওয়ানী আদালতে পুমাণ না করে কিম্বা সেই আপত্তিকারকেরা আপনারদিগের মোহর ও দস্তখতী এবং মাতবর ৪ চারি জন সাক্ষির পুমাণী এক লিখনের দ্বারা সেই সাহেবের নিকটে সেই মুদ্দয়ীদিগের হকদারী কবুল না রাখে তাবৎ সেই সাহেবের কর্ত্তব্য নহে যে সেই অধিকারভূমির অংশকরণে মনোযোগী হন্ ইতি।

৬ ধারা।

যে সকল কিস্মৎ পূর্ব্বে কোন জমীদারী কিম্বা হজুরী তালুক অথবা চৌধুরাইর শামিল ছিল তাহা পুনরায় এক শামিল হইতে পারিবার কথা।

যদি দুই কিম্বা ততোধিক জমীদারী অথবা তালুক পূর্ব্বে কোন জমীদারী কিম্বা তালুক অথবা চৌধুরাইর কিস্মৎ থাকিয়া এক জনের ভোগদখলে আইসে তাহার অথবা এপ্রকার জমীদারী কিম্বা তালুকওগয়রহ অংশ হইয়া তাহার দুই কিস্মৎ কিম্বা ততোধিক কিসমতে এক জন কিম্বা দুই জন অথবা ততোধিক জনে ভোগদখল করিয়া থাকে তবে তাহারদিগের সাধ্য থাকিবেক যে সেই সকল কিস্মৎকে একশামিল করাইয়া আপনারদিগের ভোগদখলে রাখে আর কর্ত্তব্য যে এপ্রকার সকল কিস্মৎ একশামিল করাইবার দরখাস্ত তাহার অধিকারী কিম্বা অধিকারিদিগের মোহর ও দস্তখতে এবং ২ দুই জন মাতবর সাক্ষির পুমাণে কালেক্টরসাহেবের নিকটে দেয় আর এমত দরখাস্ত দিলে সেই কালেক্টরসাহেবের উচিত যে তাহা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের স্থানে পাঠান্ ইহাতে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগেরে তাহা মঞ্জুর করিবার বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব হইবেক কিন্তু ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহার সংবাদ শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে লিখেন্ তাহাতে যদি ঐ শ্রীযুত সেই সকল কিস্মতের বিস্তার ও পুশস্ত্য দৃষ্টে তাহার একশামিলহওন অপরামর্শ বুঝেন্ তবে তাহার নিষেধের ক্ষমতা রাখিবেন আর যদি একশামিল হয় তবে যেরূপ হুকুম আছে তদনুসারে তাহার কৈফিয়ৎ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৮ আইনের লিখনক্রমে ভূমির এস্তেকালী অর্থাৎ দরমিয়ানী পাঁচসনী খারিজদাখিলী বহীতে দাখিল হইবেক আর কর্ত্তব্য যে পশ্চাৎ মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী যে বহী তৈয়ার হয় তাহাতে সেই সকল কিস্মৎ এক অধিকার দরোবস্তের মতে লেখা যায় এবং তাহার অধিকারী কিম্বা অধিকারিদিগের স্থানে যে মোকররী জমার ধার্য্য হয় তাহার করারদাদ লেখাইয়া লওয়া যায় ইতি।

৭ ধারা।

অধিকারভূমির অংশে এক২ কিস্মতের ভূমি দূরাদূর না হইবার কারণ সাবধান হইবার কথা।

যে কালে কোন অধিকারভূমি অংশ করিতে হয় সে কালে কর্ত্তব্য যে তাহার অংশকরণে এমত সাবধান হওয়া যায় যে তাহার এক২ কিস্মৎ দরোবস্ত মহালাৎ কিম্বা গ্রামসকলের নিদর্শনে হয় এবং সেই ভূমির সকল গতিক দেখিয়া উভয়তঃ নৈকট্য অর্থাৎ সন্নোষ্যক্রমে এক কিস্মতের মোতালক মহালাৎ ও গ্রামসকল যত নিকটবর্ত্তী হইতে পারে ততই হয় ইতি।

৮ধারা।

অধিকারভূমির অংশকরণ কর্ত্তব্য হইলে পর উচিত যে তাহার একং কিস্‌মতের জমা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইনের লিখিত দাঁড়াক্রমে ধার্য্য হয় কিন্তু একং কিস্‌মতের মধ্যে যে যে মহাল ও গ্রাম আইসে তাহার নির্ব্বাচনী করিবার অর্থে কর্ত্তব্য যে একং মহালওগয়রহের মোতালক সরে রাস্তা ও নৌকা গমনাগমনের উপযুক্ত নদ নদীর নিকটবর্ত্তির ন্যায় ভাল ও মন্দ ও যে ভূমি যেমত তাহার রকম ও বেওরা এবং তাহার উৎপন্ন এবং পতিত ভূমির সংখ্যা আর তথায় ভূমির কত নীচহইতে জল উঠে এবং পুষ্করিণীর অল্পতা ও বাহুল্য এবং পুল ও খালসকলের গতিক বরং সে ভূমির মূল্যের যে কিছু বেওয়া থাকে ও পশ্চাৎ হইতে পারে এই সমস্ত বিষয়ের বিবেচনা হয় আর একং কিস্‌মতের মোতালক সকল মহাল ও গ্রামসকলের অনুসারে তাহার নির্ব্বাচনী বিশিষ্ট বিবেচনায় ও বিনাপক্ষপাতে করা যায় এবং ভূমির অংশ যথার্থক্রমে হইবার কারণ উপরের লিখিত বিবেচনার আবশ্যকতা যথেষ্ট আছে এই হেতুক যে যদি তদনুসারে যে যে মহালে ও গ্রামসকলে অনেক পতিত ভূমি থাকে ও নৌকা গমনাগমনের উপযুক্ত নদনদীর নিকটবর্ত্তী হয় কিম্বা লাভান্তরের উপযুক্ততা রাখে এমত সমস্তই এক কিস্‌মতে আইসে আর যে যে মহাল কিম্বা গ্রামসকল জলগণ্ডের ক্ষতিগ্রস্তরায় থাকে অথবা তথায় পতিত ভূমি অল্প রহে কিম্বা নৌকা গমনাগমনের উপযুক্ত নদনদী দূরে হয় অথবা লাভান্তরের উপযুক্ততা না রাখে এমত সকল অন্য কিস্‌মতে আইসে তবে যদিস্যাৎ সেই ভূমির অংশের কালে ভূমির হাল হাসিল অর্থাৎ তৎকালের উৎপন্ন দৃষ্টে সেই দুই কিস্‌মতের জমা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইনের লিখিত দাঁড়াক্রমে ধার্য্য হয় তথাচ জানিবেক যে সেই দুই কিস্‌মতের ভূমির নির্ব্বাচনী যথার্থরূপে হয় নাই ও বিনাপক্ষপাতেও তাহার অংশ করা যায় নাই এইহেতুক যে আদৌ যে কিস্‌মতের প্রস্তাব হইয়াছে তাহার উৎপন্নের বাহুল্য হইয়াছে ও তাহাতে আকাশী আপদ অল্পই আছে আর শেষে যে কিস্‌মতের প্রস্তাব হইল তাহাতে আকাশী আপদ বিস্তর আছে এবং ঐ আদৌ কিস্‌মতের ন্যায় লাভ ও কিফায়তের সুন্দর আকার কিছুই নাই অতএব আদৌ প্রস্তাবিত কিস্‌মতের মূল্য শেষের প্রস্তাবিত কিস্‌মতের মূল্যাপেক্ষা অধিক থাকিবেক ইতি।

অধিকারভূমি অংশের কালে একং কিস্‌মতের ভূমি নির্ব্বাচনা করিবার দাঁড়ার কথা।

৯ধারা।

অধিকারভূমির অংশক্রমে যদি দৈবাৎ কোন অংশির দখলী ভদ্রাসন বাটী অন্য অংশির কিস্‌মতে যে মহাল কিম্বা গ্রাম আইসে তাহাতে থাকে তবে সেই বাটীর কর্ত্তা যে অংশির ভূমিতে সেই বাটী থাকে তাহার যথার্থ রাজস্ব দিতে চাহিলে সেই বাটীর ভূমিতে যেং কারখানা ও এমারত থাকে তাহাসমেত আপন ভোগদখলে রাখিতে পারে অতএব এমতে কর্ত্তব্য যে সেই ভূমির চতুঃসীমা ও তাহার রাজস্ব তক্‌সীম নামায় অর্থাৎ অংশাংশের লিখনে বেওরাইয়া লেখা যায় ইতি।

অধিকারভূমির অংশক্রমে কোন অংশির বাটী অন্যাংশির অংশে থাকিলে যে ভূমিতে সে বাটী থাকে তাহার রাজস্বআদি অংশী দিয়া সেই বাটী ভোগ করিবার কথা।

১০ধারা।

১০ ধারা।

অধিকারভূমির অংশ ক্রমে পুষ্করিণী ও খাল ও পুলদিগরের প্রতি যে সকল দাড়া ধার্য্য আছে তাহার কথা।

যে কোন অধিকারভূমিতে তাঁহার আবাদের কারণ পুষ্করিণী ও ঝীল ও খাল ও পুল তৈয়ার করা গিয়া থাকে সে অধিকারভূমির অংশ হইতে লাগিলে সেই ভূমির যে স্থানের আবাদের নিমিত্তে সেই পুষ্করিণীওগয়রহ তৈয়ার হইয়া থাকে সে স্থান যে অংশির অংশে চিহ্নিত হয় সেই অংশির মোতালকেই তাহা থাকিবেক কিন্তু যে ম কল স্থানে বিস্তারকরণের জন্য কিম্বা বিষয়ান্তরের কারণ সেই পুষ্করিণীওগয়রহের তৈয়ারহওন এমত আবশ্যক হয় যে তাহা দুই কিম্বা ততোধিক কিস্‌মতের অধিকারিদিগের দখলে সরাকতীমতে থাকে ইহাতে কর্ত্তব্য যে যথাসাধ্য এ বিষয়ের সংখ্যা যে তাহাতে পুষ্করিণীওগয়রহের কত লাভ সেই একং কিস্‌মতের সম্পর্কে হইবেক এবং তাহার মরম্মতী খরচ কি হিসাবে একং কিস্‌মতের অধিকারির শিরে পড়িবেক তাহা অংশাংশের লিখনে লেখা যায় ইতি।

১১ ধারা।

কৃতাংশ ভূমির মধ্যের দেবস্থলীর পতি দাড়ার কথা।

অধিকারভূমি অংশ হইবার পূর্ব্বে যে সকল দেবালয় ও দরগা অংশিদিগের সাধারণে রহিয়া থাকে তাহা অংশ হইলে পরে ও পূর্ব্বমতে থাকিবেক যদি সেই অংশিরা সেই অধিকারভূমি অংশের কালে আপনারা উভয়তঃ মতান্তরে কোন করার না করিয়া থাকে। আর তাহা করিতে হইলে সেই অধিকারিদিগের কর্ত্তব্য যে তাহার সংবাদ আমীনকে দেয় এইহেতুক যে সেই আমীন তাহার বেওরা কৈফিয়ৎ অংশাংশের লিখনে দাখিল করে অর্থাৎ লিখে ইতি।

১২ ধারা।

কালেক্টরসাহেবের তরফ যে আমীন মোকরর হইবেক তাহার মারফতে অধিকারভূমি অংশ হইবার কথা।

অধিকারভূমির অংশকরণ কর্ত্তব্য হইলে পর কালেক্টরসাহেবের উচিত যে জনেক মাতবর লোককে তাহার অংশ করিবার নিমিত্তে আমীন নিযুক্ত করেন্ এবং তাহার আমলাসমেত যত মাহিয়ানার ধার্য্যকরণ বিহিত জানেন্ তাহা বিবেচনা করিয়া সমেত আমলা সেই মাহিয়ানার আনওয়ান লিখিয়া তাহা মঞ্জুরের কারণ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্ ইতি।

১৩ ধারা।

ভূমি অংশাংশের নিমিত্তে যে আমীন নিযুক্ত হয় তাহার সুকৃতির কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা ও তাঁহার প্রতি হুকুম আছে যে অধিকারভূমি অংশ করিতে আমীন প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সেই আমীনকে নীচের লিখিত পাঠক্রমে সুকৃতি করান্। তাহার পাঠ এই যে লিখিতং শ্রীঅমুকস্য সুকৃতিপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি অমুক জিলার মধ্যের অমুক অমুকের অধিকার অমুক ভূমির অংশাংশের কারণ নিযুক্ত হইলাম অতএব সুকৃতি করিতেছি যে আমি সর্ব্বতোভাবে

তোভাবে যথার্থক্রমে ও বিনাপক্ষপাতে ও যথাসাধ্য ত্বরাক্রমে এই অধিকারের অংশাংশ করিব আর যত অংশ করিতে হুকুম হয় তাহার একং অংশের উপর সরকারের জমা আপন বুদ্ধি ও বিবেচনাক্রমে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরের আইনসকলের মতে নির্দ্ধারিত করিব আর এই অধিকারের অংশাংশে কিম্বা এই অধিকারের অংশাংশের সম্পর্কীয় কোন বিষয়ে কিছু রসুম কিম্বা সওগাৎ অথবা কোন কিছু ইনাম ইহার কোন অংশির কিম্বা তাহারদিগের পক্ষের কাহার স্থানে স্পষ্টক্রমে অথবা চক্রান্তে আপনি লইব না এবং অন্য কাহাকেও লইতে দিব না এবং কালেক্টরসাহেবের হুকুমমতে ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের মঞ্জুরীতে আমার যে লাভ ও কেফাইতের ধার্য্য হয় তাহাছাড়াও লাভান্তর আপন কার্য্যের দ্বারা গ্রহণ করিব না এবং যে ভূমির অংশাংশের নিমিত্তে নিযুক্ত হইলাম ইহার হিসাব ওগয়রহ্ কাগজপত্র যাহা আমার হস্তগত হয় তাহা কালেক্টরসাহেবের স্থানে দিব ইতি।

আমীন সুকৃতির অন্যথা করিলে তাহার দণ্ডের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জিলার দেওয়ানী আদালতে যদি এমত প্রমাণ হয় যে ঐ আমীন সুকৃতির অন্যথা কিছু নগাদ কিম্বা জিনিস অথবা অপর বস্তু কোন অংশির কিম্বা তাহারদিগের পক্ষের কোন লোকের স্থানে স্পষ্টক্রমে কিম্বা চক্রান্তে আপনি লইয়াছে অথবা অন্যকে লইতে দিয়াছে তবে যাহার স্থানে সেই নগদ টাকা কিম্বা অপর বস্তু লইয়া থাকে তাহা তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়ান যাইবেক এবং সেই নগদের সংখ্যা কিম্বা বস্তুর আনওয়ানের তিনগুণ দণ্ডও সরকারে দাখিল করাণ যাইবেক ও তাহার স্থানহইতে আদালতের খরচাও ফরিয়াদীকে দেওয়ান যাইবেক এবং সে যাবৎ সেই ডিক্রীর টাকা না দেয় কিম্বা সেই ডিক্রীর টাকা তাহার দ্রব্যাদি বিক্রয়ক্রমে আদায় না হয় তাবৎ কয়েদেও থাকিবেক ইতি।

১৩ ধারা।

সনন্দাদি কাগজপত্র আমীনকে দিতে কালেক্টরসাহেবের প্রতি হুকুমের কথা।

কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ আমীনকে এক সনন্দ যে অধিকারভূমির অংশাংশের কারণ নিযুক্ত হয় তাহার নাম এবং তাহার সকল অংশিদিগের নাম ও একং অংশির অংশের সংখ্যা আর অংশক্রমে যতজন ভূম্যধিকারী হইবেক তাহার নিদর্শনে এবং একং অংশের অধিকারির শামিলে কত জন অংশী রহে তদ্ব্যক্তেও আপন মোহর ও দস্তখতে দেন্ এবং সেই আমীনের মারফতে অধিকারভূমির অংশের ব্যাপার যে যে আইনের অনুসারে হইবেক তাহার নকল এবং সেই অধিকার ভূমির মোতালক যে যে বিষয় মোকররী মিয়াদী গত পাঁচসনী বহীতে এবং তাহার পরের দরমিয়ানী পাঁচসনী খারিজদাখিলী বহীতে লেখা থাকে তাহারো নকল ঐ আমীনের স্থানে দেন্ ইতি।

১৪ ধারা।

অংশ হইবার ভূমি আপনি দৃষ্টি করিবার

আমীন সরে জমীনে পঁহুছিলে পর কর্ত্তব্য যে আপনি যে অধিকারভূমির অংশে

শাংশের

কারণ আমীনকে হকুমের কথা।

শাংশের নিমিত্তে নিযুক্ত হয় তাহার সমস্ত ভূমি দেখে এইহেতুক যে ৭ সপ্তম ও ৮ অষ্টম ধারার লিখিত দাঁড়াক্রমে একং অংশের জন্য ভূমি নির্বাচিতে পারে ইতি।

১৬ ধারা।

অংশ হইবার ভূমির অধিকারিদিগেরে সরকারের জমার নির্দ্ধার্য্য কারণ আমীনের তলবকরা হিসাবদিগর তাহাকে দিবার হুকুমের কথা।

অংশ হইবার ভূমির অধিকারিদিগেরে হিসাব পুকৃত হইবার অর্থে সুকৃতি করিতে কিম্বা নিয়মপত্র লিখিয়া দিতে হুকুমের কথা।

তলবকরা হিসাব না দিলে ঐ অধিকারিদিগের স্থানে দণ্ডলইবার কথা।

যে অধিকারভূমির অংশকরণ কর্ত্তব্য হয় তাহার অধিকারিদিগের উচিত যে একং মহাল ও গ্রামের তৎকালের উৎপন্নের কাগজপত্র এবং অন্য যে কিছু হিসাব ও সংবাদ তাহারদিগের স্থানে আমীন চাহে তাহা তাহার স্থানে দেয় এইহেতুক যে আমীন তদ্দৃষ্টে সেই একং অংশ যাহা খারিজ হয় তাহার উপর সরকারের জমা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ পুথম আইনের লিখিত সকল দাঁড়ানুসারে ধার্য্য করিতে পারে। আর সেই অধিকারিদিগের উচিত যে আমীনের তলবমতে যে কিছু হিসাব তাহাকে দেয় তাহা পুকৃতপুস্তাবে থাকিবার নিমিত্তে তাহার নিকটে সুকৃতি করে আর যে সকল লোককে সুকৃতিকরাণ আদালতে ক্ষমা হয় তাহারদিগের ন্যায় যদি তাহারা হয় তবে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে আমীনকে ক্ষমতা দেন যে সে সেই হিসাব পুকৃতপুস্তাবে থাকিবার জন্যে সেই অধিকারিদিগের স্থানে কেবল নিয়মপত্র লয়। যদি সেই অধিকারিরা তলবকরা হিসাব না দেয় তবে তাহারদিগের সকলের মধ্যে যে কেহ তাহা ছাপাইয়া রাখে সে যাবৎ সেই হিসাব আমীনকে না দেয় তাবৎ সেই গতিকের বেওরা ও অপরাধির বিষয় ও শক্তি দৃষ্টে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে দিনপুতি যে হাবে দণ্ডলওন উচিত জানেন তাহাই তাহার উপর সঙ্গত হইবেক আর কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই দণ্ডের টাকা মালগুজারীর বাকী উসলের কারণ যে মত হুকুম আছে তদনুসারেই উসুল করেন ইতি।

১৭ ধারা।

যে অধিকারভূমির অংশকরণ কর্ত্তব্য হয় তাহার অধিকারিদিগেরে অধিকারের আমলা কর্ম্মচারিদিগকে আমীনের নিকটে হাজির করিতে হুকুমের কথা।

যে কর্ম্মচারিরা আপনারদিগের হিসাব না দেয় কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের ৬২ ধারার ব্যতিক্রমে বিষয়ান্তরে আবত হয় তাহারদিগের পুতি দণ্ডের কথা।

অধিকারিদিগের কর্ত্তব্য যে অধিকারভূমির কর্ম্মচারিদিগর আমলাকে আমীনের নিকটে হাজির করায় এইহেতুক যে হিসাব বুঝাইয়া দেয় আর সেই অধিকারভূমির অংশাংশের এবং তাহার একং অংশের জমার ধার্য্যের নিমিত্তে যে কিছু সংবাদ ও কাগজপত্র আমীন চাহে তাহা সেই কর্ম্মচারিওগয়রহে কহে ও দেয় যদি সেই অধিকারিরা তাহারদিগেরে হাজির না করে তবে উপরের ধারাক্রমে হিসাবওগয়রহ কাগজপত্র না দিলে তদর্থে যে দণ্ড নিরূপিত আছে তাহাই তাহারদিগের পুতি সঙ্গত হইবেক। আর যদি কোন কর্ম্মচারী আপনার হিসাব দিতে না চাহে কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের ৬২ ধারার লিখিত দাঁড়ার ব্যতিক্রমে বিষয়ান্তরে আবৃত হয় তবে সেই ধারার লিখিত সকল উদ্যোগ তাহার পুতি করা যাইবেক ইতি।

১৮ ধারা।

আমীন অধিকারভূমির অংশাংশের কার্য্য

যে কালে আমীন অধিকারভূমির অংশাংশের কার্য্য ও একং অংশের সরকা

রের

রের জমার ধার্য্যের ব্যাপার নিষ্পত্তি করে সে কালে তাহার কর্ত্তব্য যে অংশাংশের কাগজপত্র ভূমির বেওরা কৈফিয়ৎ এবং সরকারের জমার ধার্য্য নির্দর্শনে দুরস্ত করিয়া কালেক্টরসাহেবের নিকটে দেয় আর উচিত যে যে একং অংশের শামিল যে যে মহাল ও গ্রাম আইসে তাহার নাম আর সেই একং মহাল ও গ্রামের তৎকালের গত তিন সনের উৎপন্নের সংখ্যা আর সেই একং অংশের উপর সরকারের যে জমার ধার্য্য করে তাহার বেওরা এবং একং অংশের মোতালক ভূমির নির্ব্বাচনী যে মতে হয় তাহার বিবরণ এবং যে যে হিসাবের অনুসারে সেই আমীন সরকারের জমার ধার্য্য করে তাহার বিস্তারিত যাহা কালেক্টরসাহেবের জ্ঞাতসারের কারণ আবশ্যক হয় এবং ৯ নবম ও ১০ দশম ও ১১ একাদশ ধারার লিখিত যে যে বিষয় পুষ্করিণী ও দেবস্থলীআদির বন্দোবস্তের অর্থেও হয় তাহা সমস্ত বেওরাইয়া সেই সকল কাগজে লেখা যায় ইতি।

নিষ্পত্তির পর তাহার যে কাগজপত্রাদি কালেক্টরসাহেবকে দিবেক তাহার কথা।

১৯ ধারা।

আমীন উপরের ধারার লিখনানুসারে অংশাংশের কাগজপত্র কালেক্টরসাহেবের নিকটে দিলে পর সেই সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার বিবেচনা ও তহকীক করেন্ এবং অংশিদিগের কেহ নিজে কিম্বা উকীলের মারফতে সেই কাগজের প্রতি যে আপত্তি ও কথান্তর সেই সাহেবের নিকটে করে তাহা বুঝিলে পর সেই সাহেবের উচিত যে একং অংশের শামিল করা সকল মহাল ও গ্রামের নাম ও সেই একং মহাল কিম্বা গ্রামের তৎকালের উৎপন্ন এবং সেই একং মহাল কিম্বা গ্রামের উপর যে জমার ধার্য্য হইয়া থাকে তাহার সংখ্যা এবং সেই একং অংশের অধিকারী কিম্বা অধিকারিদিগের নাম আর যে কালে কোন অংশ দুই জন কিম্বা ততোধিক জন অংশির ভোগ দখলে শরাকতের মতে এতাবতা সাধারণক্রমে আইসে সে কালে সেই একং অংশির যত অংশ তাহার নিদর্শনে এবং ৯ নবম ও ১০ দশম ও ১১ একাদশ ধারার লিখনানুসারে যে কোন বিষয়ের প্রতি যেমত একরার করা গিয়া থাকে তাহার বেওরা কৈফিয়ৎসমেত তৈয়ার করিয়া তাহা সেই ভূমির অংশিদিগেরে দেন্ ও তাহারা সে বিষয়ের যে আপত্তি করে তাহার বেওরাসমেত সেই অংশাংশের কাগজের দুসরা নকল আপন বিবেচিত বিবরণসুদ্ধা আইনের অনুসারে সে ভূমির অংশাংশ হইয়াছে কি না ইহা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের জ্ঞাতসারের আবশ্যকতা কারণ সেই সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্ আর ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে সে ভূমির অংশাংশ ও তাহার একং অংশের জমার ধার্য্য এবং সেই তকসীমনামার লিখিত অন্যং বিষয় যে মতে হইয়া থাকে চাহেন্ তাহাই মঞ্জুর রাখেন্ অথবা তাহার ফেরফার যে মতে উচিত জানেন্ সেই মতেই করেন্ কিন্তু ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এ বিষয়ের যে ধার্য্য করেন্ তাহার সংবাদ শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে দেন্। আর ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের সাধ্য থাকিবেক

ইরসালী কাগজপত্র বিবেচনার পর তকসীমনামা দুরস্ত করিতে কালেক্টর সাহেবদিগেরে হুকুমের কথা।

তকসীমনামার মজমুনের কথা।

কালেক্টরসাহেবের প্রতি তকসীমনামার নকল অংশিদিগেরে দিবার কারণ এবং তাহারদিগের আপত্তির বেওরা ঐ বোর্ডে পাঠাইবার হুকুমের কথা।

কালেক্টরসাহেব আপন অন্তঃকরণের বিবেচিত বেওরাসুদ্ধা তকসীমনামার নকল বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবার কথা।

তকসীমনামা মঞ্জুর কিম্বা ফেরফার করিতে

কিম্বা অন্য তহকীক করাইতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের শক্তির কথা।

কিবেক যে যে যে কালে ভূমির অংশের বিষয়ে পুনরায় তহকীককরণের আবশ্যক জানেন্ সেইং কালে আপনারা নিষ্পত্তি করিবার পূর্ব্বে তাহা করিতে হুকুম দেন্ ইতি।

২০ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিষ্পত্তির সংবাদ অংশিদিগেরে দিবার ও সেই নিষ্পত্তিতে অংশিরা সম্মত না হইলে তাহারা তাহার আপীল ৬ হপ্তার মধ্যে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে করিতে সাধ্য রাখিবার কথা।

কালেকটরসাহেবের কর্ত্তব্য যে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কৃতনিষ্পত্তির বেওরা সংবাদ এক লিখনের দ্বারা অংশিদিগেরে দেন্ ইহাতে সেই অংশিরা যদি ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের কৃতনিষ্পত্তিতে সম্মত না হয় তবে সেই লিখনের তারিখহইতে ৬ ছয় হপ্তার মধ্যে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে আপীল করিতে পারিবেক ও আপীল হইলে ঐ শ্রীযুত যে নিষ্পত্তি করেন্ সেই হুকুম শেষ হইবেক অতএব যে কেহ আপীলের বাসনা রাখে তাহার কর্ত্তব্য যে আপীলের দরখাস্ত কালেক্টরসাহেব কিম্বা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে দাখিল করে আর উচিত যে যে কিছু বিষয়ের আপত্তি থাকে তাহার বেওরা সেই দরখাস্তে লিখিয়া দেয় ইতি।

২১ ধারা।

অধিকারভূমির অংশের বিষয় নিষ্পত্ত্যন্তে অংশিদিগেরে তাহারদিগের অংশে দখল দেওয়াইতে কালেক্টরসাহেবের প্রতি হুকুমের কথা।

কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে যদি সকল অংশিরা আপনারদিগের মোহর ও দস্তখতে এক একবারনামা লিখিয়া দেয় এই মজমুনে যে আমরা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কৃতনিষ্পত্তিতে সম্মত আছি কিম্বা তাহারদিগের কেহ নিয়মিত কালের মধ্যে আপীল না করে তবে এমতে এবং যদি আপীল হয় তবে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরহইতে সংবাদ পাইলে পর সেই অংশিদিগেরে তাহারদিগের অংশে দখল দেওয়াইয়া শীঘ্র আমীনের দেওয়া কাগজপত্রের সহিত সেই ভূমির বেওরা কৈফিয়ৎ যাহা মোকররী মিয়াদী গত পাঁচসনী বহীতে লেখা থাকে তাহা মিলাইয়া যে কিছু ভুল ও ত্রুটি সেই কৈফিয়তে বুঝেন্ তাহা দুরস্ত করিয়া সেই ভূমির অংশের বেওরাকৈফিয়ৎ যে মতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৮ আইনে লেখা যাইবার হুকুম আছে সেই মতে করসম্পর্কীয় ভূমির দরমিয়ানী পাঁচসনী খারিজদাখিলী বহীতে লেখান ইতি।

২২ ধারা।

যে অধিকার ভূমির অংশ করিতে হয় তাহার অধিকারিরা এই ধারার লিখিত গতিকে আপনারা অংশের ব্যাপার নিষ্পত্তি করিবার কিম্বা মধ্যস্থদিগেরদ্বারা

৩ তৃতীয় ও ৪ চতুর্থ ধারার লিখিত বিষয়ের প্রতি যদি কোন ভূমির অধিকারিরা আপোসে এমত নিয়ম করে যে সেই অধিকারভূমির অংশের ব্যাপার আপনারা নিষ্পত্তি এবং সরকারের জমাও আপনারা সেই একং অংশের উপর নির্দ্ধার্য্য করে এবং অপর সকল বিষয়ের সরবরাহ আইনসকলের অনুসারে দেয় তবে এমতে সেই অধিকারিদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের মোহর ও দস্তখতে সেই মজমুনেই এক

আরজী

আরজী ৪ চারি জন মাতবর সাক্ষির প্রমাণে কালেক্টরসাহেবের নিকটে গুজরায় ইহাতে সেই সাহেবের উচিত যে সেই আরজী গুজরিলে পর তদনুসারে আমীনকে হুকুম দেন্। কিন্তু এমতেও সেই অধিকারিদিগের কর্ত্তব্য হইবেক যে যে সকল হিসাবের তলব আবশ্যক আছে তাহা আমীনকে দর্শায় ও তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে থাকিবার অর্থেও স্বীকৃতি করে কিম্বা কেবল নিয়মপত্র লিখিয়া দেয় আর কর্ত্তব্য যে ভূমির অংশাংশ ও একং অংশের জমার ধার্য্য এবং সেই ভূমির অংশের মোতালক অপর সকল হিসাবকিতাব সেই আমীনের সাক্ষাৎ ও তাহার দেখা শুনায় হয় এইহেতুক যে সে বিষয়সমস্তই আইনসকলের অনুসারে হইয়াছে এমত জওয়াব দিবার ভার সেই আমীনের শিরে পড়িবেক আর তদনুসারে যদি ঐ তৃতীয় ও চতুর্থ ধারার লিখিত সকল গতিকে যে অধিকারভূমির অংশকরণ কর্ত্তব্য হয় তাহার সকল অধিকারিরা আপোসে এমত নিয়ম করে যে ভূমি অংশাংশের ও তাহার একং অংশের সরকারের জমার ধার্য্যের বিষয় নিষ্পত্ত্যর্থে এক জন মধ্যস্থ কিম্বা ততোধিক জনকে আদরণ করে তবে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে সেই মজমুনেই এক আরজী এক জন মধ্যস্থ হইলে সেই মধ্যস্থের নামনিদর্শনে ও দুই জন মধ্যস্থ কিম্বা ততোধিক জন আদরণ হইলে সেই মধ্যস্থদিগের মধ্যের যে শ্রেষ্ঠ তাহার নাম প্রধানস্বরূপে স্পষ্ট লিখিয়া চারি জন মাতবর সাক্ষির প্রমাণে কালেক্টরসাহেবের নিকটে দেয় এমতে আরজী দিলে পর সেই সাহেবের কর্ত্তব্য যে সরকারের আমীনকে হুকুম দেন্ যে মধ্যস্থদিগের নিয়মপত্র এতাবতা সালিসী একরারনামা সেই অধিকারিদিগের স্থানে লেখাইয়া লন আর সেই অধিকারিদিগের উচিত যে আবশ্যক সকল হিসাবকিতাব মধ্যস্থেরদিগকে দর্শায় ও তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে থাকিবার বিষয়ে সেই সরকারী আমীনের নিকটে স্বীকৃতি করে কিম্বা কেবল নিয়মপত্র লিখিয়া দেয় আর কর্ত্তব্য যে মধ্যস্থদিগের দ্বারা ভূমির অংশাংশের ও সরকারের জমার ধার্য্যের এবং সেই অংশের মোতালক অপর বিষয়সমস্তই আমীনের সাক্ষাৎ ও তাহার দেখা শুনায় নিষ্পত্তি পায় এইহেতুক যে মধ্যস্থদিগের দ্বারা আইনসকলের অনুসারে নিষ্পত্তি হইয়াছে এমত জওয়াব দিবার ভার সেই আমীনের শিরে থাকিবেক তৎপশ্চাৎ যে আমীনের দেখা শুনায় অধিকারিরা কিম্বা উপরের লিখিত গতিকে তাহারদিগের মধ্যস্থেরা যে ভূমির অংশ ও সরকারের জমার ধার্য্য ও তাহার মোতালক অপর সকল বিষয়ের নিষ্পত্তি করে সেই আমীনের কর্ত্তব্য যে ১৮ অষ্টাদশ ধারার লিখনক্রমের সমস্ত কাগজপত্র ও নিদর্শনলিপি কালেক্টরসাহেবের নিকটে দেয় তাহা দিলেপর সেই সাহেবের উচিত যে সে ভূমির অংশের বিষয়সকল অধিকারী কিম্বা তাহারদিগের মধ্যস্থদিগের দ্বারা নিষ্পত্তি না পাইলে সরকারের তরফ আমীনের মারফতে তাহা করাইয়া যে মতাচরণ করিতেন সেইমতাচরণ সেই সকল ভূম্যধিকারী কিম্বা তাহারদিগের মধ্যস্থদিগের দ্বারা সে সকল বিষয় নিষ্পত্তি পাইলে করেন্ এবং আমীনের মারফতে অধিকারভূমির অংশের অর্থে যে সকল দাঁড়া ও হুকুম হইবার প্রস্তাব এই আইনে আছে

নিষ্পত্তি করাইবার ক্ষমতা রাখিবার কিন্তু তাহার নিষ্পত্তি আমীনের সাক্ষাৎকারে হইবার কথা।

সে সকল দাঁড়া ও হুকুম এই ধারাক্রমে অধিকারিদিগের কিম্বা তাহারদিগের মধ্যস্থ দিগের দ্বারা যে ভূমির অংশাংশ নিষ্পত্তি পায় তাহার প্রতিও চলিবেক ইতি।

২৩ ধারা।

ক্ষুদ্র২ অধিকারের এক২ অংশের সম্বন্ধীয় ভূমির অংশ বিনা ছিন্নভিন্নে হইবার কথা।

যে অধিকারভূমির অংশকরণ কর্ত্তব্য হয় সে ভূমি যদি এত গ্রাম না হয় যে এক২ অংশের মধ্যে সমুদয় গ্রাম কিম্বা গ্রামসকল আসিতে পারে তবে উচিত যে সেই গ্রাম কিম্বা গ্রামসকলের অংশ এমত করা যায় যে তাহার এক২ অংশের মোতালক ভূমি যথাসাধ্য একত্রে ও বিনা ছিন্নভিন্নে রহে ইতি।

২৪ ধারা।

ভূমির অংশ হইলে পর তাহার অধিকারিরা আপন২ অংশ লইতে যে যে গতিকে গুলীবাট শরতী করিবেক তাহার কথা।

আধিকারভূমির অংশাংশ বিরুদ্ধাচরণে ও পক্ষপাতে না হইতে পারিবার কারণ এমত দাঁড়া ধার্য্য হইল যে যে কালে কোন অধিকার ভূমির অংশ করিতে হবে সে কালে তাহার অংশ যদি দুই কিম্বা ততোধিক অংশে তুল্যতাক্রমে হয় তবে সেই সকল অংশের অংশিদিগের কর্ত্তব্য যে সেই সকল অংশ লইবার সমাধার্থে কালেক্টরসাহেবের কাছারীতে গুলিবাঁট শরতী করে এইহেতুক যে সেই গুলীবাঁট শরতী করিতে কিছু ব্যাঘাত ও বিরুদ্ধাচরণ হয় নাই এমত জওয়াব দিবার ভার সেই সাহেবের শিরে থাকিবেক অতএব ঐ দাঁড়াক্রমে অধিকারভূমির অংশাংশ করিলে যদি ৪ চারি অংশে চারি২ আনা হয় কিম্বা তিন অংশে এক অংশ আট আনা ও অন্য দুই অংশ চারি২ আনা হয় তবে অধিকারভূমির অংশ ও সরকারের জমার ধার্য্য ও অংশের মোতালক অপর সকল বিষয় নিষ্পত্ত্যন্তে প্রথম মতে চারি২ আনা সংখ্যার অংশের যে চারি অধিকারী হয় ও দ্বিতীয় মতে চারি২ আনা সংখ্যার অংশের যে দুই অধিকারী হয় তাহারাই আপন২ অংশ লইবার কারণ গুলীবাঁট শরতী করিবেক কিন্তু যদি এক২ অংশের অধিকারিরা আপোসে এমত নিষ্পত্তি করে যে অমুক২ অংশ অমুক অমুকের ভোগদখলে আসিবেক তবে তাহারদিগের উচিত যে আপনারদিগের দস্তখতে ও দুই জন মাতবর সাক্ষির প্রমাণে এক দরখাস্তী আরজী এই মজমুনে যে অমুক২ অংশ অমুক২ ব্যক্তির অধিকার নির্দ্দিষ্টে নিষ্পত্তি হইল কালেক্টরসাহেবের নিকটে দেয় পশ্চাৎ সেই সাহেবের কর্ত্তব্য যে তদনুসারে তাহার দিগেরে দখল দেওয়ান্ ইতি।

২৫ ধারা।

অধিকারভূমির অংশের কালে তাহার যে যে অংশের জমার ধার্য্য গণতা কিম্বা ভ্রান্তিক্রমে

যে অধিকারভূমি দুই কিম্বা ততোধিক অংশ হয় তাহার এক২ অংশের জমার ধার্য্যে গণতা ও ত্রুটি না হইতে পারিবার কারণ স্পষ্ট করা যাইতেছে যে যদি কখন অধিকারিরা আপনারদিগের সকল অংশে দখল করিবার কালহইতে তিন বৎসরের

মধ্যে

মধ্যে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে প্রমাণ হয় যে সেই জমার নির্ণয় অধিকারভূমির অংশের কালে গণনা ও ত্রুটিপ্রযুক্ত যথাক্রমে হয় নাই তবে ইহাতে ঐ শ্রীযুতের কর্ত্তৃত্ব আছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইনের লিখিত দাঁড়াক্রমে সেই একং অংশের অংশকারীনের উৎপত্তের যেং আনওয়ান সাক্ষির দ্বারা ও যে সকল অনুসন্ধান ও সংবাদ মিলে তাহাতে জানিতে পারা যায় তদনুসারে সেই একং অংশের জমার ধার্য্য পুনরায় করিতে হুকুম দেন এবং যে সকল লোকের অংশের জমা সঙ্গতের ন্যূন ধার্য্য হইয়া থাকে তাহারদিগের হকে এমত হুকুম দেন যে তাহারা যে সকল লোকের অংশের জমা সঙ্গতের অধিক ধার্য্য হইয়া থাকে তাহারদিগের স্থানে সেই অধিক টাকার নিশা করে আর যদি তাহারা সেই অধিক টাকা না দেয় তবে সেই টাকা যে মতে সরকারের মালগুজারীর বাকী টাকা উসুলের নিমিত্ত নির্দ্ধার্য্য আছে সেই মতে কালেক্টরসাহেবের মারফতে উসুল হয় ইতি।

অল্প হইয়া থাকে তাহাতে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের কর্ত্তৃত্ব সেই জমা পুনরায় ধার্য্য করাইতে এবং যে অধিকারিদিগের অংশের জমা অল্প ধার্য্য হইয়া থাকে তাহারদিগকে যে সকল অধিকারির অংশের জমা অধিক নির্দ্ধার্য্য হইয়া থাকে তাহারদিগেরে সেই অধিক টাকা দিতে হুকুম করিতে থাকিবার কথা।

২৬ ধারা।

যে কোন অধিকারভূমির অংশকরণ কর্ত্তব্য হয় তাহার অংশিদিগের মধ্যের কোন স্ত্রীলোক যদি অনুপযুক্তা জানা যায় কিম্বা কেহ অল্প বয়সের হয় অথবা অন্য যে কেহ আপন ভূমির ব্যাপার কার্য্যকরণের যোগ্যতা না রাখে তবে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার সংবাদ কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগেরে দেন ও সেই কোর্টের সাহেবদিগেরে যথেষ্ট হুকুম আছে যে যদ্যপি এমত সকল অনুপযুক্ত ভূম্যধিকারী ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১০ দশম আইনের লিখিত হুকুমমতে তাহারদিগের তাবে না আসিয়া থাকে তথাপি সেই অধিকারভূমির অংশাংশের কালে সেই অধিকারিদিগের স্বত্বলোপ না হইবার কারণ তাহার তত্ত্বাবধারণ ও খবরেগিরী সুন্দর রূপে করিতে মনোযোগী হন ইতি।

অধিকারভূমির অংশকরণ কর্ত্তব্য হইলে সেই ভূমির অংশিদিগের মধ্যের যাহারা অনুপযুক্ত থাকে তাহারদিগের স্বত্বাধিকারের রক্ষণার্থ কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগেরে হুকুম হওনের কথা।

২৭ ধারা।

যে অধিকারভূমির অংশকরণ কর্ত্তব্য হয় তাহার অংশিদিগের মধ্যের কেহ যদি পীড়াপ্রযুক্ত কিম্বা কারণান্তরে আপনি কালেক্টরসাহেব কিম্বা আমীনের নিকটে হাজির হইতে না পারে অথবা না চাহে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে এক জনকে উকীল নিযুক্ত করিয়া যাবৎ অংশাংশের বিষয় নিষ্পত্তি না হয় তাবৎ এই আইনের অনুসারে যে সকল কর্ম্মের নিষ্পত্তি তাহার কর্ত্তব্য হয় সেই সকল কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব ভার নিদর্শন মুখ্তারনামা সেই উকীলের নামে দিয়া পাঠায় ইতি।

যে অধিকারভূমির অংশকরণ কর্ত্তব্য হয় তাহার কোন অংশী নিজে কালেক্টরসাহেব প্রভৃতির নিকটে হাজির না হইতে পারিলে উকীল মুখ্তার করিয়া পাঠাইবার কথা।

২৮ ধারা।

যে কোন অধিকারভূমির জমা আদায়ের ধার্য্য তাহার সকল অধিকারিদিগের সহিত

যাবৎ অংশ হওয়া ভূমির অধিকারিরা আ

পনং অংশে দখল না পায় তাবৎ সেই সমুদয় ভূমির সরকারের জমার তলব তাহারদিগের সকলের শিরে থাকিবার কথা।

সহিত হইয়া থাকে সে অধিকারভূমির অংশাংশ যদি এই আইনের অনুসারে হয় তবে যাবৎ তাহার অংশের বিষয় সমুদয় নিষ্পত্তি হইয়া একং অংশের অধিকারিরা আপনং অংশে দখল না পায় তাবৎ সেই অধিকারভূমি সাধারণ অধিকারের অধিকারিদিগের পক্ষে যে মত সরবরাহকারের নিযুক্ত হওনের অর্থে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনে হুকুম আছে সেই মত সরবরাহকারের এতমামে থাকিবেক এবং সেই ভূমিসমুদয়ের উপরেই সরকারের জমার তলব সঙ্গত রহিবেক ইতি।

৯ ধারা।

সরকারের খাসতহসীল কিম্বা ইজারায় যে ভূমি থাকে তাহার অংশের প্রতি হুকুমের কথা।

যে কোন অধিকারভূমি সরকারের খাসতহসীলে কিম্বা ইজারায় থাকে সে ভূমির অংশকরণ কর্তব্য হইলে ও এই আইনের লিখিত যে সকল দাঁড়া ভূমির অংশের বিষয়ে চলিবেক তাহার যত দাঁড়া সেই ভূমির অংশের প্রতি চলন উচিত হইবে তাহাই চলিবেক অতএব তাহার মালগুজারী তহসীলের কারণ সরকারের তরফ যে সকল তহসীলদার কিম্বা ইজারাদার নিযুক্ত থাকে তাহারদিগের কর্তব্য যে তলব মতে সেই ভূমির মোতালক যে কিছু হিসাবকিতাব ও অন্যং নিদর্শনী কাগজপত্র তাহারদিগের স্থানে থাকে তাহা আমীনকে দেয় ও সে ভূমির অংশাংশ হইলে পর ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইনের ১১ একাদশ ধারায় লিখিত সকল দাঁড়া সেই ভূমির প্রতি চলন উচিত হইবেক ইতি।

সমাপ্ত।

A True Translation,

H. P. Forster.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ২৬ ষড়্বিংশতি আইন।

সরকারের মালগুজার ভূম্যধিকারী হিন্দু ও মুসলমান বালক হইলে তাহারদিগের বয়স ১৮ অষ্টাদশ বৎসর গতে প্রাপ্তব্যবহারকাল নির্দ্দিষ্ট হইবার বিষয়ের আইন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১ পহিলা মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২০৭ সালের ১৯ রমজানে জারী করিলেন।

সুবেজাতের মধ্যে ১০ দশসনী বন্দোবস্ত করিবার পূর্ব্বহুকুমে ধার্য্য করা গিয়াছে যে বালক ভূম্যধিকারিরা আপনারদিগের অধিকারভূমির সরবরাহ দিবার উপযুক্ত হইতেক না অতএব ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের ১৫ জুলাইতে কোর্ট ওয়ার্ড মোকরর হইবার যে আইন প্রথম হইয়াছিল তাহাই দুরস্ত হইয়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১০ দশম আইন নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে ও সেই ১০ দশম আইনে প্রস্তাব আছে যে বালক অধিকারিরা তাহারদিগের বয়স ১৫ পঞ্চদশ বৎসর শেষ হইলেই প্রাপ্তব্যবহার হইবেক আর শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে শরা ও শাস্ত্রদৃষ্টে ঐ কালনিয়ম অর্থাৎ মিয়াদ মোকরর করিয়াছেন কিন্তু তাহাতে এমত কিছু নিদর্শন স্পষ্ট নাই যে পঞ্চদশ বৎসরান্তে পুরুষের প্রাপ্ত ব্যবহারকাল উপস্থিত হইয়া এ কার্য্যের উপযুক্ত হয় কেবল প্রকারান্তর ব্যবস্থাক্রমে জানা যায় যে ১৫ পঞ্চদশ বৎসরান্তেই প্রাপ্তব্যবহার ও কার্য্যোপযুক্ত হইতে পারে ইহাতে অল্প দিনের মধ্যে প্রকাশ ও বোধগম্য হইয়াছে যে এত অল্পবয়স লোককে অধিকারভূমির কর্ম্মকর্ত্তা করণ উপযুক্ত হয় না এবং মনুষ্যদিগের স্বভাবতঃ জানা গিয়াছে যে এমত ব্যবস্থা অবধারিত থাকিলে পশ্চাতেও এতদনুসারে ফলোদয় হইবেক এবং আইনের যে হুকুমমতে অধিকারভূমির কার্য্যের সবরাহ দিতে হয় তাহার মর্ম্মও এত অল্পবয়স্ক লোকেরা কিছুই বুঝিতে পারে না এবং তাহারদিগের বুদ্ধিও এমত পরিপক্ব হয় না যে আইনের যেং হুকুম জ্ঞাত হইয়া কার্য্য করিলে তাহারদিগের মঙ্গল দর্শে তাহা জ্ঞাত হয় এবং সংসারের অধ্যক্ষের হস্তহইতে আপনারদিগের অধিকারভূমি আপনারদিগের হস্তবশ করিলে যৌবনকালিক ক্রীড়াতেই সর্ব্বদা আসক্ত থাকিয়া আপনং অধিকারভূমির সরবরাহকারী কার্য্য আপনং প্রণয়ী ও সম্পর্কীয় লোকদিগেরে অর্পণ করে তাহারা সেই ভার পাইয়া সেই ভূম্যধিকারিদিগের বুদ্ধি নষ্ট করিবার জন্য এমত চেষ্টায় থাকে যে কোন মতে সেই ভূম্যধিকারিদিগের বাসনা ও শক্তি পুনরায় তাহারদিগের অধিকারভূমি তাহারদি

গের হস্তবশ করিবার বিষয়ে হইতে পারে না এমতে ভূম্যধিকারিরা মন্দ হইলে কেবল তাহারদিগেরি অকার্য্য হয় এমত নহে তাহারদিগের গোমাস্তাসকলের তসরুফাৎ ও দুষ্ক্রিয়ায় তাহারদিগের অধিকারস্থ প্রজাদিগের সকল লোকের অকার্য্য এবং সরকারের মালগুজারীর খলল হয় ও দেশের পত্তন ও আবাদের আধিক্যও হইতে পারে না অতএব সরকারের কর্ত্তব্য এই যে উত্তরকাল ভূম্যধিকারিদিগের মঙ্গলার্থে এবং তাহারদিগের বিদ্যাহীনতা এবং অতিশিশুকাল কুক্রিয়ার অভ্যাসেতে রাজ্যের যেং অমঙ্গল অবশ্য জন্মিবেক তাহাহইতে রাজ্য রক্ষা করণার্থে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরহইতে তাহারদিগের ভূমিতে অধিকার ও এখ্তিয়ার হইবার কারণ বয়সের কালনিয়ম অধিক করিয়া দেওয়া যায় ও এমতে অধিককাল নিয়ম করিলে যে সকল লোক তাহারদিগের সংসারের অধ্যক্ষ থাকে তাহারাও চেষ্টাপূর্ব্বক সেই সকল ভূম্যধিকারিকে তাহারদিগের অধিকারভূমির সকল কার্য্য চালানের উপযুক্ত করে অতএব নীচের লিখনানুসারে হুকুম নির্দ্দিষ্ট ও জারী করা গেল ইতি।

২ ধারা।

অপ্রাপ্তব্যবহারাবস্থার নিয়ম ১৮ বৎসরপর্য্যন্ত করিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১০ দশম আইনের ২৮ অষ্টাবিংশতি ধারায় সরকারের মালগুজার ভূম্যধিকারী হিন্দু ও মুসলমানের অধিকারভূমিতে তাহারদিগের অধিকার ও এখ্তিয়ার হইবার বিষয়ে হুকুম লেখা যায় যে তাহারদিগের অপ্রাপ্তব্যবহারাবস্থা ১৫ পঞ্চদশ বৎসর গতপর্য্যন্ত থাকিবেক সে হুকুম রদ করিয়া তাহারদিগের অপ্রাপ্তব্যবহারাবস্থার সংখ্যা ১৮ অষ্টাদশ বৎসর গতপর্য্যন্ত ধার্য্য করা গেল ইতি।

৩ ধারা।

সাধারণ ভূমির পুরুষ অধিকারিদিগের প্রতি ঐ হুকুম চলিবার কথা।

জানিবেন যে সাধারণ ভূমির যে অধিকারিদিগের অধিকারভূমির সরবরাহের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের ২৩ ত্রয়োবিংশতি ধারায় হুকুম লেখা যায় তাহারদিগের প্রতিও উপরের লিখিত ধারাক্রমের হুকুম চলন হইবেক ইতি।

সমাপ্ত।

A True Translation,
H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ২৭ সপ্তবিংশতি আইন।

ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১১ জুন ও ২৮ জুলাই ও তাহার পর যে যে তারিখে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরহইতে সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যের শায়েরাৎ মৌকুফের এবং তাহার এওজে সরকারের মালগুজার যে যে ভূম্যধিকারী ও ইজারদারেরা ও নিস্কর ভূমির কর্ত্তারা যাহা মজুরা পাইবার বিষয়ে যে যে হুকুম জারী হইয়াছে তাহার পরিবর্ত্তে পরিষ্কার ও দুরস্ত করিবার আইন ঐ শ্রীযুত ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১ পহিলা মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২০৭ সালের ১৯ রমজানে জারী করিলেন।

পূর্ব্বাবধি বিখ্যাত আছে যে সায়রাতের দান জগাৎ অর্থাৎ হাসিলমাসুলের নির্দ্ধারণ ও তাহা তহসীলকরণ সরকারের কর্ত্তব্য এতদ্ভিন্ন সরাকরের বিনাহুকুমে ঐ হাসিলমাসুলের নির্দ্ধারণ ও তহসীলকরণের ক্ষমতা কাহারো নাই অতএব তদনুসারে এদাঁড়াও দীপ্তিমান আছে যে কালক্রমের হাকিমের অনুমতিব্যতিরেকে কেহ গঞ্জ ও হাট ও বাজার বসাইতে শক্তি রাখে না আর সকল যবন বাদশাহের ও তাঁহারদিগের নায়েবদিগের আমলে ঐ ক্ষমতার্পণের সনন্দ দেওয়া যাইত এতদ্দৃষ্টে এবং তওয়ারীখ এতাবতা রাজকীয় ব্যাপারের প্রাচীন কথার সংগ্রহানুসারে প্রমাণ জানা গেল যে কালক্রমের হাকিম সকলেই ঐ ক্ষমতাচরণ কেবল আপনারদিগের নিজের কর্ত্তব্য জানিতেন আর ইঙ্গরেজের আমলে সায়রাতের বিষয়ে বিলায়তের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের যে সকল হুকুম ও এজহার ও ইশ্‌তিহারনামা কালেং হইয়াছে সে সমস্তও ইহার প্রতিপোষক দৃষ্টান্ত যে শ্রীযুত প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা সরকার কোম্পানী বাহাদুর ঐ ক্ষমতা নিতান্তই নিজের কর্ত্তব্য জানিয়াছেন তথাপি উপযুক্ত বোধ হইয়াছিল যে ঐ ক্ষমতাচরণ ভূম্যধিকারিদিগের প্রতি অর্পণ করা যায় এবং সরকার বেশীলজনের নিবারণার্থে কোনং আইন নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন এবং কোনং সময়ে নির্দ্দিষ্ট হাসিলমাসুল রদসহী কিম্বা মৌকুফের কারণেও মনোযোগী হইয়াছিলেন কিন্তু ক্রমেং জানা গেল যে দৌরাত্ম্য নিবারণের অর্থে হওয়া হুকুমসকল নিতান্তই অনর্থক ছিল অতএব ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১১ জুনে এমত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল যে ঐ হাসিলমাসুলে ধার্য্য ও তহসীলের ক্ষমতা সমস্তই ভূম্যধিকারিদিগের হস্তহইতে উঠিয়া তাহা সরকারের কার্য্যকারকদিগের কর্ত্তব্য হয় আর এই উদ্যোগের প্রতি যে সকল সমুচিত করণের বাঞ্ছা ছিল তাহার এক এই যে এদেশী নানাপ্রকার ব্যয়ব্যসনের দ্রব্যসামগ্রী ও আমদানী ও রপ্তানী

সকল

সকল জিনিসের উপর যে হাসিল জবর হইয়াছিল তাহা সমস্তই নিশ্চয় মৌকুফহ ওন। দ্বিতীয় এই যে যে কোন দ্রব্যবিশেষের ক্রয়বিক্রয় কেবল খাসসওদাক্রমে প্রচরূপে হইত তাহা এবং লোকেরা যে সকল বস্তুর প্রতি নিতান্তই আপনারদিগের নিজের স্বত্বাধিকার রাখিত ইহা সমস্তই গরীব দুঃখিদিগের ক্ষতির জন্যে ছিল তাহাও মৌকুফ হইবেক। তৃতীয় এই যে মহাজনী ব্যাপারের প্রতুল ও সমস্ত প্রজাদিগের বিহিত যাহা ঐ সকল প্রাকৃতিক দূরের সমুচিতের দ্বারা জানা যায় তাহাও প্রকাশ পায় এবং ঐ ক্ষমতানুসারে কর্ম্মকরণের আর ফল এই যে সরকারের রাজস্ব বেশীকরণ অত্যাবশ্যক হইলে ভূমির করবেশী করণব্যতিরেকে তাহা সিদ্ধ হইতে পারে কিন্তু সে আশয়ের মর্ম্ম কিছু আর ছিল। চিরকালের বাঞ্ছা ইহাই ছিল যাহা আদৌ প্রসঙ্গ হইল অর্থাৎ মহাজনী ব্যাপারের প্রতুল ও প্রজাবর্গের বিহিত। আর উপরের লিখিত উদ্যোগের দ্বারা শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের বাসনা এমত ছিল না যে ভূম্যধিকারিরা সায়রাতের হাসিল মাসুলের নামে যাহা লইত তাহা ফলিতার্থে হাসিল ছিল না বরং ভূমির রাজস্ব কিম্বা দোকানের কেরায়া অথবা তাহারদিগের অন্যং স্থানের ভাড়ার ন্যায় ছিল তাহাও মৌকুফ হয়। কিন্তু পূর্ব্বে গঞ্জ ও হাট ও বাজারসকলের হাসিলমাসুল তহসীলের কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া লোকদিগের মারফতে গোলা ও দোকানসকলের কেরায়া উসুল হইত এবং এই দুই রকমের জমার স্থান প্রায় ইজারাই হইত আর মধ্যেং বাগাতের ও পশুচারণী স্থানের ও মৎস্য ধরা মাছুয়াদিগের জমা ফলকর ও বনকর ও জলকরের নামে সায়রাতের শামিল হইত এপ্রযুক্ত ঐ শ্রীযুত এবিষয়ের চলন মৌকুফের কালে অনুমান করিয়াছিলেন যে ভূম্যধিকারিদিগের অধিকারভূমির রাজস্ব এবং তাহার মধ্যের স্থান স্থানের গোলা ও দোকানওগয়রহের কেরায়া আর ফলকর ও বনকর ও জলকরের জমা মৌকুফী সায়েরের শামিল জানা যাইবেক না এইহেতুক যে এমত রাজস্ব ও কেরায়া বস্তুত্বে ভূম্যধিকারিদিগের নিজের সমস্ত স্বত্বাধিকারের মধ্যের হয়। যে সকল দ্রব্যসামগ্রীর হাসিলমাসুল সরকারের চিহ্নিত স্বত্বে আছে তাহার ন্যায় জ্ঞান না হয়। আর হাসিলমাসুল উসুলের ক্ষমতা দূর হইবাতে যাহারদিগের ক্ষতি হয় তাহারদিগেরে তাহার এওজে যে টাকা দিবার নির্দ্ধারণ হইয়াছিল তাহার এক এই যে হজুরের বিনা পরওয়ানগীতে ঐ ক্ষমতাচালান কর্ত্তব্য ছিল না একারণ স্পষ্ট আছে যে সরকারের হুকুম না পাইয়া ঐ ক্ষমতা চালাইলে সরকারের স্বত্বাধিকারের প্রতি হস্ত নিক্ষেপ করা হয় ও তাহা করিতে হাসিল মৌকুফের এওজ পাইবার কি অধিকার অর্শে বরং এমত বিষয় ছিল যে সেই ব্যক্তি অসঙ্গত যে হাসিলমাসুল লইয়া থাকে তাহার স্থানে তাহার নিশা লওয়া যায় কিন্তু বিখ্যাত আছে যে প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা সরকার কোম্পানী আপন দেওয়ানী হইবার সময়হইতে এবিষয়ের তদারকের ধার্য্য করিয়াছিলেন অতএব তাহা কর্ত্তব্যের ব্যবস্থা কেবল ঐ দেওয়ানী হইবাবধি যে সকল হাসিল মাসুল লওয়া গিয়াথাকে তাহার টাকার প্রতিই রাখিয়াছেন। দ্বিতীয় এই যে শ্রীযুত

প্রধান

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ২৭ সপ্তবিংশতি আইন॥

প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা সরকার কোম্পানী সর্ব্বদাই জবর হাসিল মৌকুফের কর্ত্তৃত্ব স্বহস্তে রাখিয়াছেন অতএব স্পষ্ট আছে যে সরকারের কৃতনিষেধের অন্যথা যে হাসিল মাসুল উসুল হইত তাহা সমস্তই অসঙ্গত কমবেশীতলবের মধ্যে ছিল আর যাহারা তাহা লইয়াথাকে তাহারদিগেরো তাহা মৌকুফের এওজ পাইবার স্বত্বাধিকার নিশ্চয় ছিল না। তৃতীয় এই যে যাহারা এমত অসঙ্গত হাসিলমাসুলের আমদানীর মৌকুফে ব্যামোহ পায় ঐ হাসিল মাসুল লইবার স্বত্বরহিততাজন্যে তাহারদিগের গতিক ও আহ্বানের ক্ষীণতায় প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা সরকারের মনোযোগকরণ উচিত ছিল একারণ এমত ধার্য্য হইয়াছিল যে বিবেচনার কালে তাহারদিগের প্রত্যেকের আহ্বান বুঝিয়া বিবেচনা করা যাইবেক। চতুর্থ এই যে যে নিষ্কর ভোগীরা গঞ্জ ও হাট ও বাজার বসাইবার অর্থে সরকারের পরওয়ানগী পাইয়া বস্তুতঃ সেই হাসিলমাসুল লইবার শক্তি রাখিত তাহারা সেই গঞ্জওগয়রহের সালিয়ানা যে উৎপন্ন পাইত তাহার সংখ্যার অনুসারে তাহা মৌকুফের এওজ পাইবার স্বত্ববান জানা ছিল। পঞ্চম এই যে সরকারের যে মালগুজারেরা গঞ্জ ও হাট ও বাজার সকলের হাসিলমাসুল তহসীলের অর্থে হুকুম পাইয়াছিল তাহারদিগের সম্বন্ধে হজুরের হুকুমমতে যে লাভ সঙ্গত ছিল সেই লাভের এওজ তাহারদিগের ন্যায্য পাওনা জানা গিয়া হজুরের আইনের মতে সেই লাভের সংখ্যা সেই সকল গঞ্জওগয়রহের হাসিলমাসুলের ওয়াসিলাতের দশমাংশের প্রতি ছিল অতএব সায়েরাৎ মৌকুফের এওজের টাকা সেই সংখ্যার অনুসারে তাহারদিগের ন্যায্য প্রাপ্তব্য অর্থাৎ হক জানা গেল এপ্রযুক্ত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে উপরের লিখিত বিষয় বিবেচনাক্রমে এই ক্ষণের উচিত বিধানে কোনং হুকুম আপন অভিপ্রায়মত ঐ লোকদিগের মানসসিদ্ধি হইবার ও প্রজারদিগের অতিশয় ক্লেশ না হইবার অর্থে সকল কালেক্টরসাহেব ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কার্য্যোপদেশের নিমিত্তে করিয়াছিলেন কিন্তু সায়েরাতের হাসিলমাসুল তহসীলের কার্য্য সরকারের কার্য্যকর্ত্তাদিগের হস্তে অর্পণ হইলে পর জানা গেল যে সেই হাসিলমাসুল এমত বহুতর ও জড়িযুক্ত এবং অন্যায়মূলক নির্দ্দিষ্ট আছে যে তাহাতে সরকারের লাভোদয় হওনের এবং মহাজনী ব্যাপার ও এদেশী লোকদিগের ব্যবসায় চলা ভার না হওনের ব্যবস্থা করা অসাধ্য অতএব ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ২৮ জুলাইতে এমত হুকুম নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যে সায়েরাতের হাসিল বিশেষ কএক বিষয়ছাড়া তিন সুবায় মৌকুফ হয় ও উত্তরকাল তাহার স্থানে অপর হাসিল কিম্বা আবওয়াব ধার্য্য স্থগিত থাকে এইহেতুক ঐ শ্রীযুত উচিত জানিতেছেন যে প্রথমতঃ বাজেয়াপ্তের তারিখ ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১১ জনহইতে সায়েরাতের বিষয়ের যে সকল আইন অদ্যাবধি ধার্য্য হইয়াছে সে সমস্তই বড় ছোট সকলের মধ্যে শোহরৎ যত হইতে পারে হয় অতএব ঐ শ্রীযুত সেই সকল আইনকে এই আইনের শামিল করাইলেন এবং ঐ সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট করা সকল আইনের যেং আইন তাহার পরে নির্দ্দিষ্ট হওয়া অন্য আইনের কি এই আইনের কিম্বা এই আই

নের তারিখে নির্দ্দিষ্ট করা অন্য আইনের দ্বারা সম্যক কি তাহার কতক ২ধারা কি মতান্তর করা কি রদ করা গিয়াছে তাহাছাড়া সেই আইনসমস্তই এইক্ষণেও সাব্যস্ত ও বরকরার জ্ঞান হয় ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১১ জুনের নির্দ্ধারিত সায়ের বাজেয়াপ্তী আইনের মধ্যের হুকুম।

২ ধারা।

সরকারের কার্য্যকারকদিগের দ্বারা হাসিল ও আবওয়ার লইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—সেই আইনের ১ প্রথম ধারা এই যে উত্তরকাল কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা অ ন্যের ক্ষমতা থাকিবেক না যে সায়েরাতের মোতালক কোন হাসিল ও আবওয়ার লয় ইহাতে কেবল এই কার্য্যের নিমিত্তে কোন২ আমলা নিযুক্ত হইয়া তাহারদিগের কর্ম্মচলনার্থে যে সকল আইন নির্দ্দিষ্ট হয় তদনুসারে তাহারদিগের মারফতে সরকারের তরফে ঐ সমস্তহাসিল উসুল হইবেক।

উপরের নিষেধের মধ্যে ভূমির রাজস্বও বাটী আদির কেরায়া গণ্য না হইয়া তাহা পূর্ব্বমতে তাহার অধিকারিকে অর্শিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—সেই আইনের ২ দ্বিতীয় ধারা এই যে অধিকারের মধ্যের ভূমি পত্তন আবাদের অনুসারে কিম্বা বাটী অথবা দোকান কিম্বা অন্য স্থান নির্ম্মাণের দ্বারা প্রতিমাসে কিম্বা সম্বৎসরে যে লাভ প্রসক্তি আছে কিম্বা পশ্চাৎ হয় সে সমস্তই প্রকৃতার্থে সেই ভূমির রাজস্ব ও বাটীদিগরের কেরায়া হাসিল ও আবওয়ারের ন্যায় নহে অতএব উপরের লিখিত নিষেধের মধ্যে সেই লাভ না জানা গিয়া যে ভূম্যধিকারিরা তাহার স্বত্ববান ও হকদার হয় তাহারদিগেরে তাহা পূর্ব্বমতে অর্শিবেক।

গঞ্জওগয়রহের বাজেয়াপ্তে উপরের লিখিত প্রভেদ দৃষ্ট রাখিতে কলেক্টরসাহেবদিগেরে হুকুমের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—সেই আইনের ৩ তৃতীয় ধারা এই যে কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে উপরের লিখিত হুকুমমতে গঞ্জ ও হাট ও বাজারসকলের বাজেয়াপ্ত হাসিলমাসুল ও রাজস্বাদির মধ্যে যে প্রভেদ ১ প্রথম ও ২ দ্বিতীয় প্রকরণে স্পষ্ট করা গেল তাহা সর্ব্বতোভাবে সাবধানে বহাল রাখেন্ এই রূপে যে ১ প্রথম প্রকরণের লিখিতের ন্যায়ের সমস্ত ওয়াসিলাৎ বিনাতফাতে অর্থাৎ প্রকৃতপ্রস্তাবে বাজেয়াপ্ত করেন্ আর ২ দ্বিতীয় প্রকরণের লিখিতের ন্যায়ের ওয়াসিলাৎ বাজেয়াপ্ত না করেন্।

গঞ্জওগয়রহের এতমামের কারণ যোগ্য লোকদিগেরে নিযুক্ত করিয়া তাহারদিগেরে এই ধারার লিখিত হিসাব রাখিবার অর্থে হুকুম করিতে কালেক্টরসাহেবদিগের প্রতি তাকীদের কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—সেই আইনের ৪ চতুর্থ ধারা এই যে কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের মোতালক সীমাসরহদ্দের মধ্যের এক২ গঞ্জ ও হাট ও বাজারের এতমামের কারণ উপযুক্ত লোকদিগেরে নিযুক্ত করিয়া তাহারদিগেরে হুকুম করেন্ যে আপনারদিগের সনহালের দরুণ ওয়াসিলাতের হিসাব বেওরা করিয়া রাখে আর যে যে রকম জিনিসের হাসিল লওয়া যায় তাহার রকম সেই হাসিলের বেওরা নিদর্শনে পৃথক২ লিখে এবং যে কোন স্থানের গতিকদৃষ্টে যে সকল হুকুম দেওয়া আবশ্যক জানেন্ তাহাছাড়া উপরের লিখিত যে সকল হুকুম সর্ব্বসাধারণের মতে আছে তাহা সমস্তই সেই সকল লোকের প্রতি দেন্। ইহাতে সেই সকল হুকুমের বেওরা এক এই যে রাহাদারী ও চলন্তাওগয়রহের ন্যায় সরকারের নিষিদ্ধ সমস্ত হাসিল

রাহাদারীওগয়রহের ন্যায় হাসিল মৌকুফের কথা।

হাসিল মৌকুফ রাখেন্। দ্বিতীয় এই যে খাস সওদার পদ ও দস্তুর এবং খাসের মতে জিনিস তৈয়ার ও বিক্রয়ের ক্ষমতা দূর করিয়া কালেকটর সাহেবের মঞ্জুরীতে ঐ মধ্যসরূপ সেই হাসিলের টাকার এওজে একং জিনিসের উপর হাসিল ধার্য্য করিয়া সেই টাকা তাহা তৈয়ার কিম্বা বিক্রয়ের কালে লন্। তৃতীয় এই যে এইক্ষণে যে সকল হাসিলমাসুলের চলন ও জারী আছে সে সমস্তই ঐ মর্ম্মদৃষ্টে যত সঙ্গত হয় তাহা এই ক্ষণের শরেমাফিক সন হালের আখিরীতক উসুল করেন্।

খাসের মতে জিনিস তৈয়ার ও বিক্রয়ের পদ উঠাইবার কথা।

সঙ্গত হাসিল লইবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—সেই আইনের ৫ পঞ্চম ধারা এই যে হাল সাল গেলেপর হাসিল উসুলের কার্য্যে নিযুক্তহওয়া লোকেরা কালেক্টরসাহেবদিগের নিকটে যে হিসাব দেয় তাহাতে সেই সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহার খোলাসাযুক্তে একং রকম হাসিলের বন্দোবস্ত কারণ যে সকল দাঁড়া ঠাহরেন্ তদর্থে যে যে বিষয়ের বৃত্তান্ত বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের জ্ঞাতহওন আবশ্যক তাহার বেওরা লিখিয়া ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্।

এই ধারার লিখিত মর্ম্মযুক্তে হাসিলের হিসাবের খোলাসা সনহাল গত হইলে পর বোর্ড রেবিনিউতে পাঠাইতে কালেক্টর সাহেবদিগেরে হুকুমের কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—সেই আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারা এই যে কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের সীমাসরহদ্দের মোতালকের মধ্যে সন হালের হাসিলমাসুল তহসীলের কারণ যত আমলা ঠাহরকরণ আবশ্যক জানেন্ তাহা করেন্ ও তাহারদিগেরে ঠাহরিতে সর্ব্বতোভাবে কেফাইৎ হইবার প্রতি দৃষ্টি রাখেন এবং তাহা মঞ্জুর ও নামঞ্জুর করিবার ভার বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের প্রতি আছে ইহার উপরেও দৃষ্টি থাকে।

কালেক্টরসাহেবেরা হাসিল তহসীলের নিমিত্তে আমলা ঠাহরাইবার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—সেই আইনের ৭ সপ্তম ধারা এই যে আবকারীর হাসিল সেওয়ায় নিষ্কর ভূমির মধ্যের গঞ্জ ও হাট ও বাজারওগয়রহের যে মাসুল কিছুইঅদ্যাবধি সরকারে দাখিল না হইয়া থাকে তাহার যাহা সনহালে উসুল হয় তাহার মধ্যে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের মঞ্জুরী আমলাদিগের আখরাজাতবাদে বাকী সমস্তই যাহারা সায়ের বাজেয়াপ্ত না হইলে তাহার স্বত্ববান ও হকদার হইত তাহারদিগের স্থানে রসীদ লইয়া মাসেং দেওয়া যাইবেক।

নিষ্করভূমির মধ্যের গঞ্জওগয়রহের হাসিল যাহা উসুল হয় তাহা তাহার বৃত্তিভোগী অধিকারিদিগেরে দেওয়া যাইবার কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ—সেই আইনের ৮ অষ্টম ধারা এই যে যে সকল হাসিল বাজেয়াপ্ত হইয়াছে তাহাসেওয়ায় করসম্পর্কীয় ভূমির স্থিত জায়দাদদৃষ্টে ১০ দশসনী বন্দোবস্তের দাঁড়ানুসারে সরকারের জমা ধার্য্য হইবেক। আর আবকারীর মাসুল ছাড়া সরকারের জায়দাদের মধ্যের কিম্বা শামিলের করসম্পর্কীয় ভূমির উপর গঞ্জ ও হাট ও বাজারওগয়রহের হাসিল যাহা পূর্ব্বাবধি থাকে ও সন হালে উসুল হয় তাহার মধ্যে মঞ্জুরী আমলার আখরাজাতবাদে যে বাকী থাকিবেক তাহার দশভাগের এক ভাগ সেই সকল ভূমির অধিকারিদিগেরে অর্শিবেক নয় ভাগ সরকার দাখিল হইবেক। পশ্চাৎ যদি সেই টাকার আপত্তি হয় তবে আদৌ কালেক্টরসাহেবের সাক্ষাৎ

সায়েরের হাসিলছাড়া করসম্পর্কীয় ভূমির স্থিতের উপর সরকারের জমা ধার্য্য হইবার কথা।

করসম্পর্কীয় ভূমির সায়েরের হাসিলের দশমাংশ সেই ভূমির অধিকারিদিগেরে অর্শিবার কথা।

ঐ দশমাংশের আপত্তির মোকদ্দমার নি

ষ্পত্তি কালেক্টরসাহেবের সাক্ষাৎ ও তাহার আপীল বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের সমক্ষে হইবার কথা।

ক্ষাৎ তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক তদনন্তর আপীলের দরখাস্ত দিবার জন্যে কালের নিয়ম শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের আইনের মতে নির্দ্ধারিত আছে সেই কালের মধ্যে যদি তাহার আপীলের দরখাস্ত বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে গুজরে তবে তথায় তাহার আপীল হইতে পারিবেক।

যাহারা ইহার পূর্ব্বে সায়েরের হাসিল উসুল করিয়া থাকে তাহারা কালেক্টরসাহেবের নিযুক্তকরা লোকদিগের সঙ্গে রুজুনবীস প্রবৃত্ত করিতে ক্ষমতা রাখিবার কথা।

৯ নবম প্রকরণ।—সেই আইনের ৯ নবম ধারা এই যে যাহারা অদ্যাবধি আপনারদিগের কি করসম্পর্কীয় কি নিষ্কর ভূমির দরুণ গঞ্জ ও হাট ও বাজারওগয়রহের হাসিল উসুল করিয়াছে তাহারদিগবে সমাচার দেওয়া যাইবেক যে তাহারা কালেক্টরসাহেবের নিযুক্তকরা লোকদিগের সনহালের ওয়াসিলাতের হিসাবের রুজু লিখিবার কারণ আপনারদিগের পক্ষের লোক প্রবৃত্ত করিতে ক্ষমতা রাখিবেক আর রুজুনবীস প্রবৃত্ত হইলে কালেক্টরসাহেব আপন নিযুক্তকরা লোকদিগেরে হুকুম দিবেন যে তাহারা আপনারদিগের ওয়াসিলাতের যে হিসাব পাঠায় তাহাতে রুজুনবীসদিগের দস্তখৎ করায়।

গঞ্জওগয়রহের ভোগবানদিগেরে সায়ের বাজেয়াপ্তীর এওজে যাহা দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

১০ দশম প্রকরণ।— সেই আইনের ১০ দশম ধারা এই যে সকল গঞ্জ ও হাট ও বাজারওগয়রহের ভোগবানদিগেরে সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে তাহারা শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের দেওয়ানী হইবার পরে কি কালক্রমের হাকিমের হুকুম মতে কি আদ্যোপান্তের দাঁড়াক্রমে যে হাসিল উসুল করিত তাহা প্রতি সরকারের বাসনা এমত আছে যে তাহারা সেই হাসিলের দ্বারা যে লাভের স্বত্ত্ববান ছিল তাহার এওজ পশ্চাৎ দেওয়া যাইবেক অতএব সেই এওজের সংখ্যা নির্ণয়ের উত্তরসাধকতা সরকারে পাইবার নিমিত্তে সেই সকল গঞ্জওগয়রহের ভোগবানদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারা যে নিদর্শনক্রমে গঞ্জওগয়রহের হাসিল লইয়াছে তাহার কৈফিয়ৎ আর কোম্পানী শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানী হইবার পূর্ব্বে তাহারা গঞ্জওগয়রহ বসাইয়াছে ইহার প্রমাণ প্রযোগের বেওরা ঐ কৈফিয়তদিগরের তলবে যে ইশ্তিহারনামা দেওয়া যাইবেক তাহার তারিখহইতে তিন মাসের মধ্যে কালেক্টরসাহেবদিগের নিকটে দেয়।

ঐ এওজের স্বত্বের ও দাওয়ার প্রমাণ দাখিল হইবার কারণ মিয়াদ ধার্য্যের কথা।

গঞ্জওগয়রহের ভোগবানদিগের দেওয়া কৈফিয়ৎ বিবেচনা করিয়া এই ধারার লিখিত মর্ম্মযুক্তে আপনারদিগের রোয়দাদ বোর্ড রেবিনিউতে পাঠাইতে কালেক্টরসাহেবদিগেরে হুকুমের কথা।

১১ একাদশ প্রকরণ।—সেই আইনের ১১ একাদশ ধারা এই যে কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে উপরের ধারার লিখিত কৈফিয়ৎ পাইলে তৎকালে কিম্বা তাহার পর যত ত্বরাতে হইতে পারে তাহার আদ্যোপান্তের ভালমন্দের বিবেচনা ও তহকীককরণে মনোযোগী হইয়া আপনারদিগের বিবেচিত বেওরা রোয়দাদের সারার্থ অর্থাৎ খোলাসা এবং ৫ পঞ্চম প্রকরণের লিখিত হিসাবের খোলাসা সনহাল গত হইলে পর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠান আর গঞ্জওগয়রহের হাসিল লইবার স্বত্বাধিকার কাহারো প্রকৃত আছে কি না এমত সন্দেহ হইলে এরূপ একং বিষয়ের প্রতি আপনারদিগের বিবেচনায় যাহা আইসে তাহাও সেই রোয়দাদওগয়রহের শামিলে পাঠান। ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তাহা পাইলে পর উচিত যে তাহার

কালেক্টরসাহেবদিগের পাঠান রোয়দাদ

অপর

অপর যে সংবাদ জ্ঞাতহওন আবশ্যক হয় তাহা তলব করিয়া লইয়া সেইসকল রোয়দাদওগয়রহসমেত সেই পুস্তক বিষয়ের প্রতি আপনারদিগের বিবেচনায় যে আইসে তাহা লিখিয়া শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সোলের হুজুরে পাঠান্ ঐ শ্রীযুত তাহা পাইলে পর গঞ্জওগয়রহের অধিকারিদিগের সেই এওজ পাইবার অধিকারের ও তাহা দিবার প্রকারের নির্ণয় করিবেন।

১২ দ্বাদশ প্রকরণ।—সেই আইনের ১২ দ্বাদশ ধারা এই যে যে কেহ এই আইনের অন্যথা কিছু হাসিল লয় কিম্বা তাহা লইতে সহকার হয় তাহার নামে তদর্থে দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারে আর দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এমত সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার তারিখহইতে ১০ দশ দিনের মধ্যে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তিতে মনোযোগী হইয়া আসামীর ত্রুটি প্রমাণ হইলে আদালতের খরচাসমেত সেই আসামির শক্ত্যনুসারে এক ভারী দণ্ডের ডিক্রী ফরিয়াদীর প্রাপ্য অর্থাৎ হকে করিয়া তাহা নির্দ্ধারিত উদ্যোগক্রমে উসুল করেন্।

১৩ ত্রয়োদশ প্রকরণ।—সেই আইনের ১৩ ত্রয়োদশ ধারা এই যে যে সকল গঞ্জ কিম্বা হাট অথবা বাজারের মাসুল বাজেয়াপ্ত হয় তাহার হাসিলহইতে যে সকল স্থানে লোকদিগের মুশাহেরা খয়রাতের মতে কিম্বা পুণ্যক্রিয়ার ব্যয়ার্থে নির্দিষ্ট থাকে সে সকল স্থানের কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহার ফর্দ্দসমেত সেই সকল মুশাহেরা হইবার কালের ও তাহার সংখ্যার এবং যে খয়রাৎ মৌকুফ হইলে তাহারা ব্যামোহ পায় এমত খয়রাৎ পাইবার যোগ্য সেই মুশাহেরাদারেরা হয় কি না ইহার কৈফিয়ৎ লিখিয়া পাঠান্।

১৪ চতুর্দ্দশ প্রকরণ।—সেই আইনের ১৪ চতুর্দ্দশ ধারা এই যে শহর কলিকাতার সীমাসরহদ্দের মধ্যের গঞ্জ ও হাট ও বাজারসকলের প্রতি এ সকল দাঁড়া চলিবেক না।

১৫ পঞ্চদশ প্রকরণ।—সেই আইনের ১৫ পঞ্চদশ ধারা এই যে কালেকটরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে উপরের প্রকরণসকলের লিখিত হুকুম জারী ও চলনকরণে সর্ব্বপ্রকারে মনোযোগ রাখেন্ আর উচিত যে ঐ সকল হুকুম ও তাহার তরজমা পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষায় ছাপা হইয়া সমস্ত জিলায় সকলের জ্ঞাতসারের জন্যে প্রকাশ ও শোহরৎ হয় ইতি।

ওগয়রহ পাইবেগার ... হা সায়েরাতের ... বার নিষ্পত্যর্থে ... রহুজুর কৌন্সেলে ... ইতে বোর্ড রেবিনিউ সাহেবদিগেরে হুকুমের কথা।

যে কেহ এই আইনের অন্যথায় কিছু হাসিল লয় তাহার নামে নালিশ আদালতে হইয়া তাহার ত্রুটি প্রমাণপূর্ব্বকে জজসাহেব যে মতে ডিক্রী করিবেন তাহার কথা।

সায়েরের মুশাহেরাদারদিগের বন্দ ও মুশাহেরা হইবার কাল ও তাহার সংখ্যা এবং তাহারা খয়রাৎ পাইবার যোগ্য কি না লিখিয়া পাঠাইতে কালেক্টরসাহেবদিগেরে হুকমের কথা।

শহর কলিকাতার সীমাসরহদ্দের মধ্যের গঞ্জ ওগয়রহের প্রতি এসকল দাঁড়া না চলিবার কথা।

এই আইনের সকল হুকুম চালানের জন্যে এবং পারসী ও বাঙ্গলা ভাষার তরজমাসমেত ইহা প্রচার হইবার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগী হইতে কালেক্টরসাহেবদিগেরে হুকুমের কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ২৩ জুনের নির্দ্ধারিত আইনের মধ্যের হুকুম।

৩ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১১ জুনের নির্দ্ধারিত আইনের ৭ সপ্তম ও ৮ অষ্টম ধারানুসারে হুকুম আছে যে করসম্বন্ধীয় ও নিষ্কর ভূমির মধ্যের গঞ্জ ও হাট ও বাজারসকলের সনহালের হাসিল উসুলের কারণ সরকার তরফ যে সকল আমলা নিযুক্ত হয় তাহারদিগের আখরাজাৎ সেই সকল হাসিলহইতে দেওয়া যাইবেক এইক্ষণে

সায়েরের হাসিল উসুলের কারণ সরকারহইতে যে আমলারা নিযুক্ত হয়. তাহারদিগের আখরাজাৎ উত্তরকাল

এমত

সরকারহইতে দেওয়া যাইবার কথা

এমত হুকুম হইল যে পশ্চাৎ সেই আখরাজাৎ সরকারহইতে দেওয়া যাইবেক অতএব কালেক্টরসাহেবদিগেরে হুকুম আছে যে সেই সকল গঞ্জওগয়রহের ভোগবানদিগেরে তাহার হাসিল আমলাদিগের আখরাজাৎ কর্ত্তন না করিয়া সমস্তই দিতে থাকেন্ ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ২৮ জুলাইর নির্দ্ধারিত সায়েরাতের হাসিল মৌকুফের আইনের মধ্যের হুকুম।

৪ ধারা।

সায়েরাতের তহসীলের সিরিস্তায় বেশীতলবের দৌরাত্ম্য নিবারণাদির এবং যাবৎ নিষ্কর ভূমির মধ্যে ক্ষুদ্রগঞ্জওগয়রহের বৃত্তিভোগী অধিকারিদিগের এওজ মুশাহেরার ধার্য্য না হয় তাবৎ তাহার আনওয়ানে কিঞ্চিৎ২ সরকারহইতে তাহারা পাইবার কথা।

পূর্ব্বে সায়েরাৎ তহসীলের সিরিস্তার প্রতি বেশী তলবের যে দৌরাত্ম্য হইয়াছিল তাহার নিবারণার্থে এবং তাহার নিবারণের দ্বারা মহাজনী ব্যাপারের প্রতুল এবং এদেশস্থ প্রজাবর্গের বিহিত যাহা জানা আছে তন্নিমিত্তে এমত নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যে সেই সকল হাসিল ধার্য্য ও তহসীলের ক্ষমতা ভূম্যধিকারিদিগের হস্তহইতে উঠিয়া সরকারে থাকে কিন্তু ঐ বাঞ্ছা সফলার জন্যে এইক্ষণে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে এমত নির্দ্ধারিত হইল যে সরকারী হাসিলছাড়া হিন্দুদিগের তীর্থ ও তপস্যার স্থান গয়াপ্রভৃতির যাত্রিদিগের মাসুলের আর পূর্ব্বের হুকুমসকলের মতে যে আবকারীর হাসিলের তহসীল সরকারের কর্ত্তব্য আছে এবং শহর কলিকাতার সীমাসরহদ্দের মধ্যের গঞ্জ ও হাট ও বাজারসকলের হাসিল এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১১ জুনের নির্দ্ধারিত আইনক্রমে যে সকল মাসুল ভূম্যধিকারী ও গঞ্জওগয়রহের ভোগবানদিগেরে দেওয়া গিয়াছে অর্থাৎ যাহাকে সেই সকল অধিকারের মধ্যের স্থান স্থানের ভূমির রাজস্ব এবং বাটী ও দোকানওগয়রহের কেরায়া ও ফলকর ও জলকর ও বনকর বলা যায় এতদ্ভিন্ন যে যে হাসিল ও আবওয়াবওগয়রহ ওয়াসিলাৎ সায়েরাতের নামে খ্যাত সাহেবলোক কি এদেশের অধিকারিদিগের মারফতে কি তাঁহারদিগের নিজার্থে কি সরকারের তরফে তিন সুবার মধ্যের সকল গঞ্জ ও হাট ও বাজারসকলে উসুল হইত তাহা সমস্তই মৌকুফ হইয়া তাহার এওজের নিমিত্তে ঐ শ্রীযুত এমত নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে সরকারের নিষিদ্ধ হাসিলসেওয়ায় অন্য হাসিল মাসুলের ওয়াসিলাতের ১০ দশ বৎসরের অনূর্দ্ধ যত সনের হিসাব মিলে তাহার মধ্যম অর্থাৎ গড়ে হারহারির আনওয়ানে যাহা আখরাজাৎবাদে হয় তাহাই সেই এওজের ধার্য্য হইয়া ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১১ জুনের আইনে করসম্পর্কীয় ও নিষ্কর ভূমির সম্পর্কে পৃথক২ যে যে হুকুম লেখা আছে তদনুসারে তাহার বিভাগ করা যায় অতএব কালেক্টরসাহেবদিগেরে হুকুম হইয়াছে যে আপনারদিগের নিযুক্ত করা আমলাদিগেরে গঞ্জ ও হাট ও বাজারসকলহইতে উঠাইয়া এওজ নির্দ্ধারণের কারণ হিসাবকিতাবের যে কাগজপত্র আবশ্যক হয় তাহা অব্যাজে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্ আর ভূম্যধিকারিওগয়রহের সায়েরাতের হাসিল উসুলের সম্পর্কীয় যে সকল নিদর্শনী লিখনাদির কৈফিয়ৎ লিখিয়া পাঠাইতে পূর্ব্বে

কালেক্টরসাহেবদিগেরে

কালেক্টরসাহেবদিগেরে হুকুম হইয়াছে তাহাও ঐ হিসাবের সঙ্গে পাঠাইয়া দেন্ অতএব শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে বোধ হইল যে নিস্কর ভূমির মধ্যের ক্ষুদ্রং গঞ্জ ও হাট ও বাজারের বৃত্তিভোগী যে অধিকারিদিগের দিনপাতের ডৌল সেই গঞ্জওগয়রহের হাসিলের উৎপন্ন ও আমদানীর উপরেই বিস্তর রহিয়াছে তাহারদিগের প্রতিপালনের তত্ত্ববার্ত্তা যদি এমত সায়েরাতের মৌকুফে তাহার এওজ নির্দ্দিষ্ট হইবার কালপর্য্যন্ত না লওয়া যায় তবে তাহারদিগের ভাগ্যে অনেক ক্লেশ ও দুঃখ হইতে পারে। এপ্রযুক্ত ঐ শ্রীযুত কালেক্টরসাহেবদিগেরে হুকুম করিয়াছেন যে এমত সকল লোকের গতিকের প্রমাণপূর্ব্বকে যত টাকা মুশাহেরা দেওয়ান উচিত জানেন্ তাহা তাহারদিগেরে দেওয়ান্ ইহাতে সেই টাকা পশ্চাৎ তাহারদিগের নিমিত্তে যে মুশাহেরার ধার্য্য হয় তাহাহইতে কর্ত্তন হইবেক কিন্তু কোন সময়েই কর্ত্তব্য নহে যে সেই মুশাহেরার টাকা ঐ হাসিলের উৎপন্ন আমদানীহইতে যাহা আখরাজাৎবাদে অদ্যাবধি প্রতিমাসে তাহারদিগেরে অর্শে তাহার অতিরিক্ত হয় ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ৬ আগস্তের নির্দ্ধারিত আইনের মধ্যের হুকুম।

৫ পারা।

১ প্রথমপ্রকরণ।—যে ভূমিতে হাট ও বাজার আছে তাহার স্বত্বাধিকার ভূম্যধিকারির হস্তে ও সে ভূমি পূর্ব্বমতে প্রজাবর্গের প্রয়োজনার্থে রহিবেক এবং তহবাজারী নামের হাসিল আর যাহারা আপনারদিগের দ্রব্যসামগ্রী গঞ্জ ও হাট ও বাজারসকলে তথাকার ছোটং ছপ্পরআদির নীচে কিম্বা পথে রাখিয়া বিক্রয় করে সে নামে খ্যাত অপর যে যে মাসুল তাহারদিগের স্থানে ইহার পূর্ব্বে লওয়া যাইত সে হাসিল সমস্তই ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ২৮ জুলাইর নির্দ্ধারিত আইনের মতে মৌকুফ হইয়া তাহার এওজক্রমে এক ডৌল ভূম্যধিকারিদিগেরে অর্শিবেক অতএব তাহারা সেই এওজের টাকা না পাইবাপর্য্যন্ত তাহারদিগের এমতাধিকার থাকিবেক না যে যে ভূমির গঞ্জওগয়রহের হাসিল মাসুল তাহার রাজস্বের ন্যায় ছিল সে ভূমিতে অন্য কার্য্য করে কিম্বা যাহারা আপনারদিগের দ্রব্যসামগ্রী তথায় বিক্রয়ের জন্যে পশ্চাৎ আনে তাহারদিগের স্থানে কিছু হাসিল চাহে এইহেতুক যে ভূমিতে এইক্ষণে হাট ও বাজার আছে তাহা পূর্ব্বমতে দ্রব্যসামগ্রীর বিক্রয়কারকদিগের বিনাখরচান্তে তাহারদিগের ক্রয় বিক্রয়ের প্রয়োজনে আসিবেক ইতি।

যে ভূমিতে এইক্ষণে হাট ও বাজার আছে তথায় বিক্রয়কারকেরা আপনারদিগের দ্রব্য সামগ্রী বিনাখরচান্তে বিক্রয় করিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের প্রকরণের লিখিত দাঁড়াক্রমে ভূম্যধিকারিদিগের প্রতি এমত নিষেধ না জানা যায় যে তাহারা চিরকালের জন্যে দোকানআদির যে সকল ঘর বান্ধিয়া থাকে তাহার মাসং কিম্বা সালিয়ানা যে কেরায়া ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের

উপরের প্রকরণানুসারে দোকানআদির কেরায়া লইতে ভূম্যধিকা

১১ জুনের

রিদিগেরে নিষেধ না থা কিবার কথা।

১১ জুনের নির্দ্ধারিত আইনের অনুসারে তাহারদিগের ন্যায্য প্রাপ্তব্য সে ফেরোয়ানা নয় ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের ৮ আপ্রিলের নির্দ্ধারিত আইনের মধ্যের হুকুম

৬ ধারা।

নিষ্করভোগিদিগের সায়েরাৎ মৌকুফের এওজের মত স্থিরের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১১ জুনের নির্দ্ধারিত আইনের লিখনানুসারে সায়েরাৎ মৌকুফের এওজের প্রতি নিষ্করভোগিদিগের স্বত্বাধিকার প্রমাণ হইলে পর সেই এওজের টাকা হয় নগদে না হয় সালিয়ানা কিশতে ১২ বার টাকার হিসাবে সুদী খতের অনুসারে যেপর্য্যন্ত সেই খতের আসল টাকা দেওয়া সরকারে মঞ্জুর হয় সেইপর্য্যন্ত তিনং মাসব্যাজে যে কালেক্টরসাহেবের জিলার সীমাসরহদ্দে যে গঞ্জও গয়রহ থাকে সেই কালেক্টরসাহেবের মারফতে দেওয়া যাইবেক আর এরূপ সকল খতের আসল টাকার সংখ্যানিরূপণের অর্থে এমত ধার্য্য হইল যে আসল এত টাকার নিরূপণ করা যায় যে তাহার সুদ সম্বৎসরে নিষ্করভোগিদিগের সায়েরের হাসিল ক্রমে যত লাভ হইত তাহার মধ্যে আখরাজাৎবাদে বাকীর সংখ্যার সমান হয়।

করসম্বন্ধীয় ভূম্যধিকারিদিগেরে সায়েরাৎ মৌকুফের এওজটাকা দিবার মতের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১১ জুনের নির্দ্ধারিত আইনের অনুসারে সায়েরাৎ মৌকুফের প্রতি করসম্বন্ধীয় ভূম্যধিকারিদিগের স্বত্বাধিকার প্রমাণ হইলে পর যে অধিকারিরা নিজে আপনারদিগের অধিকারভূমির বন্দোবস্ত সরকারের সহিত করে তাহারদিগের জমায় তাহারা সায়েরাতের হাসিল যত টাকা উসুল করিত তাহার মধ্যে আখরাজাৎবাদে বাকী মিনাহ হইবেক অতএব সায়রাতের হাসিলের যে দশমাংশ দেওয়ার মৌকুফের এওজ ধার্য্য হইয়া মিনাহী অঙ্কের তলে গিয়াছে এবং যে সকল ভূম্যধিকারির অধিকারভূমি সংপ্রতি ইজারদারদিগের ইজারায় আছে ও পশ্চাৎ ইজারা হয় তাহার এমত করারদাদ ইজারদারদিগের সহিত হইবেক যে সরকারের জমাছাড়া নির্দ্ধারিত এওজের যত টাকা হয় তাহা সেই ভূম্যধিকারিদিগেরে দেয় আর সেই এওজের টাকা পাইবার অর্থে ভূম্যধিকারিদিগের মনস্থির ও খাতিরজমার নিমিত্তে একং সনন্দ তাহারা পূর্ব্বে সায়েরাতের সালিয়ানা হাসিলের যত টাকা আখরাজাৎবাদে পাইত তাহার এবং তাহার দশমাংশের যে টাকা তাহা মৌকুফের এওজক্রমে তাহারদিগের ন্যায্য প্রাপ্তব্য ইহার আর সেই টাকা তাহা মৌকুফের এওজক্রমে তাহারদিগের ন্যায্য প্রাপ্তব্য ইহার আর সেই টাকা উপরের লিখনানুসারে তাহারা পাইবেক এই নিদর্শনে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের মোহর ও দস্তখতে সেই প্রত্যেক ভূম্যধিকারিকে দেওয়া যাইবেক ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১৫ আপ্রিলের নির্দ্ধারিত আইনের মধ্যের হুকুম।

৭ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের ৮ আপ্রিলের সরকা

১ প্রথম প্রকরণ।—সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহারের মধ্যে জিলা বর্দ্ধমান ও অন্যং স্থানে

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ২৭ সপ্তবিংশতি আইন।

স্থানে ইহার পূর্ব্বে অনেক ভূমি ১০ দশসনের মুদ্দতে ইজারদারদিগের ইজারায় রাখা গিয়াছে ইহাতে যদি ভূম্যধিকারিদিগের সায়েরাৎ মৌকুফের এওজ টাকা ইজারদার দিগের জমায় কমী না হইয়া সেই ইজারদারদিগের স্থানে তলব হইত তবে নিতান্তই অন্যায় দর্শিত এপ্রযুক্ত এবং যে ভূম্যধিকারিরা আপনারদিগের অধিকারভূমিতে বেএখ্তিয়ার থাকে তাহারা ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের ৮ আপ্রিলের নির্দ্ধারিত আইনের লিখিত ডৌলের বহির্ভূতে ঐ এওজের সমস্ত টাকা সরকারহইতে পাইলেও ইহাতে সরকারের ক্ষতি বোধ হয় না এইহেতুক যে যদি ইজারা হইবার কালে ঐ এওজের টাকা দেওয়া ইজারদারদিগের শিরে পড়িত তবে সেই ইজারদারেরা ঐ টাকা কমী বাদে আপনারদিগের ইজারার করারদাদ করিত অতএব ঐ ৮ আপ্রিলের নির্দ্ধারিত আইনের হুকুম নীচের লিখনানুসারে পরিষ্কার ও দুরস্ত করা গেল।

রের মালগুজারদিগের সায়েরাৎ মৌকুফের এওজ পাইবার অর্থে যে আইন হইয়াছে তাহার হুকুম শুদ্ধ করিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১১ জুনের নির্দ্ধারিত আইনের অনুসারে সায়েরাতের হাসিল মৌকুফের এওজের প্রতি সরকারের করসম্পর্কীয় ভূম্যধিকারিদিগের স্বত্বাধিকার প্রমাণ হইলে পর যে ভূম্যধিকারিরা নিজে আপনারদিগের অধিকারভূমির বন্দোবস্ত সরকারের সহিত করে তাহারদিগের জমায় তাহারা সায়রাতের হাসিল যত টাকা উসুল করিত তাহার মধ্যে আখরাজাৎবাদে বাকী মিনাহ্ হইবেক অতএব সায়েরাতের হাসিলের যে দশমাংশ তাহার মৌকুফের এওজে নির্দ্ধারিত হইয়া মিনাহ্ অঙ্কের তলে গিয়াছে এবং যে সকল ভূম্যধিকারির ভূমি সংপ্রতি ইজারদারদিগের ইজারায় কিম্বা সরকারের খাসতহসীলে আছে অথবা পশ্চাৎ আইসে তাহারদিগেরে সেই এওজের টাকা তিনং মাসব্যাজে যে জিলার মধ্যে যে গঞ্জওয়ায়াহ্ থাকে সেই জিলার কালেক্টরসাহেবের মারফতে সরকারের তরফ হইতে দেওয়া যাইবেক। আর সেই এওজী টাকা পাইবার অর্থে ভূম্যধিকারিদিগের খাতিরজমার কারণ একং সনন্দ তাহারা পূর্ব্বে সায়েরাতের সালিয়ানা হাসিলের যত টাকা অখরাজাৎবাদে পাইত তাহার এবং তাহার দশমাংশের যে টাকা তাহা মৌকুফের এওজক্রমে তাহারদিগের ন্যায্য প্রাপ্তব্য ইহার আর সেই টাকা উপরের লিখনানুসারে যাবৎ সেই অধিকারিদিগের ভূমির বন্দোবস্ত তাহারদিগের সহিত হইয়া জমায় মিনাহের দ্বারা না পায় ও সেই টাকা উসুল করিবার অধিকার তাহারদিগের না থাকে তাবৎ সেই অধিকারিরা পাইবেক ইহার নিদর্শনে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের মোহর ও দস্তখতে সেই অধিকারিদিগের একং জনকে দেওয়া যাইবেক ইতি।

উপরের প্রকরণে যে আইনের প্রস্তাব লেখা গেল তাহা দুরস্ত হইবার বেওরা কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের ২৪ জুনের নির্দ্ধারিত আইনের মধ্যের হুকুম।

৮ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের ১৫ আপ্রিলের নির্দ্দিষ্ট আইনের মতাচরণ করণের বিষয়ে

অনুপযুক্ত ভূম্যধিকারিদিগের সায়েরাৎ মৌ

কুফের টাকা দিবার মতের কথা।

এমত সন্দেহ জন্মিয়াছে যে কর্ম্মকরণের অযোগ্য ভূম্যধিকারিদিগকে যে দশমাংশ এওজ দেওয়া যাইবেক তাহা তাহারদিগের ভূমির জমায় কমীদেওনদ্বারা দেওয়া যাইবেক কি সরকারহইতে নগদ টাকার দ্বারা দেওয়া যাইবেক কেননা তাহারদিগের ভূমি খাসতহসীলের নামে থাকিলেও বস্তুতঃ ঐ ভূম্যধিকারিদিগের হিতার্থে তাহার সরবরাহ হয় এবং নিরূপিত রাজস্বের অতিরিক্ত যত তহসীল হয় তাহা তাহারদের নামে জমা হয় এপ্রযুক্ত স্পষ্ট করা যাইতেছে যে সেই এওজের টাকা যেরূপে অধিকারভূমির বন্দোবস্ত তাহার অধিকারির সহিত হইবার গতিকে দেওয়া যাইত সেইরূপেই দেওয়া যাইবেক এতাবতা বাজেয়াপ্তী ও মৌকুফী সায়েরাতের হাসিলের মধ্যে দশমাংশ যত টাকা এওজের অর্থে লেখা যায় তত টাকা ভূম্যধিকারিদিগের অধিকারভূমির নূতন জমায় মিনাহ হইবেক কিম্বা যদি তাহারদিগের কোন অধিকারভূমির বন্দোবস্ত হয় তবে সায়েরাতের হাসিলের কারণ কেবল সে ভূমির স্থিত ও জায়দাদ দৃষ্টে পুনরায় সেই দশমাংশের অনুসারের টাকা তাহারদিগের জমায় মিনাহ পড়িবেক ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের ২৩ দিসেম্বরের নির্দ্ধারিত আইনের মধ্যের হুকুম।

৯ ধারা।

একং নিষ্কর ভোগিকে সায়েরমৌকুফের এওজ টাকা লইবার জন্যে একং সনন্দ দিতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগেরে হুকুমের কথা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে নিষ্কর ভোগিদিগের ভূমির মধ্যের গঞ্জ ও হাট ও বাজারসকলের দরুণ সায়েরাৎ মৌকুফের এওজ যত টাকা নিষ্কর ভোগিদিগেরে অর্শে তাহা পূর্ব্বানুসারে তাহারা পাইবার কারণ তাহারদিগের একং জনকে একং সনন্দ আপনারদিগের মোহর ও দস্তখতে দেন ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৭৯২ সালের ২০ আপ্রিলের নির্দ্ধারিত আইনের মধ্যের হুকুম।

১০ ধারা।

সায়েরাতের অধিকারিদিগেরে যে সকল সনন্দ দেওয়া যাইবেক তাহার পাঠের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—করসম্পর্কীয় ও নিষ্কর ভূমির মধ্যের গঞ্জ ও হাট ও বাজার সকলের অধিকারিদিগেরে যে সকল সনন্দ দেওয়া যাইবেক তাহার পাঠের বেওরা নীচে লেখা গেল।

নিষ্কর ভোগিদিগেরে সনন্দ দিবার পাঠের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—অমুক জিলার মোতালক অমুক গ্রামের শ্রীঅমুক প্রতি আগে তুমি অমুক জিলার মধ্যের অমুক নামে খ্যাত গঞ্জ কিম্বা হাট অথবা বাজারে সায়েরাতের হাসিল যাহা লইতা তাহা লইতে এইক্ষণে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরহইতে নিষেধ হইয়াছে তমি তাহার এওজ পাইবার হকদারীর প্রমাণ ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১১ জুনের নির্দ্ধারিত আইনের ১০ দশম ধারার লিখিত হুকুমমতে দিলা অতএব তোমাকে ঐ শ্রীযুতের হজুরের অমুকং তারিখের হওয়া হুকুমের অনুসারে অর্শিতেছে যে তুমি এই নির্দ্ধার্য্যক্রমে যে ঐ গঞ্জ ও হাট অথবা বাজারের সালিয়ানা হাসিলের মধ্যে আখরাজাৎবাদে বাকীর জায়দাদের সমান মব

লগে

লগে এত টাকা হয় ইহা অমুক জিলার কালেক্টরসাহেবের স্থানে তিনং মাসের কিস্তিক্রমে পাইবা ইহাতে ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১১ জুনের হওয়া ঐ শ্রীযুতের হজুরের হুকুমমাফিক ঐ গঞ্জ কিম্বা হাট অথবা বাজারের হাসিল যে তারিখহইতে বাজেয়াপ্ত হইয়াছে সেই তারিখের পর যদি তাহার কিছু হাসিল উসুল না হইয়া থাকে তবে এ টাকা দেওয়া যাইবেক কিন্তু জানিবা যে এই এওজের টাকা কেবল যাবৎ ঐ শ্রীযুত অন্য ডৌলে দিবার বিবেচনা না করেন্ তাবৎ উপরের লিখনানুসারে কালেক্টর সাহেবের মারফতে দেওয়া যাইবেক এতদর্থে সনন্দপত্র দেওয়া গেল।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—অমুক জিলা কিম্বা সুবার মধ্যের অমুক স্থানের জমীদার কিম্বা তালুকদার শ্রীঅমুক প্রতি আগে তোমার জমীদারী কিম্বা তালুক সরকারের খাসতহসীলে কিম্বা ইজারদারের ইজারায় আছে তুমি অমুক জিলার মধ্যের অমুক নামে খ্যাত গঞ্জ কিম্বা হাট অথবা বাজারে ইহার পূর্ব্বে সায়েরাতের হাসিল যাহা লইতা তাহা লইতে এই ক্ষণে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরহইতে নিষেধ হইয়াছে তুমি তাহার এওজ পাইবার হকদারীর প্রমাণ ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১১ জুনের নির্দ্ধারিত আইনের ১০ দশম ধারার লিখিত হুকুমমতে দিলা অতএব তোমাকে ঐ শ্রীযুতের হজুরের অমুকং তারিখের হওয়া হুকুমের অনুসারে অর্পিতেছে যে তুমি এই নির্দ্ধার্য্যক্রমে যে ঐ গঞ্জ কিম্বা হাট অথবা বাজারের সালিয়ানা ওয়াসিলাৎ মবলগে এত টাকার অন্দরে আখরাজাৎবাদে বাকীর দশমাংশ মবলগে এত টাকা হয় ইহা অমুক জিলার কালেক্টরসাহেবের স্থানে তিনং মাসের কিস্তিক্রমে পাইবা ইহাতে ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১১ জুনের হওয়া ঐ শ্রীযুতের হজুরের হুকুমমাফিক ঐ গঞ্জ কিম্বা হাট অথবা বাজারের হাসিল যে তারিখহইতে বাজেয়াপ্ত হইয়াছে সেই তারিখের পর যদি তাহার কিছু হাসিল উসুল না হইয়া থাকে তবে এটাকা দেওয়া যাইবেক কিন্তু জানিবা যে এই এওজের টাকা কেবল যাবৎ ঐ জমীদারী কিম্বা তালুকের বন্দোবস্ত এই সনন্দপ্রাপ্ত তুমি কিম্বা তোমার উত্তরাধিকারির সঙ্গে হইয়া জমায় মিনাহ্ পড়িবার দ্বারা নিষ্পত্তি না হইতে পারে তাবৎ উপরের লিখনানুসারে কালেক্টরসাহেবের মারফতে দেওয়া যাইবেক তদর্থে সনন্দপত্র দেওয়া গেল।

সরকারের যে মালগুজারদিগের জমীদারী কিম্বা তালুক সরকারের খাসতহসীলে অথবা ইজারদারের ইজারায় থাকে তাহারদিগের সনন্দের পাঠের কথা।

৪ চতুর্থ পকরণ।—গোবিন্দগঞ্জের অধিকারির বিষয় অন্য ভূম্যধিকারিদিগের বিষয়ের বাহির একারণ তাহাকে নীচের লিখিত পাঠক্রমে এক সনন্দ দেওয়া যাইবেক। শ্রীরাধাগোবিন্দ সিংহ প্রতি আগে তুমি জিলা নদীয়ার মোতালক গোবিন্দগঞ্জ নামে খ্যাত গঞ্জে ইহার পূর্ব্বে সায়েরের হাসিল যাহা লইতা তাহা লইতে এইক্ষণে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরহইতে নিষেধ হইয়াছে তুমি তাহার এওজ পাইবার হকদারী প্রমাণ ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১১ জুনের নির্দ্ধারিত আইনের ১০ দশম ধারার লিখিত হুকুম মতে দিলা অতএব তোমাকে ঐ শ্রীযুতের হজুরের ইঙ্গরেজী ১৭৯২ সালের ৩ ফিব্রুআরীর হওয়া হুকুমক্রমে অর্পিতেছে যে তুমি এই নির্দ্ধার্য্যক্রমে

গোবিন্দগঞ্জের অধিকারিকে যে সনন্দ দেওয়া যাইবেক তাহার পাঠের কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ২৭ সপ্তবিংশতি আইন।

নির্দ্ধার্য্যক্রমে যে মবলগে ৩৪৬৭/১৭৮ তিন হাজার চারিশত সাতষট্টি টাকা এক আনা সতের গণ্ডা তিন কড়া সরকারের রাজস্ব ১০০ একশত টাকা ও আখরাজাৎবাদে ঐ গঞ্জের সালিয়ানা হাসিলের তায়দাদের সমান হয় তাহা ঐ জিলার কালেক্টরসাহেবের স্থানে তিন মাসের কিস্তিক্রমে পাইবা ইহাতে ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১১ জুনের হওয়া ঐ শ্রীযুতের হজুরের হুকুমমাফিক ঐ গঞ্জের হাসিল যে তারিখহইতে বাজেয়াপ্ত হইয়াছে সেই তারিখের পর যদি তাহার কিছু হাসিল উসুল না হইয়া থাকে তবে এ টাকা দেওয়া যাইবেক কিন্তু জানিবা যে এই এওজের টাকা কেবল যাবৎ ঐ শ্রীযুত অন্য ডৌলে দিবার বিবেচনা না করেন্ তাবৎ উপরের লিখনানুসারে কালেক্টরসাহেবের মারফতে দেওয়া যাইবেক এতদর্থে সনন্দপত্র দেওয়া গেল ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৭৯২ সালের ২৭ আপ্রিলের নির্দ্ধারিত আইনের মধ্যের হুকুম।

১১ ধারা।

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের আইনের অন্যথা যাহারা সায়রাতের হাসিলওগয়রহ লয় তাহাবদিগের প্রতি দণ্ডনিরূপণের কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১১ জুনের নির্দ্ধারিত সায়রাৎ বাজেয়াপ্তের আইনের ১২ দ্বাদশ ধারায় লেখা আছে যে যে কালে কেহ কোন হাসিল কিম্বা আবওয়াব সেহ আইনের অন্যথায় লয় অথবা লইতে সহকার হয় সে কালে তাহার নামে দেওয়ানী আদালতে তাহার নালিশ হইতে পারে অতএব সকল আদালতের জজসাহেবদিগেরে হুকুম আছে যে এবিষয়ের যে নালিশ তাঁহারদিগের নিকটে উপস্থিত হয় সে নালিশী আরজী দাখিল হইবার তারিখহইতে দশ দিনের মধ্যে কিম্বা বিবেচনাক্রমে যত দিনের মধ্যে তাহার সাক্ষিদিগেরে হাজিরকরাণ আবশ্যক হয় ততদিনের মধ্যে যত ত্বরাতে হইতে পারে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে মনোযোগী হন্ ও সেই নালিশ প্রমাণ হইলে এমত ডিক্রী করেন্ যে যত হাসিলওগয়রহ লইয়া থাকে তাহা সেই আসামীর স্থানহইতে ফিরিয়া দেওয়াইয়া তাহার তিনগুণ দণ্ড ফরিয়াদী আপন নালিশ উপস্থিত করিবার কারণ আবশ্যকক্রমে যে খরচাস্ত হইয়া থাকে তাহাসমেত সেই ফরিয়াদীকে দেওয়ান যায় এবং সেই অপরাধির শক্ত্যনুসারে ভারী দণ্ডও সরকারে লওয়া যায় ও সেই ডিক্রী অন্য মোকদ্দমার ডিক্রী জারী হইবার যেমত ধার্য্য আছে সেইমতেই জারী হইবেক আর সেই আসামীর যে বস্তু আদৌ ফরিয়াদীর নোকসান ও খরচান্তের নিশার নিমিত্তে ক্রোক ও বিক্রয়ের হইয়া থাকে সরকারের তাহাকে পাওনা দণ্ড পাইবার নিমিত্তে না কুলায় তবে জজসাহেবের ক্ষমতা আছে যে সেই দণ্ডের বদলে সেই আসামীকে তাহার অপরাধের অনুসারে মোকদ্দমার গতিক দৃষ্টে যত দিন কয়েদ রাখণ উচিত জানেন্ তত দিন কয়েদ রাখেন্ ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ পহিলা মাই তারিখের নির্দ্ধারিত আইনের মধ্যের হুকুম।

১২ ধারা।

যদি কোন স্থানের সায়েরাৎ বাজেয়াপ্তীর এওজের কিম্বা মিনাহের মোকদ্দমা আদা

বধি

বধি নিষ্পত্তি না পাইয়া থাকে তবে তাহার নিষ্পত্তিকরণ বোর্ড রেবিনিউর সাহেব দিগের এতমাম ও খবরগিরীক্রমে এবং শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের মঞ্জুরীতে এই আইনের মতে তথাকার কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য হইবেক ইহাতে জজসাহেবদিগের উচিত নহে যে এমত এওজের কিম্বা মিনাহের দাওয়া নিষ্প ত্তি হইয়া থাকে কিম্বা হইবার হয় তাহা শুনেন্ কিন্তু যে যে কালে কি করসম্পর্কীয় কি নিষ্কর ভূমির সায়েরাৎ মৌকুফের এওজের টাকার নিষ্পত্তি পড়িয়া ঐ শ্রীযুতের হজুরে মঞ্জুর হইয়া সেই এওজের টাকা তাহার হকদারকে না দেওয়া যায় এমত যে নালিশ যে কর্ম্মকর্ত্তা তাহা না দিয়া থাকেন্ তাঁহার নামে হয় তাহাতে জজসাহেবদি গেরে হুকুম আছে যে এমত সকল মোকদ্দমা যদি সেই এওজের টাকা ঐ শ্রীযুতের কিম্বা ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুমে না দেওয়া গিয়া থাকে তবে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে সে মোকদ্দমার বিচারের পূর্ব্বে তাহার নালিশী আরজী যেরূপে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ১১ একাদশধারার লিখিত গতিকের প্রতি হুকুম আছে সেই রূপে ঐ শ্রীযুতের হজুরে পাঠান্ এইহেতুক যে যদি শ্রীযুত উচিত জানেন্ তবে সে মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত না হইবাতে ফরিয়াদীর নালিশ মিটান্। আর যে সকল মোকদ্দমা এইধারাক্রমে সরকারের নামে উপস্থিত হইয়া তাহার বিচার আদা লতে করণ কর্ত্তব্য হয় তাহার জওয়াব দেওয়া কালেক্টরসাহেবের উচিত হইবেক অতএব কালেক্টর সাহেবকে হুকুম আছে যে সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবের ভার সরকারের তরফ উকীলকে দেন্ এবং যদি জজসাহেবের নিষ্পত্তিতে সরকারপরা জিত ও কালেক্টরসাহেব তাহাতে মন্যত না হন্ তবে কালেকটরসাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার বেওরা কৈফিয়ৎ ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের গোচর করান্ ইহার কারণ এই যে সে মোকদ্দমা আপীল করণ উচিত জানিলে তাহা করা যায় ইতি।

সায়েরাৎ মৌকুফের এওজের ও মিনাহের যাঁহার হকে এমত নি ষ্পত্তি পাইয়া থাকে যে সে লোক সায়েরাৎ মৌ কুফের এওজ টাকার হক দার বটে ও সে টাকা সে না পায় তবে তাহার দা ওয়া আদালতে শুনা যা ইতে পারিবার কথা।

উপরের লিখনানুসা রের দাওয়ার যে সকল মোকদ্দমা আদালতে উ পস্থিত হয় তাহার প্রতি কর্ত্তব্য দাঁড়ার কথা।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ২৮ অষ্টাবিংশতি আইন।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিপালক বাদশাহী ফৌজ এবং শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর ও লস্কর ইঙ্গরেজ লোকছাড়া অন্য ইঙ্গরেজ লোকদিগের কেহ শহর কলিকাতাহইতে ৫ পাঁচ ক্রোশের অধিক অন্তরে রহিতে সেই জিলার দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নিকটে তাহার লিখিত এমত একরার যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ৭ সপ্তম ধারার প্রস্তাবিত লোকদিগের কেহ কোন দাওয়ার মোকদ্দমায় তাহার নামে নালিশ করিলে তাহার জওয়াব দেন দাখিল না হইলে নিষেধের এবং ঐ ইঙ্গরেজ লোকের যে দাওয়া যাহার উপর থাকে তাহা আইন সকলের মতে পাইবার হইলে দেওয়াইবার বিষয়ের আইন শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১ পহিলা মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২০৭ সালের ১৯ রমজানে জারী করিলেন।

যে সকল বাজে ইঙ্গরেজ এ দেশে বাণিজ্যব্যবসায় কারবার করিবার জন্যে থাকেন তাঁহারদিগের প্রাপ্তব্য যাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ৭ সপ্তম ধারার প্রাস্তাবিত শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের অধিকার এ দেশী কিম্বা ভিন্নাধিকার দেশান্তরী এ দেশস্থায়ি লোক যাহারা সকল দেওয়ানী আদালতের হুকুমের নীচা আছে সে সকল লোকের স্থানে রহিত তাহা সেই জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিলে অল্পব্যয়ে অনাআসে অব্যাজে হস্তগত করিতে পারিতেন কিন্তু কোম্পানী বাহাদুরের অধিকার এ দেশী অথবা ভিন্নাধিকার দেশান্তরী এ দেশে স্থায়ি লোক যাহারা সকল দেওয়ানী আদালতের হুকুমের নীচা আছে তাহারদিগের যে প্রাপ্তব্যদাওয়া এ দেশের ব্যবসায়ী বাজে ইঙ্গরেজদিগের স্থানে থাকিত তাহারা তদর্থে সেই বাজে ইঙ্গরেজদিগের নামে শহর কলিকাতার মধ্যে সুপ্রিমকোর্ট এতাবতা বড় আদালতে নালিশ না করিলে সে দাওয়া বুঝিয়া লইতে শক্ত হইত না অতএব সকল কারীগর ও চাসী এবং অপর যে ক্ষুদ্র লোকদিগের সহিত সেই বাজে ইঙ্গরেজদিগের অনেক কারবার হইত তাহারদিগের প্রতি সেই বাজে ইঙ্গরেজেরা অন্যায় করিলে তাহারা আপনারদিগের ন্যায্য ধন পাইতে নিরাশহইত তাহার হেতু এই দীপ্তিমান আছে যে সেই সকল কারীগরপ্রভৃতি লোক অল্প২ বিষয়ের নিমিত্তে আপন২ গৃহ ত্যাগ করিয়া শত২ ক্রোশ দূরের প্রবাস করিবার সাধ্য রাখিত না এবং আদালতের

দাঁড়া

দাঁড়া ও কথা অজ্ঞাত ও না ওয়াকিফ কারণ ও যে অতিরিক্ত ব্যয়ের সরবরাহ ধনবান লোকব্যতিরেকে দিতে পারে না তাহাতে অশক্তহওনপ্রযুক্ত ঐ বড় আদালতে নালিশ করিতে পারিত না। ইহাতে যদি সকল কারীগর ও চাসী এবং অপর ক্ষুদ্র লোকেরা আশ্রয় ও আশ্বাস পায় তবে বানিজ্য ব্যবসায় ও পত্তন আবাদ অতিশয় হইয়া তদনুসারে দেশের কল্যাণ ও সৌষ্ঠব হইতে পারে এবং বাজে ইঙ্গরেজদিগের যে সঙ্গত দাওয়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ৭ সপ্তম ধারার প্রস্তাবিত এ দেশী কিম্বা দেশান্তরী এ দেশস্থায়ি লোকের স্থানে রহে তাহার মধ্যে পাইবার ব্যবস্থারহিত দাওয়াছাড়াও অন্য দাওয়া পাইবার আটক হয় না এ প্রযুক্ত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে নীচের লিখিত হুকুম নির্দিষ্ট করিলেন ইতি।

২ ধারা।

কোনং ইঙ্গরেজ লোক ছাড়া বাজে ইঙ্গরেজদিগের কেহ শহর কলিকাতার বাহির ৫ পাঁচ ক্রোশের অধিক অন্তরে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ৭ সাত ধারার প্রস্তাবিত একরারে মুচলকা না লিখিয়া দিলে রহিতে না পারিবার কথা।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিপালক বাদশাহী ফৌজ এবং শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর ও তাঁহার লস্কর ইঙ্গরেজ লোকছাড়া বাজে ইঙ্গরেজদিগের কেহ শহর কলিকাতার বাহির ৫ পাঁচ ক্রোশের অধিক অন্তরে স্থায়ী হইয়া রহিতে পারিবেন না যদি সেই বাজে ইঙ্গরেজ ঐ শহরের বাহির ৫ পাঁচ ক্রোশের অধিক অন্তর যে স্থানে স্থায়ী হইয়া থাকেন সে স্থান যে জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের মোতালক হয় তথাকার জজসাহেবের নিকটে এমত একরারে মুচলকা না লিখিয়া দেন যে তাঁহার উপর ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ৭ সপ্তম ধারার প্রস্তাবিত কোম্পানী বাহাদুরের অধিকার এদেশী কিম্বা ভিন্নাধিকার দেশান্তরী এদেশেস্থায়ি যে লোক সকল দেওয়ানী আদালতের নীচা আছে তাহারদিগের যাহার এমত দাওয়া যে নগদ টাকার হইলে তাহার সংখ্যা সিক্কা ৫০০ পাঁচশত ও দ্রব্যের হইলে তাহার মূল্য সিক্কা ৫০০ পাঁচশত টাকার অতিরিক্ত না হয় সেই জিলার দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হয় তাহার জওয়াব তথায় দেন ইতি।

৩ ধারা।

মুচলকার একারের মজমনের কথা।

বাজে ইঙ্গরেজদিগের কর্ত্তব্য যে নীচের লিখিত একরারের মুচলকায় দস্তখৎ করিয়া দেন।

একরার।

সকলে জানিবেন যে আমি শ্রীঅমুক সাকিনে অমুক এই ক্ষণে অমুক সুবার মধ্যে অমুক জিলা কিম্বা শহরের মোতালক যে অমুক স্থানে স্থায়ী হইয়া রহিতে চাহি সেই জিলা কিম্বা শহরের জজসাহেব কিম্বা তাঁহার ওয়ারিস অথবা স্বরূপের স্থানে মবলগে এত টাকা ওয়াজিবী আদায়ের অর্থে আপনি ও আপন ওয়ারিসের তরফ মুচলকা লিখিয়া আপন দস্তখৎ ওমোহরে সহী ও দুরস্ত করিয়া দিতেছি সন অমুকের তারিখ অমুক।

একরারে মজমুন।

ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সাল ১৮ অষ্টাদিশোতি আইন।

একরারের মজমুন।

যেহেতুক সুবে বাঙ্গালার মধ্যের মোকাম ফোর্ট উলিয়মের শ্রীযুত গবরনরর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের উপর এই তারিখের পূর্ব্বে শ্রীযুত ইঙ্গ. ক কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়া যে মুখ্তিয়ারী ভার হইয়াছে তদনুসারে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন যে শ্রীযুত স্থিতি পালক বাদশাহী যে ফৌজ ঐ ফোর্ট উলিয়মের মোতালক আছে এবং শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর ও তাঁহার লস্কর ইঙ্গরেজ লোকছাড়া বাজে ইঙ্গরেজদিগের কেহ শহর কলিকাতার বাহির ৫ পাঁচক্রোশের অধিক অন্তরে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করিতে কিম্বা অল্পকালের জন্যেও তিষ্ঠিতে পারিবেন না যদি সেই গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া স্থায়ী হইবার কিম্বা অল্পকালের জন্যে তিষ্ঠিবার সময়ে অথবা তাহার পূর্ব্বে তৎকালের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে যত টাকার ধার্য্য করেন্ তাহা সেই অবস্থিতি আদি করিবার স্থান যে জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের মোতালক হয় তথাকার জজসাহেবের নিকটে কিম্বা তাঁহার ওয়ারিস অথবা স্বরূপের স্থানে আদায়ের অর্থে একরারী মুচলকা এই মজমুনে লিখিয়া না দেন্ যে ঐ একরারী মুচলকা দাখিল হইলে পর সকল ইঙ্গরেজ লোক ও শহর কলিকাতার মধ্যের নিবাসি সমস্ত মনুষ্যছাড়া কোম্পানী বাহাদুরের অধিকার এ দেশী কিম্বা ভিন্নাধিকার দেশান্তরী এ দেশে স্থায়ি লোকদিগের যাহার সিক্কা ৫০০ পাঁচ শত টাকার অধিক না হয় এমত নগদ কি বস্তুর মূল্যের যে দাওয়া যে কালে সেই বাজে ইঙ্গরেজের উপর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হয় সেকালে সেই বাজে ইঙ্গরেজ তদর্থে সেই আদালতের যে হুকুম হয় তাহা মানেন্। এবং যেহেতুক উপরের উক্ত নিয়মকারী অমুক বৃটনীয় প্রজা বটেন্ এবং ফোর্ট উলিয়মের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের নির্দ্ধারিত হুকুম মতে অমুক সুবার অমুক জিলা কিম্বা শহরে বাস করিতে ঐ শ্রীযুতের হজুর কৌন্সেলের অনুমতি পাইয়াছেন অতএব ঐ অমুক এই মুচলকা লিখিয়া দিতে স্বীকার ও কবুল করিয়াছেন।

অতএব মুচলকার নিয়ম এই যে যে অমুক এই মুচলকা লিখিয়া দিলেক ইহা যদি সে কিম্বা তাহার ওয়ারিস অথবা স্বরূপ পশ্চাৎ শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের নিজের হুকুমে কিম্বা তাঁহার তরফ শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের হুকুমমতে অমুক সুবার মধ্যে উপরের উক্ত জিলা কিম্বা শহরে যে দেওয়ানী আদালত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই আদালতের যে হুকুম কিম্বা ডিক্রী সকল ইঙ্গরেজ লোক ও শহর কলিকাতার মধ্যের নিবাসি সমস্ত লোকছাড়া এ দেশী ও দেশান্তরী এ দেশে স্থায়ী কোন লোকের অমুকে উপর করা দাওয়ার সিক্কা ৫০০ পাঁচ শত টাকার অনূর্দ্ধের মোকদ্দমায় প্রতি হয় তাহা মানে আর সে মোকদ্দমার আপীল কোন মফঃসল আপীল আদালতে কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতে হইলেও যদি ঐ সকল আদালতের হুকুম ও ডিক্রী আমলে আনে এবং সেই হুকুমওগয়রহের নিবারণের নিমিত্তে কলিকাতার সুপ্রিমকো

পে র্টের

র্টের জজসাহেবদিগের প্রতি নির্দ্দিষ্ট সনন্দক্রমে যে শক্ত্যর্পণ আছে তদনুসারে যদি তাঁহারদিগের নিবারণের হুকুম না আনে তবে এ মুচলকার নিয়ম ঐ অমুকের ও তাহার ওয়ারিস কিম্বা স্বরূপের উপর চলিবেক না যদি এমত নিবারণের হুকুম ঐ সুপ্রিমকোর্টহইতে আনে তবে এই নিয়ম ঐ অমুকের ও তাহার ওয়ারিস অথবা স্বরূপের উপর চলিবেক।

যে স্থানে ইষ্টাম্প কাগজের চলন নাই তথায় অমুকের সাক্ষাৎ এই মুচলকায় দস্তখৎ ও মোহর করিয়া দিলাম ইতি।

৪ ধারা।

যে যে স্থানে মুচলকায় দস্তখৎওগয়রহ হইবেক ও যথায় তাহা থাকিবেক তাহার কথা।

যে কোন বাজে ইঙ্গরেজ যে জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের মোতালক যে স্থানে স্থায়ী হন্ তাঁহার কর্ত্তব্য যে তথাকার জজসাহেবের সাক্ষাৎ আদালতের কাছারীতে ঐ একরারী মুচলকায় দস্তখৎ ও মোহর করেন্ ইহাতে যদি তৎকালে আদালত বন্দ থাকে তবে জজসাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক যে আদালতের কাছারীছাড়া স্থানান্তরেও সে একরারী মুচলকায় দস্তখৎ ও মোহর করাইয়া লইয়া তাহা আদালতের দফ্তরে দাখিল করান্ ইতি।

৫ ধারা।

বাজে ইঙ্গরেজ এক জিলার মোতালক স্থান ছাড়িয়া অন্য জিলার মোতালকে বসতি করিলে তথাকার আদালতের জজসাহেবের নিকটে নয়া মুচলকা দিতে হইবার কথা।

১০ দশ দিনের মধ্যে জজসাহেবের নিকটে মুচলকা দিতে যাইবার কথা।

না গেলে জজসাহেব তলব করিবার কথা।

যদি কোন বাজে ইঙ্গরেজ ৩ তৃতীয় ধারার লিখিত একরারক্রমে মুচলকা দিয়া এক জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের মোতালক কোন স্থানে অবস্থিতি করিয়া তথাহইতে অন্য জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের মোতালক কোন স্থানে গিয়া অবস্থিতি করেন্ ও সে স্থান শহর কলিকাতার বাহির ৫ পাঁচ ক্রোশের অধিক অন্তর হয় তবে তাঁহার উচিত হইবেক যে তৎকালে সেই অন্য জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নিকটে সেই মতে দুসরা মুচলকা লিখিয়া দেন্। ইহাতে যদি সেই বাজে ইঙ্গরেজ ৩ তৃতীয় ধারানুসারে মুচলকা পূর্ব্বাবস্থিতির স্থানের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নিকটে দিয়া কিম্বা না দিয়া থাকেন্ তথাচ তাঁহার কর্ত্তব্য হইবেক যে অন্য যে জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের মোতালক স্থানে স্থায়ী হইতে যান্ তথায় গিয়া পরে ১০ দশ দিনের মধ্যে ঐ মতে মুচলকা দাখিল করিবার জন্যে সেই অন্য জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নিকটে যান্। যদি না যান্ তবে সেই অন্য স্থানের জজসাহেবের উচিত হইবেক যে সেই বাজে ইঙ্গরেজের স্থানে তদনুসারে মুচলকা লেখাইয়া লইবার কারণ তাঁহার নামে সেই আদালতের মোহর ও রেজিষ্টরসাহেবের দস্তখতী এক হুকুম লিখন পাঠাইয়া তলব করেন্ ইতি।

৬ ধারা।

বাজে ইঙ্গরেজের কেহ মুচলকা দিতে না

যদি কোন বাজে ইঙ্গরেজ শহর কলিকাতার বাহির ৫ পাঁচ ক্রোশের অধিক অন্তর

কোন

কোন স্থানে স্থায়ী হইতে গিয়া সেই জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের নিকটে ঐ মতে মুচলকা লিখিয়া দিতে যাইতে স্বীকার ও কবুল না করেন্ তবে সেই জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই আদালতের মোহর ও আপন দস্তখতে সেই বাজে ইঙ্গরেজের নামে এক হুকুম লিখন এই মজমুনে লিখেন্ যে সেই লিখনের তারিখহইতে এক মাসের মধ্যে সে স্থান ছাড়িয়া সেই বাজে ইঙ্গরেজ শহর কলিকাতায় যান্ ও সেই লিখনানুসারে যদি না যান্ তবে সেই জজসাহেবের উচিত যে আপন তাবের লোক সঙ্গে দিয়া সেই বাজে ইঙ্গরেজকে শহর কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

চাহিলে তাঁহাকে কলিকাতায় পাঠাইতে জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্যের কথা।

৭ ধারা।

যদি কোন বাজে ইঙ্গরেজ কিম্বা অন্য বিলায়তী লোক কেহ কোন জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের মোতালক না হইয়া তথাকার মোতালক ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ৭ সপ্তম ধারার প্রস্তাবিত কোন লোকের নামে নিজের কোন দাওয়ায় কিম্বা অন্য কাহার তরফে কোন দাওয়ার মোকদ্দমায় নালিশ করিতে চাহেন্ তবে তাঁহার কর্ত্তব্য হইবেক যে তদর্থে নীচের লিখনানুসারে মালিসী একরারী মচলকা সেই জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নিকটে লিখিয়া দেন্ যে যাবৎ সে মোকদ্দমা সেই আদালতে উপস্থিত থাকে এবং সে মোকদ্দমার আসামীর প্রতি যে মতে সেই আদালতের হুকুম জারী ও মাতবর রহে তাবৎ আপনি সেই মত সেই আদালতের তাবে হন্ ও তথাকার হুকুম ও ডিক্রীও মানেন্ ইহাতে যদি সেই ফরিয়াদী এমত একরারে মুচলকা না দেন্ তবে তাঁহার নালিশ সে আদালতে শুনা যাইবেক না ইতি।

জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের তাবে না হইয়া যে কেহ তথাকার মোতালক কাহারো নামে নালিশ করেন্ তাহার মুচলকার মতের কথা।।

একরার।

সকলে জানিবেন যে আমি শ্রীঅমুক সাকিনে অমুক অমুক জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেব কিম্বা তাঁহার ওয়ারিস অথবা স্বরূপের নিকটে মবলগে এত টাকা ওয়াজিবী আদায়ের অর্থে আপনি ও আপন ওয়ারিস ও স্বরূপের তরফ মুচলকা এই লিখিয়া দিতেছি সন অমুকের তারিখ অমুক।

যেহেতুক ঐ মুচলকা দেওনওয়ালা অমুক এই মুচলকার তারিখে অমুকের নামে অমুক এক দাওয়ার মোকদ্দমায় অমুক জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের নিকটে নালিশ করিলেক।

অতএব এই মুচলকার নিয়ম এই যে যদি ঐ অমুক কিম্বা তাহার ওয়ারিস অথবা স্বরূপ এই মোকদ্দমায় এই আদালতের কিম্বা কোন আপীলের হুকুম ও ডিক্রী মানে তবে এ মুচলকা চলিবেক না যদি না মানে তবে চলিবেক ইতি।

৮ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৩৮ অষ্টাত্রিংশতি আইন।

৮ ধারা।

ব্রিটনীয় প্রজাভিন্ন ইউরোপীয় লোকেরা কলিকাতার বাহিরে বসত করিলে দেওয়ানী আদালতসকলের তাবে রহিবার কথা।

ব্রিটনীয় প্রজাভিন্ন ইউরোপীয় যে লোকেরা শহর কলিকাতার বাহিরে বসত করে তাহারা সকলেই এদেশী ও দেশান্তরী এদেশে স্থায়ী যে সকল লোকের প্রস্তাব ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ৭ সপ্তম ধারায় লেখা আছে তাহারদিগের মত দেওয়ানী আদালতসকলের তাবে রহিবেক ইতি।

সমাপ্ত।

A True Translation,
H. P. Forster.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ২৯ ঊনত্রিংশৎ আইন।

ইঙ্গরেজী ১৭৮৮ সালের ১০ দিসেম্বর ও তাহার পর তারিখসকলের যে সকল আ ইনের হুকুমমতে শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর সাহেবলোক ও অন্যং লোক নিমক পোখ্তানীর কার্য্যে নিযুক্ত আছেন্ সে হুকুম দুরস্ত করিবার বি ষয়ের আইন শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তা রিখ ১ পহিলা মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২০৭ সালের ১৯ রমজানে জারী করিলেন।

সরকার আপন লাভের নিমিত্তে নিমক পোখ্তানীর ব্যাপার স্বহস্তে রাখিয়াছেন অতএব এ কার্য্যের বিশিষ্ট মর্য্যাদাপ্রযুক্ত এই উচিত যে যে কেহ এ কার্য্যের এলাকা রাখে সে লোক সরকারহইতে দাদনীর টাকা লইয়া তাহা তসফ্ফ না করিয়া মাফিক করারদাদ শোধ দেয় এবং এতদনুসারে সাল্টএজেন্টসাহেবেরা অর্থাৎ নিমকপো খ্তানীর কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবলোক ও অন্য আমলাসকলের কর্ত্তব্য যে যে কেহ স্বেচ্ছায় এ কার্য্য করিতে না চাহে তাহাকে বলক্রমে অর্থাৎ জবরদস্তীতে এ কর্ম্মে প্রবৃত্ত না করান্ ও যে কেহ স্বেচ্ছায় এ কার্য্য করিতে স্বীকার করে তাহার প্রতিও অত্যাচার না করেন্ ও এরূপে বিরুদ্ধাচরণ ও খারাবী না হইবার কারণ এবং মলঙ্গীপ্রভৃতি যে সকল লোক নিমকপোখ্তানীর কার্য্যের এলাকা রাখে তাহারদিগের যে করারদাদ সরকারের সহিত হয় তদনুসারে তাহারদিগের হক দেওয়াইবার নিমিত্তে সরকার এই নির্ণয় করি লেন যে এ দেশের অন্য সকল কার্য্যচলনের জন্যে যে মতে আইনসকল নির্দ্দিষ্ট হই য়াছে সেই মতে নিমকপোখ্তানীর সমস্ত কার্য্যচলিবার অর্থেও আইন নির্দ্দিষ্ট হয় ইহাতে সাল্টএজেন্টসাহেবেরা ও অন্য আমলাসকলে কেহ নির্দ্ধারিত আইনের অন্য থায় কার্য্য করিলে সে কারণে তাহার উপর দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারে ও তদনুসারে যাহার উপর অত্যাচার হয় সে যদি এমত জানে যে তাহার উপর অত্যাচারি ব্যক্তি আপনাহইতে সেই অত্যাচার করিয়াছেন কিম্বা অন্য কোন প্রধানের অনুমতিক্রমেইবা করিয়া থাকেন্ তথাচ সে লোকের সেই অত্যাচারের প্র তিকার এমত ত্বরাতে হইবেক যেমতে অপর কোন লোকহইতে অত্যাচার হইয়া থাকিলে হইত অতএব শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৮৮ সালের ১০ দিসেম্বরে ও তাহার পরের তারিখসকলে যে সকল হুকুম জারী করি

পে যাছিলেন

য়াছিলেন তাহা উপরের লিখিত সকল হেতুদৃষ্টে পরিষ্কার ও দুরস্ত করিয়া নীচের লিখনানুসারে চলন ও জারী করিলেন ইতি।

২ ধারা।

সাল্টএজেন্ট সাহেব যে পাঠে সুকৃতি করিবেন তাহার কথা।

যে কোন সাহেবলোক সাল্টএজেন্টী কার্য্যে নিযুক্ত হন সে সাহেব আপন কার্য্যে বসিবার পূর্ব্বে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে অথবা তথাহইতে যে স্থানান্তর নির্দ্দিষ্ট হয় তথায় নীচের লিখনানুসারে সুকৃত করিয়া সুকৃতিপত্রে স্বাক্ষ্য করিবেন তাহার পাঠ এই যে লিখিতং শ্রী অমুকস্য সুকৃতিপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি সরকারের তরফ অমুক ডিবিজন অর্থাৎ জিলার সাল্টএজেন্টী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সুকৃতি করিতেছি যে সরকারহইতে যে টাকা দাদনী পাইব ও যে নিমক পোখ্তানী হইবেক তাহার হিসাব প্রকৃতপ্রস্তাবে যে কালে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে তলব হয় সেই কালে দাখিল করিব এবং যাবৎ এ কার্য্য আমার প্রতি বহাল থাকিবেক তাবৎ এবং তাহার পরেও কখনো কিছু নিমকের ব্যবসায় করিব না ইহাতে আমার পাওনা যে কমিসন অর্থাৎ রসুম ও মাহিয়ানার নিরূপণ আছে তাহাছাড়া কিছু অধিক লাভ করিব না এবং আমার লাভের বিষয়ে যে অঙ্ক মঞ্জুর আছে তাহার অতিরিক্ত কিছুই আপনি লইব না এবং আমার এলাকার কাহাকেও আপন জ্ঞাতসারে লইতে দিব না ইতি।

৩ ধারা।

কেহ কাহারো স্থানে জবরদস্তীতে নিমকের পোখ্তানীওগয়রহ কার্য্যের করারকবুলিয়ৎ লইতে না পারিবার কথা। কেহ স্বেচ্ছাক্রমে নিমকের পোখ্তানীওগয়রহ কার্য্যের করারদাদ করিয়া তাহার সরবরাহ দিয়া পশ্চাৎ সেই কার্য্য ত্যাগ করিতে পারিবার কথা।

চুক্তি করণিয়া কিম্বা মজুর অথবা অন্য ব্যবসায়ি লোকদিগের যে কেহ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নিমকপোখ্তানীর কার্য্য না করিতে চাহে কিম্বা নিমক ঢোলাইওগয়রহ করিতে স্বীকার না করে তাহার স্থানে কোন বাহানায় জবরদস্তীতে নিমকপোখ্তানী কিম্বা ঢোলাইওগয়রহের করারকবুলিয়ৎ লওয়া যাইবেক না। এবং যে কেহ স্বেচ্ছাক্রমে ঐ সকল কার্য্যের কোন কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইয়া করারদাদ করে সে লোক সেই করারদাদ মাফিক সেই কার্য্যের সরবরাহ দিয়া পশ্চাৎ সে কার্য্য ছাড়িয়া অন্য যে কার্য্য করিতে চাহে তাহা করিতে পারিবেক ও সে কারণ তাহাকে কেহ কিছু ক্লেশ দিতে পারিবেক না।

৪ ধারা।

সাল্টএজেন্ট সাহেব কাহারো স্থানে জবরদস্তীতে নিমকের কার্য্যের সরবরাহ লইলে যে দণ্ড দিবেন তাহার কথা।

যদি কোন সাল্টএজেন্টসাহেব আপনি কিম্বা অন্য আমলার মারফতে অথবা অপর লোকের দ্বারা কোন মলঙ্গী অথবা ব্যাপারী কিম্বা অন্য কোন লোকের স্থানে জবরদস্তীতে নিমকপোখ্তানী অথবা ঢোলাইর করারকবুলিয়ৎ লেখাইয়া লন তবে দেওয়ানী আদালতে এমত নালিশ প্রমাণ হইলে তথাকার জজসাহেব সে করারকবুলিয়ৎ না মঞ্জুর করিয়া সে লোকের উপর যে দাদনীর টাকা গতান হইয়া থাকে তাহা

তাহা ফিরাইয়া দেওয়াইবেন এবং সে নিমিত্তে যে নোকসান ও তহখরচ সেই ফরিয়াদীকে দেওয়ান উচিত হয় তাহা সেই সাল্টএজেণ্টসাহেবের দেনায় ডিক্রী করিবেন আর তাঁহাছাড়া নিমকপোখ্তানীর কার্য্যের অন্য কোন সাহেব অত্যাচার করিলে তাহাতে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের কর্তৃত্ব আছে যে সে কারণ সে সাহেবকে কার্য্যহইতে অবসর অর্থাৎ তগীর করেন ইতি।

৫ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—নিমকমহালের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর কিম্বা বাজে ইঙ্গরেজ সাহেবলোক অথবা কোন আড়ঙ্গের এদেশী লোক যে প্রধান আমলাদিগের প্রতি নীচের লিখনানুসারে মোকদ্দমা শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবার ভার থাকে তাহারদিগের কেহ নিজে কিম্বা অন্য আমলার মারফতে অথবা অপর লোকের দ্বারা যদি কোন মলঙ্গী কিম্বা মজুর অথবা অন্য লোকের উপর জবরদস্তিতে দাদনীর টাকা গছাইয়া নিমকপোখ্তানী কিম্বা চোলাইর করারকবুলিয়ৎ লেখাইয়া লন তবে তাহার নালিশ সাল্টএজেণ্টসাহেবের কিম্বা দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নিকটে উপস্থিত হইলে প্রমাণপূর্ব্বক সেই জবরদস্ত লোক তাহার কার্য্যহইতে অবসর হইবেন ও সেই মলঙ্গী কিম্বা মজুরওগয়রহের স্বেচ্ছাক্রমে সেই করার কবুলিয়ৎ হইয়া থাকিলে তদনুসারে যে টাকা তাহার পাওনা হইত সেই টাকার সমান টাকা এবং তাহার নোকসানের এওজে যাহা দেওয়ান সঙ্গত হয় তাহা তাহাকে দেওয়াইয়া দাদনীর যে টাকা গছান ও করারকবুলিয়ৎ যাহা লেখা হইয়া থাকে তাহা ফিরাইয়া দেওয়াইবেন ইতি।

আসিষ্টাণ্টসাহেব ও এদেশী প্রধান আমলায় জবরদস্তী করিলে তাহার দণ্ডের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে কোন আসিষ্টাণ্টসাহেব কিম্বা আড়ঙ্গের প্রধান আমলার প্রতি মোকদ্দমা শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবার ভার থাকে তাহার তাবের কোন গোমাস্তা কিম্বা পেয়াদায় তাঁহার বিনাঅনুমতিতে ও অগোচরে উপরের লিখনানুসারে কাহারো উপর অত্যাচার করিয়া থাকে ও সেই আসিষ্টাণ্টসাহেব কিম্বা প্রধান আমলায় সে সংবাদ পাইয়া তাহার তদারক না করিয়া থাকেন প্রমাণ হইলে তাহার দণ্ড সেই আসিষ্টাণ্টসাহেব কিম্বা প্রধান আমলায় দিবেন যদি কোন আসিষ্টাণ্ট সাহেব কিম্বা প্রধান আমলার বিনাঅনুমতিতে ও অগোচরে তাঁহার তাবের কোন আমলায় অত্যাচার করিয়া থাকে এমত প্রমাণ জজসাহেব কিম্বা সাল্টএজেণ্ট সাহেব অথবা আসিষ্টাণ্টসাহেব কিম্বা প্রধান আমলার নিকটে হয় তবে উপরের লিখনানুসারে সে মতে প্রধান আমলায় অত্যাচার করিলে তাঁহার যে গতি হয় তদনুসারে সেই তাবের আমলার গতিও হইবেক ইতি।

আসিষ্টাণ্টসাহেব কিম্বা প্রধান আমলার অগোচরে তাবের আমলায় অত্যাচার করিলে তাহা শুনিয়া তদারক না করিলে আসিষ্টাণ্ট সাহেব কিম্বা প্রধান আমলার দণ্ড হইবার কথা।

৬ ধারা।

যে কোন চুক্তিকার কিম্বা ব্যাপারী অথবা মলঙ্গী একরারপত্র দিয়া নিমকপোখ্তানীওগয়রহের

চুক্তিকারক ও ব্যাপারী ও মলঙ্গীতে অত্যা

চার করিলে তাহারদিগের দণ্ডের কথা।

রীওগয়রহের দাদনী লইয়া থাকে সে যদি উপরের লিখনানুসারে কাহারো উপর অত্যাচার করে তবে তাহা জজসাহেব কিম্বা সাল্টএজেণ্টসাহেব অথবা প্রধান আমলা যাঁহার প্রতি মোকদ্দমা শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবার ভার থাকে তাঁহার নিকটে প্রমাণ হইলে উপরের লিখিত ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের যে সকল হুকুম তাবের আমলা সকলের সম্বন্ধে আছে তাহার মধ্যে কেবল তগীরহওনের হুকুমছাড়া অন্য সমস্ত হুকুম সেই চুক্তিকারকইত্যাদির প্রতি সাব্যস্থ ও বহাল থাকিবেক ও কোন চুক্তিকারকইত্যাদি এই হুকুম জানি না ইহা না বলিতে পারিবার জন্যে তাহার একরারপত্রেও এই হুকুমের প্রসঙ্গ লেখা যাইবেক ইতি।

৭ ধারা।

চুক্তিকারকইত্যাদি দুই জনের সাক্ষ্য করাইয়া একরারপত্র লিখিয়া দিবার কথা।

চুক্তিকারকইত্যাদি যে সময়ে জামিন দিতে পারে সেই সময়ে দিবার কথা।

ব্যাপারী ও মলঙ্গীইত্যাদি নিমকপোখ্তানীর কারণে যে সওদাপত্র করে তাহাতে দুই জন মাতবর লোকে সাক্ষী করাণ গিয়া ও সাল্টএজেণ্টসাহেব অথবা অন্য যাঁহার ক্ষমতা সেই কাগজে দস্তখৎ করণের বিষয়ে থাকে তাঁহার দস্তখৎ হইয়া নিমক মহালের দফ্তরে তাহা দাখিল হইবেক ও তাহার এক নকল সেই দস্তখতে সেই চুক্তিকারকওগয়রহে পাইবেক। এবং যে সময়ে সঙ্গতি হয় সে সময়ে চুক্তিকারকওগয়রহে কর্বারদাদের আদায় কারণ মাতবর জামিন দিবেক এবং নিমকওজনে কিম্বা কুতে যে মতে দিতে চাহে তাহার প্রস্তাব সওদাপত্রে লিখিতে হইবেক ইতি।

৮ ধারা।

দাদনীর টাকা পূরাওজন হইবার ও তাহা যে পায় সে পরখ ও শুমার করিয়া লইবার কথা।

চুক্তিকারকওগয়রহে যে কালে দাদনীর টাকা পায় সে কালে তাহার রসীদ দিবার পূর্ব্বে সে টাকা আপনহস্তে গণিয়া পরখ করে কিম্বা আপন তরফ যাহার হস্তে গণাইয়া পরখ করাইতে চাহে করায় ইহাতে সাল্টএজেণ্টসাহেবের কর্ত্তব্য যে চুক্তিকারকইত্যাদি পরখসহী টাকা পায় না পায় তাহার খবরদারী করেন ও দাদনীর টাকা যেং কালে পাইবেক তাহার নির্দ্দিষ্টে কিস্তিবন্দী সওদাপত্রে লেখান্ ইতি।

৯ ধারা।

যে স্থানে ব্যাপারীওগয়রহে নিজে মজুর যোটাইয়া নিমক দিবার করার করে তথাকার মজুরের দাদনী চুক্তিকারকইত্যাদি ও যে স্থানে সরকারের আমলার স্থানে মজুরে নিমকের সরবরাহ দেয় তথাকার মজুরের দাদনী সরকারের আমলায় দিবার কথা

যে স্থানে ব্যাপারীওগয়রহে নিমকের তায়দাদ ধরিয়া সওদাপত্র লিখিয়া দেয় ও সে নিমকপোখ্তানী করিবার মজুরদিগেরে তাহারা নিজে দাদনী দিয়া যোটাইবার দস্তুর থাকে সে স্থানের সাল্টএজেণ্টসাহেব ও তাঁহার তাবের আমলাদিগেরে নিষেধ আছে যে তাঁহারা সেই মজুরআদি যোটাইবার সহকারিতার কারণ সে চুক্তিকারকইত্যাদির কাহাকেও পেয়াদাপাইক তৈনাৎ না দেন্ ইহাতে চুক্তিকারকইত্যাদির উচিত যে আপনারা নিমকপোখ্তানীর মজুরওগয়রহ লোককে রাজীর গবতে দাদনী দিয়া যোটায় যে স্থানে চুক্তিকারকইত্যাদি নিমক পাকাইবার মজুরওগয়রহ যোটাইবার দস্তুর না থাকে সে স্থানেও চুক্তিকারকইত্যাদির হামরায় পেয়াদা পাইক

তৈনাৎ

ইতনাৎ না দিয়া এবং তাহারদিগের প্রতি মজুরদিগের উপর দাদনী করিবার ভার না রাখিয়া সাল্টএজেণ্টসাহেব সেই স্থানের নিমকী কাছারীতে মজুরওগয়রহকে ডাকাইয়া তাহারদিগেরে আপন সাক্ষাৎ কিম্বা আপন তাবের আমলা যে কেহ দাদনী দিতে নিযুক্ত হইয়া থাকে তাহার সমক্ষে দাদনী দিবেন ও যে কালে যত টাকা তাহারদিগেরে দাদনী দেন্ সে কালে তত টাকার রসীদ তাহারদিগের দস্তখৎ কিম্বা নিশান সহীতে দুই জন মাতবর লোক সাক্ষী করাইয়া লইবেন কিম্বা লওয়াইবেন মজুরদিগের উপর দাদনী করিতে এই যে হুকুম লেখা যাইতেছে ইহা যে স্থানে চুক্তিকারক ইত্যাদির মারফতে নিমকের সওদা হইবার দস্তুর না থাকিয়া কেবল মজুর লোকে নিমকের সরবরাহ সরকারের আমলাদিগের নিকটে দেয় সেই স্থানেই বহাল রহিবেক ইতি।

১০ ধারা।

জানিবেন্ যে যাবৎ মজুরলোকে দাদনী পাইয়া রসীদ না দেয় তাবৎ তাহারা নিমক পোক্তানীর কার্য্যের এলাকাদার হইবেক না ইতি।

যাবৎ মজুরেরা দাদনী পাইয়া রসীদ না দেয় তাবৎ তাহারা নিমক পোখ্তানীর এলাকাদার না হইবার কথা।

১১ ধারা।

যদি মজুরদিগের কেহ স্বেচ্ছাক্রমে দাদনী লইয়া রসীদ দিলে পর আপন করারদাদহইতে নিদায় ও খালাস হইবার কারণ এমত কহে যে সেই দাদনী তাহার উপর জবরদস্তীতে গছান হইয়াছে তবে সে কথা গ্রাহ্য ও মাতবর হইবেক না অতএব জজসাহেব হুকুম দিবেন যে যদি কেহ দাদনী লইয়া রসীদ দিয়া তাহা জবরদস্তীতে দিবার প্রস্তাবে নালিশ করে তবে সেই রসীদদৃষ্টে আ দী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাহার দাদনীলওন জানিয়া যাবৎ সুক্ষ্ম বিচারে এই আইনের অন্যথাক্রমে জবরদস্তী প্রমাণ না হয় তাবৎ তাহাকে তাহার করারদাদহইতে খালাস না দিয়া সে মতর খালাড়ীতে খাটিতে না গিয়া থাকিলে তথায় যাইতে প্রতিবাদীও গিয়া থাকিলে তথাহইতে উঠাইতে চেষ্টিত হইবেন না এবং সাল্টএজেণ্টসাহেবের নিকটেও এমত নালিশ যে কালে হয় সে কালে সে সাহেবো এই হুকুমমাফিক কার্য্য করিবেন ইতি।

কেহ স্বেচ্ছাক্রমে দাদনী লইয়া তাহা জবর দস্তীতে গছান কহিয়া ফিরাইতে না পারিবার কথা।

১২ ধারা।

সাল্টএজেণ্টসাহেবের তাবের আমীন ও গোমাস্তা ও পেয়াদা ও অন্য২ আমলাদিগের নিষেধ আছে যে চুক্তিকারকও ব্যাপারী অথবা মলঙ্গী ও মজুরওগয়রহ নিমক পোক্তানী কিম্বা ঢোলাইদিগরের এলাকা রাখে তাহারদিগের কাহারো স্থানে কিছু তলবানা ও নজর ও দস্তুরী নগদ কিম্বা জিনিসে না লয় যদি এই হুকুমের অন্যথাক্রমে কাহারো স্থানে এ দেশী আমলার কেহ কিছু লয় তবে তাহাতে যাহার যে নোক্সান হয় প্রমাণপূর্ব্বক তাহার চতুর্গুণ সেই আমলার স্থানহইতে তাহাকে স্থান দেওয়াইতে পে

সাল্টএজেণ্টসাহেবের তাবের আমলায় কাহারো স্থানে তলবানাওগয়রহে কিছু লইলে তাহার দণ্ডের কথা।

হইবেক এবং সে আমলাকে কার্য্যহইতে তগীর করা যাইবেক ও বিলায়তী সাহেব লোক কেহ এমতে কিছু লইলে তাহাও তাঁহার স্থানহইতে ঐ মতে ফিরাইয়া দেওয়াইয়া ও তাঁহাকে কার্য্যহইতে তগীর করিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় পাঠাইতে হইবেক ইতি।

১৩ ধারা।

যে সকল লোকে নিজে নিমকপোখ্তানীর ব্যাপার করে তাহারদিগের সঙ্গেই নিমকের সওদা করিবার কথা।

পূর্ব্বে নিমকপোখ্তানীর ব্যাপারে যে সকল কুগতিক ছিল সে সকল কুগতিক এই কারণে হইয়াছিল জানা যায় যে নিমকপোখ্তানীর এলাকাদারসকল লোকছাড়া অনেক বেএলাকাদার লোক এলাকাদার লোকদিগের ও সরকারের মধ্যবর্ত্তী হইত অতএব সাল্টএজেণ্টসাহেবের প্রতি হুকুম হইতেছে যে যে সকল লোকে নিজে নিমকপোখ্তানীর ব্যাপার করে তাহারদিগের সহিতেই নিমকের সওদা করেন্ ইতি।

১৪ ধারা।

নিমকপোখ্তানীর স্থানে মজুরদিগের প্রতি অত্যাচার না হইতে পারিবার জন্যে সাল্টএজেণ্টসাহেবেরা পোখ্তানীর কালে আমীন নিযুক্ত করিবার কথা।

নিমকপোখ্তানীর মজুরদিগের উপর কোনপ্রকার অত্যাচার না হইতে পারিবার কারণ সাল্টএজেণ্টসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যাবৎ নিমকপোখ্তানীর কাল গত না হয় তাবৎ যে স্থানে নিমকপোখ্তানী হয় তথায় আমীন নিযুক্ত করিয়া রাখেন্ এইহেতুক যে যদি তৎকালে তথায় কাহারো উপর অত্যাচার হয় তবে তাহার তদারক তৎকালেই তথায় হইতে পারে ও শেষে যাহার যে পাওনা সঙ্গত হয় তাহাও বুঝিয়া পায় ও সাল্টএজেণ্টসাহেবদিগের প্রতি হুকুম আছে যে ঐ সকল আমীনেরা যে সকল অত্যাচার ও বদমামলীর কৈফিয়ৎ যে সময়ে তাঁহারদিগের নিকটে পাঠায় সেই সময়েই তাহার তদারক করেন্ ইতি।

১৫ ধারা।

এই ধারাক্রমে সরকারের আমলায় অপরাধ করিলে তাহার দণ্ডের কথা।

যদি দেওয়ানী আদালতে এমত প্রমাণ হয় যে কোন সাল্টএজেণ্টসাহেবের তাবের এদেশী আমলায় সরকারের কিছু নিমক নিজে চুরী করিয়া বিক্রয় করে কিম্বা আপন জ্ঞাতসারে অন্য লোককে চুরী করিয়া বিক্রয় করিতে দেয় অথবা আপন লাভের জন্যে নিমকপোখ্তানী নিজে করে কিম্বা অন্য লোককে করিতে দেয় অথবা সরকারের নিমক কিম্বা যে অন্য জিনিস তাহার জিম্মা থাকে তাহা তসরুফ করে অথবা আপন কিতাবতী হিসাবে নিমকের বাকী মিথ্যা করিয়া লিখে তবে সেই আমলায় যত নিমক বিক্রয় করে কিম্বা আপন জ্ঞাতসারে বিক্রয় করিতে দেয় অথবা নিজে পোখ্তানী করে কিম্বা হিসাবে মিথ্যা করিয়া লিখে তাহার মূল্যের দ্বিগুণ আদালতের খরচাসেওয়ায় দণ্ড দিবেক অধিকন্তু জজসাহেব উচিত জানিলে সে আমলাকে ১২ বার মাসের অতিরিক্ত না হয় এমত নিয়মে কয়েদ রাখিতে পারিবেন এমত সংবাদ বোর্ড রেভেনিউর সাহেবদিগের দ্বারা শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে পাইলে

তাহাতে

তাহাতে ঐ শ্রীযুতের কর্ত্তৃত্ব আছে যে সেই অপরাধী আমলাকে তাহার কার্য্যহইতে তগীর করিয়া হুকুম দেন যে সে লোক কখন কোনমতে সরকারের কিছু কার্য্য করিতে যোগ্য হইতে না পারে ইতি।

১৬ ধারা।

সরকারী সকল আমলা ও ভূম্যধিকারী ও ইজারদার ও তালুকদার ও কটকিনাদার ও প্রজাবর্গ ও তাহারদিগের তরফ আমলাসকল ও গোমাস্তাসকল ও এলাকাদারদিগের প্রতি হুকুম আছে যে তাহারা সাল্টএজেণ্টসাহেবের ও তাঁহারদিগের তাবের আমলাসকলের মলঙ্গীওগয়রহ নিমকপোখ্তানীর এলাকাদারদিগের নিকটে নিমকপোখ্তানীদিগেরের বন্দোবস্তের কারণ যাইবার প্রতিবন্ধক না হয় এবং মলঙ্গীওগয়রহকে অপনামশ দিয়া কিম্বা ধমকাইয়া দাদনী লইতেও আটক না করে ইহাতে জানিবে যে যদি এ হুকুমের অন্যথাচরণ করে তবে তাহারদিগের উপর নোক্সানের দাওয়ায় দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারিবেক ইতি।

কেহ জবরদস্তীতে কাহাকেও নিমকপোখ্তানীর কার্য্য করিতে আটক না করিবার কথা।

১৭ ধারা।

সরকারী সকল আমলা ও সমস্ত ভূম্যধিকারী ও ইজারদার ও তালুকদার ও কটকীনাদারদিগের ও প্রজাবর্গ ও তাহারদিগের তরফ আমলাসকলের ও গোমাস্তাসকলেরও এলাকাদারদিগের প্রতি হুকুম আছে যে তাহারা সাল্টএজেণ্টসাহেবদিগের ও তাঁহারদিগের তাবের আমলাদিগের অনাদর না করে এবং নিমকপোখ্তানীর কার্য্যে কোন প্রকারে প্রতিবন্ধক না হয় ও যে কালে সাল্টএজেণ্টসাহেবেরা কিম্বা তাঁহারদিগের তাবের আমলারা কহেন সে কালে আইনসকলের ব্যতিক্রম না হইবার মতে নিমকের কার্য্যের বৃদ্ধির নিমিত্তে যথাসাধ্য তাহারদিগের সহায়তা করে ইতি।

সাল্টএজেণ্টসাহেবের ও তাহারদিগের তাবের আমলাসকলের অনাদর কেহ না করিবার ও নিমকপোখ্তানীরকার্য্য করিতে কাহাকেও আটক না করিয়া সহকারিতা করিবার কথা।

১৮ ধারা।

নিমকপোখ্তানীর যে এলাকাদারেরা ভূম্যাদির মালগুজারীর এলাকা রাখে তাহারা ১৯ উনবিংশতি ও ২১ একবিংশতি ধারায় নিমকপোখ্তানীর সময়ের মধ্যে মালগুজারীর বাকী তলবের বিষয়ে যেমত করিতে লেখা যায় তাহাছাড়া সময়ান্তরে অন্যং মালগুজারদিগের মতে আইনসকলের মাফিক আপনং মালগুজারীর সরবরাহ করিবেক ইহাতে সেই সময়ের নিয়ম কার্ত্তিক মাসের প্রথমহইতে আষাঢ় মাসের শেষপর্য্যন্ত জানিবেক ইতি।

নিমকপোখ্তানীর এলাকাদারেরা নিমকপোখ্তানীর সময়ছাড়া সময়ান্তরে আপনং মালগুজারী অন্যং মালগুজারদিগের মতে করিবার কথা।

১৯ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—অনাবশ্যকতায় নিমকপোখ্তানীর কার্য্য আটক না হইবার কারণ

নিমকপোখ্তানীর এলাকাদারদিগের স্থানে মা

মলগুজারীর বাকী উসুল করিবার কথা।

কারণ এবং নিমকপোখ্তানীর এলাকাদারেরা যে সকল ভূম্যাদির মালগুজারীর এলাকা রাখে তাহার সরবরাহ দিবার নিমিত্তে নীচের হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল।

নিমকপোখ্তানীর সময়ের মধ্যে নিমকী আসামীর তলব না হইবার কথা।

দ্রব্যাদি ক্রোক কিম্বা আদালতে নালিশ অথবা এজেণ্টসাহেবের নিকটে দরখাস্তক্রমে বাকীর দাওয়ার আঞ্জাম হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ। — যে সকল লোক নিমকপোখ্তানীর করারদাদ করিয়া থাকে তাহারদিগেরে ইস্তক কার্ত্তিক লাগাইৎ আখেরী আষাঢ় কোন কালেক্টরী কাছারীতে কিম্বা ভূম্যধিকারী ও ইজারদারপ্রভৃতি এ দেশী যে লোকেরা তহসীলের এলাকা রাখে তাহারদিগের স্থানে কোন বাহানায় তলব করা যাইবেক না যদি কোন ভূম্যধিকারী অথবা ইজারদারপ্রভৃতি এ দেশী লোক তহসীলের এলাকাদার নিমকের এলাকাদার কাহারো উপর কিছু মালগুজারীর দাওয়া রাখে ও উপরের লিখিত মিয়াদের মধ্যে তাহা উসুল করিতে চাহে তবে সে কারণে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ সপ্তদশ আইনের মতে তাহার দ্রব্যাদি ক্রোক করে অথবা সেই বাকীদারের নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে কিম্বা সেই বাকীর দাওয়ার ফর্দ্দ সাল্টএজেণ্টসাহেবের নিকটে দাখিল করে যে তদনুসারে সেই সাল্টএজেণ্টসাহেব সেই বাকী টাকা সে বাকীদারের স্থানহইতে দেওয়ান অথবা আপনি তাহার পাওনা আইন্দা কিস্তির দাদনীর টাকা হইতে সেই মালগুজারীর বাকী আদায় করেন এইহেতুক যে সেই লটখটীতে নিমকপোখ্তানীর কার্য্যের ভণ্ডুল না হয় ইহাতে যদি সেই ফরিয়াদী আদৌ সাল্টএজেণ্টসাহেবের নিকটে নালিশ করিলে সে সাহেব তাহাতে মনোযোগ না করেন তবে দাওয়াদার সে কারণে সেই বাকীদারের দ্রব্যাদি ক্রোক করিবেক কিম্বা দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিবেক। যদি দ্রব্যাদি ক্রোক করে তবে সেই বাকীদারের স্থানে সরকারের যে নিমক ও নিমকের দাদনীর টাকা ও নিমকপোখ্তানীর সরঞ্জাম থাকে তাহা বাদে ক্রোক করিবেক ইতি।

বাকীর কারণ সরকারী নিমক ও দাদনী টাকা ও নিমকপোখ্তানীর সরঞ্জাম ক্রোক না হইবার কথা।

২০ ধারা।

নিমকমহালের এলাকাদারের নামে কেহ নালিশ করিতে লাগিলে তাহার নালিশী আরজীতে সেই আসামী নিমকী যে কার্য্যের এলাকাদার হয় তাহার জিগির লিখিবার কথা।

নিমকী এলাকার আসামীর নামে যে যে মাসে নালিশ হইতে পারিবেক তাহার কথা।

নিমকী এলাকার আসামীর নামে যে যে মাসে নালিশ না হইতে পারিবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—সাল্টএজেণ্টসাহেবের তাবের আমলা কিম্বা নিমকী কার্য্যের অন্য করারদাদের কোন লোকের নামে কেহ কোন মোকদ্দমায় দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে লাগিলে তাহার নালিশী আরজীতে সেই আসামী নিমকী যে কার্য্যের এলাকাদার হয় তাহার প্রস্তাব লিখিবেক। এবং এমত আসামীর নামে শ্রাবণ ও ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের মধ্যে যে নালিশ হয় তাহার তলবচিঠি অন্য এলাকার লোকদিগের উপর যে প্রকারে হয় সেই প্রকারেই হইবেক। এবং যদি এমত আসামীর নামে ইস্তক কার্ত্তিক লাগাইৎ আখিরী আষাঢ় নালিশ হয় তবে তাহার তলবচিঠীতে ফরিয়াদীর দাওয়ার জিগির লিখিয়া তাহাতে জজসাহেব কিম্বা রেজিষ্টরসাহেবপ্রভৃতি আপন কার্য্যের নিদর্শনে দস্তখৎ করিয়া এক লিখনের মধ্যে মুড়িয়া সাল্টএজেণ্টসাহেবের নিকটে পাঠাইবেন। তাহাতে সাল্টএজেণ্টসাহেবের ক্ষমতা আছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ৫ পঞ্চম ধারাক্রমে সেই আসামীর মোকদ্দমার জামিন ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৭ সপ্তম আইনের ৯ নবম ধারা

ক্রমে

ক্রমে তাহার মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব কারণ আদালতের চিহ্নিত যে উকীলকে নিযুক্ত করেন্ তাহার রনুমেব জামিন আপনি হন্ অথবা আপনার তাবের কোন আমলা কিম্বা অন্য লোককে তাহার জামিন দেওয়ান্ অথবা সেই আসামী আপনি জামিন দেয় ইহাতে যদি আসামী আপনি জামিন দেয় তবে যাহাকে জামিন দেয় তাহাকে মঞ্জুর করিতে আদালতের যে পেয়াদার হাওয়ালে সে তলবচিঠী হইয়া থাকে তাহার খাতিরজমা না হইলে যদি সাল্টএজেণ্টসাহেব সে জামিনকে মাতবর করেন্ তবে সেই পেয়াদা সেই জামিন লইবেক। যদি সে আসামীর জামিন আপন আমলাদিগের কাহাকেও অথবা অন্য কোন লোককে দেওয়ান উচিত না জানেন্ ও সে আসামী আপনিও এমত জামিন দিতে না পারে যে তাহাকে সাল্টএজেণ্টসাহেবের মাতবর জ্ঞান হয় তবে সাল্টএজেণ্টসাহেব সেই আসামীকে আদালতের পেয়াদার সহিত পাঠাইবেন কিম্বা যদি তলবচিঠী আদালতের পেয়াদার হাওয়ালে না হইয়া আসিয়া থাকে তবে সাল্টএজেণ্টসাহেব সে আসামীকে আপন লোকের সহিত আদালতে পাঠাইবেন।

আসামীর জামিন এজেণ্ট সাহেব আপনি হইতে কিম্বা অন্য লোকে দেওয়াইতে পারিবার কথা।

যে যে ব্যক্তিকে আদালতের পেয়াদার সঙ্গে আসামীকে যাইতে হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের প্রকরণক্রমে নিমকের এলাকার আসামীর জামিন হইতে সাল্টএজেণ্টসাহেব আপন আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর যে সাহেবলোক অথবা বিলায়তী বাজে সাহেবলোক অথবা কোন আড়ঙ্গের প্রধান আমলাকে কিম্বা দেওয়ানী আদালতের চিহ্নিত উকীল অথবা অন্য যাহাকে আদালতে নিযুক্ত করেন্ তাহার প্রতি ভার রাখিবেন এবং যে আড়ঙ্গে যে আসিষ্টাণ্টসাহেব ও প্রধান আমলা রহেন্ তাঁহারদিগেরে সেই আড়ঙ্গের মলঙ্গী কিম্বা মজুরওগয়রহ নিমকী এলাকার ছোটং লোকের আপোসী বিরোধের নিষ্পত্ত্যর্থেও শক্ত্যর্পণ করিবেন। আর সাল্টএজেণ্টসাহেবের কর্ত্তব্য যে যে সকল লোকের প্রতি এমতে জামিন হইবার ও বিরোধনিষ্পত্তি করিবার ভার রাখেন্ তাঁহারদিগের নাম নবীসীর ফর্দ্দ তাঁহারদিগের সতত থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্টে লিখিয়া দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নিকটে পাঠান্। তদনুসারে জজসাহেবের উচিত যে কোন আসামীর তলব করিতে হইলে কিম্বা কারণান্তরেইবা হউক তাহার ঠিকানা সাল্টএজেণ্ট সাহেবের স্থানহইতে দূরে রহিলে সে যে আসিষ্টাণ্টসাহেব কিম্বা প্রধান আমলার নিকটস্থানে রহে তাঁহার নিকটে সেই আসামীর তলবচিঠী পাঠান্ ও সে তলবচিঠী সাল্টএজেণ্টসাহেব পাইলে যে মতাচরণ করিতেন তদ্দৃষ্টে সেই আসিষ্টাণ্টসাহেব কিম্বা প্রধান আমলাতেও সেই মতাচরণ করিবেন্।

এজেণ্টসাহেবেরা জলের লিখিত লোকদিগকে নিমকী এলাকাদারেরদের জামিন হইতে ও তাহারদিগের আপোসী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে ভার দিবার কথা।

ঐ লোকদিগের নাম ও নিবাসের ফর্দ্দ জজসাহেবের নিকটে পাঠাইবার কথা।

জজসাহেবেরা তলবচিঠী এজেণ্টসাহেবদিগের নিকটে না পাঠাইয়া আসিষ্টাণ্টসাহেব প্রভৃতির নিকটে পাঠাইতে ক্ষমতা রাখিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি সাল্টএজেণ্টসাহেবের তাবের কোন আমলা কিম্বা মলঙ্গীওগয়রহ করারদাদের আসামীর নামে কেহ কোন বিষয়ে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়া সেই নালিশী আরজীতে সে আসামী নিমকমহালের এলাকাদার জিগির না লিখিয়া থাকে ও ইস্তক ১ কার্ত্তিক লাগাইৎ আখিরী আষাঢ় অন্য এলাকার লোকের তলবমতে সে আসামীর নামে তলবচিঠী হইয়া দেওয়ানী আদালতের পেয়া

নিমকী এলাকার কোন আসামীর নামে নালিশ হইলে সে নালিশী আরজীতে সে আসামী নিমকী এলাকাদার হইবার প্রস্তাব না থাকিলে

অন্য আসামীর মতে তাহার তলবচিঠী হইলে পশ্চাৎ তাহাকে নিমকী এলাকাদার জানিলে যে মতে তাহাকে ছাড়া যাইবেক তাহার কথা।

দার হাওয়ালে হয় ও যে পেয়াদার হাওয়ালে সেই তলবচিঠী হয় সে যদি পশ্চাৎ সাল্টএজেণ্টসাহেব কিম্বা তাঁহার তাবের কোন আমলার অথবা সেই আসামীর কথাক্রমে সে আসামীকে নিমকমহালের এলাকাদার জানে তবে সে পেয়াদা সেই আসামীর ঠিকানার নিকটস্থ নিমকমহালের মোতালক যে আসিষ্টাণ্টসাহেব অথবা প্রধান যে আমলার প্রতি জামিন হইবার ও মোকদ্দমা শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবার ভার থাকে তাহার নিকটে গিয়া সেই তলবচিঠী দর্শাইবেক তদনুসারে সে বিষয়ে ১ প্রথম প্রকরণক্রমে সাল্টএজেণ্টসাহেবের যে মতাচরণ কর্ত্তব্য হইত সেই মতাচরণ তাঁহার তাবের সেই আসিষ্টাণ্টসাহেব কিম্বা প্রধান আমলার কর্ত্তব্য হইবেক যদি আদালতের সেই পেয়াদা কেবল সেই আসামীর মুখে সে আসামী নিমকমহালের এলাকাদার শুনিয়া সে কথায় সন্দেহ রাখে কিম্বা সন্দেহ না রাখিয়া এমত ভাবে যে সে আসামীকে তাহার ঠিকানার নিকটের নিমকী এলাকার যে আসিষ্টাণ্টসাহেব কিম্বা প্রধান আমলার প্রতি জামিন হইবার ভার থাকে তাঁহার নিকটে লইয়া যাইতে যাবৎ না পারে তাবৎ কালের মধ্যে সে আসামী পলাইবেক তবে সে পেয়াদা তলবচিঠীসুদ্ধা আপনি সে আসামীকে লইয়া তাহার ঠিকানার নিকটের নিমকী এলাকার সেই আমলার নিকটে যাইবেক এবং যাবৎ আসামী জামিন না দেয় তাবৎ তাহাকে কদাচ ছাড়িবেক না।

জামিন লইবার যোগ্য ফৌজদারীর মোকদ্দমায় নিমকপোখ্তানীর সময়ের মধ্যে নিমকী এলাকার আসামীর উপর যেমতে তলবচিঠী জারী হইবেক তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যদি নিমকমহালের মোতালক কোন আসামীর নামে কেহ কোন ফৌজদারীর মোকদ্দমায় ফৌজদারীর সাহেবের নিকটে নালিশ করে ও সে মোকদ্দমা জামিন লইবার যোগ্য হয় তবে ইস্তক ১ কার্ত্তিক লাগাইৎ আখিরী আষাঢ় সে আসামীর তলবে চিঠী জারী করিতে হইলে ফৌজদারীর সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই তলবচিঠীতে সেই মোকদ্দমার গতিক ও আসামীর সম্ভাবনা বুঝিয়া যত টাকার নির্দ্দিষ্টে জামিন লওয়া উচিত হয় তত টাকার জিম্মিরে জামিনী দাখিল করিতে লিখিয়া উপরের প্রকরণক্রমে দেওয়ানী আদালতের তলবচিঠী জারী করিবার মতানুসারে জারী করিবেন তাহাতে এই কথা অতিরিক্ত থাকিবেক যে সে আসামী আপনি কিম্বা তাহার তরফ উকীল নিমকপোখ্তানীর সময়ের মধ্যে কিম্বা পশ্চাৎইবা হউক মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব কারণ ফৌজদারীর কাছারীতে রুজু হয়।

এই ধারানুসারে নিমকী এলাকার আসামীর উপর তলবচিঠী ও দস্তক জারী হইবার বেওরা কৈফিয়ৎ সেই চিঠাদিগরের পৃষ্ঠে এজেণ্টসাহেব কিম্বা আসিষ্টাণ্টসাহেব অথবা প্রধান আমলায় লিখিবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—এই ধারার উপরের সকল প্রকরণের মতানুসারে নিমকী কোন আসামীর উপর যে তলবচিঠী ও দস্তক যে সাল্টএজেণ্টসাহেব অথবা তাঁহার তাবের আসিষ্টাণ্টসাহেব কিম্বা প্রধান আমলার মারফতে জারী হয় সেই সাল্টএজেণ্টসাহেব কিম্বা আসিষ্টাণ্টসাহেব অথবা প্রধান আমলা সেই চিঠার পৃষ্ঠে যে মতে তাহা জারী হয় ও যে লোক সে আসামীর জামিন হয় তাহার বেওরা লিখিবেন।

নিমকী এলাকার আসামীর উপর জামিন লইবার অযোগ্য মোকদ্দ

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—যদি নিমকমহালের মোতালক কোন আসামীর নামে কেহ কোন ফৌজদারীর মোকদ্দমায় ফৌজদারীর সাহেবের নিকটে নালিশ করে ও সে মোকদ্দমা জামিন লইবার যোগ্য না হয় তবে তাহাতে ফৌজদারীর সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার

হার বিষয় বিবেচনা করিয়া অন্যং লোকের নামে সে মত মোকদ্দমার দস্তক যেরূপে জারী করিতে হয় সেই রূপেই সে আসামীর উপর দস্তক জারী করেন্ ও সে দস্তকে এমত জিগির থাকে যে সে মোকদ্দমার জওয়াব দিবার কারণ সে আসামী খোদ ফৌজদারীর কাছারীতে রুজু হয় কিন্তু ফৌজদারীর যে পেয়াদাওগয়রহের হাওয়ালে সে দস্তক হয় তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে সেই আসামীকে ধরিয়া পরে সাল্টএজেণ্টসাহেব অথবা তাঁহার তাবের প্রধান আমলা যে কেহ সেই আসামীর ঠিকানার নিকটে থাকেন্ তাঁহার স্থানে সমাচার দেয়। — মায় দস্তক যেমতে জারী হইবেক তাহার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—যে কালে কেহ পোলীসের থানার দারোগার নিকটে নিমকমহালের মোতালক কোন মলঙ্গী কিম্বা মজুরওগয়রহের নামে ফৌজদারীর কোন মোকদ্দমায় নালিশ করিবেক সে কালে সেই দারোগাও এই ধারার ৪ চতুর্থ ও ৬ ষষ্ঠ প্রকরণানুসারে কার্য্য করিবেক। — থানাদার ৪ চতুর্থ ও ৬ ষষ্ঠ প্রকরণানুসারে কার্য্য করিবার কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।—সাল্টএজেণ্টসাহেব আপনি কিম্বা তাঁহার তাবের যে প্রধান আমলার প্রতি জামিন হইবার ভার থাকে সেই প্রধান আমলা নিমকী এলাকার কোন আসামী হাজির হইবার কারণ কিম্বা তাহার উকীলের রসুমের নিমিত্তে যে কালে জামিন হন্ কিম্বা সেই আসামীর দেওয়া কোন জামিনকে মাতবর কহেন্ সে কালে মাফিকএকরার সে আসামীর শিরে যে দায় পড়ে তাহার নিশা সেই আসামী না করিলে কিম্বা তাহার দেওয়া যে জামিন সাল্টএজেণ্টসাহেব কিম্বা তাঁহার তাবের আমলার কথায় মাতবর হইয়া থাকে সে জামিনদার সে দায়ের নিশা না দেয় তবে সেই দায়ের নিশা সেই সাল্টএজেণ্টসাহেবকে করিতে হইবেক অতএব সাল্টএজেণ্টসাহেবের কর্ত্তব্য যে মলঙ্গীওগয়রহ নিমকী এলাকাদারদিগের জামিনহওনের ও তাহারদিগের নালিশ শুনিয়া বিচারকরণের নিমিত্তে মাতবর লোককে আড়ঙ্গের প্রধান আমলা নিযুক্ত করেন্ ও যাহাকে প্রধান আমলা নিযুক্ত করেন্ তাহার স্থানে এমত মাতবর মালজামিন লন্ যে সেই প্রধান আমলাহইতে কোন কার্য্যের ত্রুটি হইলে সে কারণে সাল্টএজেণ্টসাহেবের উপর কিছু ঝুঁকী না পড়িতে পারে ও যে মতে কার্য্য করিলে সে ঝুঁকী না হইতে পারে তাহাও সেই প্রধান আমলাকে জ্ঞাত করান্। — এজেণ্টসাহেব ও তাঁহার তাবের আমলায় জামিনী যে একরার ও যে লোককে জামিন মাতবর করেন্ তাহার নিশা তাহারদিগেরে দিতে হইবার কথা।

৯ নবম প্রকরণ।—নিমকমহালের এলাকাদারদিগের কেহ কোন মোকদ্দমার আসামী হইলে নিমকপোখ্তানীর সময়ের মধ্যে তাহার তলবে চিঠী যে মতে জারী করিতে হয় তাহারদিগের কাহারো নামে কোন মোকদ্দমার সাক্ষ্য দিবার কারণ সপীনা সে সময় জারী করিতে হইলেও তাহা সেই মতেই জারী করা যাইবেক ও যদি সে কারণে সে কালে তাহারদিগের কাহাকেও আদালতে তলবকরণ অত্যাবশ্যক হয় তবে জজসাহেব তলব করিয়া যত ত্বরাতে পারেন্ তাহার জোবানবন্দী করিয়া লইয়া পুনর্ব্বার অব্যাজে বিদায় করিবেন এইহেতুক যে সে লোক আপন কর্ম্মস্থানে না থাকিলে নিমকপোখ্তানীর কার্য্যের প্রতুল হয় না। — যে কালে নিমকমহালের এলাকাদারদিগের নামে সাক্ষ্যের নিমিত্তে সপীনা জারী করিতে হয় সে কালে তাহা যেমতে জারী হইবেক তাহার কথা।

১০ দশম

এজেণ্টসাহেব কিম্বা তাঁহার তাবের আমলা দিগরে এই ধারার হুকুম নিমকী এলাকাদার লোকছাড়া অন্যের প্রতি চালানে নিষেধের কথা।

দেওয়ানী আদালত ও ফৌজদারীর সাহেবেরা নিমকী এলাকাদার এদেশী লোকদিগেরে যে সময়ে হাজির করাইতে চাহেন সেই সময়ে হাজির করাইতে ক্ষমতা রাখিবার কথা।

যে যে বিষয়ে ঐ হুকুম চালানের ক্ষমতা আছে তাহার কথা।

১০ দশম প্রকরণ।—নিমকমহালের এলাকাদারছাড়া অন্য লোকের উপর তলব চিঠী কিম্বা সপীনা জারী করিতে লাগিলে যদি সাল্টএজেণ্টসাহেব কিম্বা তাঁহার তাবের বিলায়তী অথবা এদেশী আমলায় উপরের লিখিত সকল প্রকরণের মতাচরণ করেন তবে তাঁহারদিগের নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইবেক। উপরের সকল প্রকরণের হুকুমের হেতু কেবল এই ছিল যে যে কালে নিমকপোখ্তানীর কার্য্য আটক না করিলে বিচারের বাধা না জন্মে সে কালে ঐ কার্য্য অনর্থক আটক না হয়। কিন্তু দেওয়ানী আদালতের জজসাহেব ও ফৌজদারীর সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে নিমকমহালের মোতালক কোন এদেশী আমলা কিম্বা অন্য এলাকাদারকে কোন মোকদ্দমার ফরিয়াদী কিম্বা আসামী অথবা সাক্ষিক্রমে নিমকপোখ্তানীর কালের মধ্যে আপনারদিগের নিকটে তলবকরণ অত্যাবশ্যক হইলে অন্য২ লোকের উপর এমত বিষয়ে যেমত হুকুম জারী করেন সেই মতেই তাহার উপর হুকুম জারী করিতে পারেন যদিস্যাৎ ঐ সকল প্রকরণের মধ্যেও ইহার ব্যতিক্রম হুকুম লেখা গিয়া থাকে। আর যদি দেওয়ানী আদালতের জজসাহেব কিম্বা ফৌজদারীর সাহেবেরা হুকুমের ব্যতিক্রমে এমত কার্য্য করেন তবে যে কারণে করেন তাহার বেওরা তাঁহারদিগের রোয়দাদের বহীতে লেখাইবেন ও তাঁহারদিগের যে সকল হুকুম জারী হইবার তাহা প্রায় সকলি এই ধারার হুকুমমতে জারী হইবেক মধ্যে২ এই প্রকরণের লিখনক্রমে অত্যাবশ্যকজন্য যে যে হুকুম জারী করিতে হয় তাহার তলব চিঠী ও সপীনাদিগরে অবশ্যতার প্রস্তাব লেখাইবেন যে এই প্রকরণের হুকুমমাফিক জজ ও ফৌজদারীর সাহেবদিগের ক্ষমতা অত্যাবশ্যকতাজন্য যে আছে তদনুসারে নিতান্ত তলবের হুকুম লেখা গেল কিন্তু জজ ও ফৌজদারীর সাহেবদিগের এমত উচিত নহে যে বিনা অত্যাবশ্যকতায় এমত নিতান্ত হুকুম জারী করেন ইতি।

২১ ধারা।

নিমকমহালের এলাকাদার এদেশী লোকের উপর যে মতে আদালতের ডিক্রী জারী হইবেক তাহার কথা।

যদি জজসাহেব নিমকমহালের মোতালক কোন এ দেশী আমলা কিম্বা অন্য এলাকাদার কাহারো উপর কোন মোকদ্দমার ডিক্রী করিয়া ইস্তক ১ কার্ত্তিক লাগাইৎ আখিরী আষাঢ় তাহা জারী করিতে হুকুম দেন তবে ইতিমধ্যে সে আসামী আপনি আটক না হইয়া তাহার দ্রব্যাদি ক্রোক হইতে পারিবেক কিন্তু সরকারের নিমক ও দাদনীর টাকা ও নিমকপোখ্তানীর সরঞ্জাম যাহা তাহার স্থানে থাকে তাহা সে ডিক্রীর আঞ্জামের কারণ ক্রোক করা যাইবেক না এবং নিমকপোখ্তানীর কাল গেলে সাল্টএজেণ্টসাহেব মাফিক্তলব সে আসামীকে জজসাহেবের নিকটে হাজির করিয়া দিবেন কিন্তু শ্রাবণ ও ভাদ্র ও আশ্বিন মাসেও নিমকের এজেণ্টসাহেব যদি আদালতের চিহ্নিত উকীলের দ্বারা জজসাহেবকে ইহা জানান যে পোখ্তানীর কর্ম্মের নিমিত্তে ঐ লোকদিগের হাজিরথাকানের আবশ্যক নাই তবে নিমকপোখ্তানীর সময়েও ঐ লোকদিগের শরীর তাহারদিগের বস্তুর ন্যায় ডিক্রীর হুকুমমতাচরণের অধীন হইবেক ইতি।

২২ ধারা।

২২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জানিবেন যে সকল সাল্টএজেণ্টসাহেব ও তাঁহারদিগের তাবের অ্যাসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত কোম্পানীর সরকারের চিহ্নিত চাকর অথবা বিলায়তী বাজে সাহেবলোক কিম্বা এদেশী গোমাস্তাওগয়রহ আমলাসকল যদি এই আইনের অন্যথায় অথবা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের মতে অন্য যে সকল আইন ছাপা হইয়া জারী হয় তাহার ব্যতিক্রমে কিছু কার্য্য করেন্ তবে এই ধারার নীচের প্রকরণের লিখিত নিষেধ বিধিতে দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহারদিগের নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারিবেক।

এজেণ্টসাহেব ও তাঁহার তাবের আমলারা এই আইন ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের মতে ছাপা হইয়া জারীহওয়া অন্য আইন সকলের হুকুমের অন্যথায় কার্য্য করিলে তাঁহারদিগের নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি নিমকপোখ্তানীর সময়ের মধ্যে কোন মলঙ্গী কিম্বা মজুর অথবা নিমকপোখ্তানীর এলাকার অন্য কেহ এমত অনুমান করে যে সাল্টএজেণ্টসাহেব নিজে কিম্বা হুকুম দিয়া তাহার উপর কিছু অত্যাচার করিয়াছেন তবে সেই লোক আপনি কিম্বা আপন উকীলের মারফতে প্রথম সে বিষয় এজেণ্টসাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিবেক তাহাতে যদি এজেণ্টসাহেব মাফিকদরখাস্ত সে বিষয়ের বিচার না করেন্ অথবা নিষ্পত্তি করিতে টালেন্ তবে সে লোকের ক্ষমতা আছে যে সে মোকদ্দমার নালিশ দেওয়ানী আদালতে সাল্টএজেণ্টসাহেবের নামে করে।

নিমকপোখ্তানীর সময়ের মধ্যে নিমকী এলাকার কাহারো উপর এজেণ্টসাহেব নিজে কিম্বা হুকুম দিয়া অত্যাচার করিলে তাহার কারণ সে লোক আদৌ এজেণ্টসাহেবের স্থানে দরখাস্ত করিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি নিমকপোখ্তানীর সময়ের মধ্যে কোন মলঙ্গী কিম্বা মজুর অথবা নিমকপোখ্তানীর এলাকার অন্য কেহ এমত অনুমান করে যে সাল্টএজেণ্টসাহেবের তাবের কোন আসিষ্টাণ্টসাহেব কিম্বা আড়ঙ্গের প্রধান আমলা যাঁহারং প্রতি জামিন হইবার ও মোকদ্দমা শুনিয়া বিচারাদি করিবার ভার থাকে তাঁহারদিগের কেহ নিজে কিম্বা হুকুম দিয়া তাহার উপর অত্যাচার করিয়াছেন তবে সেই লোক আপনি কিম্বা উকীলের মারফতে সে বিষয়ের দরখাস্ত আদৌ যে সাল্টএজেণ্টসাহেব কিম্বা আসিষ্টাণ্টসাহেব অথবা গোমাস্তাহইতে সেই অত্যাচার হইয়া থাকে তাঁহার নিকটে করিবেক ইহাতে যদি আদৌ দরখাস্ত তাবের আমলার নিকটে করে ও তদনুসারে সেই আমলা সে বিষয়ের বিচার না করেন্ অথবা নিষ্পত্তি করিতে টালেন্ তবে পশ্চাৎ সে বিষয়ের দরখাস্ত সেই সাল্টএজেণ্টসাহেবের স্থানে করিবেক তাহাতে যদি সাল্টএজেণ্টসাহেব বিচার না করেন্ অথবা নিষ্পত্তি করিতে টালেন্ তবে সেই লোকের কর্ত্তব্য যে শেষে সে মোকদ্দমার নালিশ যাঁহাহইতে অত্যাচার হইয়া থাকে তাঁহার নামে কিম্বা সাল্টএজেণ্টসাহেবের নামে দেওয়ানী আদালতে করে ও সে কারণে যাঁহার নামে নালিশ হইবেক তাহার জওয়াব সেই ব্যক্তির দেওয়া উচিত হইবেক।

অন্যায়গ্রস্ত নিমকী এলাকাদার লোকে নিমক পোখ্তানীর সময়ের মধ্যে আড়ঙ্গের প্রধান আমলার স্থানে আপন হক যে মতে বুঝিয়া পাইবেক তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যদি নিমকপোখ্তানীর সময়ের মধ্যে কোন মলঙ্গী কিম্বা মজুর অথবা নিমকপোখ্তানীর এলাকার অন্য কেহ এমত অনুমান করে যে আড়ঙ্গের যে প্রধান আমলার প্রতি জামিন হইবার ও মোকদ্দমা শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবার ভার থাকে তাঁহার নিজের এদেশী চাকর অথবা চুক্তিকারক ও ব্যাপারী কিম্বা মলঙ্গী কিম্বা ঐ

মলঙ্গীওগয়রহের উপর কোন প্রধান আমলা নিজে কিম্বা তাহার নিজের চাকর অত্যাচার করিলে তাহার নিষ্পা

যথা হইতে পাইবেক তাহার কথা।

সকলের কাহারো পক্ষের লোকহইতে তাহার উপর কিছু অত্যাচার হইয়াছে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে আপনি কিম্বা আপন উকীলের মারফতে সে বিষয়ের দরখাস্ত আদৌ সাল্টএজেণ্টসাহেব কিম্বা তাঁহার আসিষ্টাণ্টসাহেব অথবা আড়ঙ্গের প্রধান আমলার নিকটে করে ইহাতে যদি আদৌ দরখাস্ত আসিষ্টাণ্টসাহেব কিম্বা প্রধান আমলার নিকটে করে ও তদনুসারে তাহারা সে বিষয়ের বিচার না করেন অথবা নিষ্পত্তি করিতে টালেন তবে পশ্চাৎ সে বিষয়ের দরখাস্ত সাল্টএজেণ্ট সাহেবের নিকটে করিবেক তাহাতে যদি সাল্টএজেণ্টসাহেব বিচার না করেন অথবা নিষ্পত্তি করিতে টালেন তবে শেষে সে মোকদ্দমার নালিশ সেই আসল অত্যাচারী আসামীর নামে কিম্বা সাল্টএজেণ্টসাহেব অথবা যে আমলার নিকটে আদৌ দরখাস্ত করিয়া থাকে তাঁহার নামে দেওয়ানী আদালতে করিবেক ও সে কারণে যাঁহার নামে নালিশ হয় সেই ব্যক্তিকে তাহার জওয়াব আদালতে দিতে হইবেক ও আদালতে সে মোকদ্দমা প্রমাণ হইলে যদি সে নালিশ সাল্টএজেণ্টসাহেব কিম্বা আমলার নামে হইয়া থাকে তবে জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে সাল্টএজেণ্টসাহেব কিম্বা আমলা নিজে সেই অত্যাচার করিলে তাহার নিশা যেমতে তাঁহার স্থানহইতে দেওয়াইতেন সেই মতে অন্যকর্ত্তৃক অত্যাচারেও তাঁহাকে স্বয়ং অত্যাচারির ন্যায় জানিয়া তাঁহার স্থানহইতে সেই অত্যাচারের নিশা সেই ফরিয়াদীকে দেওয়াইবেন।

উপরের তিন প্রকরণোক্ত মোকদ্দমার নালিশ আদৌ এজেণ্টসাহেবের নিকটে হইয়া থাকন স্বীকৃতিক্রমে জানবিনা জজসাহেব না শুনিবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—উপরের লিখিত তিন প্রকরণের প্রস্তাবিত কোন মোকদ্দমা কেহ দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করিতে চাহিলে তথাকার জজসাহেব তাবৎ সে মোকদ্দমা না শুনেন যাবৎ সেই ফরিয়াদীর স্বীকৃতিকরণের দ্বারা অথবা মতান্তরে জজ সাহেবের হৃদ্বোধ না হয় যে সেই ফরিয়াদী ঐ সকল প্রকরণের প্রস্তাবানুসারে সে মোকদ্দমার নালিশ সাল্টএজেণ্টসাহেবের নিকটে করিয়াছিল।

এই ধারার লিখনানুসারে নিমকী আসামী আপনস্বরূপযোগ্য লোক না রাখিয়া উকীলের মারফৎ সেওয়ায় আপনি আদালতে গিয়া কোন মোকদ্দমার নালিশ করিতে না পারিবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—এই ধারার ২ দ্বিতীয় ও ৩ তৃতীয় ও ৪ চতুর্থ প্রকরণের প্রস্তাবক্রমের কোন মোকদ্দমার নালিশ যে কালে করারদাদের কোন আসামীতে করিতে চাহে সে কালে যদি তাহার করারদাদের সরবরাহ সমস্ত না হইয়া থাকে তবে সে ফরিয়াদী সে কালে সে নালিশ করিতে আড়ঙ্গের প্রধান আমলা কিম্বা সাল্টএজেণ্টসাহেব অথবা আসিষ্টাণ্টসাহেবের বিনাঅনুমতিতে আপনি কদাচ যাইতে পারিবেক না কিন্তু আপন তরফ উকীল পাঠাইতে পারিবেক আর যদি সেই আসামী আপন সরবরাহ দিবার যোগ্য আপন স্বরূপ অন্য জনেককে সেই কার্য্যের সরবরাহের নিমিত্তে নিযুক্ত করে ও যাহাকে স্বরূপ করিয়া রাখে তাহাহইতে সে কার্য্য চলিবার বিষয়ে সাল্টএজেণ্টসাহেব অথবা আসিষ্টাণ্টসাহেব কিম্বা প্রধান আমলার সন্দেহ না থাকে তবে সাল্টএজেণ্টসাহেব কিম্বা আসিষ্টাণ্টসাহেব অথবা প্রধান আমলায় সেই আসামীকে বিদায় করিবেন।

আমলারদিগের নিকটে যে সকল মোকদ্দমা উ

৭ সপ্তম প্রকরণ।—আসিষ্টাণ্টসাহেব ও প্রধান আমলাদিগের প্রতি যে সকল মোকদ্দমা

মোকদ্দমা শুনিয়া তাহার বি[illegible] নিষ্পত্তি করিবার ভার থাকে সে সকল মোকদ্দমা সাল্টএজেণ্টসাহেবের নিকটে উপস্থিত হইলে সাল্টএজেণ্টসাহেব তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে ও তাহার [illegible] মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি আসিষ্টাণ্টসাহেব কিম্বা প্রধান আমলাদিগের কোন জনহইতে অসঙ্গত হইয়া থাকিলে তাহা ফিরাইয়া আপনি সঙ্গত করিতে ক্ষমতা রাখিবেন।

পস্থিত হয় তাঁহার বিচার নিষ্পত্তি এণ্টেন্ন সাহেব করিতে পারিবার কথা

৮ অষ্টম প্রকরণ।—সাল্টএজেণ্টসাহেব কিম্বা তাঁহার তাবের আসিষ্টাণ্টসাহেব অথবা প্রধান আমলার কৃত নিষ্পত্তির কোন মোকদ্দমায় কেহ নারাজ হইয়া সে মোকদ্দমার আপীল দেওয়ানী আদালতে করিতে চাহিলে সে আপীলের দরখাস্তী আরজী দেওয়ানী আদালতে লওয়া যাইবেক যদি আইন্দা নিমকপোখ্তানী হইবার সময়ের পূর্ব্বে দেয় ও যদি কর্ম্মক্রমে পূর্ব্বে না দিতে পারিয়া নিয়মিত কালগতে দেয় তবে আপেলাণ্ট তাহা নিয়মিত কালের মধ্যে না দিবার বিষয়ে শুনিবার যোগ্য কিছু বিশিষ্ট হেতু জানাইতে পারিলে সে কালেও লওয়া যায়।

এজেণ্টসাহেবপ্রভৃতির কৃত নিষ্পত্তিতে কেহ নারাজ হইয়া মোকদ্দমার আপীল দেওয়ানী আদালতে করিতে চাহিলে তাহা করিতে পারিবার কথা।

৯ নবম প্রকরণ।—যদি কোন আসিষ্টাণ্টসাহেব অথবা প্রধান আমলাপ্রভৃতি নিমকমহালের এলাকাদার কাহারো নামে দেওয়ানী আদালতে কোন নালিশ হয় তবে সাল্টএজেণ্টসাহেবের ক্ষমতা আছে যে আপনি সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব দেওয়ানী আদালতে করেন্ ও যদি করেন্ তবে তথায় সে মোকদ্দমার যে ডিক্রী হয় তাহার নিশাও সাল্টএজেণ্টসাহেব দেন্।

নিমকমহালের এলাকাদার কাহারো উপর দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইলে তাহার জওয়াব এজেণ্টসাহেব দিতে পারিবার কথা।

১০ দশম প্রকরণ।—সাল্টএজেণ্টসাহেব কিম্বা তাঁহার আসিষ্টাণ্টসাহেব অথবা প্রধান আমলা কিম্বা তাঁহারদিগের তাবের কোন লোকহইতে মলঙ্গী কিম্বা মজুর অথবা নিমকী এলাকার অন্য কাহারো প্রতি কিছু অত্যাচার হইয়া থাকিলে সে লোক তাহার নালিশ শ্রাবণ ও ভাদ্র ও আশ্বিন তিন মাসের মধ্যে এই ধারার উপরের কএক প্রকরণের অনুসারে আদৌ সাল্টএজেণ্টসাহেব অথবা আসিষ্টাণ্টসাহেব কিম্বা প্রধান আমলার নিকটে না করিয়া দেওয়ানী আদালতে করিতে সাধ্য রাখিবেক। অথবা তৎকালে সে নালিশ সাল্টএজেণ্টসাহেব কিম্বা আসিষ্টাণ্টসাহেব অথবা প্রধান আমলার নিকটে করিতে চাহিলেও তাহা করিতে বাধা থাকিবেক না যদি সাল্টএজেণ্টসাহেবপ্রভৃতি নিমকমহালের আমলার স্থানে সে নালিশ করে তবে তাঁহারা সে মোকদ্দমার নালিশ আদৌ নিমকপোখ্তানীর সময়ের মধ্যে শুনিলে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি যে মতে করিতেন সেই মতে অসময়ে ঐ তিন মাসের মধ্যের নালিশী মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিও করিবেন ও দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগের প্রতি হুকুম আছে যে মলঙ্গী কিম্বা মজুর অথবা নিমকী এলাকার অন্যং কোন লোকের হক ত্বরাতে পঁহুছিবার কারণ তাহারদিগের যাহার যে নালিশ এই প্রকরণের প্রথম প্রস্তাবক্রম আদালতে উপস্থিত হয় তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি অন্যং মোকদ্দমার অগ্রে অব্যাজে করেন্ ইতি।

শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন তিন মাসের মধ্যে মলঙ্গীপ্রভৃতির নালিশ আদৌ এজেণ্টসাহেবওগয়রহ নিমকমহালের আমলার নিকটে না হইয়া দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবার কথা।

ঐ সময়ের মধ্যে মলঙ্গীপ্রভৃতিতে ঐ নালিশ নিমকপোখ্তানীর সময়ের মধ্যে করণের মতেও এজেণ্টসাহেব ওগয়রহের স্থানে করিতে পারিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ২৯ ঊনত্রিংশৎ আইন।

২৩ ধারা।

এজেণ্টসাহেব কিম্বা তাঁহার আসিষ্টাণ্টসাহেবের উপর আদালতের হুকুম যে মতে জারী হইবেক তাহার কথা।

দেওয়ানী আদালত কিম্বা ফৌজদারী আদালতের কিছু হুকুম যে কালে সাল্টএজেণ্টসাহেব কিম্বা তাহার আসিষ্টাণ্টসাহেবের না[illegible]াইতে হয় সে কালে জজ্‌সাহেব কিম্বা রেজিষ্টরসাহেব সেই হুকুমনামা খাম করিয়া তাহার উপর আদালতের মোহর ও আপন কর্ম্মের নিদর্শনে দস্তখৎ করিয়া পাঠাইয়া দিবেন সাল্টএজেণ্টসাহেব কিম্বা আসিষ্টাণ্টসাহেব সেই হুকুমনামা পাইলে তাহা জ্ঞাত হইয়া সেই হুকুমনামার পৃষ্ঠে দাখিলা লিখিয়া পুনর্ব্বার খাম ও মোহর করিয়া সেই জজসাহেব কিম্বা রেজিষ্টরসাহেবের নিকটে পাঠাইবেন ইতি।

২৪ ধারা।

এজেণ্টসাহেব কিম্বা তাঁহার আসিষ্টাণ্টসাহেব অথবা আমলার নিজ নামে কেহ আদালতে নালিশ করিলে তাঁহারা সে দায় নিজের জানিয়া তাহার সওয়াল ও জওয়াব কারণ আদালতের চিহ্নিত উকীল নিযুক্ত করিবার কথা।

এই আইনের অন্যথায় কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের মতে অন্য যে কোন আইন ছাপা হইয়া জারী হয় তাহার ব্যতিক্রমে কোন কার্য্য সাল্টএজেণ্টসাহেব কিম্বা আসিষ্টাণ্টসাহেব অথবা প্রধান আমলায় করিলে সে কারণে তাহারদিগের নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইলে যদি সেই কার্য্য করিতে তাঁহারদিগের প্রতি বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের কিম্বা শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরের অন্য কিছু হুকুম না হইয়া থাকে তবে সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব কারণ সাল্টএজেণ্টসাহেব কিম্বা তাহার আসিষ্টাণ্ট সাহেব অথবা প্রধান আমলা আদালতের চিহ্নিত জনেক উকীলকে নিযুক্ত করিবেন ইতি।

২৫ ধারা।

প্রধান সাহেবদিগের হুকুমে কোন কার্য্য করিলে সে কারণে এজেণ্টসাহেবপ্রভৃতি নিমক মহালের আমলার নামে নালিশ হইলে সে মোকদ্দমা সরকারী খরচে হইবার কথা।

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরের কিম্বা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের হুকুমে কোন কার্য্য সাল্টএজেণ্টসাহেব কিম্বা তাঁহার আসিষ্টাণ্টসাহেব অথবা প্রধান আমলায় করিলে সে কারণে তাহারদিগের নামে দেওয়ানী আদালতে যে নালিশ হয় তাহার কিম্বা বোর্ড ত্রেড অথবা ঐ শ্রীযুতের হুজুরের হুকুমে তাঁহারদিগেরে কোন মোকদ্দমার নালিশ করিতে কিম্বা জওয়াব দিতে হইলে এই আইন জারীর তারিখের জারীহওয়া কোন আইনে অন্য মত হুকুম থাকিলেও সে সকল মোকদ্দমা সরকারী খরচে হইবেক ও তাহার সওয়াল ও জওয়াব সরকারী উকীলেই করিবেক অথবা আদালতের চিহ্নিত অন্য উকীলে করা বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা কিম্বা সাল্টএজেণ্টসাহেব উচিত জানিলে চিহ্নিত উকীলেই করিতে পারিবেক।

২৬ ধারা।

বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা যে যে মোকদ্দমার ডিক্রী ও নোকসান ও তহখরচ সমস্ত কিম্বা যৎ

দেওয়ানী আদালতহইতে ২৪ চতুর্বিংশতি ধারার প্রস্তাবক্রমের যে কোন মোকদ্দমার ডিক্রী সাল্টএজেণ্টসাহেব কিম্বা তাঁহার আসিষ্টাণ্টসাহেব অথবা প্রধান আমলার উপর হয় সে ডিক্রীর দেনা ও ডিক্রীর মাফিক নোকসান ও তহখরচ সমস্ত কিম্বা

কিছু

কিছু যদি বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা মঞ্জুর রাখেন্ তবে তাঁহারদিগের ক্ষমতা আছে যে সে ডিক্রীর সকল হুকুম কিম্বা কিছু এবং নোক্সান ও তহ্খরচ যাহা মঞ্জুর রাখেন্ তাহার নিশা যাঁহার উপর সে ডিক্রী হইয়া থাকে তাঁহার গতিক ও বিষয় বুঝিয়া তাঁহার স্থানহইতে দেওয়ান্ যদি এমত জানেন্ যে সেই ডিক্রীর দেনা ও সেই ডিক্রীর মাফিক নোক্সান ও তহ্খরচ সমস্ত কিম্বা তাহার মধ্যের কিছুর নিশা সর কারহইতে না করিতে হয় কিন্তু এমতে যাঁহার স্থানহইতে ডিক্রীর হুকুম ও নোক্সান ও তহ্খরচার নিশা দেওয়ান যায় তাঁহার শক্তি আছে যে সে মোকদ্দমার আপীল করণ উচিত জানিলে তাহা আপনখরচে করেন্ ইতি।

কিঞ্চিতের নিশা এজেণ্ট সাহেব কিম্বা তাঁহার তাবের আমলার স্থানহইতে দেওয়াইতে পারিবেন তাহার কথা।

২৭ ধারা।

দেওয়ানী আদালতহইতে ২৪ চতুর্বিংশতি ও ২৫ পঞ্চবিংশতি ধারাক্রমের যে কোন মোকদ্দমার ডিক্রী সাল্টএজেণ্টসাহেব কিম্বা তাঁহার আসিস্টাণ্টসাহেব অথবা অন্য প্রধান আমলার উপর হয় সে ডিক্রী যদি বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা মঞ্জুর না রাখেন্ তবে তাঁহারদিগের ক্ষমতা আছে যে আইনের মতে সে মোকদ্দমার আপীল মফঃসল আপীল আদালতে তথাহইতে সদর দেওয়ানী আদালতে হইলে তথায় এই আইন জারীর তারিখে জারীহওয়া কোন আইনে অন্য হুকুম থাকিলেও সরকারী উকীল কিম্বা সে আদালতের চিহ্নিত উকীলের মারফতে সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করান্ ইতি।

এজেণ্টসাহেব কিম্বা তাঁহার তাবের আমলার নামের নালিশী কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তে সে মোকদ্দমার আপীল করিতে বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা হুকুম দিতে পারিবার কথা।

২৮ ধারা।

সাল্টএজেণ্টসাহেব ও তাঁহার আসিস্টাণ্টসাহেবের ও যেং প্রধান আমলাদিগের প্রতি জামিনহওন ও মোকদ্দমা শুনিয়া তাহার বিচার ও নিষ্পত্তিকরণের ভার তাঁহারা দেন তাঁহারদিগের কাহারো উপর কোন মোকদ্দমার ডিক্রী আদালতে হইলে সেই ডিক্রীর দেনা ও ডিক্রীর মাফিক নোক্সান ও তহ্খরচের নিশা ও অন্যং হুকুমের সরবরাহকারণ তাঁহার স্থানে জামিন লওয়া যাইবেক না এমত ডিক্রী সাল্টএজেণ্টসাহেব কিম্বা তাঁহার আসিস্টাণ্টসাহেব শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকরের উপর হইলে সে ডিক্রীর নিশা দেওয়াইবার কারণ তাঁহারদিগেরে রুজু রাখিবার দায় ঐ সরকারের আর ঐ সরকারের চিহ্নিত চাকরছাড়া বাজে বিলায়তী সাহেবলোক আসিস্টাণ্ট ও আড়ঙ্গের এ দেশী প্রধান আমলার উপর এমত ডিক্রী হইলে তাহার নিশা দেওয়াইবার কারণ তাঁহারদিগেরে রুজু রাখিবার দায় সাল্টএজেণ্টসাহেবের ইহাছাড়া আড়ঙ্গের প্রধান আমলার নীচের এদেশী আমলাদিগের কাহারো উপর এমত ডিক্রী হইলে তাহার নিশার কারণ তাহার স্থানে ২০ বিংশতি ও ২১ এক বিংশতি ধারার নিয়মানুসারে জামিন লইতে হইবেক ইতি।

ডিক্রীর আঞ্জাম কিম্বা নোক্সান ও তহ্খরচের কারণ এজেণ্টসাহেব অথবা আসিষ্টাণ্টসাহেব ও প্রধান আমলার স্থানে জামিন তলব না হইবার কথা।

২৯ ধারা।

২৯ ধারা।

সাবেক এজেণ্টসাহেবের কৃত কার্য্যপ্রযুক্ত হালের এজেণ্টসাহেবের নামে নালিশ না হইতে পারিবার কথা।

সাবেক এজেণ্টসাহেব প্রভৃতিকে যেং মোকদ্দমার জওয়াব দিতে হইবেক তাহার কথা।

নিমকমহালের মোতালক যে সকল কার্য্য সাবেক এজেণ্টসাহেবের আমলে হইয়াছে তাহার কোন মোকদ্দমার নালিশ হালের এজেণ্টসাহেব ও তাঁহার আসিষ্টাণ্টসাহেব ও আড়ঙ্গের এদেশী প্রধান আমলাদিগের নামে হইবেক না। কিন্তু এজেণ্টসাহেব কিম্বা আসিষ্টাণ্টসাহেব অথবা আড়ঙ্গের এদেশী প্রধান আমলা কেহ তগীর হইয়া থাকিলে তাঁহার নামে তাঁহার বহালী আমলে নিমকী এলাকার কার্য্যকরণের বিষয়ে যে নালিশ হইয়া থাকে তাহার জওয়াব দিবার ভার সেই তগীর এজেণ্টসাহেব প্রভৃতির উপর থাকিবেক যদি বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার জওয়াব দেওয়া হালের এজেণ্টসাহেবের অকর্ত্তব্য জানেন্ কিন্তু শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের কিম্বা বোড ত্রেডের সাহেবদিগের হুকুমে যে সকল বিষয় ব্যাপার এজেণ্টসাহেব ও আসিষ্টাণ্টসাহেব ও আ ?ঙ্গের এদেশী প্রধান আমলায় করিয়া তগীর হইয়া থাকেন্ সে সকল বিষয়ের উপর এ হুকুম চলিবেক না সে সকল বিষয়ের জওয়াব শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারেব দিবার ভার জানিয়া হালের এজেণ্টসাহেব দিবেন ইতি।

৩০ ধারা।

এজেণ্টসাহেবওগয়রহ মোকদ্দমার কৈফিয়ৎ উকীলকে জানাইবার কারণ ও উকীলের স্থানে আপনারা অবগত হইবার জন্যে পত্রাদি লিখিয়া ডাকের রসুম না দিয়া পাঠাইতে পারিবার কথা।

ঐ পত্রাদি থাম ও মোহর করা গিয়া উকীলের নামে শিরনামা লিখা গিয়া তাহার উপর অন্য-কাগজ মড়িয়া রেজিষ্টর সাহেবের নামে শিরনামা লেখা যাইবার কথা।

নিমকমহালের মোতালক যে সকল মোকদ্দমা জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতসকলে ও সকল মফঃসল আপীল আদালতে ও সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হয় তাহার সওয়াল ও জওয়াবের হকীকৎ ঐ সকল আদালতের উকীলদিগেরে ওয়াকিফ করাইবার কারণ ও তাহারদিগের স্থানহইতে জ্ঞাত হইবার জন্যে সকল সাল্টএজেণ্টসাহেব ও আসিষ্টাণ্টসাহেব ও আড়ঙ্গসকলের এ দেশী প্রধান আমলাদিগের তগীর ও বহালী আমলে উভয় পক্ষের পত্রাদি লিখন ডাকের রসুম বিনা চলিতে পারিবেক। এবং পত্রাদি লিখনপত্রের ন্যায় থাম ও মোহর হইয়া উকীলের নামে শিরনামা লেখা যাইবেক ও সেই থামের উপর অন্য কাগজ মড়িয়া তাহার উপর সে উকীল যে আদালতের চিহ্নিত হয় সেই আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের নাম ও সে মোকদ্দমার নালিশের কালে আপনার যে কার্য্য থাকে সেই কার্য্যের ধ্বনি দিয়া নিজ নাম লিখিয়া পাঠান যাইবেক আদালতের রেজিষ্টরসাহেব এমত মোহর করা লিখন পাইলে তাহা বজিনিস উকীলকে দেওয়াইবেন ও এই আইনের মতে সকলআদালতের উকীলদিগের যাহার প্রতি নিমকমহালের মোতালক কোন প্রথম নালিশী মোকদ্দমা অথবা আপীলের মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াবের ভার থাকে সে উকীল সে মোকদ্দমার সম্পর্কীয় যে কাগজপত্র যে সময়ে তাহার মওক্কিল তগীর কিম্বা বহাল সাল্টএজেণ্টসাহেব অথবা আসিষ্টাণ্টসাহেব কিম্বা আড়ঙ্গের এদেশী প্রধান আমলার স্থানে পাঠাইতে চাহে তাহাও বিনারসুমে ডাকের মারফতে পাঠাইতে পারিবেক ও উকীল সেই কাগজপত্র পত্রের ন্যায় থাম করিয়া তাহাতে আপন মো

হর

হুর করিয়া দিলে আদালতের জজসাহেব কিম্বা রেজিষ্টরসাহেব তাহার উপর অন্য কাগজ মড়িয়া আপন কার্য্যের ধ্বনি দিয়া নিজনাম লিখিয়া যাহার স্থানে চালাইতে হয় তথায় চালান করিবেন ইতি।

৩১ ধারা।

দেওয়ানী আদালতে ও মফঃসল আপীল আদালতে ও সদর দেওয়ানী আদালতে যেযে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগেরে করিতে হইবেক তাহার কথা।

যে কালে বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা উচিত জানিয়া কিম্বা শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের হুকুম পাইয়া নিমকমহালের মোতালক যে কোন মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালত অথবা মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতে করণের ভার কোন সাল্টএজেন্টসাহেব কিম্বা তাঁহার আসিষ্টাণ্টসাহেব অথবা আড়ঙ্গের এ দেশী প্রধান আমলার প্রতি না রাখিয়া আপনারদিগের প্রতি ভার রাখিতে চাহেন সে কালে তাহা করিতে পারিবেন ইতি।

৩২ ধারা।

প্রধান সাহেবদিগের মঞ্জুরী বেনে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব আদালতে করিতে হইলে তাহার লাভ ও নোকসানের দায় এজেণ্টসাহেব ও আসিষ্টাণ্ট ও প্রধান আমলাদিগেরে ঠেকিতে না হইবার কথা। এজেন্টসাহেবপ্রভৃতিতে আদালতের ডিক্রী মাফিক যাহা মিলে তাহা সরকারে জমা করিবার ও যাহা দিতে হয় তাহা সরকারী তহবিল হইতে দিয়া সরকারের খরচ লিখিতে যাবৎ বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের হুকুম না হয় তাবৎ না লিখিবার কথা।

সাল্টএজেন্টসাহেব ও তাহার আসিষ্টাণ্টসাহেব ও আড়ঙ্গের এ দেশী প্রধান আমলাদিগের নামে তাঁহারদিগের বিষয়কার্য্যের সম্পর্কীয় যে সকল মোকদ্দমার নালিশ যে কোন আদালতে উপস্থিত হয় সে সকল মোকদ্দমার কিছু লাভ তাঁহারা কোন প্রকারে পাইবেন না এবং এমত মনস্থও নহে যে তাঁহারদিগের কৃত যে সকল কার্য্য বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা কিম্বা শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে মঞ্জুর রাখিয়া থাকেন সে কার্য্যকরণের নিমিত্তে আদালতে কিছু নোকসানের দায় ঠেকিতে হইলে সে নোকসানের দায় তাঁহারা ঠেকেন। অতএব সকল সাল্ট এজেন্টসাহেব ও আসিষ্টাণ্টসাহেব ও আড়ঙ্গের এ দেশী প্রধান আমলাদিগের প্রতি হুকুম আছে যে আদালতের ক্রমে তাঁহারদিগের যে পাওনা হয় তাহা শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারে আপনারদিগের সিরিস্তার হিসাবে জমা করেন এবং যে কোন আদালতের ডিক্রীক্রমে যাহা খরচ করেন তাহা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের হুকুমমাফিক আপনারদিগের সিরিস্তার জুমলা হিসাবের নীচে রকম প্রভেদ করিয়া কিম্বা ভিন্ন কাগজে যে মতে লিখিতে হয় লিখেন কিন্তু সেই খরচ তাবৎ ঐ সরকারের হিসাবে লেখা যাইবেক না যাবৎ সরকারের হিসাবে লিখিতে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুম না হয় ও যাবৎ সে খরচ সরকারের হিসাবে লেখা না যায় তাবৎ তাহার নিশাব ভার সাল্টএজেন্টসাহেব অথবা আসিষ্টাণ্টসাহেব কিম্বা প্রধান আমলার কৃত কার্য্যের নিমিত্তে আদালতে সেই নোকসান ও খরচের ডিক্রী হইয়া থাকে তাঁহার শিরে থাকিবেক ইতি।

৩৩ ধারা।

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সে

যে সকল চুক্তিকারক ও ব্যাপারী ও মলঙ্গী ও অন্যং লোকেরা নিমকী কারবারের

রের দাদনী পাইয়া থাকে তাহারা জানিবেক যে কোন সাল্টএজেণ্টসাহেব অথবা আসিষ্টাণ্টসাহেব কিম্বা আড়ঙ্গের প্রধান আমলাদিগের কেহ শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরের অথবা বোর্ডত্রেডের সাহেবদিগের হুকুমমতে যে কার্য্য করেন্ সে কার্য্য যদি এই আইনের অন্যথাক্রমে হইয়া তাহাতে কাহারো কিছু ক্ষতি দর্শে তবে সে কারণ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ১১ একাদশ ধারাক্রমে দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারিবেক ইতি।

লের হুজুরের কিম্বা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের হুকুমে কার্য্য করিতে এই আইনের অন্যথা হইলে এদেশী লোকে তাহার বিচার যেরূপে পাইবেক তাহার কথা।

সমাপ্ত।

A True Translation,
H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৩০ ত্রিংশৎ আইন।

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরের বিনাহুকুমে লবণ জন্মাইতে এবং দেশান্তরহইতে তাহা এ দেশে আনিতে নিষেধের বিষয়ের আইন ঐ শ্রীযুত ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১ পহিলা মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২০৭ সালের ১৯ রমজানে জারী করিলেন।

হেতুবাদ।

নিমকপোখ্তানীর কার্য্য সরকারের এখ্তিয়ারে থাকিবাতে সরকারের যে লাভ পুসক্তি আছে তাহার স্থৈর্য্যের নিমিত্তে উচিত যে ভিন্নাধিকার দেশের লবণ কিছুই এ দেশে না আইসে এবং এ সুবেজাতের মধ্যেও অন্যং লোকে নিজের ফলোদয়ের জন্যে ঐ ব্যাপার না করে অতএব যে সকল হুকুম এতদর্থে পূর্ব্বে জারী করা গিয়াছিল তাহা এইক্ষণে নীচের লিখনানুসারে পরিষ্কার ও দুরস্ত করিয়া চলন ও জারী করা যাইতেছে ইতি।

২ ধারা।

এ সুবেজাতের মধ্যে সরকারের নিজের নিমিত্তছাড়া বিনাহুকুমে অন্যেরকারণ নিমকপোখ্তানী না হইবার কথা। ঐ নিষেধের অন্যথা যে নিমকপোখ্তানী হইবেক তাহা সরকারে জব্দ হইবার কথা।

সুবেজাৎ বাঙ্গালা এবং বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যের যে যে মহাল শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের অধিকার নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার কোন স্থানে সরকারের নিজের নিমিত্তছাড়া সরকারের বিনাহুকুমে অন্যের জন্যে কিছু নিমকপোখ্তানী হইতে পারিবেক না। এই নিষেধের অন্যথায় যে নিমক গোপনে কিম্বা অগোপনে পোখ্তানী হয় তাহা সরকারে জব্দ হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

সরকারের নিমিত্তছাড়া ভিন্নাধিকারের লবণ আমদানীমুখে জব্দের যোগ্য হইবার কথা।

ভিন্নাধিকার দেশের লবণ শব্দের অর্থ এই যে শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের অধিকার সুবেজাৎ বাঙ্গালা এবং বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যের যেং মহাল তদ্ভিন্ন স্থানান্তরে যে নিমকপোখ্তানী হয় তাহাই সরকারের আনাহিদা হুকুমবিনা এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের অনুসারে ছাপা ও জারীহওয়া কোন আইনের মতব্যতিরেকে সরকারের অধিকারে আসিতে পারিবেক না। এই নিষেধের অন্যথা যে লবণ আমদানী হইবেক কিম্বা কেহ আনিতে লাগিবেক তাহা সরকারে জব্দ হই

পে বার

বার যোগ্য হইবেক ও যে কোন সন্ধানী অর্থাৎ গোয়েন্দায় এমত সংবাদ দিবেক যে তাহার কথিত সন্ধানের যে লবণ সরকারে জব্দ হইবেক তাহার মূল্য যাহা নীলামের বিক্রয়মুখে হয় তাহার শত তঙ্কায় ২৫ পঁচিশ টাকার হারে পুরস্কার এতাবতা ইনাম সরকারহইতে পাইবেক ইতি।

৪ ধারা।

নীচের লিখিত নিষেধ ও বিধিক্রমে মস্কাতের লবণ আনিতে পারিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—মস্কাতের উৎপন্ন লবণ তথাহইতে এবং বোম্বাইহইতে নীচের লিখিত নিষেধ ও বিধিক্রমে আমদানী হইতে পারিবেক।

মস্কাতের লবণ ফি জাহাজে বোম্বাইহইতে ২০০ মনের অধিক ও বরাবর মস্কাতহইতে ৫০০ মনের অতিরিক্ত আসিতে না পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—মস্কাতের উৎপন্ন যে লবণ বোম্বাইহইতে আমদানী হয় তাহা একং জাহাজে ওজন ৮২ বিরাশী সিক্কার সেরের ২০০ দুই শত মনের অধিক এবং নিজ মস্কাতহইতে যে লবণ আমদানী হয় তাহা জাহাজপ্রতি ঐ ওজনের ৫০০ পাঁচ শত মনের অতিরিক্ত আসিতে পারিবে না।

মস্কাতের যে লবণ তথাহইতে কিম্বা বোম্বাইহইতে আইসে তাহার সঙ্গে সেই স্থানের বন্দরের আমলারা আপনং দস্তখতে রওয়ানা দিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—উপরের প্রকরণানুসারে যে লবণ বোম্বাই কিম্বা বরাবর মস্কাতহইতে আমদানী হয় তাহাতে সেইং স্থানের বন্দরের আমলাদিগের কর্ত্তব্য যে তাহার সঙ্গে আপনং দস্তখতে একং রওয়ানা সেই লবণ মস্কাতের আমদানীর কিম্বা মস্কাতের উৎপন্নের নিদর্শনে দেন।

উপরের দুই প্রকরণের লিখিত হুকুমের অন্যথা যে লবণ আসিবেক তাহা সরকারে জব্দের যোগ্য হইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—মস্কাতের উৎপন্ন যে লবণ দ্বিতীয় প্রকরণের লিখিত নির্দ্দিষ্ট ওজনঅপেক্ষা অতিরিক্ত ওজনে যে জাহাজে আমদানী হইবেক কিম্বা কেহ আনিতে লাগিবেক তাহা এবং সেই নির্দ্দিষ্ট ওজনমতে তথাকার উৎপন্ন যে লবণ জাহাজে ৩ তৃতীয় প্রকরণে লিখিত হুকুমের অনুসারে রওয়ানাব্যতিরেকে আমদানী হইবেক অথবা কেহ আনিতে লাগিবেক সে লবণ যে জাহাজে যত আসিবেক তাহা সমস্তই সরকারে জব্দ হইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

সাল্টএজেণ্টসাহেব ও তাঁহার তাবের আমলা এবং নিমক চৌকীর আমলারা আপন এখ্তিয়ারে নিষেধের অন্যথায় পোখ্তানীর ও আমদানীর নিমকক্রোক করিতে পারিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি কোন জিলার সাল্টএজেণ্ট অর্থাৎ নিমকপোখ্তানীর সাহেব কিম্বা তাঁহার তাবে কোন আমলাদিগের কেহ অথবা নিমকচৌকীর কোন আমলা এমত সংবাদ পান যে ২ দ্বিতীয় ও ৩ তৃতীয় ও ৪ চতুর্থ ধারার লিখিত নিষেধের অন্যথায় কেহ কিছু নিমকপোখ্তানী কিম্বা আমদানী করিয়াছে তবে তাঁহার ক্ষমতা আছে যে অগ্রে সেই জিলার দেওয়ানী আদালতের জজসাহেব কিম্বা ফৌজদারীর সাহেব অথবা তথাকার পোলীসের এতাবতা থানার দারোগার নিকটে সমাচার না দিয়া আপন এখ্তিয়ারে সে নিমক ক্রোক করেন্ অথবা যদি সেই জিলার ফৌজদার সাহেব কিম্বা তথাকার থানার দারোগার সহায়তা লওয়া আবশ্যক জানেন্ তবে তদর্থে তাঁহারদিগের নিকটে দরখাস্ত করেন্ ইহাতে সেই ফৌজদারসাহেব কিম্বা থানার

দারোগার

দারোগার কর্ত্তব্য যে এমত দরখাস্ত পাইলে তদনুসারে সেই নিমক ক্রোককরণের সহায়তায় মনোযোগী হন্।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—সাল্টএজেণ্টসাহেবদিগের তাবের আমলাসকলের যে কেহ যে সময়ে যে নিমক ক্রোক করে তাহার কর্ত্তব্য যে সে সংবাদ বিবরিয়া লিখিয়া যে মতে যত ত্বরাতে সাল্টএজেণ্টসাহেবের নিকটে পাঠাইতে পারে সেই মতেই পাঠায়। ইহাতে যদি সেই ক্রোককারক তাহার বেওরা সমাচার লিখিয়া পাঠাইতে অনর্থক বিলম্ব করে কিম্বা না পাঠায় তবে তদর্থে তাহার নামে সেই নিমকের মালিক আপন নোকসানের দাওয়ায় দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারিবেক এবং সেই আমলাও আপন কার্য্যহইতে তগীর হইবার যোগ্য হইবেক ও সে নিমক সরকারে জব্দ হইলে তাহাতে যে ইনাম তাহার পাওনা হইত তাহা সরকারে দাখিল হইবেক আর বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের নিযুক্তকরা আমলাদিগের যে কেহ এমত কার্য্য করে তাহার কর্ত্তব্য যে ঐ অনুসারে বেওরাসমাচার লিখিয়া ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের স্থানে পাঠায় যদি তাহা পাঠাইতে অনর্থক বিলম্ব করে কিম্বা না পাঠায় তবে ঐ মতেই তাহারদিগের দণ্ড হইবেক।

নিমকমহালের আমলারা বিনাহুকুমে তামদানীর ও পোস্তানীর যে নিমক ক্রোক করে তাহার সংবাদ শীঘ্র সাল্টএজেণ্টসাহেব ও বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের নিকটে দিবার কথা।

কেহ ঐ হুকুমের অন্যথা করিলে তাহার দণ্ডের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— সাল্টএজেণ্টসাহেবদিগের তাবের সকল আমলা ও বোর্ডত্রেডের সাহেবদিগের নিযুক্তকরা আমলাদিগেরে নিষেধ আছে যে তাহারদিগের যে কেহ যে নিমক ক্রোক করে তাহার সংবাদ সাল্টএজেণ্টসাহেব কিম্বা বোর্ডত্রেডের সাহেবদিগেরে না দিয়া ও তথাকার হুকুম না পাইয়া ছাড়িয়া না দেয় ইহার সাল্টএজেণ্টসাহেবের ক্ষমতা আছে যে তাঁহার তাবের আমলাদিগের কেহ যে নিমক ক্রোক করে তাহা বিবেচনা ও তহকীকক্রমে যদি ক্রোককরণের অযোগ্য হয় তবে তাহা ছাড়িয়া দেন্ কিন্তু যে কালে যাহা ছাড়িয়া দেন্ সে কালে তাহার সমাচার ঐ বোর্ডের সাহেবদিগেরে গোচর করাইতে নিয়তই মনোযোগী থাকেন্ ইতি।

নিমকমহালের আমলারা যে নিমক ক্রোক করে তাহা সাল্টএজেণ্টসাহেবের কিম্বা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের অগোচরে ছাড়িয়া না দিবার কথা।

৬ ধারা।

যে কালে কোন সাল্টএজেণ্টসাহেব কিম্বা তাঁহার তাবে আমলা কেহ অথবা বোর্ডত্রেডের সাহেবদিগের নিযুক্তকরা কোন আমলায় যে নিমক ক্রোক করেন্ সে কালে তাঁহার কর্ত্তব্য যে সে সংবাদ লিখিয়া যে মতে যত ত্বরাতে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইতে পারেন্ পাঠান্ এইহেতুক যে তদর্থে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা নীচের লিখনানুসারে হুকুম দিতে শক্ত হন্ ইতি।

সাল্টএজেণ্টসাহেবেরা ও বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের নিযুক্তকরা আমলারা ক্রোকী নিমকের সংবাদ অব্যাজে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবার কথা।

৭ ধারা।

সকল ভূম্যধিকারী ও খাস মহালাতের ইজারদারদিগের ও মফঃসলী তালুকদারদিগের ও তাহারদিগের তাবে কটকিনাদারেরদের এবং ইজারদারেরদের ও হজুরী তালুকদারদিগের

ভূম্যধিকারিপ্রভৃতি যাহার মোতালক স্থানে বিনাহুকুমে যে নিমক

পোখ্তানী কিম্বা আমদানী হয় সে তাহার সংবাদ ফৌজদারসাহেব অথবা সাল্টএজেণ্টসাহেবের নিকটে কিম্বা তাহারদিগের তাবে আমলা সকলের নিকটে দিবার কথা।

এদেশী লোক যে কেহ ঐ হুকুমের অন্যথাচরণ করে তাহার দণ্ডের কথা

দারদিগের ও অযোগ্য ভূম্যধিকারিদিগের অধিকারের সরবরাহকারেরদের ও তহ নীলদারেরদের প্রতি হুকুম আছে যে তাহারদিগের যাহার মোতালক যে কোন স্থানে হুকুমের অন্যথা যে নিমকপোখ্তানী কিম্বা আমদানী হয় সে তাহার সংবাদ অবাজে সেই জিলার ফৌজদারসাহেব কিম্বা সাল্টএজেণ্টসাহেবের নিকটে দেয়। যদি না দেয় তবে যাহার মোতালক স্থানে এমতে যে নিমকপোখ্তানী কিম্বা আমদানী হয় তাহা সরকারে জব্দ হইলে তাহার আটনাট্টা মূল্যের শততঙ্কায় ২৫ পঁচিশ টাকার হারে তাহার দণ্ড হইবেক এবং সে নিমক সরকারে দাখিল করা যাইবেক আর যদি সে নিমক ধরা না পড়ে তবে তাহার জ্ঞাতসারে যে রকম যত নিমকপোখ্তানী কিম্বা আমদানী হওন যে সনে আদালতে প্রমাণ হয় সে রকম তত নিমকের মূল্য টাকা সেই সনের নীলামের দরে তাহার স্থানে দণ্ডলওয়া যাইবেক ইহাতে তথাকার ফৌজদার সাহেবের কর্ত্তব্য যে এমত সমাচার পাইলে যদি সে নিমক ক্রোককরণের যোগ্য হয় তবে তাহা করিয়া তাহার নিকটস্থ সাল্টএজেণ্টসাহেবের নিকটে অথবা বোর্ডত্রেডের সাহেবদিগের স্থানে দাখিল করান্ এইহেতুক যে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তদর্থে নীচের লিখনানুসারে হুকুম দিতে পারেন্ ইতি।

৮ ধারা।

বিনা রওয়ানা কিম্বা ছাড়চিঠীতে যে লবণ তরী কিম্বা খুশ্কীতে চালান হইবেক তাহা সরকারে জব্দের যোগ্য হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এ সুবেজাতের মধ্যে কেহ যে নিমক তরীতে কিম্বা তটবর্ত্মে মোকররী আমলাদিগের দেওয়া রওয়ানা কিম্বা ছাড়চিঠীবিনা চালাইতে লাগে সে নিমক সরকারে জব্দ হইবার যোগ্য হইবেক।

কেহ রওয়ানা কিম্বা ছাড়চিঠীর লিখিত অঙ্ক ছাড়া অধিক লবণ চালাইতে লাগিলে তাহা সরকারে জব্দের যোগ্য হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে কালে যত নিমক চালানের অর্থে যে রওয়ানা কিম্বা ছাড়চিঠী হয় তাহার অধিক যে নিমক তরী কিম্বা খুশ্কীতে যে কেহ চালাইতে লাগে সে কালে তাহা সমস্তই সরকারে জব্দ হইবার যোগ্য হইবেক।

উপরের দুই প্রকরণের হুকুমের অন্যথায় লবণ চালানের সংবাদ দিবার গোয়েন্দা সে লবণ জব্দ হইলে তাহার মূল্যের কিশতে ২৫ টাকা ইনাম পাইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—উপরের দুই প্রকরণের লিখিত হুকুমের অন্যথায় নিমক চালাইতে লাগিবার সংবাদ যে লোক দিবেক সে লোক সেই নিমক সরকারে জব্দ হইয়া নীলামে বিক্রয় হইলে তাহাতে যে টাকা উৎপন্ন হয় তাহার শত তঙ্কায় ২৫ পঁচিশ টাকার হারে ইনাম সরকারহইতে পাইবেক ইতি।

৯ ধারা।

বিনাহুকুমে পোখ্তানী কিম্বা আমদানীর যে লবণ যে নৌকায় কিম্বা বলদে অথবা অন্য জন্তু কিম্বা গাড়ির উপর চালান হইবেক সে নৌকাদিগর জব্দের যোগ্য হইবার কথা।

ঐ নৌকাদিগরের নীলামে উৎপন্ন টাকার কিশতে ২৫ টাকা ইনাম গোয়েন্দায় পাইবার কথা।

এই আইনের হুকুমের অন্যথা যে নিমকপোখ্তানী কিম্বা চালান অথবা আমদানী হয় তাহা যে নৌকায় কিম্বা বলদে অথবা অন্য জন্তু কিম্বা গাড়ীর উপর চালান হইবেক তাহা যে নিষেধ ও বিধিক্রমে নিমক জব্দ ও নীলাম হইতে পারে তদনুসারেই সরকারে জব্দ ও নীলাম হইবার যোগ্য হইবেক। ও তাহার গোয়েন্দা সেই নৌকা কিম্বা বলদ অথবা অন্য জন্তু কিম্বা গাড়ীর নীলামে বিক্রয়মুখে উৎপন্ন টাকার শত তঙ্কায় ২৫ পঁচিশ টাকার হারে ইনাম সরকারহইতে পাইবেক ইতি।

১০ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৩০ ত্রিংশৎ আইন।

১০ ধারা।

বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা যে কালে নিমক ক্রোকের সংবাদ পান্ সে কালে তাঁহারদিগের উচিত যে অবিলম্বে সেই ক্রোকের বৃত্তান্ত বিবেচনা ও তহকীক করিয়া তাহা ক্রোকের যোগ্য না হইলে ছাড়িবার হুকুম দেন্ ও তদনুসারে সাল্টএজেণ্টসাহেব কিম্বা তাঁহার তাবে আমলা অথবা ঐ বোর্ডের তরফ আমলা যাঁহাকর্ত্তৃক সে নিমক ক্রোক হইয়া থাকে তাঁহার নামে সেই নিমকের মালিক আপন নোকসানের দাওয়ায় দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে সাধ্য রাখিবেক ও তাহার জওয়াব সেই ক্রোককারক আসামীর দেওয়া তাঁহার নিজের দায় ও ঝুঁকীতে কর্ত্তব্য হইবেক কিন্তু যদি ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সেই ক্রোকের গতিক দৃষ্টে মোকদ্দমার নিশা সরকারহইতে করণ কিম্বা তাহার জওয়াব সরকারের পক্ষহইতে দেওন অথবা সেই ফরিয়াদীর সহিত পরিমিতকরণ উচিত জানেন্ তবে তদর্থে যে বিহিত তাহা লিখনের দ্বারা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে সুগোচর করান্ ইতি।

বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা ক্রোকী লবণের সমাচার পাইলে অব্যাজে বিবেচিয়া তাহা ক্রোকের অযোগ্য জানিলে ছাড়িয়া দিতে হুকুম করিবার কথা।

১১ ধারা।

বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে কালে নিমক ক্রোকের সংবাদ পান্ সে কালে বিবেচনাপূর্ব্বক তাহা ক্রোক হইবার যোগ্য জানিলে সে নিমক যে নৌকায় কিম্বা বলদে অথবা অপর জন্তু কিম্বা গাড়ির উপর বোঝাই থাকে তাহাসমেত সরকারে জব্দ করান্ এবং যে কালে সেই জব্দের সামগ্রী নীলামে বিক্রয়করাণ উচিত জানেন্ সেই কালেই তাহা করিতে মনোযোগী হন্। এমত নিষ্পত্তিতে যে কেহ সম্মত না হয় তাহার সাধ্য থাকিবেক যে তদর্থে যে জিলা কিম্বা শহরের মোতালক স্থানে সে নিমক ক্রোক হইয়া থাকে তথাকার দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নিকটে নালিশ করে ইহাতে সেই জজসাহেবের ক্ষমতা আছে যে সেই নালিশী আরজী পাইলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ১১ একাদশ ধারার হুকুমমতে কার্য্য করেন্ ও তাহা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে সুগোচর করান্ ঐ শ্রীযুত তাহা অবগত হইয়া সেই ফরিয়াদীর হক্ সেই আদালতে প্রমাণ করাইতে হুকুম দেন্ কিম্বা হজুরে তাহার নালিশ মিটান্ যে উচিত তাহাই করিবেন ইতি।

নিমক ক্রোকের যোগ্য জানিলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

কেহ বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের নিষ্পত্তিতে সম্মত না হইলে তাহার হক্ যেমতে দেওয়ান যাইবেক তাহার কথা।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,
H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৩১ একত্রিংশৎ আইন।

ইঙ্গরেজী ১৭৮৭ সালের ২৩ জুলাই ও তাহার পর যে যে তারিখের যে যে আইনের হুকুমমতে শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর সাহেবেরা ও অন্যং লোক সরকারের মহাজনী কার্য্যে নিযুক্ত আছেন্ সেই হুকুমের পরিবর্ত্তে পরিষ্কার ও দুরস্ত করিবার বিষয়ের আইন শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ পহিলা মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২০৭ সালের ১৯ রমজানে জারী করিলেন।

শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের মহাজনী ব্যাপার এত ভারী ও নানাপ্রকার আছে যে তদর্থে এক আইন নির্দ্দিষ্টকরণ আবশ্যক হয় ও তদনুসারে সকল ব্যবসায়ী ও কারিগরেরা সরকারের দাদনীর টাকায় যে সকল দ্রব্য সামগ্রী জন্মায় তাহা নষ্ট ও তসরুফ না হয় এবং স্থানান্তরেও বিক্রয়াদি করিতে না পারে ও তাহার করারদাদ যেমত করে সেই মতেই সরবরাহ দেয় আর এই আইন কারীগরপ্রভৃতি যে যে লোকের উপর চলে তাহারা কোন বিষয়ে অসঙ্গতাচরণ না করিতে পারে। এতদ্ভিন্ন সময়ক্রমে এমত হুকুম প্রকাশ পাইবেক যে তদনুসারে ঐ সকল ব্যাপার কার্য্যের নিমিত্তে কেহ কাহারো প্রতি অত্যাচার ও জবরদস্তী করিতে শক্ত হইবেক না এবং ঐ সকল ব্যাপার কার্য্যের যাহাতে যে কেহ আবৃত হয় সে স্বেচ্ছাক্রমে সে কার্য্য পরিত্যাগ করিতে বাসনা করিলে তৎকালে আপন করারদাদের সরবরাহ দিলে তাহা করিবার আটক হইবেক না অতএব উপরের মর্ম্মের সঙ্কলনজন্য এমত উদ্যোগ কর্ত্তব্য যে তদর্থে যে আইন নির্দ্দিষ্ট হয় সরকারের কার্য্যকারক আমলারা স্বকীয় লাভের নিমিত্তে তাহার ব্যতিক্রম না করেন্ ও কারীগরপ্রভৃতির সম্বন্ধেও ক্ষতিকারক না হন্ এবং সরকারের মহাজনীর অপচয় ও দুর্নাম না জন্মান্ এইরূপে বিরুদ্ধাচরণ ও খারাবী না হইবার কারণ এবং কারীগরপ্রভৃতি যে সকল লোক মহাজনী কার্য্যের এলাকা রাখে তাহারদিগের যে করারদাদ সরকারের সহিত হয় তদনুসারে তাহারদিগের ন্যায্য প্রাপ্তব্য দেওয়াইবার নিমিত্তে সরকার এই নির্ণয় করিলেন যে এদেশের অন্যং কার্য্যচলনের জন্যে যেমতে আইনসকল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই মতে মহাজনী সমস্ত কার্য্য চলিবার অর্থেও আইন নির্দ্দিষ্ট হয় ইহাতে মহাজনী কার্য্যকারক সাহেবদিগের ও তাঁহারদিগের তাবে আমলাদিগের কেহ নির্দ্ধারিত হেতুবাদ।

রিত

রিত আইনের অন্যথা কোন কার্য্য করিলে সে কারণে তাঁহার উপর দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারে ও তদনুসারে যাহার উপর অত্যাচার হয় সে যদি এমত জানে যে তাহা সেই অত্যাচারি ব্যক্তি আপনাহইতে কিম্বা অন্য কোন প্রধানের অনুমতিক্রমে করিয়াছেন তথাচ সেই অত্যাচারের সমুচিত এমত ত্বরাতে বুঝিয়া পাইবেক যে মতে অন্য লোককর্ত্তৃক দৌরাত্ম্য হইলে বুঝিয়া পায় অতএব শ্রীযুত গবরনরজেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৮৭ সালের ২৩ জুলাই ও তাহার পরের তারিখসকলে যে সকল হুকুম জারী করিয়াছিলেন তাহা উপরের লিখিত সমস্ত মর্ম্মের সঙ্কলনার্থে পরিষ্কার ও দুরস্ত করিয়া নীচের লিখনানুসারে চলন ও জারী করিলেন ইতি।

২ ধারা।

কোন তাঁতী কাপড়ের কার্য্য স্বেচ্ছায় না করিলে এবং করারদাদ করিয়া থাকিলে তাহার সরবরাহ দিলে পুনরায় তাহার অনিচ্ছায় বলক্রমে সে কার্য্য না করাইবার কথা।

কর্ত্তব্য নহে যে যে কোন বস্ত্র বিন্যাসি তন্তুবায় এতাবতা কাপড়বোনা তাঁতী শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের কাপড়ের বাকীর দায় না রাখে কিম্বা তদর্থে সরকারের সহিত কোন করারদাদ না করিয়া থাকে তাহার উপর সেই কার্য্য করাইবার নিমিত্তে কিছু অত্যাচার করা যায় এবং যে কোন তাঁতী সরকারের কাপড়ের বাকীর দায় রাখে অথবা তন্নিমিত্তে সরকারের সহিত কিছু করারদাদ করিয়া থাকে সে সেই বাকীর পরিশোধ করিলে কিম্বা করারদাদের সরবরাহ দিলে যদি পুনরায় সে কার্য্যে আবৃত্ত হইবার বাসনা না রাখে তবে তাহার প্রতিও সে কার্য্য করাইবার জন্যে কোন প্রকারে দৌরাত্ম্য হয় ইতি।

৩ ধারা।

যে তাঁতীরা সরকারের মহাজনী কার্য্যে আবৃত্ত হইবেক তাহারদিগের করারদাদের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জানিবেক যে যে তাঁতীরা সরকারের মহাজনী কাপড়ের কার্য্যের এলাকাদার হইবেক তাহারদিগের করারদাদ নীচের লিখনানুসারে করিতে হইবেক।

২ দুই জন মাতবর লোকের সাক্ষ্য নিদর্শনে করারদাদ লেখাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—তাঁতীদিগের যাহার সহিত যে করারদাদ লিখনের দ্বারা হয় তাহাতে মাতবর ২ দুই জনের কম সাক্ষী হইবেক না এবং সেই লিখনের এক নকল কাপড়ের কুঠীর সাহেব কিম্বা তাঁহার তরফ আমলার স্থানে রহিয়া আর এক নকল সেই করারদাদের আসামী তাঁতীর নিকটে থাকিবেক।

তাঁতীদিগের কেহ দাদনীর টাকা দ্বিতীয় বার লইতে না চাহিলে তাহা লইবার পূর্ব্বে ১৪ দিন থাকিতে সংবাদ জানাইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—সরকারেরর সহিত যে কোন তাঁতী করারদাদ করিয়া দাদনীর টাকা একবার লইয়া দ্বিতীয়বার লইতে না চাহে তাহার কর্ত্তব্য যে দাদনীর টাকা দ্বিতীয়বার লইবার পূর্ব্বে ১৪ চতুর্দ্দশ দিবস থাকিতে তাহা না লইবার সংবাদ দেয়।

তাঁতীরা যাবৎ সরকারের করারদাদের কাপড়

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—তাঁতীদিগের যে কেহ সরকারের বাকীর দায় রাখে কিম্বা দাদ

নীর

নীর টাকা লইয়া অথবা করারদাদ করিয়া থাকে তাহার কর্ত্তব্য যে সেই বাকী শোধ দিবার কিম্বা দাদনীর টাকার নিকাস অথবা করারদাদের সরবরাহ করিবার নিমিত্তে একরারমতে কাপড় দেয় এবং কোন প্রকারে কি বিলায়তী কি এদেশী অন্য কোন লোককে তাহার শ্রমের উৎপন্ন বস্তু না দেয় আর যাবৎ এক করারদাদের নিকাস না হয় তাবৎ তাহার নিয়মিত কাল অর্থাৎ মোকররী মিয়াদের মধ্যে অন্য করারদাদের সরবরাহ দিতে উদ্যোগ এবং বাজারে বিক্রয়ের কারণেও কিছু কাপড় তৈয়ার না করে।

শোধ না দেয় তাবৎ অন্য লোকের কারণ ও বাজারে বিক্রয়ের নিমিত্তে কিছু কাপড় তৈয়ার না করিবার কথা।

৫ পঞ্চ প্রকরণ।—যদি তাঁতীদিগের কেহ করারদাদের লিখিত মোকররী মিয়াদের মধ্যে সরকারের কাপড়ের সরবরাহ না দেয় তবে কাপড়ের কুঠীর সাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক যে তাহার সরবরাহ শীঘ্র লইবার কারণ এবং ৪ চতুর্থ প্রকরণের সর্ব্ব নীচের লিখিত ২ দুই নিষেধের ব্যতিক্রম না হইবার নিমিত্তে সেই তাঁতীর উপর পেয়াদা মহসিল রাখেন।

এই প্রকরণের অনুসারে বাকীদার তাঁতীর উপর পেয়াদা মহসিল দিবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—যদি তাঁতীদিগের কেহ সরকারের বাকী থাকিতে কি বিলায়তী কি এ দেশী অন্য মহাজন কিম্বা অপর লোকের স্থানে কিছু কাপড় বিক্রয় করে তবে তদর্থে তাহার নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইবেক ও তথায় বিচারক্রমে যে কাপড় বিক্রয়করণ প্রমাণ হয় তাহার মূল্য যাহা তাহার কৃত বিক্রয়ের অনুসারে অথবা বাজারের দরে হয় তাহার মধ্যে সেই বিক্রীত কাপড়ের সূতার মূল্যবাদে বাকী টাকা আদালতের খরচাছাড়া তাহার দণ্ড করা যাইবেক এবং সেই করারদাদের সরবরাহ দেওয়াও তাহার সঙ্গত হইবেক।

সরকারে করারদাদের সরবরাহ না দিয়া তাঁতীরা স্থানান্তরে কাপড় বিক্রয় করিলে তাহারদিগের দণ্ডের কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।— তাঁতীদিগের যে কেহ ১ এক তাঁতের অধিক তাঁত ও এক তাঁতী কারীগরের অতিরিক্ত কারীগর রাখে তাহার করারদাদের সরবরাহ যদি মিয়াদের মধ্যে না হয় তবে তাহার স্থানে যত থান কাপড় বাকী থাকে তাহার মূল্যের উপর কিশত টাকায় ৩৫ টাকা দিবেক এবং তদ্ভিন্ন সেই বাকী কাপড়ের দাদনীর টাকাও তাহার স্থানে ফিরিয়া লওয়া যাইবেক।

তাঁতীরা করারদাদের সরবরাহ না দিলে দণ্ডের কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।— উপরের প্রকরণে যে দণ্ডের প্রস্তাব লেখা গেল তদর্থে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করা কর্ত্তব্য হইবেক ও তথায় তাঁতীর করারদাদের কাপড় বাকী থাকনপ্রমাণ হইলে পর তাহার স্থানে সেই দণ্ড লওয়া যাইবেক ইতি।

উপরের প্রকরণের লিখিত দণ্ড যেরূপে লওয়া যাইবেক তাহার কথা।

৪ ধারা।

সকল কাপড়ের কুঠীর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে আপন২ এলাকার করারদাদের আসামী তাঁতীদিগের নামনবীসীর ফর্দ্দ তাহারদিগের বসতির স্থান নিদর্শনে সেই২ পরগনার কালেকটরী মোতালকের কাছারীতে লটকাইয়া দেওয়ান এবং পশ্চাৎ সেই ফর্দ্দের মধ্যে যে যে নাম দাখিল ও খারিজ হয় তাহার নিদর্শন সেই ফর্দ্দ

সরকারের করারদাদের আসামী তাঁতীদিগের নামনবীসীর ফর্দ্দ কালেক্টরী মোতালকের সকল কাছারীতে লটকাইবার কথা।

হপ্তারং কিম্বা মাসেং দুরস্ত করিয়া লটকাইয়া দেওয়াইতে মনোযোগী থাকেন্ আর সেই সকল পরগনার কাছারীর আমলাদিগের উচিত যে সেই ফর্দ্দের লিখিত তাঁতী দিগের নাম অবিলম্বে সকল লোককে জ্ঞাত করায় এবং কাপড়ের কুঠীর সাহেব দিগের কর্ত্তব্য যে এ দেশী অক্ষর ও ভাষায় সেই ফর্দ্দের নকল করাইয়া তিনং মাস ব্যাজে সেইং জিলার দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নিকটে পাঠান্ ইতি।

৫ ধারা।

কেহ সরকারের করারদাদের আসামী তাঁতী দিগের স্থানে সরকারের কাপড় লইলে সে লোকের প্রতি যে কর্ত্তব্য হইবেক তাহার কথা।

যে কেহ সরকারের করারদাদের আসামী কোন তাঁতীর স্থানে নগদ টাকা দিয়া অথবা অপ্রকাশিত উভয়তঃ পূর্ব্বের কোন একরারের ছলে সরকারের দাদনীর টাকায় জম্মা সরকারের নিশাননির্দ্দিষ্ট কোন কাপড়কে সরকারের বোধ করিয়া কিম্বা সেই তাঁতী সরকারের করারদাদের আসামী খ্যাত জানিয়া অথবা গোপনে লয় তাহার নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারিবেক ও তথায় তাহার প্রমাণপূর্ব্বক সরকারের যে ক্ষতি হইয়া থাকে তাহা সেই কাপড়ছাড়া অতিরিক্ত সেই লোকের দণ্ড হইবেক কিন্তু যে কেহ হাটে কিম্বা বাজারওগয়রহে অনেকের সমক্ষে এমত কাপড়ে সরকারের নিশাননির্দ্দিষ্ট না থাকিলে তাহা খরীদ করে তাহার নামে নালিশ হইতে পারিবেক না ইতি।

৬ ধারা।

কেহ জবরদস্তীতে কাহাকেও কাপড়ের কার্য্য করিতে আটক না করিবার কথা।

সরকারের তরফ সকল কার্য্যকারক আমলা এবং সমস্ত ভূম্যধিকারী ও ইজারদার ও তালুকদার ও কটকিনাদার ও প্রজাবর্গ ও তাহারদিগের তাবে সকল আমলা ও গোমাস্তা ও এলাকাদারদিগের প্রতি হুকুম আছে যে তাঁহারা সকল কাপড়ের কুঠীর সাহেবদিগের ও তাঁহারদিগের তাবে আমলাদিগেরে কাপড়ের কারবারী আসামী তাঁতীদিগের নিকটে কাপড়ের বন্দোবস্তের কারণ যাইতে প্রতিবাদী না হয় এবং তাঁতীদিগেরে অপরামর্শ দিয়া কিম্বা ভয় প্রদর্শন করাইয়া দাদনীর টাকা লইতেও আটক না করেন্ ইহাতে জানিবেন যে যদি এ হুকুমের অন্যথাচরণ করে তবে তাহারদিগের নামে নোকসানের দাওয়ায় দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারিবেক ইতি।

৭ ধারা।

কাপড়ের কুঠীর সাহেব ও তাঁহারদিগের আমলাকে কেহ অবজ্ঞা না করিবার এবং সরকারী কাপড়ের সরবরাহদিগরের সহায়তা করিতে যথাসাধ্য মনোযোগী হইবার কথা।

সরকারের তরফ সকল কার্য্যকারক আমলা ও সমস্ত ভূম্যধিকারী ও ইজারদার ও তালুকদার ও কটকিনাদার ও প্রজাবর্গ এবং তাহারদিগের তাবে সকল আমলা ও গোমাস্তা ও এলাকাদারদিগের প্রতি হুকুম আছে যে তাহারা কাপড়ের কুঠীর সাহেব দিগের ও তাহারদিগের তাবে কোন আমলাকে অবজ্ঞা না করেন্ এবং যে কালে সরকারের মহাজনীর কাপড়ের সরবরাহের কিম্বা তাঁতী অথবা অন্য যে সকল লোক ঐ কাপড়ের কার্য্যের এলাকাদার হয় তাহারদিগের সহায়তা করিবার কারণ ঐ সাহে

বেরা

বেরা কিম্বা আমলাসকল কহেন্ সে কালে আইনসকলের ব্যতিক্রম না হইবার মতে যথাসাধ্য তাহাতে মনোযোগী হন্ ইতি।

৮ ধারা।

যে সকল তাঁতীতে সরকারের মহাজনী কাপড়ের কার্য্যের এলাকা রাখে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের জমার ভূম্যাদির মালগুজারী পাট্টার লিখিত একরার মতে তাহারদিগের বাকী আদায়ের অর্থে যে হুকুম নীচে লেখা যাইতেছে তাহা ছাড়া সে বিষয়ের আইনের অপর সকল হুকুমক্রমে অন্যং প্রজাদিগের অনুসারে করে ইতি।

তাঁতীরা আপনারদিগের মালগুজারী নীচের লিখিত হুকুমছাড়া অন্যং প্রজার মতে করিবার কথা।

৯ ধারা

১ প্রথম প্রকরণ।—অসঙ্গত বিধানে সরকারের মহাজনী কাপড়ের কার্য্য আটক না হইবার কারণ এবং কাপড়ের কার্য্যের এলাকাদারেরা যে সকল ভূম্যাদির মালগুজারীর এলাকা রাখে তাহারও সরবরাহ দিবার নিমিত্তে নীচের হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল।

কাপড়ের কার্য্যের এলাকাদার তাঁতীদিগের স্থানে মালগুজারীর বাকী উসুল করিবার মতের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে সকল তাঁতী ও কারীগর ও গোমাস্তা কিম্বা অন্যং লোক সরকারের মহাজনী কাপড়ের কার্য্যের এলাকাদার থাকে তাহারদিগেরে কোন ভূম্যধিকারী ও ইজারদারপ্রভৃতি এদেশী লোক যাহারা তহসীলের এলাকা রাখে তাহারা কোন ছলে ও বাহানায় তলব করিবেক না তহসীলের এলাকাদার ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারপ্রভৃতি এদেশী যে কোন লোক কাপড়ের কার্য্যের এলাকাদার কোন লোকের উপর কিছু মালগুজারীর দাওয়া রাখে তাহার কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ সপ্তদশ আইনের মতে সে লোকের দ্রব্যাদি ক্রোক কিম্বা তাহার নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে অথবা সেই দাওয়ার ফর্দ্দ করিয়া কাপড়ের কুঠীর সাহেবের নিকটে দেয় যে তদনুসারে সেই সাহেব সেই দাওয়ার টাকা সেই আসামীর স্থান হইতে দেওয়ান্ কিম্বা উচিত জানিলে আপনি তাহাকে আইন্দা কিস্তির দাদনীর টাকাহইতে সেই দাওয়া শোধ দেন্ এইহেতুক যে সেই লটখটিতে কাপড়ের কার্য্যের ভণ্ডুল না হয় কিন্তু যে কাপড় কিম্বা সূতা অথবা দাদনীর টাকা তাঁতী কিম্বা অন্য লোকের স্থানে থাকিবেক তাহা সেই দাওয়ার পরিশোধের নিমিত্তে কেহ লইতে পারিবেক না তাহা সমস্তই কাপড়ের কুঠীর সাহেবের নিকটে দাখিল হইবেক ইতি।

মালগুজারীর এলাকায় কাপড়ের এলাকাদার আসামীর তলব না হইবার কথা।

১০ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—কাপড়ের কুঠীর সাহেবের তাবে আমলা কিম্বা কাপড়ের কার্য্যের এলাকাদারদিগের কোন লোকের নামে কেহ কোন মোকদ্দমায় দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে লাগিলে তাহার কর্ত্তব্য যে নালিশী আরজীতে সেই আসামী

কাপড়ের কার্য্যের এলাকাদার তাঁতীর নামে কেহ নালিশ করিতে লাগিলে নালিশী আরজী

তে সেই আসামী কাপড়ের কার্য্যের এলাকাদার থাকিবার পস্তাব লিখিবার কথা।

কাপড়ের কার্য্যের যে এলাকাদার হয় তাহার পুস্তাব লিখে। এবং উচিত যে এমত আসামীর নামে যে নালিশ হয় তাহার তলবচিঠী ফরিয়াদীর দাওয়ার স্ফুট দিয়া লিখিয়া তাহাতে সেই আদালতের জজসাহেব কিম্বা রেজিষ্টরসাহেবপুভৃতিতে আপন পদের নিদর্শনে দস্তখৎ করিয়া এক লিখনের সহিত খাম করিয়া সেই কাপড়ের কুঠীর সাহেবের নিকটে পাঠান্। ইহাতে কাপড়ের কুঠীর সাহেবের ক্ষমতা আছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ৫ পঞ্চম ধারাক্রমে সেই মোকদ্দমার আসামীর জামিন এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৭ সপ্তম আইনের ৯ নবম ধারাক্রমে সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব কারণ সেই আদালতের চিহ্নিত যে উকীলকে নিযুক্ত করেন্ তাহার রুসুমের জামিন আপনি হন্ কিম্বা আপন তাবে কোনআমলা অথবা অন্য লোককে দেওয়ান কিম্বা সেই আসামী নিজেইবা জামিন দেয় এ রূপে যদি আসামী নিজে জামিন দেয় তবে যাহাকে জামিন দেয় তাহাকে মঞ্জুর করিতে আদালতের যে পেয়াদার হাওয়ালে সেই তলবচিঠী হইয়া থাকে তাহার হৃদ্বোধ না হইলে যদি কাপড়ের কুঠীর সাহেব সে জামিনকে মাতবর করেন্ তবে সেই পেয়াদার কর্ত্তব্য যে সেই জামিন লয়।

কাপড়ের এলাকাদার তাঁতীর জামিন কাপড়ের কুঠীর সাহেব আপনি হইতে কিম্বা অন্য লোককে দেওয়াইতে পারিবার কথা।

যদি কাপড়ের কুঠীর সাহেব সে আসামীর জামিন আপন তাবের আমলাদিগের কাহাকেও কিম্বা অন্য কোন লোককে দেওয়ান উচিত না জানেন এবং সে আসামী নিজেও এমত জামিন না দিতে পারে যে তাহাকে কাপড়ের কুঠীর সাহেবের মাতবর বোধ হয় তবে সেই কুঠীর সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই আসামীকে সেই পেয়াদার সহিত আদালতে পাঠাইয়া দেন্ অথবা সেই তলবচিঠী আদালতের পেয়াদার হাওয়ালে না হইয়া আসিয়া থাকিলে সেই কুঠীর সাহেব আপন লোক সঙ্গে দিয়া সে আসামীকে আদালতে পাঠান্ এমতে অন্য২ আসামীতে জামিন না দিতে পারিলে তাহার উপর যে মতাচরণ কর্ত্তব্য হয় এ আসামীর উপরেও সেই মতাচরণ করা যাইবেক।

যে যে গতিকে পেয়াদার সমভিব্যাহারে তাঁতী আসামীকে আদালতে যাইতে হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় পুকরণ।—কাপড়ের কুঠীর সাহেবের কর্ত্তৃত্ব আছে যে তাঁহার এলাকার তাঁতী আসামীর জামিন হইবার কারণ আপন তাবে কোন আড়ঙ্গের যে পুধান আমলা কিম্বা দেওয়ানী আদালতের চিহ্নিত কোন উকীল অথবা অন্য যাহাকে আদালতে নিযুক্ত করেন্ তাহার পুতি ভার রাখেন্ এবং যে আড়ঙ্গের যে পুধান আমলা থাকে তাহাকে সেই আড়ঙ্গের এলাকাদার তাঁতীদিগের উভয়তঃ সহজ বিরোধের ভঞ্জনার্থেও শক্ত্যর্পণ করেন্ আর কাপড়ের কুঠীর সাহেবের কর্ত্তব্য যে যে সকল লোকের পুতি এমতে জামিন হইবার ওবিরোধভঞ্জন করিবার ভার রাখেন্ তাহারদিগের নাম নবীসীর ফর্দ্দ তাহারদিগের নিয়ত থাকিবার স্থাননিদর্শনে লিখিয়া দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নিকটে পাঠান্। তদনুসারে সেই আদালতের জজসাহেবের উচিত যে কোন তাঁতী আসামীর তলব করিতে হইলে কিম্বা কারণান্তরেইবা হউক তাহার রহিবার স্থান কাপড়ের কুঠীর সাহেবের অবস্থিতির স্থানহইতে দূরে থাকিলে

কাপড়ের কুঠীর সাহেবের এক ধারার লিখনক্রমে কাপড়ের এলাকাদার তাঁতীদিগের জামিন হইতে ও তাহারদিগের আপোসী সহজ বিরোধ ভঞ্জন করিতে আড়ঙ্গের পুধান আমলাদিগেরে ভার দিতে পারিবার কথা।

সে

সে আসামী যে প্রধান আমলার নিকট স্থানে থাকে তাহার নিকটে সেই আসামীর নামের তলবচিঠী পাঠান্ ও সে তলবচিঠী সেই কাপড়ের কুঠীর সাহেব পাইলে যে মতাচরণ করিতেন তদ্দৃষ্টে সেই প্রধান আমলার কর্ত্তব্যও হইবেক যে সেই মতাচরণ করে।

জজসাহেবেরা তলবচিঠী কাপড়ের কুঠীর সাহেবের নিকটে না পাঠাইয়া আড়ঙ্গসকলের প্রধান আমলাদিগের নিকটে পাঠাইতে ক্ষমতা রাখিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি কোন কাপড়ের কুঠীর সাহেবের তাবে কোন আমলা কিম্বা কাপড়ের কার্য্যের এলাকাদার কোন তাঁতীর নামে কেহ কোন মোকদ্দমায় দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়া সেই নালিশী আরজীতে সে আসামী কাপড়ের কার্য্যের এলাকাদারের প্রস্তাব না লিখিয়া থাকে ও অন্য এলাকার লোকের তলবমতে সে আসামীর নামে তলবচিঠী হইয়া দেওয়ানী আদালতের পেয়াদার হাওয়ালে হয় ও যে পেয়াদার হাওয়ালে সেই তলবচিঠী হয় সে যদি পশ্চাৎ কাপড়ের কুঠীর সাহেব কিম্বা তাঁহার তাবের কোন আমলা অথবা সেই আসামীর কথাক্রমে সে আসামীকে কাপড়ের কার্য্যের এলাকাদার জানে তবে সেই পেয়াদার কর্ত্তব্য যে সেই আসামীর রহিবার স্থানের নিকটে কাপড়ের কুঠীর মোতালক যে প্রধান গোমাস্তার প্রতি জামিন হইবার ও সহজ বিরোধভঞ্জন করিবার ভার থাকে তাহার নিকটে গিয়া সেই তলবচিঠী দর্শায় তদনুসারে সে মোকদ্দমায় ১ প্রথম প্রকরণক্রমে কাপড়ের কুঠীর সাহেবের যে মতাচরণ কর্ত্তব্য হইত সেই মতাচরণ তাঁহার তাবের সেই প্রধান আমলার কর্ত্তব্য হইবেক যদি আদালতের সেই পেয়াদা কেবল সেই আসামীর প্রমুখাৎ সে আসামী কাপড়ের কার্য্যের এলাকাদার শুনিয়া সে কথায় সন্দেহ রাখে কিম্বা সন্দেহ না রাখিয়া এমত ভাবে যে সে আসামীকে তাহার রহিবার স্থানের নিকটের কাপড়ের কুঠীর মোতালক যে প্রধান আমলার প্রতি জামিন হইবার ও সহজ বিরোধভঞ্জনের ভার থাকে তাহার নিকটে লইয়া যাইতে যাবৎ না পারে তাবৎ কালের মধ্যে সে আসামী পলাইবেক তবে সে পেয়াদার উচিত যে সেই তলবচিঠীসুদ্ধা আপনি সে আসামীকে লইয়া তাহার রহিবার স্থানের নিকটের কাপড়ের কুঠীর মোতালক সেই প্রধান আমলার নিকটে যায় এবং যাবৎ সে আসামী জামিন না দেয় তাবৎ তাহাকে কদাচ না ছাড়ে।

কাপড়ের কার্য্যের এলাকাদার কোন আসামীর নামে নালিশ হইলে সে নালিশী আরজীতে সে আসামী কাপড়েরকার্য্যের এলাকাদার থাকিবার প্রস্তাব না থাকিলে অন্য আসামীর মতে তাহার তলবচিঠী হইলে পশ্চাৎ তাহাকে কাপড়ের কার্য্যের এলাকাদার জানিলে যেমতে তাহাকে ছাড়া যাইবেক তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যদি কাপড়ের কার্য্যের এলাকাদার কোন আসামীর নামে কেহ কোন ফৌজদারী মোকদ্দমায় ফৌজদারীর সাহেবের নিকটে নালিশ করে ও সে মোকদ্দমা জামিন লইবার যোগ্য হয় তবে সে আসামীর তলবে চিঠী জারী করিতে হইলে ফৌজদারীর সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই তলবচিঠীতে সে মোকদ্দমার গতিক ও আসামীর সম্ভাবনা বুঝিয়া যত টাকার নির্দ্দিষ্টে জামিনলওয়া উচিত হয় তত টাকার নির্দ্দিষ্টেই জামিনী দাখিল করিতে লিখিয়া উপরের প্রকরণক্রমে দেওয়ানী আদালতের তলবচিঠী জারী করিবার মতে জারী করেন্ ও তাহাতে এই কথা অতিরিক্ত থাকে

জামিন লইবার যোগ্য ফৌজদারীর মোকদ্দমায় কাপড়ের কার্য্যের এলাকাদার আসামীদিগের উপরে যেমতে তলবচিঠী জারী হইবেক তাহার কথা।

যে সে আসামী আপনি কিম্বা তাহারতাফ উকীল সময়ক্রমে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব কারণ ফৌজদারীর কাছারীতে হাজির হয়।

তলবচিঠী ও দস্তক জারী হইবার বেওরা তাহার পৃষ্ঠে লেখা যাইবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—এই ধারার উপরের সকল প্রকরণের অনসারে কাপড়ের কার্য্যের এলাকাদার কোন আসামীর উপর যে তলবচিঠী ও দস্তক কাপড়ের কুঠীর সাহেব কিম্বা তাঁহার তাবে প্রধান যে আমলার মারফতে জারী হয় সেই সাহেব কিম্বা প্রধান আমলার কর্ত্তব্য যে সেই চিঠী ও দস্তকের পৃষ্ঠে যেমতে তাহা জারী ও যে লোক সে আসামীর জামিন হয় তাহার বেওরা লিখেন্।

কাপড়ের কার্য্যের এলাকাদার আসামীর উপর জামিন লইবার অযোগ্য মোকদ্দমায় দস্তক যে মতে জারী হইবেক তাহার কথা।

* ৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।— যদি কাপড়ের কার্য্যের এলাকাদার কোন আসামীর নামে কেহ কোন ফৌজদারীর মোকদ্দমায় ফৌজদারীর সাহেবের নিকটে নালিশ করে ও সে মোকদ্দমা জামিন লইবার যোগ্য না হয় তবে ফৌজদারীর সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার বিষয় বিবেচনা করিয়া অন্যং লোকের নামে সে মতের মোকদ্দমায় যেরূপে দস্তক জারী করিতে হয় সেইরূপেই সে আসামীর উপর দস্তক জারী করেন্ ও সে দস্তকে এমত প্রস্তাব লেখা থাকে যে সে মোকদ্দমার জওয়াব দিবার কারণ সে আসামী আপনি ফৌজদারীর কাছারীতে হাজির হয় ইহাতে ফৌজদারীর পেয়াদাওগয়রহ যাহার হাওয়ালে সে দস্তক হয় তাহার উচিত যে সেই আসামীকে ধরিয়া পরে কাপড়ের কুঠীর সাহেবের অথবা তাঁহার তাবে প্রধান আমলা যে কেহ সেই আসামীর রহিবার স্থানের নিকটে থাকেন্ তাঁহার স্থানে সমাচার দেয়।

থানার দারোগারা ৪ চতুর্থ ও ৬ ষষ্ঠ প্রকরণানুসারে কার্য্য করিবার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—যে কালে কেহ পোলীস অর্থাৎ থানার দারোগার নিকটে কাপড়ের কুঠীর এলাকাদার কোন তাঁতী আসামীর নামে ফৌজদারীর কোন মোকদ্দমায় নালিশ করিবেক সে কালে সেই দারোগার কর্ত্তব্য হইবেক যে এই ধারার ৪ চতুর্থ ও ৬ ষষ্ঠ প্রকরণানুসারে কার্য্য করে।

কাপড়ের কুঠীর সাহেব কিম্বা তাঁহার তাবে আমলায় যাহার জামিন হন্ ও যে লোককে জামিন মাতবর করেন্ তাহার দায় সেই সাহেবের শিরে থাকিবার কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।—কাপড়ের কুঠীর সাহেব নিজে কিম্বা তাঁহার তাবে যে প্রধান আমলার প্রতি জামিন হইবার ভার থাকে সেই আমলা কাপড়ের কার্য্যের এলাকাদার কোন আসামী হাজির হইবার কারণ কিম্বা তাহার উকীলের রসুমের নিমিত্তে যে কালে জামিন হন্ অথবা সেই আসামীর দেওয়া কোন জামিনকে মাতবর করেন্ সে কালে মাফিক একরার সে আসামীর শিরে যে দায় পড়ে তাহার নিশা সেই আসামী না করিলে কিম্বা তাহার দেওয়া যে জামিন কাপড়ের কুঠীর সাহেব কিম্বা তাঁহার তাবের আমলার কথায় মাতবর হইয়া থাকে সে জামিনদার সে দায়ের নিশা না দিলে তাহার নিশাকরণ সেই সাহেবের কর্ত্তব্য হইবেক অতএব সেই সাহেবের উচিত যে কাপড়ের কার্য্যের এলাকাদার তাঁতী আসামীর জামিনহওনের নিমিত্তে মাতবর লোককে আড়ঙ্গের প্রধান আমলা নিযুক্ত করেন্ ও যাহাকে নিযুক্ত করেন্ তাহার স্থানে এমত মাতবর জামিন্ লন্ যে তাহাহইতে কোন কার্য্যের ত্রুটি হইলে তদর্থে

তাঁহার

তাঁহার উপর কিছু ঝুঁকী না পড়িতে পারে ও যে মতে কার্য্য করিলে সে ঝুঁকী না হইতে পারে তাহাও সেই প্রধান আমলাকে জ্ঞাত করান্।

৯ নবম প্রকরণ।—কাপড়ের কুঠীর এলাকাদারদিগের কেহ কোন মোকদ্দমায় আসামী হইলে তাহার তলবে চিঠী যে মতে জারী করিতে হয় তাহারদিগের কাহারো নামে সে লোক কোন মোকদ্দমার সাক্ষী থাকিবার কারণ তাহার উপর সপীনা জারী করিতে হইলেও তাহা সেই মতেই জারী করা যাইবেক ও যদি সে নিমিত্তে তাহারদিগের কাহাকেও আদালতে তলবকরণ অত্যাবশ্যক হয় তবে জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে তলব করিয়া যত ত্বরাতে পারেন্ তাহার জোবানবন্দী করিয়া লইয়া পুনর্ব্বার অব্যাজেই তাহাকে বিদায় করিয়া দেন্ এইহেতুক যে সে লোক আপনার রহিবার স্থানে না থাকিলে কাপড়ের কার্য্যে প্রতুল হয় না।

যে কালে কাপড়ের কার্য্যের এলাকাদারদিগের নামে সাক্ষ্যের অর্থে সপীনা জারী করিতে হয় সে কালে তাহা যে মতে কর্ত্তব্য হইবেক তাহার কথা।

১০ দশম প্রকরণ।—কাপড়ের কার্য্যের এলাকাদারছাড়া অন্য লোকের উপর তলবচিঠী কিম্বা সপীনা জারী করিতে লাগিলে যদি কাপড়ের কুঠীর কোন সাহেব কিম্বা তাহার তাবে এ দেশী প্রধান আমলাদিগের কেহ উপরের লিখিত সকল প্রকরণের মতাচরণ করেন্ তবে তাঁহার নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইবেক। উপরের সকল প্রকরণের হেতু কেবল এই ছিল যে যে কালে কাপড়ের কার্য্যের আটক না করিন বিচারের বাধা না জন্মে সে কালে ঐ কার্য্য অনর্থক আটক না হয়। কিন্তু দেওয়ানী আদালতের জজ ও ফৌজদারীর সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে কাপড়ের কুঠীর মোতালক কোন এ দেশী আমলা কিম্বা অন্য এলাকাদারকে কোন মোকদ্দমার ফরিয়াদী কিম্বা আসামী অথবা সাক্ষিক্রমে আপনারদিগের নিকটে তলবকরণ অত্যাবশ্যক হইলে অন্য২ লোকের উপর এমত বিষয়ে যে মতে হুকুম জারী করেন্ ঐ সকল প্রকরণের মধ্যে অন্যমত হুকুম লেখা থাকিলেও সেই মতেই তাহার উপর হুকুম জারী করিতে পারেন্ আর যদি দেওয়ানী আদালতের জজ কিম্বা ফৌজদারীর সাহেবদিগের কেহ হুকুমের অতিক্রমে এমত কার্য্য করেন্ তবে কর্ত্তব্য যে যে কালে করেন্ সেই কালেই তাহার বেওরা তাঁহার রোয়দাদের বহীতে লেখান্ আর জানিবেন যে তাঁহারদিগের যে সকল হুকুম জারী হইবার তাহা প্রায় সমস্তই এই ধারার লিখনানুসারে জারী হইবেক মধ্যে২ এই প্রকরণের লিখনক্রমে অত্যাবশ্যক জন্যে যে যে হুকুম জারী করিতে হয় তাহার তলবচিঠী ও সপীনাদিগরে অত্যাবশ্যকতার প্রস্তাব লেখা যাইবেক যে এই প্রকরণের হুকুমমাফিক জজ ও ফৌজদারীর সাহেবদিগের ক্ষমতা অত্যাবশ্যকতাজন্যে যে আছে তদনুসারে নিতান্ত তলবের হুকুম লেখা গেল কিন্তু জজ ও ফৌজদারীর সাহেবদিগের কাহারো এমত উচিত নহে যে অত্যাবশ্যকতা বিনা এমত নিতান্ত অর্থাৎ নাতকা হুকুম জারী করিবেন ইতি।

কাপড়ের কুঠীর সাহেব ও তাঁহার আমলাদিগেরে এই ধারার হুকুম কাপড়ের কার্য্যের এলাকাদার লোকছাড়া অন্যের প্রতি চালাইতে নিষেধের কথা।

দেওয়ানী আদালত ও ফৌজদারীর সাহেবেরা কাপড়ের কার্য্যের এলাকাদার এদেশী লোকদিগেরে যে সময়ে হাজির করাইতে চাহেন্ সেই সময়েই তাহা করাইতে ক্ষমতা রাখিবার কথা।

যে যে বিষয়ে ঐ হুকুম চালাইবার ক্ষমতা আছে তাহার কথা।

১১ ধারা।

জানিবেন যে কোন কল্লার বহির্ভূতের কিম্বা বিষয়ান্তরের যে কোন মোকদ্দমার দাওয়া

তাঁতী ও বাজে মহাজনদিগের আপোসী মোকদ্দমা সমস্তই দেও

দাওয়া তাঁতীদিগের কাহারো উপর কোন বাজে মহাজনের থাকে কিম্বা তাঁতীদিগের কাহারো দাওয়া কোন বাজে মহাজনের উপর রহে সে সকল মোকদ্দমাই অন্যং লোকের উভয়তঃ মোকদ্দমার মতে দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইতে পারিবেক ও তাহাতে জজসাহেবের কর্ত্তব্য হইবেক যে সে সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি যে কোন করারদাদ থাকে তদনুসারে আইনসকলের মতে করেন্ কিন্তু যদি তাঁতীদিগের জনেকের এলাকা অনেক বাজে মহাজনের সহিত রহে তবে উচিত যে সে তাঁতী যে বাজে মহাজনের এলাকাদার অগ্রে হইয়া থাকে তাহার দায় অগ্রে ও তদনন্তর উত্তরং যাহার পর যাহার দাওয়ার মূল হইয়া থাকে তাহার পর তাহার দায় শোধ দেয় ইতি।

যানী আদালতে দরপেশ হইবার ও জজসাহেবেরা সে সকল মোকদ্দমা বুঝিয়া আইনসকলের মতে বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার কথা।

১২ ধারা।

তাঁতীর উপর বাজে মহাজনদিগের দাওয়ার অর্থে সে তাঁতীর স্থানে সরকারের যে দাওয়া থাকে তাহা লোপ না হইবার মতে ডিক্রী করা যাইবার কথা।

তাঁতীদিগের যাহার উপর কোন বাজে মহাজনের দাওয়ার মোকদ্দমার ডিক্রী দেওয়ানী আদালতে হয় সে দাওয়ার মূল যদি সেই তাঁতী সরকারের এলাকাদার হইবার পূর্ব্বের হয় তবে সে তাঁতীর স্থানে সরকারের যে দাওয়া থাকে তাহা লোপ না হইয়া সেই সরকারী দাওয়ার পরিশোধ অগ্রে হইবার নিদর্শনে ডিক্রী করিতে হইবেক ইহাতে তাহার অগ্র পশ্চাতের বিবেচনা ও প্রমাণ প্রয়োগ সেই বাজে মহাজনের সহিত যে করারদাদ হইয়া থাকে তাহার তারিখের সঙ্গে ৪ চতুর্থ ধারাক্রমে তাঁতীদিগের নামনবীসীর যে ফর্দ্দ কালেক্টরী মোতালকের কাছারীতে লটকান গিয়া থাকে ও দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নিকটে দাখিল রহে সেই ফর্দ্দের তারিখ মিলাইয়া করা যাইবেক অতএব এই হুকুমমতে কার্য্য হইবার জন্যে উচিত যে সেই নামনবীসীর ফর্দ্দের লিখিত কোন তাঁতীর উপর এমত ডিক্রী জারী করিবার পূর্ব্বে সে সংবাদ কাপড়ের কুঠীর সাহেবকে দেওয়া যায় তাহাতে সেই কুঠীর সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই তাঁতীর উপর বাজে মহাজনের সেই দাওয়ার মূল হইবার পূর্ব্বে সে তাঁতী সরকারের এলাকাদার হইবার যে প্রমাণ প্রয়োগ থাকে তাহা যোগান্ ও তদনুসারে সে তাঁতীর স্থানে আদৌ সরকারের দাওয়ার পরিশোধ হইয়া পশ্চাৎ সেই তাঁতীর বিনাকয়েদে তাহার অবশিষ্ট দ্রব্য সামগ্রীর দ্বারা সেই বাজে মহাজনের দাওয়ার শোধ হয় ইতি।

১৩ ধারা।

এই ধারাক্রমে সরকারের তরফ আমলায় অপরাধ করিলে তাহার দণ্ডের কথা।

সরকারের মহাজনী ব্যাপারের সকল কাপড়ের কুঠীর মোতালক কোন কুঠীর গোমাস্তা কিম্বা দিদার ও মুকীম এবং অন্য প্রকারের চাকরদিগের কেহ যদি এমতাপরাধ করে যে সরকারের কোন কাপড় বদলাইবার কিম্বা তাহা তফাত ও তসরুফ করিবার নিমিত্তে সরকারের এলাকাদার কোন তাঁতীর স্থানে কিছু টাকা ঘুষ লয় অথবা সরকারের

কারের হিসাবে মিথ্যা বাকী লিখে কিম্বা কোন প্রকারে তাহার জিম্মার মাল তফাত ও তসরুফ করে অথবা কোন মতে তাঁতীর স্থানে সে যে টাকা সরকারহইতে দাদনী পায় তাহার কিছু বলক্রমে লয় তবে সে লোক যে দেওয়ানী আদালতের মোতালক হয় তথায় প্রমাণপূর্ব্বক যাহার স্থানে যত টাকা ঘুষ লইয়া থাকে কিম্বা হিসাবে মিথ্যা করিয়া লিখিয়া থাকে অথবা আপন জিম্মার মাল তফাৎ ও তসরুফ করিয়া থাকে কিম্বা দাদনীর টাকাহইতে যাহা লইয়া থাকে তাহার দ্বিগুণ দিবেক এতদ্ভিন্ন জজসা হেব উচিত জানিলে এক বৎসরের অধিক না হয় এমত নিয়মে কয়েদ রহিবেক অধি কন্তু এমত সংবাদ বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের দ্বারা শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে সুগোচর হইলে ঐ শ্রীযুতের কর্ত্তৃত্ব আছে যে সেই অপরাধি লোককে তাহার কার্য্যহইতে অবসর করিতে হুকুম দিয়া এমত নির্দ্ধারণ করেন যে সে লোক কস্মিন কালে শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের কিছু কার্য্য করিবার যোগ্য না হইতে পারে ইতি।

১৪ ধারা।

জানিবেন যে সরকারের করারদাদের আসামী তাঁতীদিগের উপর চলিবার অর্থে যে সকল হুকুম এই আইনে লেখা যায় সে হুকুম সমস্তই সরকারের মহাজনী ব্যা পারের রেসমের সরবরাহকারণ এবং সরকারের মহাজনীর অন্য যে সকল দ্রব্য সা মগ্রী সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যে জন্মে তাহার সরবরাহকারদিগের প্রতিও চলিবেক ইতি।

তাঁতীদিগের উপর যে সকল হুকুম চলিবেক সে সকল হুকুম সরকারের মহাজনী অন্যং দ্রব্য সামগ্রীর সরবরাহকারদিগের উপরেও চলিবার কথা।

১৫ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—কাপড়ের কুঠীর সাহেবেরা নিজার্থে যে ব্যবসায় করিবেন তাহার হুকুম নীচে লেখা যাইতেছে।

কাপড়ের কুঠীর সাহেবদিগের নিজার্থে কর্ত্তব্য ব্যবসায়ের হুকুমের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কাপড়ের কুঠীর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারদিগের মোতালক আড়ঙ্গসকলের যত কাপড় সরকারে লইবার আবশ্যক হয় তাহার সরবরাহ তথাহইতে আপনারদিগের নিজের অর্থে কাপড় প্রস্তুত করাইবার পূর্ব্বে দেন।

সরকারের দ্রব্য অগ্রে দেওয়া কাপড়ের কুঠীর সাহেবদিগের কর্ত্তব্যের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—কাপড়ের কুঠীর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁতীপ্রভৃতি কারীগরসকলকে জানান যে তাহারা কোনং দ্রব্য সরকারের কারণ ও কোনং সামগ্রী তাহারদিগের নিজের অর্থে প্রস্তুত করে তাহার চিহ্ন প্রভেদ করিয়া রাখে।

সরকারের দ্রব্য ও কাপড়ের কুঠীর সাহেবদিগের নিজের সামগ্রী প্রভেদ করিয়া জানাইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—কাপড়ের কুঠীর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারা নিজের অর্থে যে সামগ্রী খরীদ করেন তাহার মূল্য তাঁতীপ্রভৃতিতে চাহিবার অনুসারে পরিমিতপূর্ব্বক দেন ও তাহার সহিত সরকারের দরের নিরিখ না ধরেন।

কাপড়ের কুঠীর সাহেবেরা নিজের খরীদে সরকারের দরের নিরিখ না ধরিবার কথা।

পে ৫ পঞ্চম প্রকরণ।

কাপড়ের কুঠীর সাহেবেরা নিজের ব্যবসায়ের জন্য তাঁতীপ্রভৃতিকে অন্য লোকের সহিত কারবার করিতে বারণ না করিবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—কাপড়ের কুঠীর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য নহে যে তাঁহারা আপনারদিগের পদের বলে তাঁতীপ্রভৃতিকে নিজের ব্যবসায়ের জন্যে অন্যং লোকের সহিত কারবার করিতে আটক করেন্।

বাজে মহাজনদিগের উপর চলিবার হুকুম কাপড়ের কুঠীর সাহেবদিগের প্রতিও চলিবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—কাপড়ের কুঠীর সাহেবেরা নিজের ব্যবসায়ের কারণ তাঁতীপ্রভৃতির সহিত বিরুদ্ধাচরণ করিলে তদর্থে যে সকল দাঁড়া ও আইন বাজে মহাজনদিগের উপর চলে তাহা সেই সাহেবদিগের প্রতিও চলিবেক।

কাপড়ের কুঠীর সাহেবেরা কেবল নিজার্থে সামগ্রী প্রস্তুত করাইবার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—কাপড়ের কুঠীর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে কেবল নিজের নিমিত্তছাড়া অন্য কাহারো ফরমাইশ কিম্বা কোন বাজে মহাজনের ব্যবসায়ের কারণ কিছু সামগ্রী প্রস্তুত না করে।

বিনামে কারবার না করিবার কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।—কাপড়ের কুঠীর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য নহে যে আপনারদিগের মোতালক আড়ঙ্গসকলে বাজে মহাজনদিগের কাহারো নামে প্রকারে কোন কারবার করেন্।

কাপড়ের কুঠীর সাহেবেরা নিজের সামগ্রী আপনারদিগের মোতালক আড়ঙ্গসকলে এবং শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের অধিকার সুবেজাতের মধ্যে সরকারের বেমোতালক স্থানে বিক্রয় না করিতে পারিবার কথা।

৯ নবম প্রকরণ।—জানিবেন যে কাপড়ের কুঠীর সাহেবদিগের মোতালক আড়ঙ্গসকলে যে সকল সামগ্রী তাঁহারদিগের নিজার্থে জন্মে তাহার কিছুই সেই সকল স্থানে এবং শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের অধিকার সুবেজাতের মধ্যে সরকারের বেমোতালক জায়গাতেও বিক্রয় হইতে পারিবেক না কিন্তু যদি সেই সকল সামগ্রী মোকাম কলিকাতায় আইসে তবে এ মোকামের পরমিটের দফ্তরে কিম্বা অন্য সুবেজাতে মোকাম মাঝীর পথে যায় তবে সে মোকামের পরমিটের দফ্তরে তাহা যে সাহেবের মারফতে আইসে কিম্বা যায় সেই সাহেবের নামে লেখা যাইবেক।

কাপড়ের কুঠীর সাহেবেরা নিজের ব্যবসায়ের তফসীলের ফর্দ্দ প্রতিবৎসর বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবার কথা।

১০ দশম প্রকরণ।—কাপড়ের কুঠীর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে প্রতিবৎসর ১৫ দিসেম্বরের পূর্ব্বে যত নিশ্চয় করিতে পারেন্ যে ইস্তক গত ১ পহিলা মাই লাগাইৎ আন্দা ৩০ ত্রিশা আপ্রিল আপনারদিগের নিজের নিমিত্তে কত টাকার কারবার করিয়াছেন ও করিবেন তাহার সংবাদ বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগেরে দেন্ এবং ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের উচিত যে তদর্থে যে পরামর্শ বিহিত বুঝেন্ তদ্যুক্ত সেই সংবাদ শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে সুগোচর করান্ ইতি।

১১ ধারা।

এই ধারাক্রমে কাপড়ের কুঠীর সাহেবেরা ও তাঁহারদিগের তাবের আমলারা আইনসকলের অন্যথায় কার্য্য করিলে সে

তাঁতীপ্রভৃতির ক্ষমতা আছে যে যাবদীয় কাপড়ের কুঠীর সাহেবদিগের ও তাঁহারদিগের তাবের এদেশী আমলাসকলের নামে সকল দেওয়ানী আদালতেই নালিশ করিতে পারে যদি তাঁহারা তাহারদিগের উপর সরকারের কার্য্য করাইবার নিমিত্তে দৌরাত্ম্য করেন্ কিম্বা ৪ চতুর্থ ধারাক্রমে যে নামনবীসীর ফর্দ্দ হয় তাহাতে তাহারদি

গের

গের নাম অসঙ্গত বিধানে লিখেন্ অথবা সরকারের সহিত করারদাদ হইবার অনুসারে তাহারদিগেরে টাকা না দেন্ কিম্বা সময়শিরে তাহারদিগের হিসাব নিষ্পত্তি না করেন্ অথবা এই আইনের ব্যতিক্রমে কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের অনুসারে ছাপা ও জারী হওয়া অন্যং কারবারের আইনসকলের ব্যতিক্রমে কোন কার্য্য করেন্। অতএব ঐ সকল মতের যে অন্যায়গ্রস্ত যে কেহ হয় তাহার কর্ত্তব্য যে সেই অন্যায় যে কাপড়ের কুঠীর সাহেব কিম্বা তাঁহার আমলাসকলের যাহাহইতে হইয়া থাকে তাহার নালিশ আদৌ সেই কাপড়ের কুঠীর সাহেবের নিকটে করে তদনুসারে যদি সেই সাহেব তাহার বিচার না করিতে চাহেন্ কিম্বা করিতে চাহিয়া সময়ানুসারে নিষ্পত্তি না করেন্ তবে সেই ফরিয়াদীর শক্তি হইবেক যে সেই অন্যায় যদি সেই সাহেবের দ্বারানা হইয়া তাঁহার তাবে কোন আমলাহইতেও হইয়া থাকে তথাচ সে নালিশ সেই সাহেবের নামে সেই জিলার দেওয়ানী আদালতে করে কিন্তু জজসাহেবদিগের কাহারো উচিত নহে যে কাপড়ের কুঠীর কোন সাহেব কিম্বা আমলার নামে এমত নালিশ সেই ফরিয়াদীর সুকৃতিপূর্ব্বক কিম্বা মতান্তরে যদি প্রমাণ না জানেন্ যে সেই ফরিয়াদী সে নালিশ আদৌ সেই কাপড়ের কুঠীর সাহেবের নিকটে করিয়াছিল কিন্তু সেই কুঠীর সাহেব তাহার বিচার করিতে চাহেন নাই অথবা চাহিয়া সময়ানুসারে নিষ্পত্তি করেন্ নাই তবে লন্। আর যদি কোন ফরিয়াদী কিম্বা আসামী এই ধারাক্রমে কাপড়ের কুঠীর সাহেবের নিকটে নালিশ হইবাতে তথাকার নিষ্পত্তিতে সম্মত না হয় তবে সে মোকদ্দমার আপীল সেই জিলার দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবেক ইতি।

কারণে তাঁহারদিগের নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারিবার কথা।

১৭ ধারা।

উপরের ধারাক্রমে কাপড়ের কুঠীর কোন সাহেব কিম্বা তাঁহার তাবের আমলা কাহারো নামে তাঁহার কৃত অন্যায়ের যে নালিশ দেওয়ানী আদালতে হয় সে অন্যায় যদি বোর্ড ট্রেডের সাহেবদিগের অনুমতিক্রমে কিম্বা শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের হুকুমের অনুসারে কার্য্যকরণের দ্বারা না হইয়া থাকে তবে সেই কাপড়ের কুঠীর সাহেব কিম্বা আমলার কর্ত্তব্য হইবেক যে আপন দায়ে সে মোকদ্দমার জওয়াব দিবার কারণ সেই আদালতের চিহ্নিত জনেক উকীলকে নিযুক্ত করেন্ ইতি।

আইনসকলের অন্যথায় কার্য্যকরণপ্রযুক্ত কাপড়ের কুঠীর সাহেব কিম্বা আমলার নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইলে সেই সাহেব কিম্বা আমলা আপন খুঁকীতে তাহার জওয়াব দিবার কথা।

১৮ ধারা।

যদি কাপড়ের কুঠীর কোন সাহেবের তাবের আমলা কাহারো নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ হয় তবে সেই সাহেবের ক্ষমতা আছে যে সে নালিশ তাঁহার নিজ নামে হইলে যেমতে তাহার সওয়াল ও জওয়াব করাইতেন সেই মতেই সে মোকদ্দমার

কাপড়ের কুঠীর সাহেবদিগের ক্ষমতা আপনারদিগের তাবের আমলা সকলের নামে নালিশের সওয়াল ও জওয়াব ক

রাইবার অর্থে থাকিবার কথা।

মার সওয়াল ও জওয়াব আদালতে করান্ ও তাহা করাইলে তথায় সে মোকদ্দমার যে ডিক্রী হয় তাহার নিশাকরণ তাঁহার কর্ত্তব্য হইবেক যে মতে সে মোকদ্দমার আসামী নিজে হইলে করিতেন ইতি।

১৯ ধারা।

কাপড়ের কুঠীর সাহেবদিগের উপর আদালতের হুকুম যেমতে চলিবেক তাহার কথা।

দেওয়ানী আদালতের কিছু হুকুম যে কালে কাপড়ের কুঠীর সাহেবাদগের কাহারো নামে পাঠাইতে হয় সে কালে সেই আদালতের জজসাহেব কিম্বা রেজিষ্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই হুকুমের নির্দিষ্ট হুকুমনামা থাম করিয়া তাহার উপর সেই আদালতের মোহর ও আপন পদের নিদর্শনে দস্তখৎ করিয়া পাঠাইয়া দেন্ কুঠীর সাহেবের উচিত যে সেই হুকুমনামা পাইলে তাহা জ্ঞাত হইয়া তাহার পৃষ্ঠে দাখিল লিখিয়া পুনর্ব্বার থাম ও মোহর করিয়া সেই জজসাহেব কিম্বা রেজিষ্টরসাহেবের নিকটে পাঠান্ ইতি।

২০ ধারা।

কাপড়ের কুঠীর কোন সাহেব কিম্বা তাঁহার তাবের আমলার নামে নালিশী যে মোকদ্দমার ডিক্রী হয় তাহার নিশা যাহার মারফতে হইবে তাহার কথা।

কাপড়ের কুঠীর কোন সাহেব কিম্বা তাঁহার তাবের কোন আমলার নামে নালিশী যে মোকদ্দমার ডিক্রী দেওয়ানী আদালতে হয় সে মোকদ্দমার জওয়াব যদি বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের অনুমতিক্রমে কিম্বা শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের হুকুমে না দেওয়া গিয়া থাকে তথাচ ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে সেই ডিক্রীর দেনা এবং তদনুসারের নোক্সান ও তহ্খরচ সমস্ত কিম্বা কিছুর নিশা সরকারহইতে না করিতে হয় এমত জানিলে সে ডিক্রীর হুকুমসমস্ত কিম্বা কিছু এবং তদনুসারের নোক্সান ও তহ্খরচ যাহা মঞ্জুর রাখেন্ তাহার নিশা যাঁহার পরাজয়ে সে ডিক্রী হইয়া থাকে তাঁহার গুতিক ও সম্ভাবনা বুঝিয়া তাঁহার স্থানহইতে দেওয়ান্ ইহার্তে যাঁহার স্থানহইতে ডিক্রীর হুকুম এবং নোক্সান ও তহ্খরচের নিশা দেওয়ান যায় তাঁহার শক্তি আছে যে মোকদ্দমার আপীলকরণ উচিত জানিলে তাহা আপন খরচে করেন্ ইতি।

২১ ধারা।

কাপড়ের কুঠীর সাহেব কিম্বা তাঁহার তাবের আমলার নামে নালিশী কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তিতে সে মোকদ্দমার আপীল করিতে বোর্ড ত্রেডেরসাহেবেরা হুকুম দিতে পারিবার কথা।

কাপড়ের কুঠীর কোন সাহেব কিম্বা তাঁহার তাবের কোন আমলার নামে নালিশী যে মোকদ্দমার ডিক্রী দেওয়ানী আদালতে হয় সে মোকদ্দমার মূল যদি বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের কিম্বা শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের হুকুমে কিম্বা বিনাহুকুমে কার্য্যকরণের দ্বারা হইয়া থাকে ও সে ডিক্রীতে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সম্মত না হন্ তবে তাঁহারদিগের ক্ষমতা আছে যে আইনসকলের মতে সে মোকদ্দমার আপীল মফঃসল আপীল আদালতে ও তথাহইতে সদর দেওয়ানী আদালতে

হইবার

হইবার যোগ্য হইলে তথায় করাইয়া তাহার সওয়াল ও জওয়াব এই আইন জারী হইবার তারিখের জারীহওয়া কোন আইনে অন্যমত হুকুম থাকিলেও ঐ সকল আদালতের চিহ্নিত সরকারী উকীল কিম্বা অন্য উকীলের মারফতে করান্ ইতি।

২২ ধার

কাপড়ের কুঠীর কোন সাহেব কিম্বা তাঁহার তাবে কোন আমলার নামে তাঁহার প্রতি অর্পিত ভারের কার্য্যকরণের দ্বারা উপস্থিত কোন মোকদ্দমার নালিশ দেওয়ানী আদালতে হইলে সেকারণ আদালতে তাঁহার হাজিরের জন্যে হাজিরজামিন লওয়া যাইবেক না এবং সে মোকদ্দমার ডিক্রী হইলেও তাহার হুকুমের ও তদনুসারের নোক্সান ও তহখরচের নিশার কারণ তাঁহার স্থানে মালজামিন লইবার আবশ্যক হইবেক না এইহেতুক যে সে সাহেবের উপর নালিশী ও ডিক্রীর মোকদ্দমায় তাঁহাকে হাজিররাখণের এবং ডিক্রীর হুকুমদিগরের নিশাদেওয়ানের ভার শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে আছে এবং সেই আমলার নামে নালিশী ও ডিক্রীর মোকদ্দমায় তাহাকে হাজিররাখণের ও ডিক্রীর হুকুমওগয়রহের নিশা দেওয়ানের দায় সেই কাপড়ের কুঠীর সাহেবের শিরে ঐ শ্রীযুত রাখিবেন ইতি।

ডিক্রীর আঞ্জাম এবং তদনুসারের নোক্সান ও তহখরচের নিশার কারণ কাপড়ের কুঠীর সাহেব ও তাঁহার তাবে আমলার স্থানে জামিন তলব না হইবার কথা।

২৩ ধারা।

কাপড়ের কুঠীর মোতালক যে সকল কার্য্য তথাকার সাবেক সাহেবের আমলে হইয়াছে তাহার কোন মোকদ্দমার নালিশ তথাকার হালের সাহেব ও তাঁহার তাবে আড়ঙ্গসকলের এদেশি প্রধান আমলাদিগের কাহারো নামে হইবেক না। কিন্তু কাপড়ের কুঠীর কোন সাহেব কিম্বা তাঁহার তাবে আড়ঙ্গের এদেশী প্রধান আমলাদিগের কেহ তগীর হইয়া থাকিলে তাঁহার নামে তাঁহার বহালী আমলে কাপড়ের কুঠীর মোতালক কোন কার্য্য করিবার মোকদ্দমার যে নালিশ হইয়া থাকে বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার জওয়াব দেওয়া হালের সাহেবের কর্ত্তব্য না জানিলে তাহার জওয়াব দিবার ভার সেই তগীরহওয়া সাহেবপ্রভৃতির শিরে থাকিবেক কিন্তু শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরের কিম্বা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের হুকুমে যে সকল বিষয় ব্যাপার কাপড়ের কুঠীর সাহেব ও আড়ঙ্গের প্রধান আমলায় করিয়া তগীর হইয়া থাকেন্ সে সকল বিষয়ের উপর এ হুকুম চলিবেক না সে সকল বিষয়ের জওয়াব দিবার ভার শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের জানিয়া হালের সাহেব তাহার জওয়াব দিবেন ইতি।

কাপড়ের কুঠীর সাবেক সাহেবের কৃত কার্য্যহেতুক তথাকার হালের সাহেবের নামে নালিশ না হইতে পারিবার কথা।

সাবেক সাহেবপ্রভৃতিকে যে যে মোকদ্দমার জওয়াব দিতে হইবেক তাহার কথা।

২৪ ধারা।

কাপড়ের কুঠীর মোতালক কার্য্যের যে সকল মোকদ্দমা জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালত ও মফঃসল আপীল আদালতসকলে ও সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হয় তাহার সওয়াল ও জওয়াবের বেওরাকৈফিয়ৎ ঐ সকল আদালতের উকীলদিগের

কাপড়ের কুঠীর সাহেবপ্রভৃতিতে মোকদ্দমার কৈফিয়ৎ আদালতের উকীলকে জ্ঞাত ক

গেরে

রাইবার ও তাহারদিগের স্থানহইতে জানিবার কারণ পত্রাদি লিখিয়া ডাকের রসুম না দিয়া পাঠাইতে পারিবার কথা।

ঐ পত্রাদি খাম ও মোহর করা গিয়া উকীলের নামে শিরনামা লেখা গিয়া তাহার উপর অন্য কাগজ মুড়িয়া রেজিষ্টরসাহেবের নামে শিরনামা লেখা যাইবার কথা।

গেরে জ্ঞাত করাইবার কারণ ও তাহারদিগের স্থানহইতে তাহা জ্ঞাত হইবার জন্যে যাবদীয় কুঠীর সাহেব ও আড়ঙ্গসকলের এদেশি প্রধান আমলাদিগের তগীরী ও বহালী আমলে উভয় পক্ষের পত্রাদি কাগজ বিনামাসুলে ডাকে চলিতে পারিবেক। অতএব কর্ত্তব্য যে সেই সকল কাগজপত্রের ন্যায় খাম ও মোহর করা গিয়া উকীলের নামে শিরনামা লেখা যায় ও সেই খামের উপর অন্য কাগজ মুড়িয়া তাহার উপর সে উকীল যে আদালতের চিহ্নিত হয় সেই আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের নাম ও সে মোকদ্দমার নালিশের কালে তাঁহার প্রতি যে কার্য্যের ভার থাকে সেই কার্য্যের ধ্বনি দিয়া নিজ নাম লিখিয়া অর্থাৎ অমুকের নিবেদনপত্রের মত করিয়া পাঠান যায়। আর আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের উচিত যে এমত মোহরকরা লিখন পাইলে তাহা বজিনিস সেই উকীলকে দেওয়ান্ এবং এই আইনের মতে ঐ সকল আদালতের উকীলদিগের যাহার প্রতি কাপড়ের কুঠীর মোতালক কোন প্রথম নালিশী মোকদ্দমা অথবা আপীলের মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবের ভার থাকে সে উকীল সে মোকদ্দমার সম্পর্কীয় পত্রাদি যে কাগজ যে সময়ে তাহার মওক্কল তগীর কিম্বা বহাল কাপড়ের কুঠীর সাহেব কিম্বা আড়ঙ্গের এদেশি প্রধান আমলার স্থানে পাঠাইতে চাহে তাহাও বিনারসুমে ডাকের মারফতে পাঠাইতে পারিবেক। ইহাতে সেই উকীল সেই কাগজপত্রের ন্যায় খাম করিয়া তাহাতে আপন মোহর করিয়া দিলে আদালতের জজসাহেব কিম্বা রেজিষ্টরসাহেব তাহার উপর অন্য কাগজ মুড়িয়া আপন কার্য্যের ধ্বনি দিয়া নিজ নাম লিখিয়া যাহার স্থানে চালাইতে হয় তথায় চালান করিবেন ইতি।

২৫ ধারা।

জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালত ও মফঃসল আপীল আদালত ও সদর দেওয়ানী আদালতে যে যে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করাণের ক্ষমতা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের থাকিবেক তাহার কথা।

যে কালে বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা উচিত জানিয়া কিম্বা শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের হুকুম পাইয়া কাপড়ের কুঠীর মোতালক কোন মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালত অথবা মফঃসল আপীল আদালতে কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতে করাণের ভার কাপড়ের কুঠীর সাহেব কিম্বা আড়ঙ্গের এদেশি প্রধান আমলার উপর না রাখিয়া আপনারদিগের প্রতি রাখিতে চাহেন্ সে কালে তাহা করিতে পারিবেন ইতি।

২৬ ধারা।

প্রধান২ সাহেবদিগের মঞ্জুরী মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব আদালতে করিতে হইলে তাহার লাভ ও অপচয়ের দায়গ্রস্ত কাপড়ের কুঠীর সাহেবেরা ও তাঁ

কাপড়ের কুঠীর সাহেবেরদের ও তাঁহারদিগের তাবে আড়ঙ্গসকলের এদেশি প্রধান আমলাসকলের নামে তাঁহারদিগের বিষয়কার্য্যের সম্পর্কীয় যে সকল মোকদ্দমার নালিশ যে কোন আদালতে উপস্থিত হয় সে সকল মোকদ্দমার কিছু লাভ তাঁহারা কোনপ্রকারে পাইবেন না এবং এমত মনস্থও নহে যে তাঁহারদিগের কৃত যে সকল কার্য্য আইনসকলের অনুসারে হইয়া থাকে কিম্বা বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা অথবা

শ্রীযুত

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৩১ একত্রিংশৎ আইন।

হারদিগের তাবে আমলারা না হইবার কথা।

শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে মঞ্জুর রাখিয়া থাকেন্ সে সকল কার্য্য করণপ্রযুক্ত আদালতে কিছু নোকসানের দায় ঠেকিতে হইলে তাহার দায়গ্রস্ত তাঁহারা হন্। অতএব কাপড়ের কুঠীর সাহেবেরদের ও তাঁহারদিগের তাবে আড়ঙ্গসকলের এদেশি প্রধান্ আমালাসকলের প্রতি হুকুম আছে যে আদালতের ডিক্রীক্রমে তাঁহারদিগের যাহার যে পাওনা হয় তাহা শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারে আপনারদিগের সিরিস্তার হিসাবে জমা করেন্ এবং যে কোন আদালতের ডিক্রীক্রমে যাহা খরচ করেন্ তাহা বোড ত্রেডের সাহেবদিগের হুকুমমতে আপনারদিগের সিরিস্তার হিসাবের লিখিত সকল রকমের নীচে প্রভেদ করিয়া কিম্বা ভিন্ন কাগজে যেমতে লিখিতে হয় লিখেন্ কিন্তু সেই খরচ তাবৎ সরকারের হিসাবে লেখা যাইবেক না যাবৎ সরকারের হিসাবে লিখিতে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুম না হয় এবং যাবৎ সে খরচ সরকারের হিসাবে লেখা না যায় তাবৎ তাহার নিশার ভার কাপড়ের কুঠীর যে সাহেব কিম্বা তাঁহার তাবে আড়ঙ্গের এদেশী যে প্রধান আমলাহেতুক কৃত কার্য্য আদালতে সেই নোক্সান ও খরচার ডিক্রী হইয়া থাকে তাঁহার শিরে থাকিবেক ইতি।

কাপড়ের কুঠীর সাহেবপ্রভৃতিতে আদালতের ডিক্রীক্রমে যাহা মিলে তাহা সরকারে জমা করিবার ও যাহা দিতে হয় তাহা সরকারী তহবীলহইতে দিয়া সরকারে খরচ লিখিতে যাবৎ বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের হুকুম না হয় তাবৎ না লিখিবার কথা।

২৭ ধারা।

জানিবেন যে কাপড়ের কুঠীর সাহেবদিগের অর্থে যে সকল হুকুম এই আইনে লেখা আছে সে সকল হুকুম তাঁহারদিগের আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগের কিম্বা শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর অন্য যে কোন সাহেব যে খ্যাতিতে আড়ঙ্গসকলের ব্যাপার কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন্ তাঁহারদিগের প্রতিও চলিবেক ইতি।

কাপড়ের কুঠীর সাহেবদিগের সম্পর্কীয় সকল হুকুম তাহারদিগের আসিষ্টাণ্টসাহেবরদের এবং সরকারের চিহ্নিত চাকর অন্য যে সাহেবেরা আড়ঙ্গসকলের কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন্ তাহারদিগের উপরে চলিবার কথা।

২৮ ধারা।

সকল তাঁতীপ্রভৃতি কারীগর এবং এদেশী অন্য যে সকল লোক শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের মহাজনী কার্য্যের সরবরাহ দেয় তাহারা জানিবেক যে কাপড়ের কুঠীর কোন সাহেব কিম্বা ঐ সরকারের চিহ্নিত চাকর অন্য যে সাহেবের প্রতি সরকারের মহাজনী কার্য্যের ভার থাকে তিনি শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরের অথবা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের হুকুমমতে যে কার্য্য করেন্ তাহা যদি এই আইনের অন্যথাক্রমে হইয়া তাহাতে কাহারো কিছু ক্ষতি দর্শে তবে সেকারণ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ১১ একাদশ ধারাক্রমে দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারিবেক ইতি।

শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরের কিম্বা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের হুকুমের কার্য্য করিতে এই আইনের অন্যথা হইলেও এদেশি লোকে তাহার সব্যবস্থা যে কালে লাভ করিবেক তাহার কথা।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৩২ দ্বাত্রিংশৎ আইন।

ইস্তক ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের ১ সেপ্তেম্বর লাগাইৎ ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৩১ আগস্ত সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যে সরকারে আফীন তৈয়ার করাইবার দফাওয়ারী সওদাপত্রের আইন নির্দ্ধার্য্যের এবং শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেসের হজুরের বিনাহুকুমে অন্য লোকে আফীন বানাইতে ও তাহার ব্যবসায় করিতে না পারিবার বিষয়ের আইন ঐ শ্রীযুত ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১ পহিলা মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২০৭ সালের ১৯ রমজানে জারী করিলেন।

যে যে কালে সরকারে তিন সুবার মধ্যে আফীন সওদার দাঁড়া করিয়াছিলেন সেইং কালেই সরকারের মনস্থ ছিল যে ঐ মহাল যাহাতে সরকারের একপ্রকার রাজস্বের উৎপন্ন হয় তাহার পত্তনকারক প্রজাদিগের প্রতি কোনপ্রকারে কিছু অত্যাচার না হয় অতএব হুকুম হইয়াছিল যে আফীনের চুক্তি অর্থাৎ সওদাকারকদিগের হস্ত হইতে সেই প্রজাদিগের দ্বারা বলক্রমে পোস্তের চাস করাইবার শক্তি দূর হয় এবং যে কেহ স্বেচ্ছাক্রমে সেই চাস করিয়া যত আফীন দেয় সে তাহার মূল্যও পুরা পায় ও এইহেতুক এমত উদ্যোগ আবশ্যক ছিল যে সেই চাসী প্রজারা কোনরূপে চুক্তিকারকের সহিত সঠতা ও দাগাবাজী না করিতে পারে এবং সরকারবিনা অন্যেও আফীনের সওদা করিতে ক্ষমতা না রাখে এপ্রযুক্ত ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের ২১ আপ্রিলে আফীন চুক্তির যে মত সওদাপত্রের একরার ছাপা হইয়া ইশতিহার হইয়াছে এবং যে সকল উদ্যোগের প্রস্তাব উপরে আছে তদনুসারেই এই আইননির্দ্দিষ্ট হইল ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহারের মধ্যে আফীনের যে চুক্তি অর্থাৎ সওদা করা যাইবেক তাহার সওদাপত্রের একরার নীচের লিখিত বেওরাক্রমে হইবেক। সওদাপত্রের একরারের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—১ প্রথম বেওরা এই যে কোর্ট ডিরেক্তর্স অর্থাৎ বিলাতের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবেরা যদি ঐ চুক্তির একরার না মঞ্জুর কিম্বা আফীন জন্মানের দাঁড়া পরিবর্ত্ত বিলায়তের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবেরা একরার না মঞ্জুর করিলে ত.হা

মৌকুফ করিতে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

বর্ত্ত এতাবতা ফেরফার করেন অথবা সওদাকরণে ক্ষান্ত হন তবে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের কর্ত্তৃত্ব আছে যে ঐ বিষয়ের যে একরার সেই ইশ্‌তিহার ক্রমে হইয়া থাকে তাহা যে সনে ঐ না মঞ্জুর কিম্বা জয়ানের দাঁড়ার ফেরফার অথবা সওদাকরণে ক্ষান্ত হইবার সংবাদ বিলায়তহইতে পান সেই সালের আখিরীতে অথবা ১ পহিলা সেপ্তেম্বরে মৌকুফ করেন।

চারি বৎসরের নিয়মে সওদা হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ। — ২ দ্বিতীয় বেওরা এই যে ইস্তক ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ পহিলা সেপ্তেম্বর লাগাইৎ ১৭৯৭ সালের ৩১ আগস্ত ৪ চারি সনের মিয়াদে ঐ চুক্তি হইবেক।

চুক্তিকারক যে যে কালে যত আনার হিসাবে দাদনীর টাকা পাইবেন তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ। —৩ তৃতীয় বেওরা এই যে ঐ চুক্তি সিক্কা টাকার উপর করিয়া চুক্তিকারককে সিক্কা টাকা দেওয়া যাইবেক চুক্তিকারক আপন পেটার চাসী প্রজা অর্থাৎ আসামীদিগেরে সিক্কাব্যতিরেকে অন্য রকম টাকা দিবেন না। এবং নীচের লিখিত অংশক্রমে সময়ানুসারে দাদনীর টাকা পাইবেন।

মাহ আষাঢ়ে	——————	১৬ ষোড়শাংশের মধ্যে ২ দুই অংশ অর্থাৎ আনা
মাহ শ্রাবণে।	———— ০ ————	৩ তিন অংশ ——
মাহ ভাদ্রে	———— ০ ————	৩ তিন অংশ ——
মাহ আশ্বিনে	———— ০ ————	৩ তিন অংশ ——
মাহ কার্ত্তিকে	———— ০ ————	৩ তিন অংশ ——
মাহ অগ্রহায়ণে	———— ০ ————	২ দুই অংশ ——

যে স্থানের আফীন যত মনের সওদা হইবেক তাহার কথা।

২ দুই মনী সিন্দুকে আফীন পুরিতে হইবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ। — ৪ চতুর্থ বেওরা এই যে চুক্তিকারকের কর্ত্তব্য হইবেক যে সালিয়ানা সুবে বেহারের আফীন কুঠীর ওজনের ৬৪০০ ছয় হাজার চারি শত মন ও সুবে বাঙ্গালার আফীন ১৫৮০ একহাজার পাঁচশত আশী মন দিবার একরার সওদাপত্রে লিখিয়া দেন ও সেই মন ৪০ চল্লিশ সেরে ও সেই সের ৭২॥৵ বাহাত্তরী সিক্কা দশআনার ওজনে হইবেক। আর সেই আফীন ২ দুই মনী সিন্দুকে পোরা যাইবেক। ইহাতে চুক্তিকারক সেওয়ায় একরার যে আফীন ফাজীল দিবেন তাহার মূল্য ফিসিন্দুক সওদাপত্রের লিখিত দরের নিরিখ অপেক্ষা ৫০ পঞ্চাশ টাকা অধিক পাইবেন।

সওদার ফাজিল আফীনের ফিসিন্দুক দরের নিরিখছাড়া ৫০ টাকা অধিক পাইবার কথা।

আফীনের পরখ যে নমুনার সহিত মিলাইয়া সহী করা যাইবেক তাহার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ। — ৫ পঞ্চম বেওরা এই যে সুবে বাঙ্গালার চুক্তির দরুণ যে আফীন মিয়াদের প্রথম সন হালে আমদানী হইবেক তাহার পরখ সাবেক চুক্তির দরুণ আমদানী আফীনের সহিত নমুনা মিলাইয়া সহী করিতে হইবেক ও দ্বিতীয় সনে যে আমদানী হইবেক তাহার পরখ প্রথম সনের আমদানীর সহিত নমুনা মিলাইয়া সহী করা যাইবেক এবং তদনুসারে শেষের দুই সনের আমদানীর পরখ সাবেক আমদানীর সহিত মিলাইয়া সহী করিতে হইবেক এতদ্ভিন্ন সুবে বেহারেরও উৎপন্ন যে আফীন আমদানী হইবেক তাহারো পরখ ঐরূপে সহী করা যাইবেক অতএব

কর্ত্তব্য

কর্ত্তব্য যে আইন্দা প্রতিসনের আমদানী আফীমের পরখসহীর কারণ প্রতি সন সাবেক আমদানীর সহিত নমুনা মিলাইয়া পরখসহীকরা আফীন সুবে বাঙ্গালার দরুণ ৩ তিন সিন্দুকে ও সুবে বেহারের দরুণ ৩ তিন সিন্দুক বোর্ড ত্রেড়ের ঘরে প্রস্তুতও মৌজুদ থাকে। ইহাতে যে যে কালে আফীন আমদানী হয় সেইং কালে উচিত যে তাহুতখানার এক সাহেব ও বোর্ড ত্রেড়ের এক সাহেব উভয়ে একত্র হইয়া তাহার নমুনা মিলাইয়া পরখসহী করেন্। এমতে নমুনা মিলাইয়া পরখসহী করিতে যদি সরকারের আমলার সহিত চুক্তিকারকের কিছু আপত্তির কথা উপস্থিত হয় তবে তাহার নিষ্পত্ত্যর্থে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরহই তে মাতবর ৩ তিন জন সাহেব নির্দ্দিষ্ট হইবেন ও সেই তিন সাহেবের কর্ত্তব্য হই বেক যে তাহার নিষ্পত্তি বিনাপক্ষপাতে করেন্ এবং যে নিষ্পত্তি করেন্ তাহাও সুকৃতিপূর্ব্বক কহেন্।

যাঁহারং দ্বারা নমুনা মিলাইয়া পরখসহী করা যাইবেক তাহার কথা।

পরখসহীর আপত্তি হইলে যাঁহারং দ্বারা মিটান যাইবেক তাহার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—৬ ষষ্ঠ বেওরা এই যে চুক্তিকারক সওদার একরারের মধ্যে যদি কিছু আফীন কমী দেন্ তবে যতসিন্দুক কমী দেন্ তাহার ফিসিন্দুকে ৩০০ তিনশত টাকা দণ্ড সরকারে দাখিল করিবেন এবং সওদার কমী যাহা দেন্ তাহার দাদনীর টাকাও সুদসমেত ফিরাইয়া দিবেন্ কিন্তু যদি দৈবাৎ শিলাবৃষ্টি কিম্বা জলবৃদ্ধি অথবা আকাশী অন্যোৎপাতপ্রযুক্ত সেই কমী হয় তবে চুক্তিকারক জিলার কালেক্টরসাহে বের নিকটে কিম্বা শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে সেইকমী সমু দয় কিম্বা তাহার মধ্যের যাহা প্রমাণ জানাইতে পারেন্ তাহার কারণ দণ্ডগ্রস্থ হইবেন না সেই বাকীর অনুসারের দাদনীর টাকা যে তারিখে পাইয়া থাকেন্ সেই তারিখ ইস্তক সেই টাকার সুদ সালিআনা ফিশতে ৮ আট টাকার হারে ধরিয়া তাহা সমেত সেই বাকীর অনুসারের দাদনীর টাকা ফিরিয়া দিবেন আর চুক্তিকারকের কর্ত্তব্য যে এমত উৎপাত হইলে পর ৫ পাঁচ দিনের মধ্যে জিলার কালেক্টরসাহেবের নিকটে সে সংবাদ জানান্ সেই কালেক্টরসাহেবের উচিত যে তদনুসারে সে সংবাদ পাইলে পর ১৭ সপ্তদশ বেওরাক্রমে তদন্ত ও তহকীক করেন্ যে তাহাতে কি ক্ষতি হইযাছে। যদি চুক্তিকারক ঐ নিয়মিত কালের মধ্যে সেই উৎপাতের সংবাদ কালেক্টরসাহে বের নিকটে না দেন্ তবে যে কমী দেন্ তদর্থে তাঁহার দণ্ড দেওয়া কোন প্রকারে ক্ষমা হইবেক না।

চুক্তিকারক সওদার কমী আফীন দিলে দণ্ড এবং সুদসমেত দাদনীর টাকা ফিরিয়া দিবার কথা।

আকাশী উৎপাতের কারণ কমী আফীন দিলে দণ্ড দিতে না হইয়া কেবল সুদসমেত দাদনীর টাকা ফিরিয়া দিবার কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।—৭ সপ্তম বেওরা এই যে চুক্তিকারকের কর্ত্তব্য হইবেক যে সকল আফীন মোকাম কলিকাতায় বোর্ডত্রেডের ঘরে দাখিল করিয়া দেন্ ইহাতে আফীন তৈয়ার করিবার ও সিন্দুক পূরিবার ও তাহার বারবরদারী অর্থাৎ ঢোলাই ও দাখিল করিবার সকল খরচা ও পথের মধ্যের ঝুঁকী সমস্তই চুক্তিকারকের শিরে থাকিবেক।

বোর্ড ত্রেডের ঘরে আফীন দাখিল করিয়া দিবার ও যাবৎ দাখিল না হয় তাবৎ তাহার ঢোলাইদিগর সকল খরচা ও ঝুকী চুক্তিকারকের শিরে থাকিবার কথা।

৯ নবম প্রকরণ।—৮ অষ্টম বেওরা এই যে চুক্তিকারকের কর্ত্তব্য যে যত আফীন তৈয়ার করান্ তাহা সমস্তই শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারে কিম্বা সরকারের

তরফ

চুক্তিকারক শ্রীযুত কো

স্পানী বাহাদুরের সর কারছাড়া অন্যকে আ ফীন দিলে তাঁহার দণ্ডের কথা।

তরফ আমলার নিকটে দেন্ যদি তাহা না করিয়া কিছু আফীন স্থানান্তরে নগদ বিক্রয় কিম্বা মাল্জা বদল অথবা মতান্তরে তফাৎ ও তসরুফ করেন্ তবে যত আফীন তফাৎ ও তসরুফ করেন্ তাহার ফিসিন্দুক ৭৫০ সাতশত পঞ্চাশ টাকা দণ্ড সরকারে দাখিল করিবেন।

শ্রীযুত নওয়াব উজীরের অধিকার দেশহইতে যে আফীন আইসে তাহার মূল্য শত তঙ্কায় ২॥০ টাকা বানারসের রাজার সরকারে ও ২॥০ টাকা শ্রীযুত কোম্পানীর সরকারে হাসিল দিবার কথা।

চুক্তিকারক যে আফীন সুবে বাঙ্গালা ও সুবে বেহারে জন্মান তাহার হাসিল না দিবার কথা।

১০ দশম প্রকরণ।—৯ নবম বেওরা এই যে চুক্তিকারকের কর্ত্তব্য হইবেক যে শ্রীযুত নওয়াব উজীরের অধিকারদেশহইতে যে আফীন আনান্ তাহাতে নওয়াব উজীরের সরকারের রওয়ানার লিখিত মূল্যানুসারে ফিশত তঙ্কায় ২॥০ আড়াই টাকা হাসিল বানারসের রাজার সরকারে দেন্ আর তথাহইতে সে আফীন শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের অধিকারে আইলে তাহার যে রওয়ানা নওয়াব উজীরের সরকারের রওয়ানার অনুসারে বানারসের রাজার সরকারে হয় তাহার লিখিত মূল্যক্রমে ফিশত তঙ্কায় ২॥০ আড়াই টাকা পরমিট অর্থাৎ হাসিল কোম্পানী বাহাদুরের সরকারে দাখিল করেন্। কিন্তু এমতে চুক্তিকারক সুবে বাঙ্গালা ও সুবে বেহারের মধ্যে যে আফীন তৈয়ার করাইবেন তাহার পরমিট কোনপ্রকারে দিতে হইবেক না আর সুবে বাঙ্গালার আফীনের চুক্তিকারক যে কেহ হন্ তাঁহার কর্ত্তব্য নহে যে বানারসহইতে কিছু আফীন আনেন্ যদি আনেন্ তবে যাহা আনেন্ তাহা কোম্পানী বাহাদুরের সরকারে জব্দ হইবেক আর সুবে বেহারের আফীনের চুক্তিকারকেরো উচিত নহে যে সুবে বাঙ্গালা ও বানারসহইতে কিছু আফীন লন্ যদি লন্ তবে তাহার দণ্ডও উপরের লিখনানুসারে হইবেক কিন্তু যদি এক জনে দুই দেশের আফীনের চুক্তিকারক হন্ তবে এক দেশহইতে অন্য দেশে আফীন আনিতে ও লইতে যে নিষেধ লেখা গেল সে নিষেধ তাঁহার প্রতি হইবেক না।

আফীনের কারখানার সরকারী ঘরের একরারের কথা।

১১ একাদশ প্রকরণ।—১০ দশম বেওরা এই যে সুবে বাঙ্গালা ও সুবে বেহারের মধ্যে আফীনের কারখানার বাবৎ সরকারের যে সকল ঘর ও গুদাম হালের চুক্তিকারকের জিম্মা আছে তাহা আইন্দা চুক্তিকারককে দেওয়া যাইবেক যদি আইন্দা চুক্তিকারক আফীন চুক্তির মিয়াদ গেলে সে সকল ঘর ও গুদাম এইক্ষণের মতে সরকারের স্থানে ছাড়িয়া দিবার একরার করেন্ ইহাতে চুক্তিকারক যে দিনহইতে সেই সকল ঘর ও গুদামে দখল পান্ ও যদবধি তাহা পুনরায় সরকারের স্থানে ছাড়িয়া না দেন্ তদবধি সে সকল ঘর ও গুদামের মরম্মতি খরচ নিজহইতে করিবেন।

আফীন চুক্তির সকল বিষয়েই চুক্তিকারকের ও তাঁহার আমলাদিগের দেওয়ানী আদালতসকলে জওয়াব দিতে হইবার কথা।

১২ দ্বাদশ প্রকরণ।—১১ একাদশ বেওরা এই যে চুক্তিকারকের মোতালক আফীনের কারখানার মোকদ্দমা সমস্তই জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবেক ও তথাকার নিষ্পত্তান্তে সে সকল মোকদ্দমার আপীল মফঃসল আপীল আদালতসকলে এবং তথাহইতে সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হইলে সে স্থানেও তাহার আপীল হইবার বাধা হইবেক না ও তদর্থে যে সকল নিষেধ ও বিধি আইনসকলের অনুসারে আছে তাহা সমস্তই সে সকল মোকদ্দমার উপর চলিবেক আর

চুক্তিকারক

চুক্তিকারক কিম্বা তাঁহার তরফ আমলারা আফীনের কারবারের মোতালক চাসী প্রজাপ্রভৃতি আসামীদিগের নামে যে নালিশ করেন্ অথবা ঐ প্রজাপ্রভৃতি আসামীরা চুক্তিকারক কিম্বা তাঁহার তরফ আমলাদিগের নামে যে নালিশ করে তাহাতে জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতসকলের জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সে নালিশের বিচার ও নিষ্পত্তি তাঁহারদিগের আদালতের উপস্থিত অন্যং মোকদ্দমার অগ্রে করেন্ ও মোকদ্দমা বুঝিয়া বিচারক্রমে যাহার পরাজয় হয় তাহার স্থানহইতে জয়ি ব্যক্তির ক্ষতির নিশা দেওয়ান্।

১৩ ত্রয়োদশ প্রকরণ।—১২ দ্বাদশ বেওরা এই যে চুক্তিকারক আফীনের কার্য্যে যে সকল আমলাকে নিযুক্ত করেন্ ও তদ্ভিন্ন যে সকল লোকের মারফতে সে কার্য্যের সরবরাহ লন্ তাহারা সেই ভারাবলম্বনে যে যে অন্যায় ও অক্রিয়া করে তৎপ্রযুক্ত ক্ষতি খতরার নিশার ভার আদালতে চুক্তিকারকের শিরে পড়িবেক একারণ চুক্তিকারকের কর্ত্তব্য হইবেক যে যদি তাঁহার নামে কিম্বা তাঁহার নিযুক্তকরা কোন আমলা অথবা তাঁহার নিজের চাকরপ্রভৃতি সম্পর্কীয় কাহারো নামে ঐ কার্য্যের দ্বারা কিছু অসঙ্গত বিধানের নালিশ হয় তবে তাহার নিশা আপনি করিবার একরার লিখিয়া দেন্ ও তাহার উচিত যে আপন আমলাপ্রভৃতিকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে যে মতে বিহিত জানেন্ সেই মতেই তাহারদিগের স্থানে হুদ্দোধ ও জামিন লন্।

আফীনের চুক্তিকারকের নিজের প্রাত কিম্বা তাঁহার আমলাদিগরের উপর যে দেনার ডিক্রী হয় তাহার নিশা চুক্তিকারককে করিতে হইবার কথা।

১৪ চতুর্দ্দশ প্রকরণ।—১৩ ত্রয়োদশ বেওরা এই যে ১১৮৫ সালের উৎপন্ন আফীনের তায়দাদসেওয়ায় বেশী উৎপন্ন যে আফীনকে খোসখরীদ বলা যায় তাহার ফিসেরের মূল্য দরের নিরিখছাড়া অধিক যে ।।০ আটআনা সাবেক চুক্তিকারক চাসী আসামীদিগেরে দিতেন তাহা দিবার দস্তুর সাবেক চুক্তির মিয়াদ গেলে পর মৌকুফ হইয়া আইন্দা চুক্তিকারকের কর্ত্তব্য হইবেক যে সেই খোসখরীদের এওজে আইন্দায় যত আফীন সুবে বেহারের সকল পরগনায় ও সুবে বাঙ্গালার মধ্যের ভাগলপুর ও কালীগাঁ ও মনিহারীতে জন্মে তাহার গড়ে ফিসেরের দর বেশী ৵০ দুই আনা হারে তথাকার চাসী আসামীদিগেরে দেন্।

সুবে বেহারের সকল পরগনার ও সুবে বাঙ্গালার ভাগলপুর ও কালীগাঁ ও মনিহারীতে যত আফীন জন্মে তাহার উপর গড়ে ফিসেরে ৵ দুই আনা দরের বেশী সাবেক খোশখরীদের এওজে দিবার কথা।

১৫ পঞ্চদশ প্রকরণ।—১৪ চতুর্দ্দশ বেওরা এই যে চুক্তিকারকের কর্ত্তব্য যে মফঃসল সকল মহাল ও পরগনাসকলহইতে কাঁচা আফীন তাঁহার কারখানায় আনাইবার কালের চলন অর্থাৎ পথের শুক্তি ও কমী যাহা ধরিয়া লইবার ধার্য্য নীচের লিখিত বেওরায় রহে তাহাছাড়া যে সকল আবওয়াবের নাম রসুম ও বেশী ও বেশী মামুলী ও বিষ্ণুপ্রীতি সুবে বেহারে নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা এবং তদ্ভিন্ন যে কোন আবওয়াবের প্রস্তাব নীচের লিখিত বেওরায় থাকে কিম্বা না থাকে সে সমস্ত আবওয়াবের কিছুই না লন্। যদি লন্ তবে যাহার স্থানে যত লন্ তাহাকে তাহা এবং তাহার তিন গুণ দণ্ড আদালতের যে খরচা সেই ফরিয়াদীর নালিশে হইয়া থাকে তাহাসমেত ফিরিয়া দিবেন্।

এই ধারার লিখিত নাম নির্দ্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট কোন অঙ্ক আফীনের আসামীদিগের স্থানে লইতে চুক্তিকারকের প্রতি নিষেধের কথা।

আবওয়াব লইলে দণ্ডের কথা।

চুক্তিকারক আফী নের যে মূল্য দিবেন ত হার কথা।

পোস্তের চাস চাসী আসামীদিগের স্বেচ্ছা মতে হইবার কথা।

১৬ ষোড়শ প্রকরণ।—১৫ পঞ্চদশ বেওরা এই যে চুক্তিকারকের কর্ত্তব্য হইবেক যে পোস্তের চাসী আসামীদিগেরে আফীনের মূল্য নীচের লিখনানুসারে দেন্ ও সময় শিরে দাদনী করেন্। কিন্তু নিশ্চয় জানিবেন যে পোস্তের চাস সেই আসামীদিগের স্বেচ্ছাক্রমে হইবেক।

সের আফীন যত সিক্কার ওজনে নি
গড়ে সেই ফিসের দর যাহা পো
তাহার বেওরা তফসীল।———

চুক্তিকারক গড়ে ফিসেরের দর যাহা

ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সাল ৩২ দ্বাত্রিংশৎ আইন।

সুবে বেহার।

মহাল ও পরগনা	হরেক মাহাল ও পরগনার জিনের আসল ওজন মোকররী যত সিক্কার	সাবেক চুক্তিকারকের আমলে মায় আবওয়াব আসল ওজন যত সিক্কার তৌলে ছিল এবং সাবেক চুক্তিকারক সেই ওজনের জিনের আফীমের দর যত টাকা দিতেন তাহার বেওরা তফসীল। সাবেক চুক্তিকারক যে আবওয়াব লইতেন। রসুম জিনের যত সিক্কা	বেশী জিনের যত সিক্কা	বেশী মামুলী জিনের যত সিক্কা	চলন জিনের যত সিক্কা	একুন আবওয়াব জিনের যত সিক্কা	একুন আসল সের মায় আবওয়াব যত সিক্কা	সাবেক চুক্তিকারক মায় আবওয়াব আসল জিনের যে দর দিতেন	জিনের আফীমে যত আবওয়াব এক্ষণ মৌকুফ হইল তাহার বেওরা তফসীল। রসুম জিনের যত সিক্কা	বেশী জিনের যত সিক্কা	বেশী মামুলী জিনের যত সিক্কা	চলন জিনের যত সিক্কা	একুন মৌকুফ আবওয়াব জিনের যত সিক্কা	আইন্দা চুক্তিকারকের আমলে জিনের আফীম যত সিক্কার ওজনে নির্দিষ্ট হইবেক এবং চুক্তিকারক গড়ে সেই জিনের দর যাহা পো[স্তের] চাষী আসামীদিগকে দিবেন তাহার বেওরা তফসীল। আইন্দা চুক্তিকারকের আমলে জিনের আফীম যত সিক্কার ওজনে নির্দিষ্ট হইবেক। বাকী আসল খারা ওজনী সের যত সিক্কার	চলন অন্ত মৌকুফ করিয়া যত সিক্কা এখন জিনের ওজনে বেশী করা গেল	একুন যত সিক্কা মায় চলন	চুক্তিকারক গড়ে জিনের দর যাহা পোস্তের চাষী আসামীদিগকে দিবেন। সাবেক চুক্তিকারক যে দর দিতেন	খোলখরীদের ওয়াস্তে গড়ে জিনের দর যাহা এইক্ষণে বেশী দিবেন	আইন্দা চুক্তিকারক গড়ে জিনের দর যাহা পোস্তের চাষী আসামী দিগকে দিবেন
সরকার সারণ	৮০	৫	৮	০	৪	১৭	৯৭	সনাত ১৸০	৫	৮	০	৪	১৭	৮০	২	৮২	সনাত ১৸০	৵	সনাত ১৸৵
কসবার	৮০	২৷৷০	৪৷৷৵	০	৪৵	১১৷০	৯১৷০	সিক্কা ১৸০	২৷৷০	৪৷৷৵	০	৪৵	১১৷০	৮০	২	৮২	সিক্কা ১৸০	৵	সিক্কা ১৸৵
আজীমাবাদ মোকাম পাটনায় যে আফীম চুক্তিকারকের গুদামে ওজন করা যায়	৮০	০	১২	০	০	১২	৯২	সিক্কা ২	০	১২	০	০	১২	৮০	০	৮০	সিক্কা ২	৵	সিক্কা ২৵
গ্রাম হাজীপুর	৯০	১৷৵১০	৯	০	৪৷০	১৪৸৵১০	১০৪৸৵১০	সিক্কা ২	১৷৵১০	৯	০	৪৷০	১৪৸৵১০	৯০	২	৯২	সিক্কা ২	৵	সিক্কা ২৵
বরবরা ও একবরজোল	৯২	১৷৶	১১৷৷৵	০	৪৷৷৵	১৭৷৷৵	১০৯৷৷৵	সিক্কা ১৸৵	১৷৶	১১৷৷৵	০	৪৷৷৵	১৭৷৷৵	৯২	২	৯৪	সিক্কা ১৸৵	৵	সিক্কা ১৸৶
বিসুলা ও মরোয়া	৯২	১৷৶	১৫৷৷৵	০	৪৷৷৵	২১৷৷৶	১১৩৷৷৶	সিক্কা ১৸৵	১৷৶	১৫৷৷৵	০	৪৷৷৵	২১৷৷৶	৯২	২	৯৪	সিক্কা ১৸৵	৵	সিক্কা ১৸৶
রতিপোয়াসিন	৯২	১৷৶	১৩৸৵	০	৪৷৷৵	১৯৸৶	১১১৸৶	সনাত ১৸৵	১৷৶	১৩৸৵	০	৪৷৷৵	১৯৸৶	৯২	২	৯৪	সনাত ১৸৵	৵	সনাত ১৸৶
[illegible]রা	৯২	১৷৶	১৩৸৵	০	৪৷৷৵	১৯৸৶	১১১৸৶	সনাত ১৸০	১৷৶	১৩৸৵	০	৪৷৷৵	১৯৸৶	৯২	২	৯৪	সনাত ১৸০	৵	সনাত ১৸৵
কুসারা	৮৮	১৷৵	১১	০	৪৷৵	১৬৸০	১০৪৸০	সনাত ১৸০	১৷৵	১১	০	৪৷৵	১৬৸০	৮৮	২	৯০	সনাত ১৸০	৵	সনাত ১৸৵
তুরিয়া মীতা হাজীপুর	৮৮	১৷৵	৮৸০	০	৪৷৵	১৪৷০	১০২৷০	সনাত ১৸০	১৷৵	৮৸০	০	৪৷৵	১৪৷০	৮৮	২	৯০	সনাত ১৸০	৵	সনাত ১৸৵
নরসিংহপুর কোরার যে আফীন পাটনায় দাখিল হয়	৭২৷৷৵	০	০	০	০	০	৭২৷৷৵	সনাত ১৷০	০	০	০	০	০	৭২৷৷৵	০	৭২৷৷৵	সনাত ১৷০	৵	সনাত ১৷৷৵
ফুলওয়ারী	৮০	০	০	৩৷০	৪	৭৷০	৮৭৷০	সিক্কা ২৴	০	০	৩৷০	৪	৭৷০	৮০	২	৮২	সিক্কা ২৴	৵	সিক্কা ২৶
[illegible]সনপুর	৮৪	০	১০৸০	০	৪৷০	১৫	৯৯	সিক্কা ১৸০	০	১০৸০	০	৪৷০	১৫	৮৪	২	৮৬	সিক্কা ১৸০	৵	সিক্কা ১৸৵
[illegible]পুর ও বক্সী	৮৪	০	১০৸০	০	৪৷০	১৫	৯৯	সিক্কা ১৸০	০	১০৸০	০	৪৷০	১৫	৮৪	২	৮৬	সিক্কা ১৸০	৵	সিক্কা ১৸৵
ভীমপুর	৮০	০	১০	০	৪	১৪	৯৪	সিক্কা ১৷৷৵	০	১০	০	৪	১৪	৮০	২	৮২	সিক্কা ১৷৷৵	৵	সিক্কা ১৸০
মহির	৮০	০	৯	০	৪	১৩	৯৩	সিক্কা ১৸০	০	৯	০	৪	১৩	৮০	২	৮২	সিক্কা ১৸০	৵	সিক্কা ১৸৵
দাউদনগর	৬০	০	১২	০	৩	১৫	৭৫	সিক্কা ১৷০	০	১২	০	৩	১৫	৬০	২	৬২	সিক্কা ১৷০	৵	সিক্কা ১৷৵
গোপালাবালিয়া	৮০	২৷৷০	৯৷৷০	০	৪	১৬	৯৬	সিক্কা ১৸১০	২৷৷০	৯৷৷০	০	৪	১৬	৮০	২	৮২	সিক্কা ১৸১০	৵	সিক্কা ১৸৵১০
বেহারথান	৯০	০	১৩৷০	০	৪৷০	১৮	১০৮	সিক্কা ১৸৵	০	১৩৷০	০	৪৷০	১৮	৯০	২	৯২	সিক্কা ১৸৵	৵	সিক্কা ২
তেলারা	৮০	২৷০	১৪৸০	০	৪	২১	১০১	সিক্কা ১৸১০	২৷০	১৪৸০	০	৪	২১	৮০	২	৮২	সিক্কা ১৸১০	৵	সিক্কা ১৸৵১০
জোরাম্বর	৬০	০	১৩	০	৩	১৬	৭৬	সিক্কা ১৷০	০	১৩	০	৩	১৬	৬০	২	৬২	সিক্কা ১৷০	৵	সিক্কা ১৷৵
সেরপুর	৬৫	০	১৬৸০	০	৩৷০	২০	৮৫	সিক্কা ১৷৶	০	১৬৸০	০	৩৷০	২০	৬৫	২	৬৭	সিক্কা ১৷৶	৵	সিক্কা ১৷৶
ওয়ারিসগঞ্জ ও কাদিরগঞ্জ নচওয়ার ও নূরসরাই	৬৫	০	১২৸০	০	৩৷০	১৬	৮১	সিক্কা ১৷৶	০	১২৸৵	০	৩৷০	১৬	৬৫	২	৬৭	সিক্কা ১৷৶	৵	সিক্কা ১৷৶
মরহরী	৭২	০	৮৷৷০	০	৩৷৷০	১২	৮৪	সিক্কা ১৷৶	০	৮৷৷০	০	৩৷৷০	১২	৭২	২	৭৪	সিক্কা ১৷৶	৵	সিক্কা ১৷৶
হেলসা	৬৮	৩৷৵	১২৷০	০	৩৷৵	২২	৯০	সিক্কা ১৷৵	৩৷৵	১২৷০	০	৩৷৵	২২	৬৮	২	৭০	সিক্কা ১৷৵	৵	সিক্কা ১৷০
তিরপুরথান	৯৬	৸০	১৩৷০	০	৪৸০	১৯	১১৫	বনারশী সিক্কা ১৭ সন ২৷৷০	৸০	১৩৷০	০	৪৸০	১৯	৯৬	২	৯৮	বনারশী সিক্কা ১৭ সন ২৷০	৵	বনারশী সিক্কা ১৭ সন ২৷৷৵
শামীরাম ও তিলোত	৬০	৸০	৯৷০	০	৩	১৩	৭৩	সনাত ১০ সন ১৷৶	৸০	৯৷০	০	৩	১৩	৬০	২	৬২	সনাত ১০ সন ১৷৶	৵	সনাত ১০ সন ১৷৶
শাহাবাদের মধ্যে ম্বারা	৬০	৸০	৬৷০	০	৩	১০	৭০	পাটনাই সনাত ১৷০	৸০	৬৷০	০	৩	১০	৬০	২	৬২	পাটনাই সনাত ১৷০	৵	পাটনাই সনাত ১৷৵
পোয়ার পীরুনগর বহির ভোজপুর ও দানওয়ার	৬০	৸০	৭৷০	০	৩	১১	৭১	পাটনাই সনাত ১৷০	৸০	৭৷০	০	৩	১১	৬০	২	৬২	পাটনাই সনাত ১৷০	৵	পাটনাই সনাত ১৷৵
সনৌট। ইকিশন। ওকরী বেলাওর। কাবর। দাহর আহিয়র। পারাসেরগাঁতী গীরিস। কোতমা। ও চর কাওন	৬৪	২	১৩৸৵	০	৩৶	১৯	৮৩	সিক্কা ১৷৵	২	১৩৸৵	০	৩৶	১৯	৬৪	২	৬৬	সিক্কা ১৷৵	৵	সিক্কা ১৷০
মারওন মনোরা	৬৪	২	১০৸৵	০	৩৶	১৬	৮০	সিক্কা ১৷৵	২	১০৸৵	০	৩৶	১৬	৬৪	২	৬৬	সিক্কা ১৷৵	৵	সিক্কা ১৷০

সুবে বাঙ্গালা

সুবে বাঙ্গালা।

	সাবেক চুক্তিকারকের আমলে মায়আবওয়াব আসল ওজন যত সিক্কার তৌলে ছিল এবং সাবেক চুক্তিকারক সেই ওজনের ফি সের আফীনের দর যত টাকা দিতেন তাহার বেওরা তফসীল।———				মৌকুফমামুলী — আবওয়াব —	আইন্দা চুক্তিকারকের আমলে ফি সের আফীন যত সিক্কার ওজনে নির্দ্দিষ্ট হইবেক এবং চুক্তিকারক গড়ে সেই ফি সের মূল্য যাহা পোস্তের চাসী আসামীদিগকে দিবেন তাহার বেওরা তফসীল।———			
						চুক্তিকারক গড়ে ফি সের যে মূল্য পোস্তের চাসী আসামী দিগকে দিবেন।———			
	হরেক মহাল ও পরগনার ফি সের আসল ওজন মোকররী যত সিক্কার।———	সাবেক চুক্তিকারক ফি সের মামুলী আবওয়াব যত সিক্কা লইতেন।———	একুন ওজন সের আসল মায়আবওয়াব।	সাবেক চুক্তিকারক মায়আবওয়াব আসল ওজনী ফি সের মূল্য যে দিতেন।———	মাসুল ফি সের যত সিক্কা।———	বাকী আসল খারা ওজন যত সিক্কার সের চুক্তিকারক পাইবেন।———	সাবেক চুক্তিকারক ফি সের মূল্য দিতেন।———	খোসখরীদের এওজে গড়ে ফি সের মূল্য যাহা এইক্ষণে বেশী দিবেন।	আইন্দা চুক্তিকারক গড়ে ফি সের মূল্য পোস্তের চাসী আসামীদিগকে দিবেন।
সুবেবেহারের মুঙ্গের	৮৮	১৭	১০৫	সিক্কা ২৮০	১৭	৮৮	২৮০	০৫	সিক্কা ——— ২৸৵০
সুবেবাঙ্গালার ভাগলপুর ও কালীগাঁ	১০১	১৯	১২০	সিক্কা ২৷৷০	১৯	১০১	২৷৷০	০৷	সিক্কা ——— ২৸০
মনিহারী ———	১০১	১৯	১২০	সিক্কা ৩	১৯	১০১	৩	০৭	সিক্কা ——— ৩৲১০
রাজমহালের কাঁটাকুস	১০১	৯৷৷০	১১০৷৷	সিক্কা ৩	৯৷৷০	১০১	৩	০	সিক্কা ——— ৩
তথাকার নগরিয়া —	১০১	১৯	১২০	সিক্কা ৩	১৯	১০১	৩	৲	সিক্কা ——— ৩

মহাল পুর্ণিয়া

	সাবেক চুক্তিকারক ওজন লইতেন যে নিরিখে					
	ফিসের আফীনের দরের নিরিখ।	ফি সের যত সিক্কার ওজনী	মামুল আবওয়াব।	মৌকুফ আবওয়াব।	আইন্দা চুক্তিকারক যত সিক্কার হারে ওজন লইবেন।	আইন্দা চুক্তিকারক যে দরে দাদনী দিবেন।
মহাল পুরুলিয়া। গাঁদুয়ারা। সিমরিয়া। মায়পরগনাসকল কাদুয়া ও কাতিয়ার ও কুমারীপুর। ভূসী মায়পরগনাসকল হাবেলী সুলতানপুর। স্বরপপুর। ফতেপুর সিঙ্গা ও গোড়ারী।	ফিতঙ্কে ৶৹	৭২৷৷৵৹	০	০	৭২৷৷৵৹	ফিতঙ্কে ৶ তের ছটাক
বরাহনগর ও ভবানীপুর।	ফিতঙ্কে ৸৶৹	৭২৷৷৵৹	গোমাস্তার রসুম দাদনীর উপর ফিতঙ্কে — ৴০	গোমাস্তার রসুম দাদনীর উপর ফিতঙ্কে — ৴০	৭২৷৷৵৹	ফিতঙ্কে ৸৶ চৌদ্দ ছটাক
নাথপুর মায়ঢোপর ও হারাওত	ফিতঙ্কে ১৴	৬৮	গোমাস্তার রসুম বাকীর উপর ফিতঙ্কে—৴০	গোমাস্তার রসুম বাকীর উপর ফিতঙ্কে — ৴০	৬৮	ফিতঙ্কে ১৴ সতের ছটাক

রঙ্গপুরওগয়রহ	হরেক মহাল ও পরগনার কুঠীর নাম	মোকররী সের যত সিক্কার ওজনী	চলন	একুন সের	রঙ্গপুরের চলন ফি সের যাহা চুক্তিকারক দিতেন।
কাঁকনিয়া	সালমনি	১২৬	৪	১৩০	২।০
তথা	পুরমবাড়ী	১২৬	৪	১৩০	২।০
পাঙ্গা	চাঁদমারী	১২৪	৪	১২৮	২৵০
বাহার বন্দ	দুর্গাপুর	১২৩	৩	১২৬	২।৷১
ভিতর বন্দ	ডনহাটা	১২০	৪	১২৪	২।৵০
কোচবেহার	গোদলদা	১২৬	৪	১৩০	২৷/০

চুক্তিকারকের কর্ত্তব্য হইবেক যে সরকার সারণ ও রুতী ও গদাসিন ও সরেসা ও কসমার ও তীরথ ও নরসিংহপুর কোড়া। ও চিনপুরখাস ও সাসীরাম ও তিলোতু ও আরা ও পোয়ার ও পীরু ও নন্নোর ও বহীর ও ভোজপুর ও দিনওয়ারের চাসী আসামীদিগকে ৩ তৃতীয় বেওরার অনুসারে সিক্কা টাকা দাদনী দেন্ ইহাতে হালে অদ্যাবধি অন্য যেং রকম টাকার দাদনী হইয়াছে তাহার বাট্টা সিক্কা টাকার সহিত যে হয় তাহা উপরের লিখনানুসারে হালের চুক্তিকারকের আমলে যেমত আছে আইন্দা চুক্তিকারকের আমলেও সেইমত থাকিবেক।

চুক্তিকারক চাসী আসামীদিগের স্থানে যে একরার লেখাইয়া লইবেন তাহার পাঠের কথা।

১৭ সপ্তদশ প্রকরণ।—১৬ ষোড়শ বেওরা এই যে চুক্তিকারক ও তাঁহার আমলাদিগের ক্ষমতা আছে যে পোস্তের চাসকরণের সময়শিরে তাহার চাসী আসামীদিগের স্থানে তাহারদিগের যে ব্যক্তি যত বিঘা পোস্তের চাস করিতে চাহে তাহার স্থানে তত বিঘা চাস করিবার একরার আদৌ লেখাইয়া লন্ ও তাহাতে পূর্ব্বে যেমত এত বিঘার চাসের বাত এত আফীন দিবার করার লেখা যাইত তাহা আদৌ না লিখেন্ পশ্চাৎ পোস্ত তৈয়ারের কালে সেই আমলারা চাসী আসামীদিগের সহিত সরেজমীনে গিয়া একের চাস করা জমীনে সেই ব্যবসায়ী অন্য দুই তিন জন চাসী লোককে ডাকাইয়া বিবেচনা ও তহকীক করাইয়া সে জমীনের পোস্তে যত আফীন জন্মিবার আনওয়ান হয় তত আফীন দিবার নিদর্শনে দোসরা একরার সেই আসামীর স্থানে লেখাইয়া লন্ ও তাহাতে ইহাও লেখা থাকে যে সেই করারী আফীনসেওয়ায় অতিরিক্ত যাহা জন্মে তাহাও চুক্তিকারকের স্থানে দিয়া তাহার মূল্য সওদাপত্রের নির্দ্দিষ্ট দরের নিরিখমতে পাইবেক।

আকাশী উৎপাতে পোস্তের চাসাদির ক্ষতি

১৮ অষ্টাদশ প্রকরণ।—১৭ সপ্তদশ বেওরা এই যে যদি দৈবাৎ শিলাবৃষ্টি কিম্বা জলবৃদ্ধি অথবা আকাশী অপর উৎপাতে উপরের বেওরার লিখনানুসারে কোন

পে

আসামীর

হইলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

আসামীর স্থানে সওদার করারী আফীন সমস্ত আদায় হইলে পর অথবা তাহার পূর্ব্বে পোস্তের চাসাদির ক্ষতি হয় তবে চুক্তিকারকের কর্ত্তব্য যে যে দিনে এমত হয় সেই দিনহইতে পাঁচ দিনের মধ্যে জিলার কালেক্টরসাহেবের নিকটে তাহার দরখাস্ত করেন্ সেই কালেক্টরসাহেবের উচিত যে সেই দরখাস্ত পাইলে পর সেই উৎপাতের তহকীক কারণ জনেক আমীন পাঠান্ সেই আমীনের কর্ত্তব্য যে যে স্থানে এমত হইয়া থাকে তথায় গিয়া সেই চুক্তিকারকের তরফ আমলা ও আসামীর সমক্ষে বিবেচনা ও তহকীক করে যে সেই উৎপাতে কত মালের ক্ষতি হয় ইহাতে সেই আমীনের যে খরচ হয় তাহা চুক্তিকারকের শিরে পড়িবেক।

চুক্তিকারকপ্রভৃতিকে আসামীদিগের কাহাকেও কয়েদ ও নিগ্রহাদি করিতে ও কাহারো স্থানে তলবানাদিগর লইতে নিষেধের কথা।

১৯ ঊনবিংশতি প্রকরণ।—১৮ অষ্টাদশ বেওরা এই যে চুক্তিকারক ও তাঁহার আমলাদিগের কর্ত্তব্য যে পোস্তের চাসী আসামীদিগের কাহাকেও কয়েদ কিম্বা নিগ্রহ অথবা তাহারদিগের ধনসম্পত্তিও ক্রোক না করেন্ ও তাহার স্থানে কিছু তলবানা কিম্বা দণ্ড অথবা সেলামীও না লন্ যদি লন্ তবে যাহার স্থানে যত লন্ তাহাকে তাহা ফিরাইয়া দিবেন এবং তাহার তিনগুণ দণ্ড দিবেন আর সে নিমিত্তে সেই ফরিয়াদীর আদালতের খরচা ও ক্ষতি যাহা হয় তাহার নিশাও করিবেন।

জিলার ফৌজদারীর সাহেব দাঁড়ী বাটখারার উপর মোহর করিবার কথা।

২০ বিংশতি প্রকরণ।—১৯ ঊনবিংশতি বেওরা এই যে চুক্তিকারক কুঠীর গুদামে আসামীদিগের মারফতে আমদানী আফীনের ওজনকারণ যে ওজন কাঁটা অর্থাৎ দাঁড়ী ও বাটখারা থাকিবেক তাহাতে জিলার ফৌজদারীর সাহেবের কর্ত্তব্য যে প্রতিবৎসর জানুআরী মাসে সেই দাঁড়ী বাটখারা আপনি দেখিয়া তাহার উপর মোহর করেন্ অথবা আপন তরফ আমীন পাঠাইয়া তহকীক ও মোহর করান্ যদি চুক্তিকারক অথবা তাঁহার আমলায় বিনামোহরের দাঁড়ী বাটখারায় আফীন ওজন করিয়া লন্ কিম্বা হেলা দাঁড়ী ও কমী বাটখারায় মোহর করান্ তবে সে নিমিত্তে দেওয়ানী আদালতের জজসাহেব বিচারক্রমে চুক্তিকারক অথবা তাঁহার আমলার যে দণ্ডকরণ উচিত জানেন্ তাহাই করিবেন আর তৌলদারের কর্ত্তব্য যে আফীন ওজন করিবার কালে দাঁড়ী হস্তে না ধরিয়া ভারায় ঝুলাইয়া উভয়ের সমক্ষে ধর্ম্ম কাঁটার মতে প্রকৃত রূপে ওজন করে।

চাসী আসামীদিগের একরার মতে আফীন আদায় না হইয়া বাকী পড়িলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

২১ একবিংশতি প্রকরণ।—২০ বিংশতি বেওরা এই যে যদি ১৬ ষোড়শ বেওরার লিখনানুসারে আফীনের দেনদার চাসী আসামীদিগের কাহারো সওদার একরার মতে সমস্ত আফীন আদায় না হইয়া বাকী পড়ে তবে নীচের লিখিত বিধানক্রমে তাহার যে কর্ত্তব্য তাহাই হইবেক।

আসামীর ত্রুটি ও শৈথিল্যব্যতিরেকে বাকী পড়িলে কোন মতে দণ্ড না দিয়া সেই বাকীর দাদনীর টাকা সুদসমেত দিতে হইবার কথা।

১ এক বিধান এই যে।— যদি সেই আসামীর ত্রুটি ও শৈথিল্যব্যতিরেকে সে বাকী পড়িয়া থাকে তবে কোন প্রকারে তাহার দণ্ড না লাগিয়া সেই বাকীর অনুসারের দাদনীর টাকা যে তারিখে পাইয়া থাকে সেই তারিখহইতে তাহা আদায়ের তারিখপর্য্যন্ত সালিয়ানা ফিশতে ৮ আট টাকার হারে সুদ ধরিয়া তাহাসমেত সেই বাকীর দাদনীর টাকা চুক্তিকারকের নিকটে দিতে হইবেক।

২ দ্বিতীয়

২ দ্বিতীয় বিধান এই যে।—যদি চুক্তিকারকের অনুমানে ও বিবেচনায় আইসে যে দেনদার আসামীর ত্রুটি ও শৈথিল্যে অথবা তসরুফ ও তফাৎকরণে সেই বাকী পড়িয়াছে তবে চুক্তিকারকের কর্ত্তব্য যে তদর্থে সেই বাকীদার আসামীর নামে সেই জিলার দেওয়ানী আদালতে নালিশ করেন্ তাহাতে সেই আদালতের জজসাহেবের উচিত যে বিচারক্রমে সেই আসামীর ত্রুটি ও শৈথিল্যেতে সেই বাকী পড়নপ্রমাণ হইলে বাকী ফিসের আফীনের দাদনীর টাকার উপর ফিশতে সালিআনা ১২ টাকার হিসাবে সুদ ধরিয়া সেই সুদসমেত দাদনীর টাকা চুক্তিকারককে দেওয়ান্ আর যদি বিচারে সেই আসামীর তসরুফ ও তফাৎকরণে সেই বাকীর পড়ন সাব্যস্ত হয় তবে তাহার দণ্ড তফাতী মাল ধরা পড়িলে তাহা বিনামূল্যে চুক্তিকারকের তহবীলে দাখিল করাইয়া অধিকন্তু সেই বাকীর ফিসেরের মূল্য সিক্কা ৪ চারি টাকা ধরিয়া তাহার নিশা সেই আসামীর স্থানহইতে চুক্তিকারকের নিকটে দেওয়ান্ ও তফাতী মাল ধরা না পড়িলে সেই বাকীর ফিসেরের মূল্য ১০ দশ টাকার হারে ডিক্রী করিয়া সে ডিক্রীর আঞ্জাম অন্যং মোকদ্দমার ডিক্রীক্রমে করেন্।

আসামীদিগের শৈথিল্যাদি কিম্বা তসরুফেতে বাকী পড়িলে তাহার দণ্ডের কথা।

৩ তৃতীয় বিধান এই যে।—আসামীদিগের কেহ দণ্ডগ্রস্ত হইবেক না যদি এমত প্রমাণ না হয় যে সে আসামী চুক্তিকারকের স্থানে যে আফীনের দাদনীর টাকা পাইয়াছে সে আফীম সমস্ত শোধ না দিয়া তাহার কিছু তসরুফ ও তফাৎ করিয়াছে কিন্তু যদি কোন সময়ে এমত সাব্যস্ত হয় যে আসামীতে কাঁচা আফীনের কিছু তসরুফ কিম্বা স্থানান্তরে বিক্রয় করিয়াছে তবে চুক্তিকারকের কর্ত্তব্য যে সে কালে তাঁহার দেওয়া দাদনী আদায়ের বাকী কিছু আফীন সে আসামীর স্থানে থাকে কিম্বা না থাকে তথাচ সেই আসামীর নামে সেই জিলার দেওয়ানী আদালতে নালিশ করেন ও তদনুসারে সেই আদালতের জজসাহেবের নিকটে বিচারে সেই নালিশ প্রমাণ হইলে দ্বিতীয় বিধানের লিখনমতে দণ্ডের দ্বারা সেই আসামীর শাস্তি হইবেক।

কৃতসাধ্যে বাকী না রাখিলে আসামীদিগের দণ্ড না হইবার কথা।

২২ দ্বাবিংশতি প্রকরণ।— ২১ একবিংশতি রেগুলেশন এই যে যদি আসামীদিগের কেহ ওজন ভারী করিবার নিমিত্তে কাঁচা আফীনে জল মিলায় তবে চুক্তিকারক কিম্বা তাঁহার আমলাদিগের কর্ত্তব্য যে তাহার সমাধার কারণ মাতবর আফীনগর দুই কিম্বা ততোধিক জনকে ভার দেন্ ও সেই মাতবরদিগের উচিত যে তাহার নিষ্পত্তি ধর্ম্মতঃ প্রকৃতপ্রস্তাবে যে হয় করে ও সেই নিষ্পত্ত্যনুসারে সেই কাঁচা আফীন নির্ভাজ হইবার জন্যে যত ওজনে বেশী ধরাটের ধার্য্য হয় তাহাতেই উভয়ে মন্যত হইয়া দিতে ও লইতে হইবেক যদি আদালতে এমত প্রমাণ না হয় যে সেই মাতবরেরা সেই বিষয়ের বিবেচনা ও নিষ্পত্তি পক্ষপাতে করিয়াছে।

কাঁচা আফীনে জল মিলাইলে চুক্তিকারক ও তাঁহার আমলাদিগের কর্ত্তব্যের কথা।

২৩ ত্রয়োবিংশতি প্রকরণ।— ২২ দ্বাবিংশতি রেগুলেশন এই যে যদি কোন আসামীতে উপরের লিখনানুসারে আফীনে জল না মিলাইয়া অন্য সামগ্রী মিলায় তবে চুক্তিকারক কিম্বা তাঁহার তরফ আমলার কর্ত্তব্য যে সে আফীনের উপর দুই তিন

আসামীরা ভাঁজ দেওয়া আফীন দিলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

জন

জন মাতবর লোকের সমক্ষে মোহর এবং সেই আসামীর নিশানীও করাইয়া স্থানা ন্তরে তিন হপ্তাপর্য্যন্ত আমানৎ রাখেন্ তাহাতে যদি ঐ কালের মধ্যে সেই আসামী সে কারণ আদালতে নালিশ না করে তবে চুক্তিকারকের ক্ষমতা আছে যে আপন লাভের নিমিত্তে সে আফীন অন্য লোকের স্থানে বিক্রয় করেন্ তাহা না করিয়া যদি সে আফীন শ্রীযুত কোম্পানীর সরকারে দাখিল করেন্ তবে সরকারের আফীনের মধ্যে সে আফীন মিলান গিয়াছে এমত প্রমাণ কখন হইলে তদর্থে সরকারের বিশিষ্ট ব্য বস্থাক্রমে চুক্তিকারক যে দণ্ড উচিত হয় তাহাই দিবেন।

ভূম্যধিকারী ও ইজা রদারপ্রভৃতিতে আসামী দিগের স্থানে মোকররী নিরিখছাড়া বেশী ত লব করিলে তাহারদি গের নামে নালিশ হই বার কথা।

২৪ চতুর্ব্বিংশতি প্রকরণ।—২৩ ত্রয়োবিংশতি বেওরা এই যে যদি কোন জমীদার কিম্বা অন্য ভূম্যধিকারী অথবা ইজারদার কিম্বা তাহারদিগের গোমাস্তাদিগের কেহ আফীনের এলাকার আসামীদিগের কাহারো স্থানে তাহার জমার ভূমির মোকররী নিরিখছাড়া কিছু বেশী তলব করে অথবা লয় তবে চুক্তিকারক কিম্বা সেই আসামীর সাধ্য থাকিবেক যে সে কারণ সেই জিলার দেওয়ানী আদালতে নালিশ করেন্ সেই আদালতের জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে তৎকালেই অবিলম্বে সে মোকদ্দমার বিচার যথার্থক্রমে করিতে মনোযোগী হন্।

যে মুশাহেরা ও খয় রাৎ চুক্তিকারক দিবেন তাহার কথা।

২৫ পঞ্চবিংশতি প্রকরণ।—২৪ চতুর্ব্বিংশতি বেওরা এই যে চুক্তিকারকের কর্ত্তব্য হইবেক যে সুবে বেহারের মধ্যের বৃত্তিভোগী যে সকল ব্রাহ্মণ ও পুরস্কারভাগী তথা কার ও তথাকার মোতালক মোকাম মুঙ্গেরের পোস্তের চাসী প্রধানং আসামীর যে স কল নাম নিদর্শনী তায়দাদের ফর্দ্দ সদর সেক্রেটারীর দপ্তরে দাখিল আছে তাহারদি গের মধ্যে সালিয়ানা আটসাটা ১৭০০০ সতের হাজার টাকা সুবে বেহারের মধ্যের ব্রাহ্মণদিগেরে খয়রাৎ দান ও পোস্তের চাসী প্রধানং আসামীদিগেরে পুরস্কার দেন্ এবং ৪৭৭ চারি শত শাতাত্তর টাকা সালিয়ানা সুবে বেহারের মোতালক মোকাম মুঙ্গেরের পোস্তের চাসীদিগের প্রধানং আসামীদিগেরে পুরস্কার দেন্।

আপত্ত্যুপস্থিত হই য়া উপরের ধারাস কলের লিখনানুসারে নিষ্পত্তি না হইলে দে ওয়ানী আদালতে না লিশ হইতে পারিবার কথা।

২৬ ষড়্বিংশতি প্রকরণ।—২৫ পঞ্চবিংশতি বেওরা এই যে যদি চুক্তিকারক কিম্বা তাঁহার কোন আমলার সহিত আফীনের এলাকাদার পোস্তের চাসী প্রজা কিম্বা আফীনগর অথবা অন্যং আসামী কাহারো পোস্তের চাস কিম্বা আফীন তৈয়ার ও দাখিলকরণ অথবা বারবরদারীদিগের কোন বিষয়ের আপত্তি উপস্থিত হইয়া উপ রের ধারাসকলের লিখনানুসারে নিষ্পত্তি না হয় তবে উভয় পক্ষের শক্তি থাকিবেক যে সে কারণ সেই জিলার দেওয়ানী আদালতে নালিশ করেন্ আদালতের জজসাহে বের কর্ত্তব্য যে অব্যাজেই সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি যথার্থক্রমে করিতে মনো যোগী হন্।

সরকারের কর্ত্তব্যের কথা।

২৭ সপ্তবিংশতি প্রকরণ।—২৬ ষড়্বিংশতি বেওরা এই যে সরকারের কর্ত্তব্য হ ইবেক যে কি বিলায়তী কি এদেশি লোকের কেহ কোন প্রকারে কিছু আফীন খাট

মারিয়া

মারিয়া লইতে ও বিনাহুকুমে তাহার ব্যবসায় করিতে না পারে এমত উপায়করণে মনোযোগী হন্।

৩ ধারা।

বারাণসের চুক্তিকারককে নিষেধ আছে যে বেহার ও বাঙ্গালায় যে আফীন জন্মে তাহা আপন এলাকায় লইয়া না যান্ ও খরীদ না করেন্ যদি এমত করেন্ তবে তাঁহার দণ্ডক্রমে সেই আফীন সরকারে জব্দ হইবেক।

বারাণসের চুক্তিকারক বেহার ও বাঙ্গালার উৎপন্ন আফীন আপন এলাকায় লইয়া গেলে কিম্বা খরীদ করিলে তাঁহার দণ্ডের কথা।

৪ ধারা।

যদি শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে এমত প্রমাণ হয় যে এই যে আইনের মতে আফীনের কারবার কেবল সরকারের চুক্তিকারকের মারফতে করা যায় ইহার অন্যথায় যদি ইঙ্গরেজের বিলায়তী অন্য লোক বিনাহুকুমে আফীনের খরীদফরোখ্তী কারবার করে তবে তাহাকে আইনসকলের ছায়াহইতে দূর করিয়া বিলায়তে পাঠান যাইবেক ইতি।

ইঙ্গরেজের বিলায়তী অন্য লোকে বিনাহুকুমে আফীনের ব্যবসায় করিলে সে লোক বিলায়তে পাঠাইবার যোগ্য হইবার কথা।

৫ ধারা।

যদি ইঙ্গরেজের বিলায়তী লোকছাড়া অন্য বিলায়তী কোন লোকে কিছু আফীন ঘাট মারিয়া লয় তবে সে মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইয়া তথায় তাহার বিচার আইনসকলের অনুসারে হইয়া প্রমাণপূর্ব্বক সেই লোকের দণ্ড যে মতে তসরুফ ও তফাৎ করণিয়া আসামীদিগের সম্বন্ধে তফাতী আফীন ধরা পড়িলে তাহা জব্দ হইয়া অধিকন্তু সেই আফীন ধরা পড়িলে তাহার ফিসেরের মূল্য ৪ চারি টাকা না ধরা পড়িলে ফিসেরের মূল্য ১০ দশ টাকা ধার্য্য হইয়াছে সেই মতে হইয়া সেই দণ্ড ও সেই আফীনের মূল্যের অর্দ্ধেক তাহার গোয়েন্দায় পাইবেক বাকী অর্দ্ধেক সরকারে দাখিল হইবেক। যদি কোন জমীদার কিম্বা অন্য ভূম্যধিকারী অথবা সরকারের তরফ কোন ভূমির ইজারদার উপরের লিখনানসারে দণ্ড দিবার উপযুক্ত হয় ও সেই ব্যক্তি আফীন নিজে খরীদ না করে ও তাহার জ্ঞাতসারে কিম্বা ভেদে তাহার সম্পর্কীয় স্থানে সেই আফীন ক্রয় বিক্রয় হয় তবে উপরের লিখনানুসারেই ফিসেরের মূল্য ১০ দশ টাকার হারে তাহার দণ্ড হইবেক এবং যদি সেই জমীদারপ্রভৃতিতে নিজে ক্রয়বিক্রয় করে তাঁহাতেও উপরের লিখনানুসারে তাহার স্থানে সেই দণ্ড লওয়া যাইবেক ইতি।

অন্য বিলায়তী লোক আফীন ঘাট মারিয়া লইলে তাহার দণ্ডের কথা।

ঐ দণ্ড ভূম্যধিকারিপ্রভৃতির অপরাধেও তাঁহারদিগের প্রতি হইবার কথা।

৬ ধারা।

কর্ত্তব্য যে ঐ মতে যে সময়ে যে আফীন কোন স্থানে ধরা পড়ে সে সময়ে সে আফীন

চোরা মাল ধরা প

সেই

ড়িলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা

সেই জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের কাছারীতে দাখিল হইয়া আমানৎ থাকে ইহাতে সে আফীনের কেহ দাওয়াদার থাকে কি না নিশ্চয় জানিবার কারণ সেই আদালতের জজসাহেবের উচিত যে এক মাসের মুদ্দতে ইশ্‌তিহার দেন্ যে সেই ইশ্‌তিহারনামার মিয়াদের মধ্যে সেই আফীনের কেহ দাওয়াদার হাজির না হইলে সে আফীন সরকারে জব্দ হইবেক ও যদি সেই মিয়াদের মধ্যে কেহ সেই আফীনের দাওয়াদার হাজির হয় তবে জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার দাওয়ার বিচার যথার্থক্রমে করেন্ তাহাতে যদি সেই দাওয়া ডিস্‌মিস্ হয় অথবা মিয়াদের মধ্যে কেহ দাওয়াদার হাজির না হয় তবে জজসাহেবের উচিত যে সে সংবাদ শ্রীযুত গবর্‌নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে লিখেন্ তদনুসারে ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে বিবেচনাপূর্ব্বক সে আফীনের যে কর্ত্তব্য তাহার হুকুম যাইবেক ইতি।

সমাপ্ত।

A True Translation,

H. P. Forster.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৩৩ ত্রয়স্ত্রিংশৎ আইন।

সরকারের খরচে যে পুলবন্দী হয় তাহার মরম্মতের এবং নূতন পুলবন্দীকরণের ও পুষ্করিণীখনন ও খালকাটানের আশ্বাসের বিষয়ে যেং হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের ১১ ফেব্রুআরি ও ২১ অক্তোবরে হইয়াছে তাহা দুরস্ত করিবার আইন শ্রীযুত গবরনর্ জানেরেল বাহাদুর কৌন্‌সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২০৭ সালের ১৯ রমজানে জারী করিলেন।

যে সকল স্থানের সেতুবন্ধন অর্থাৎ পুলবন্দীর ব্যাপার ভারী ধৌতবন্যায় সে সকল স্থানের ক্ষতি না হইতে পারিবার জন্য সরকারের খরচে সে সকল স্থানের যে সকল পুলবন্দী হইয়াছে সে সকল পুল প্রতিবৎসর মরম্মতের নিমিত্তে এক উদ্যোগ করণ আবশ্যক আর সরকারী খরচে মরম্মতওগয়রহ্ করিবার এলাকাছাড়া যেং স্থানে পুল ও পুষ্করিণী ও খাল আছে সেইং স্থানের পুল মরম্মত ও পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার ও খাল ঝালাইলে এবং স্থানবিশেষে নূতন পুল বান্ধিলে এবং পুষ্করিণী ও খাল কাটাইলে কালক্রমে অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি এতাবতা শুকা ও সয়লাবীতে সেইং স্থানের অকার্য্য না হইয়া নির্ব্বিঘ্নে এমত শস্য জন্মে যে তাহাতে অনেক লোকের খাদ্য সামগ্রির সংস্থান হইয়া দেশহইতে দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের উৎপাত দূর হয় অতএব শ্রীযুত গবরনর্ জানেরেল বাহাদুর কৌন্‌সেলের অভীষ্ট ক্রমে সমস্তভূম্যধিকারী ও ইজারদারান ও আবাদকারান আপনং স্থানের পুরাতন পুল মরম্মত ও পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারকরণের ও খালঝালানের ও স্থানবিশেষে নূতন পুলওগয়রহ তৈয়ারকরণের অর্থে ঐ শ্রীযুতের হুজুরহইতে আশ্বাস হইবার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের ১১ ফেব্রুআরি ও ২১ অক্তোবরে যে২ হুকুম হইয়াছিল এইক্ষণে সেইং হুকুম নীচের লিখনানুসারে পরিষ্কার ও দুরস্ত করিয়া জারী করা যাইতেছে ইতি।

২ ধারা।

সরকারী যে পুল যে জেলায় আছে ও যেং পুলের সালিয়ানা মরম্মতী খরচ সরকারহইতে পুলবন্দীর কার্য্যের ভার

ক

কালেক্টরসাহেবদিগের প্রতি হইবার কথা।

কারহইতে দেওয়া যায় তাহার মরম্মতকরণের ভার সেই জেলার কালেক্টরসাহেবের প্রতি হইবেক এবং কালক্রমে কোন ভূম্যধিকারির ভূমি তাহার হস্তবশ না রহিবাতে কিম্বা মতান্তরে তথাকার পুলবন্দীর খরচ সরকারহইতে দিতে হইলে তাহাও সেই জেলার কালেক্টরসাহেবের এখতিয়ারে রহিবেক।

৩ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা পুলবন্দীর মর্ম্ম বুঝিয়া তাহা হইবার খরচের বরাওর্দ্দের ফর্দ্দ করিয়া বোর্ড রিবিনিউতে পাঠাইবার কথা।

ঐ কার্য্য বিলায়তী পেশাদার কি অন্যের মারফতে করিতে হয় তাহা বিবেচিয়া বোর্ড রিবিনিউর সাহেবেরা শ্রীযুতের হজুরে সমাচার দিবার কথা।

যে জেলার মোতালক যেং স্থানের পুল মরম্মত করিতে হয় সেই জেলার কালেক্টরসাহেব প্রতিবৎসর সময়শিরে তাহা তহকীক করিয়া যে খরচে সে কার্য্য হইতে পাবে তাহার আটসাট্টা বরাওর্দ্দের ফর্দ্দ করিয়া বোর্ড রিবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন। বোর্ড রিবিনিউর সাহেবেরা সেই ফর্দ্দ পাইলে সে কার্য্য ইঞ্জিনিয়র আফীসরের মারফতে করিতে হয় কিম্বা ঐ কার্য্যকারক পেশাদার অন্য লোককে নিযুক্ত করিতে হয় বিবেচনাপূর্ব্বক যাহা আবশ্যক জানেন্ তাহা শ্রীযুত গবর্নর্ জানেরেল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে সুগোচর করাইবেন ইতি।

৪ ধারা।

যে পুলবন্দীকরণ পেশাদার লোককে নিযুক্ত করা আবশ্যক না হয় তাহার নিমিত্ত কালেক্টরসাহেব জনেক দারোগা প্রবৃত্ত করিবার কথা।

পুলবন্দীর কার্য্য বিলায়তী কোনাইপ্রভৃতি পেশাদার লোকদিগের মারফতে করাণ আবশ্যক না জানিলে বোর্ড রিবিনিউর সাহেবেরা শ্রীযুত গবরনর্ জানেরেল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের হুকুমমাফিক কালেক্টরসাহেবকে অনুমতি লিখিবেন যে সে কার্য্যকারণ আপন তরফ জনেক যোগ্য লোককে দারোগা মোকরর করেন্ ও সেই দারোগা মফঃসলে গিয়া স্থানেং পুলবন্দী ও মরম্মত করায় এবং যে স্থানে যে পুল নূতন বান্ধা যায় ও মরম্মত হয় তাহার বেলদার অর্থাৎ কোড়া মজুরের খরচ ও সরঞ্জাম ও হাতিয়ার যাহা খরীদ হয় তাহার নিকাশ এবং যত কার্য্য হয় তাহার বেওরা লিখিয়া হপ্তায়ং কালেক্টরসাহেবের নিকটে পাঠায়।

৫ ধারা।

পেশাদার নিযুক্ত হইলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

যদি পুলবন্দীর কার্য্যার্থে বিলায়তী পেশাদার লোককে নিযুক্ত করা যায় তবে সেই পেশাদার মফঃসলে গিয়া যেং স্থানে পুল মরম্মত করিতে কিম্বা নূতন বান্ধিতে যে খরচ হয় তাহার আটসাট্টা বরাওর্দ্দের ফর্দ্দ করিয়া শ্রীযুত গবরনর্ জানেরেল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের মঞ্জুরকারণ বোর্ড রিবিনিউর সাহেবদিগের নিকট পাঠাইবেন ইহাতে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে সেই কাগজ পাঠাইবার পূর্ব্বে অথবা পাইলে পরে তাহাতে ঐ শ্রীযুতের হজুরের মঞ্জুর না হইতে তাহার যে কার্য্য ত্বরাতে আরম্ভকরণ আবশ্যক জানেন্ তাহা করিতে সেই পেশাদারকে ও পেশাদার নিযুক্ত না হইলে কালেক্টরসাহেবকে হুকুম দেন্ ও সে হুকুম দিতে ঐ শ্রীযুতের হজুরের হুকুমের অপেক্ষায় কদাচিৎ না থাকেন ইতি।

৬ ধারা।

এই আইনের মতে পুলবন্দীর কার্য্যে পেশাদার নিযুক্ত হইলে তাঁহার এলাকার সেই কার্য্যে বেলদার মজুরের খরচ যাহা হয় তাহার নাম নিদর্শনে হাজিরীর একং ফর্দ্দ প্রতিদিন কিম্বা হপ্তায়ং দুরস্ত করিয়া কালেক্টরসাহেবের তরফ যে আমলা তাঁহার সঙ্গে থাকে তাহাকে দিবেন তাহাতে সে আমলার কর্ত্তব্য যে সেই ফর্দ্দ মাফিক সেই বেলদার মজুরেরদিগেরে টাকা দিয়া আপন নিকাশের ফর্দ্দ কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠায়। আর সেই পেশাদার নিযুক্ত হইলে তাঁহার কর্ত্তব্য যে আপন এলাকার পুল বান্ধিতে সরঞ্জাম ও হাতিয়ার যত লাগে তাহার আটসাট্টা ফর্দ্দ করিয়া কালেক্টরসাহেবের নিকটে পাঠান্। ইহাতে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই ফর্দ্দ মাফিক সকল জিনিস যত কম খরচে প্রস্তুত করিতে পারেন্ তাহা করিয়া সেই পেশাদারকে দেন্ ইতি।

এই আইনের মতে পেশাদার নিযুক্ত হইলে মজুর খরচের ফর্দ্দ কালেক্টরসাহেবের তরফ আমলার স্থানে দিবার কথা।

সরঞ্জামী ও হাতিয়ারের খরচের আটসাট্টা ফর্দ্দ কালেক্টরসাহেবের নিকটে পাঠাইবার কথা।

কালেক্টরসাহেব যত কম খরচে হাতিয়ারওগয়রহ সরঞ্জাম তৈয়ার করিতে পারেন্ তাহা করিবার কথা।

৭ ধারা।

যে জেলার পুলবন্দীর কার্য্যের ভার কালেক্টরসাহেবের প্রতি আছে কিম্বা হইবেক সে জেলার পুলবন্দীর কার্য্য পেশাদার কিম্বা কালেক্টরসাহেবের তরফ লোক উভয়ের মধ্যে যাহার মারফতে হউক তাহার খরচের হিসাবের ২ দুই প্রস্থ নকল সুবে বাঙ্গলায় ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষায় ও সুবে বেহারে ইঙ্গরেজী ও পারসী অক্ষর ও ভাষায় করিয়া এক প্রস্থ সকল লোকের জ্ঞাতসারের জন্য কালেক্টরী দফ্তরখানায় রাখিয়া এক প্রস্থ বোর্ড রিবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন ইতি।

কালেক্টরসাহেব ঐ খরচের হিসাব এক প্রস্থ লোকদিগের জানিবার নিমিত্ত আপন দফ্তরখানায় রাখিয়া আর এক প্রস্থ বোর্ড রিবিনিউতে পাঠাইবার কথা।

৮ ধারা।

ভূম্যধিকারী ও ইজারদারান ও শামিলাৎ তালুকদারান ও কট্‌কিনাদারান ও প্রজাদিগেরে পুরাতন পুল মরম্মত ও অধিক প্রশস্ত করিবার ও নূতন পুল বান্ধিবার কারণ এবং পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার ও খালঝালান এবং নূতন পুষ্করিণীখনন ও খাল কাটিবার জন্য নীচের ধারার লিখনানুসারে দাদনী দেওয়া যাইবেক।

পুলবন্দী ও তাহা মরম্মতকরণের এবং পুষ্করিণী ও খালকাটান ও তাহার পঙ্কোদ্ধারের নিমিত্ত যে যে লোক দাদনী পাইবেক তাহার কথা।

৯ ধারা।

ঐ সকল লোকের যাহারা ঐ সকল বিষয়ের দাদনী লইবার বাসনা রাখে তাহারা দরখাস্ত লিখিয়া কলেক্টরসাহেবদিগের নিকটে দাখিল করিবেক ও সেই সকল দরখাস্তে যে যে কার্য্য ও যত বড় ও যে লাগাইতে তৈয়ার হইবেক ও যত দাদনী চাহে তাহা লিখিবেক। আর যে কেহ যে স্থানের ঐ সকল কার্য্যের অর্থে দরখাস্ত দাখিল করে সে লোক যদি সেই স্থানের অধিকারী না হয় তবে যে দাদনী লইবার দরখাস্ত করে তাহার সুদসমেত নিশা করিবার জামিনদেওয়া তাহার উচিত হইবেক

দাদনীর দরখাস্ত যাহার স্থানে যে মজমুনে দেওয়া যাইবে তাহার কথা।

ভূম্যধিকারী বিনা অন্যে দাদনী লইতে জামিন দিবার কথা।

এবং

এবং ১০ দশম ধারার লিখনানুসারে দণ্ডের নিশার মাতবরীও তাহার দেওয়া আব শ্যক জানিয়া যাহাকে সে বিষয়ের জামিন দিবেক তাহার নাম সেই দরখাস্তে লিখি বেক। আর যে কেহ যে স্থানের ঐ সকল কার্য্যের নিমিত্তে দরখাস্ত দাখিল করে সে লোক যদি সেই স্থানের অধিকারী হয় তবে তাহার স্থানে জামিন লইবার আবশ্যক হইবেক না সুদসমেত দাদনীর টাকা ও দণ্ডের নিশা তাহার সেই অধিকারহইতে লওয়া যাইবেক।

ভূম্যধিকারী দাদনী লইতে জামিন না দিবার ও তাহার ভূমি জামিন স্বরূপ হইবার কথা।

১০ ধারা।

যে লোক দাদনী লয় সেও তাহার জামিনদার যে একরার করিবেক তা হার কথা।

যে কেহ দাদনী লইবেক সে যদি ভূম্যধিকারী না হয় তবে সে এবং তাহার জা মিনদার একরার লিখিয়া দিবেক যে কালেক্টরসাহেবের সহিত সেই কার্য্য প্রস্তুত ও তৈয়ার করিয়া দিবার যে কোন নিয়ম অর্থাৎ যে মেয়াদ ধার্য্য করিয়াথাকে সেই মেয়াদের মধ্যে সে কার্য্য তৈয়ার না করে অথবা সেই দাদনীর টাকায় অন্য কার্য্য করে তবে যে দাদনী লয় তাহার উপর বৎসরে শত তঙ্কায় ১২ বার টাকা ব্যাজ ধরিয়া দেয় অধিকন্তু সেই দাদনীর উপর শতকরা ২৫ পচিশ টাকার হিসাবে দণ্ড দাখিল করে ইতি।

১১ ধারা।

দরখাস্ত পাইলে কা লেক্টরসাহেবের কর্ত্ত ব্যের কথা।

দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে বোর্ডরিবিনিউর সাহে বদিগের কর্ত্তৃত্বের কথা।

কালেক্টরসাহেব যে সময় সেই দরখাস্ত পাইবেন্ সে সময় সেই দরখাস্ত ও আ পনি সে বিষয়ের যে বিবরণ লিখিতে চাহেন্ ত হা লিখিয়া একত্র বোর্ড রিবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন। তদনুসারে বোর্ডরিবিনিউর সাহেবেরা যদি সেই কার্য্যকরণের বিষয়ে কোন আপত্তি না দেখেন এবং উপরের লিখনানুসারে ব্যাজসমেত দাদনী ও দণ্ডের টাকার সরবরাহ সেই লোকের স্থানে হইতে পারে এমত বুঝেন তবে কালেক্টরসাহেবকে হুকুম দিবেন যে যে সময় সেই ব্যক্তি দাদনী চাহে সে সময়েই তাহাকে দাদনী দেন্ তাহাতে যদি সেই ব্যক্তি ভূম্যধিকারী না হয় তবে উপরের লিখনানুসারে তাহার জামিনদার একরার লিখিয়া দিলে পরে তা হাকে দাদনী দেন্ ইতি।

১২ ধারা।

এই ধারাক্রমে কার্য্য তহকীক করিয়া কালেক্টরসাহেবের নিকটে স মাচার লিখিবার ও মা ফিক একরার কার্য্য না হইলে দণ্ড লইবার কথা।

যে সময় নিয়মিত কাল গত এতাবতা নির্ধারিত মেয়াদ আখের হয় সে সময় কালেক টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই কার্য্য যেরূপে হয় তাহার তদন্ত ও তহকীক কারণ সেই গ্রামের তহসীলদার অথবা আপন তরফ অন্য যে আমলা সেই গ্রামের তহসী লের কার্য্যে থাকে তাহাকে হুকুম দেন্ অথবা অনেক আমীন পাঠান ইহার যে উচিত জানেন্ তাহাই করেন্ ও যে লোককে সে কার্য্যের ভার হইবেক সে লোক সরেজমী নে গিয়া তহকীক করিবেক যে মাফিক একরার সে কার্য্য তৈয়ার হইয়াছে কি না

তাহাতে

তাহাতে যদি নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে মাফিক একরার সে কার্য্য তৈয়ার না হইয়া থাকে তবে কালেক্টরসাহেব উপরের লিখনানুসারে তাহার স্থানে দণ্ডের টাকা লইয়া বোর্ড রিবিনিউর সাহেবদিগেরে সমাচার দিবেন ইতি।

১৩ ধারা।

কালেক্টরসাহেব যে ডৌলে যে সমাচার যে কালে বোর্ড রিবিনিউতে লিখিয়া পাঠাইবেন তাহার কথা।

এই আইনের অনুসারে যে কার্য্যের কারণ দাদনী করা যায় সে বিষয়ের যে সমাচার যে ডৌলে যে সময় পাঠাইতে বোর্ড রিবনিউর সাহেবেরা হুকুম দেন্ কালেক্টরসাহেব সে সমাচার সেই ডৌলে সেই সময়ে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠাইবেন ইতি।

১৪ ধারা।

বোর্ড রিবিনিউর সাহেবেরা দাদনীর দরখাস্ত আদৌ লইয়া দাদনী দিতে কালেক্টরসাহেবদিগেরে হুকুম করিতে পারিবার কথা।

বোর্ড রিবিনিউর সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে আপনারা এককালেই দরখাস্ত লইয়া তাহাতে সেই কার্য্য হইবার কোন আপত্তি না দেখিলে যে ব্যক্তি সে দরখাস্ত দিয়া থাকে তাহার স্থানে নিয়মানুসারে জামিন ও একরার লেখাইয়া লইয়া দাদনী দিতে কালেক্টরসাহেবকে হুকুম দেন্ ইতি।

১৫ ধারা।

বোর্ড রিবিনিউর সাহেবেরা যেং বিষয়ে অধিক মেয়াদ দিতে পারিবেন তাহার কথা।

এই আইনের মতে যে কার্য্যের দাদনী হয় সে কার্য্য যদি মোকররী মেয়াদের মধ্যে তৈয়ার না হয় তবে যে লোক দাদনী লয় সে লোক কালেক্টরসাহেবের নিকটে মাফিক মেয়াদ সে কার্য্য তৈয়ার না হইবার বিষয়ে শুনিবার যোগ্য কোন বিশিষ্ট হেতু দর্শাইতে পারিলে কালেক্টরসাহেব সে বৃত্তান্ত বোর্ড রিবিনিউর সাহেবদিগের নিকট লিখিবেন তাহাতে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে তদনুসারে সেই কার্য্য তৈয়ার করিবার কারণ অধিক মেয়াদ ধার্য্যকরণের বিষয়ে যাহা ভাল বুঝেন তাহাই করিতে হুকুম দেন ইতি। সমাপ্ত॥

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৩৪ চতুস্ত্রিংশৎ আইন।

সমস্ত পেয় মাদক সামগ্রীর টাক্স অর্থাৎ হাসিল মাসুল লইবার এবং হুকুমের অন্যথাক্রমে তাহা না জন্মাইবার ও বিক্রয় না করিবার বিষয়ে যে সকল আইন ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১৬ আপ্রিল তারিখে ও তাহার পরে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল তাহার মর্ম্মবিশেষের পরিবর্ত্তে নূতন আইন নির্দ্দিষ্ট করিয়া শ্রীযুত গবর্নর জানেরেল বাহাদর কৌন্‌সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১ পহিলা মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২০৭ সালের ১৯ রমজানে জারী করিলেন।

মদিরাদি যাবদীয় পেয় মাদক সামগ্রী অল্পব্যয়ে জন্মিবাতে ও তাহা অল্পমূল্যে বিক্রয় হইবাতে ক্ষুদ্র২ লোকেরা তাহাতে অত্যন্ত আসক্ত হয় এবং ফৌজদারী আদালতের রোয়দাদ যাহা দৃষ্ট হইল তাহাতেও ঐ সকল মাদক সামগ্রী বিস্তর জন্মাইবার ও বিক্রয় করিবার আটকের বিষয়ে যথোচিত ত্বরা ও তাকীদ না হইবাতে মফঃসলে প্রায়ই ডাকাইতী ও চুরী ও অন্য২ বিরোধ বিসম্বাদ অনবরত হইয়াছিল জানা গেল অতএব শ্রীযুত গবর্নর জানেরেল বাহাদুর কৌন্‌সেলে উপরের লিখিত সমস্ত বিরুদ্ধ ও মন্দগতিক না হইতে পারিবার জন্য এবং সরকারের মালগুজারীর বৃদ্ধির অর্থেও ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১৬ আপ্রিলে যে আইন নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন এক্ষণে তাহার লিখিত কোন২ হুকুমের পরিবর্ত্তে আমূলশুদ্ধ ও দুরস্ত হইয়া হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

কাহাকেও হুকুম নাই যে যে স্থানে মদিরা জন্মাইতে চাহে তথাকার জেলা কিম্বা শহরের কালেক্টরসাহেব কিম্বা সেই সাহেবের তরফ আবকারী অর্থাৎ মদিরার হাসিল মাসুলের তহসীলদারের নিকটহইতে পাট্টা না লইয়া মদিরা জন্মায় ইতি। কালেক্টরসাহেব অথবা মদিরার টাক্সের তহসীলদারের পাট্টাব্যতিরেকে কেহ মদিরা না জন্মাইবার কথা।

৩ ধারা।

মদিরাজন্মান ও বিক্রয়করণের বিষয়ের হাসিলমাসুল সরকারব্যতিরেকে লওয়া যাইবেক মদিরার হাসিল সর

কারব্যতিরেকে না লইবার কথা।

যাইবেক না ও যে সকল লোক আবকারী মহালের বরখাস্তের তারিখ ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১৬ আপ্রিলের পূর্ব্বে ঐ মহালের হাসিলমাসুল পাইত তাহারদিগের যে কেহ ঐ হাসিলমাসুলের মিনাহ কিম্বা এওজের দাওয়া রাখে তাহার কর্ত্তব্য যে আপন দাওয়া কালেক্টরসাহেবের নিকটে উপস্থিত করে কালেক্টরসাহেব তাহার বিবেচনা ও তহকীক করিয়া বোর্ড রিবিনিউর সাহেবদিগেরে সমাচার দিবেন ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তাহার নিষ্পত্তি করিয়া তাহার বেওরা কৈফিয়ৎ শ্রীযুত গবর্নর্ জানেরেল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে মঞ্জুরের জন্যে দাখিল করিবেন আর দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগের উচিত নহে যে এমত দাওয়ার মোকদ্দমা আপনারদিগের আদালতে শুনেন্ কিন্তু যে কালে কেহ ঐ এওজের হুকুম সরকারহইতে পাইয়া তদনুসারে ঐ দাওয়া না পাইয়া তাহার দাওয়ায় আদালতে নালিশ করে সে কালে ঐ জজসাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৭ সপ্তবিংশতি আইনের ১২ দ্বাদশ ধারায় সায়ের মৌকুফের এওজের বিষয়ে যে ব্যবস্থা লেখা আছে তদনুসারে সে নালিশ শুনেন্ ইতি।

৪ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা যে সকল স্থান নির্দ্দিষ্ট করেন্ তাহাছাড়া স্থানান্তরে মদিরা না জন্মানের ও বিক্রয় না করা যাইবার কথা।

কর্ত্তব্য এই যে মদিরাজন্মান ও বিক্রয়ের নিমিত্তে যেং জেলায় যেং কসবা ও গ্রাম নির্দ্দিষ্ট হয় সেইং স্থানছাড়া স্থানান্তরে তাহা না জন্মান যায় ও বিক্রয় না করা যায় ও সেই কসবা ও গ্রাম নির্দ্দিষ্টের কারণ কালেক্টরসাহেবদিগের উচিত যে যে স্থানে যত মদিরা ব্যয় হইতে পারে তাহার যেপর্য্যন্ত জানিবার সাধ্য রাখেন্ তাহা জানিয়া যেং কসবা ও গ্রাম তাহার অতিরিক্ত ব্যয় বুঝেন্ সেই সকল স্থান নির্দ্দিষ্ট করেন্ ইতি।

৫ ধারা।

একং ভাটীর হাসিল মোকররী হিসাবে লইবার কথা।

মদিরাজন্মানের যে সকল ভাটী হয় সে সকল ভাটীর একং ভাটীর হাসিল মোকররী হিসাবে লওয়া যাইবেক ও সেই মোকররী হিসাবছাড়া মদিরা জন্মাইতে কি বিক্রয় করিতে আর কিছু হাসিল লওয়া যাইবেক না ইতি।

৬ ধারা।

যে সকল স্থান মদিরা জন্মান ও বিক্রয়ের জন্যে নির্দ্দিষ্ট হইবেক সে সকল স্থানের ভাগ তিন প্রকারে হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যে কালে ৪ চতুর্থ ধারার লিখনানুসারে মদিরাজন্মানের ও বিক্রয় করণের নিমিত্তে কসবা ও গ্রাম নির্দ্দিষ্ট হয় সে কালে সেই কসবা ও গ্রামের পত্তন আবাদের অনুসারে তাহা তিন প্রকার বোধ করা যাইবেক ও কসবা ও গ্রামে সকল ভাটীর হাসিল নীচের লিখিত নিরিখমতে লওয়া যাইবেক।

প্রথম প্রকার ভাটীর মাসুলের কথা।

১ প্রথম প্রকারের কসবা ও গ্রামের একং ভাটীতে দিন প্রতি ১।০ এক টাকা চারি আনার হিসাবে।

২ দ্বিতীয় প্রকারের কসবা ও গ্রামের একং ভাটীতে দিন প্রতি ৮৹ বার আনার হিসাবে।

দ্বিতীয় প্রকারভাটীর মাসুলের কথা।

তৃতীয় প্রকারের কসবা ও গ্রামের একং ভাটীতে দিন প্রতি ।৶ ছয় আনার হিসাবে।

তৃতীয় প্রকার ভাটীর মাসুলের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি কালেক্টরসাহেবদিগের কেহ কোন স্থানের মর্ম্মদৃষ্টে উচিত জানেন্ যে তথায় উপরের লিখিত হাসিলের নিরিখ কমী করা উপযুক্ত তবে সে সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার যাহা কমীকরণ সঙ্গত বুঝেন্ তাহার নিদর্শনে বিস্তারিত বোর্ড রিবিনিউর সাহেবদিগেরে লিখিয়া সেই কমী ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের মঞ্জুর হইলে তদনুসারে যে লোক মদিরা জন্মায় তাহার পাট্টার হাসিলের নিরিখ লেখান্।

যে কালে কোন স্থানের মর্ম্মদৃষ্টে হাসিলের নিরিখ অল্পকরণ উচিত হয় সে কালে তাহা অল্প হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—কোন জিলার কালেক্টরসাহেব মদিরাজন্মানের ও বিক্রয়করণের নিমিত্ত যে কসবা ও গ্রাম নির্দ্দিষ্ট করেন্ তাহার নিকটে যদি অন্য জিলার মোতালক কোন কসবা অথবা গ্রাম মদিরাজন্মান ও বিক্রয়ের কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে তবে সেই সাহেবের উচিত যে সেই কসবা কিম্বা গ্রামের হাসিলের নিরিখ তাহার নিকটবর্ত্তী অন্য জিলার মোতালক সেই কসবা ও গ্রামের হাসিলের যে নিরিখ ধার্য্য থাকে তাহার কম না করেন্ এইহেতুক যে সেই অন্য জিলার মোতালক কসবা ও গ্রামের মদিরাকারকেরা আপনারদিগের মদিরা তাহার নিকটবর্ত্তী ভিন্ন জিলার মোতালক কসবা ও গ্রামের মদিরাকারকদিগের ন্যায় অল্পমূল্যে বিক্রয় করিয়া লাভের ক্ষতি না করে ইতি।

এক জিলার মদিরাকারকেরা আপনারদিগের মদিরা আপনারদিগের নিকটস্থ অন্য জিলার মদিরাকারকদিগের ন্যায় অল্পমূল্যে বিক্রয় করিতে না পারিবার কারণ কালেক্টরসাহেবেরা সর্ব্বতোভাবে সাবধান থাকিবার কথা।

৭ ধারা।

লোকদিগেরে নিষেধ আছে যে কেহ পাট্টা না লইয়া আপনার অর্থে আপনার স্থানে ভাটী না করে ইহাতে যে কেহ আপনার অর্থে ভাটী করিতে চাহে তাহার কর্ত্তব্য যে মদিরাকারকদিগের ন্যায় পাট্টা লয় ও কবুলিয়ৎ দেয়। কিন্তু জানিবেক যে কাহাকেও হুকুম থাকিবেক না যে যে স্থানে মদিরা জন্মানের ও বিক্রয়করণের ধার্য্য হয় সে স্থানছাড়া স্থানান্তরে কেহ আপনার অর্থে ভাটী করে ইতি।

পাট্টা না লইয়া আপনার অর্থে ভাটী করিতে নিষেধের কথা।

মদিরাজন্মানের ও বিক্রয়করণের নির্দ্দিষ্ট স্থান ছাড়া স্থানান্তরে ভাটী করিতে কাহাকেও পাট্টা না দেওয়া যাইবার কথা।

৮ ধারা।

শহর পাটনা ও শহর ঢাকা ও শহর মুরশিদাবাদের সন্নিকটবর্ত্তি স্থানে যদি মদিরা জন্মানের ও বিক্রয়করণের হুকুম হইত তবে এই দুই বিরুদ্ধ গতিক দর্শিত এক এই যে ঐ সকল শহরের নিকটে দুষ্ট লোকদিগের আশ্রয় ও রহিবার স্থান হইয়া এই আইন নির্দ্দিষ্টক্রমে ঐ সকল শহরের রক্ষণ ও চৌকীদারীর বিষয়ে যে কিছু মনস্থ আছে তাহা নিতান্তই হইতে পারিত না। দ্বিতীয় এই যে ঐ সকল শহরের নিকটের মদিরাকার

শহর পাটনা ও ঢাকা ও মুরশিদাবাদের নিকটে ভাটী করিতে না দিবার কথা।

 কেরা

উপরের লিখিত সকল দাঁড়া অন্য যেং শহরে করণ আবশ্যক হয় তথায় করিবার কথা।

কেরা আপনারদিগের মদিরা শহরের মদিরাকারকদিগের নিরিখহইতে অল্পমূল্যে বিক্রয় করিয়া সরকারের জায়দাদে অর্থাৎ লভ্য ও কেফায়েতে ক্ষতি করিত অতএব কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য নহে যেঐ তিন শহরের নিকটে যে যে স্থানে উপরের লিখিত সমস্ত বিরুদ্ধ গতিক প্রকাশ পায় সেইং স্থানে মদিরা জম্মান ও বিক্রয়ের নিমিত্তে পাট্টা দেন্। এবং অন্য যে সকল কসবাস্থানে ঐ সকল দাঁড়া না হইতে পারিবার জন্য সাবধান হইতে হয় সে সকল কসবাস্থানেও মদিরা জম্মাইতে ও বিক্রয় করিতে না দেন্ যদি শহর পাটনা কিম্বা শহর ঢাকা অথবা শহর মুরশিদাবাদের নিকটে বড়ং কসবা থাকে তবে কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সেইং কসবার হাসিলের নিরিখ চাহেন্ সেই শহরের নিরিখের মতে নির্দ্ধারিত করেন্ অথবা উপরের লিখিত সমস্ত বিরুদ্ধ গতিক না হইতে পারিবার বিষয়ে যে সকল উদ্যোগকে গুণকারক জানেন্ তাহাই করেন ইতি।

৯ ধারা।

কালেকটরসাহেবেরা যে সকল স্থানে মদিরাজম্মানের ও বিক্রয়করণের নির্ণয় ও তথাকার হাসিলের নিরিখ অবধারিত করেন্ তাহার ইশ্‌তেহার সর্ব্বত্র দিবার কথা।

কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে মদিরাজম্মানের ও বিক্রয়করণের কারণ যে সকল স্থান নির্দ্দিষ্ট করেন্ ও যে হাসিলের নিরিখে তথায় মদিরাজম্মানের ও বিক্রয়করণের পাট্টা দেওয়া যাইবেক তাহার ইশ্‌তেহার সর্ব্বত্র দেন্ এবং যে সকল লোককে সেই হাসিল মাসুল তহসীলের নিমিত্তে নিযুক্ত করেন্ তাহারদিগেরেও হুকুম দেন্ যে মদিরাজম্মানের ও বিক্রয়করণের পাট্টার নকল এই প্রাচযুক্তে যে যদি কেহ পাট্টা না লইয়া মদিরা জম্মায় ও বিক্রয় করে কিম্বা পাট্টা লইয়া নির্দ্দিষ্ট সকল স্থানছাড়া স্থানান্তরে মদিরা জম্মায় ও বিক্রয় করে তবে তাহার ভাগ্যে অমুকং শাস্তি হইবেক একং স্থানে লটকায় ইতি।

১০ ধারা।

পাট্টার পাঠ ও ডৌলের কথা।

সমস্ত জিলা ও শহরে মদিরাজম্মানের ও বিক্রয়ের বিষয়ে যে সকল পাট্টা দেওয়া যাইবেক তাহার পাঠ নীচে লেখা গেল কিন্তু যে সকল স্থানের গতিকক্রমে ঐ পাঠের ফেরফার করিতে হয় সে সকল স্থানে তাহা করিতে কালেক্টরসাহেবদিগেরে হুকুম রহিল। পাট্টার পাঠ এই যে শ্রীঅমুক প্রভৃতি আগে এ স্থানে অমুক জিলা কিম্বা শহরের কালেক্টরী ভার থাকিবাতে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরহইতে যে এক্তিয়ার হইয়াছে তদনুসারে তোমাকে পাট্টা দেওয়া যাইতেছে তুমি এই পাট্টার তারিখহইতে এক সনের মুদ্দতে অমুক শহর কিম্বা কসবা অথবা গ্রামে ভাটী করিবা এবং ঐ মুদ্দত ভরিয়া এই পাট্টা বহাল রহিবার কারণ নীচের লিখিত সকল শর্ত্তমাফিক সাবধানে সকল কার্য্যের সরবরাহ দিবা। ১ এক এই যে ফিভাটীর হাসিল দররোজা এত টাকার হিসাবে সরকারে দাখিল করিবা।

২ দ্বিতীয়

২ দ্বিতীয় এই যে জানিবা যে ভাটী শব্দ এক কুন্দা অর্থাৎ এক ঘড়া যাহা চুলার উপর বসান যায় যদি তুমি মদিরা জন্মানের কারণ এক ঘড়াহইতে জেয়াদা চুলার উপরে বসাও তবে যত ঘড়া জেয়াদা বসাও তাহার একং ঘড়াকে একং ভাটী জানিয়া তাহার হাসিল উপরের লিখিত নিরিখমাফিক লওয়া যাইবেক। ৩ তৃতীয় এই যে তোমার ভাটীতে যে মদিরা জন্মে তাহা ঐ শহর কিম্বা কসবা অথবা গ্রামছাড়া অন্য স্থানে বিক্রয় করিবা না। ৪ চতুর্থ এই যে যে কোন ভাটীতে এত সিক্কার ওজনী শেরের ১।০ এক মন দশ শের মদিরা ধরে এমত ভাটী করিবা। ৫ পঞ্চম এই যে যত মদিরা পান করিলে লোকে অত্যন্ত মত্তমাতাল ও বেহোশ হয় ও কাজিয়া ও ফসাদ করে তাহা তোমার দোকানে না হইতে পারিবার কারণ তত মদিরা কাহারো স্থানে বিক্রয় না করিবার অর্থে সর্ব্বপ্রকারে যথাসাধ্য সাবধান থাকিবা ৬ ষষ্ঠ এই যে চোর এবং অন্য দুষ্ট ও হঙ্গামী লোকদিগের কাহাকেও আশ্রয় দিবা না বরং যদি দুষ্ট লোক কেহ তোমার দোকানে যাতায়াত করে তবে তাহার সংবাদ ফৌজদারীর সাহেব কিম্বা নিকটস্থ পোলীসের কার্য্যকারকের স্থানে দিবা। ৭ সপ্তম এই যে মদিরার বদলে পোশাকী কাপড়ওগয়রহ কোন জিনিস লইবা না। ৮ অষ্টম এই যে প্রাতঃকালের পূর্ব্বে এ তারতা উষাকালপর্য্যন্ত আপন দোকান খুলিবা না এবং ইঙ্গরেজী ৯ নয় ঘড়ী অর্থাৎ বাঙ্গলা এক প্রহর রাত্রের পর দোকান খুলিয়া রাখিবা না এবং আপন দোকানে কাহাকেও রাত্রে রহিতে স্থান দিবা না। যদি এই সকল শর্ত্তের কোন শর্ত্তের অতিক্রমে কার্য্য কর তবে এই পাট্টা বাতিল হইবেক। সরকারের কার্য্যকারক সকলকে নিষেধ আছে যে ঐ মুদ্দতের মধ্যে ঐ ভাটীর উপর কোন প্রকারে মোকররী মাসুলছাড়া কিছু মাসুল কিম্বা আবওয়াব নির্দ্দিষ্ট না করেন ও না লন আর যে পর্য্যন্ত সে লোক উপরের লিখিত সকল শর্ত্তের মাফিক কার্য্য করে এবং এ বিষয়ের যে আইন নির্দ্ধারিত আছে তাহাতে দৃষ্টি রাখে তাবৎ তাহার পেশার কার্য্য চালাইতে কেহ প্রতিবাদী ও মুজাহিম না হয় ইতি সন অমুক তারিখ অমুক।

১১ ধারা।

যাহারা মদিরা জন্মানের ও বিক্রয়ের নিমিত্তে পাট্টা লয় তাহারদিগের কবুলিয়তের পাঠের কথা

যে সকল লোকে মদিরা জন্মানের ও বিক্রয়ের নিমিত্তে পাট্টা লয় তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের নামের পাট্টার অনুসারে নীচের লিখিত পাঠক্রমে কবুলিয়তৎ লিখিয়া দেয়। কবুলিয়তের পাঠ এই যে লিখিতং শ্রীঅমুকস্য কবুলিয়তৎপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি অমুক জিলার কালেক্টরসাহেবের হজুরহইতে অমুক শহর কিম্বা কসবা অথবা গ্রামে ভাটী করিয়া মদিরা জন্মানের কারণ পাট্টা লইলাম অতএব একরার করিতেছি যে মুদ্দত ভরিয়া এই পাট্টা বহাল রহিবার কারণ নীচের লিখিত সকল শর্ত্তমাফিক সাবধানে সমস্ত কার্য্যের সরবরাহ দিব। ১ এক এই যে ফিভাটীর হাসিল দররোজ এত টাকার হিসাবে সরকারে দাখিল করিব। ২ দ্বিতীয় এই যে জানিতেছি যে ভাটীশব্দ এক কুন্দা অর্থাৎ এক ঘড়া যাহা চুলার উপরে বসান

যায়

যায় ইহাতে যদি আমি মদিরাজন্মানের কারণ এক ঘড়াহইতে জেয়াদা চুলার উপর বসাই তবে যত ঘড়া জেয়াদা বসাই তাহার এবং ঘড়াকে এক ভাটী ধরিয়া তাহার হাসিল উপরের লিখিত নিরিখমাফিক দিব। ৩ তৃতীয় এই যে আমার ভাটীতে যে মদিরা জন্মে তাহা ঐ শহর কিম্বা কসবা অথবা গ্রামছাড়া অন্য স্থানে বিক্রয় করিব না। ৪ চতুর্থ এই যে যে কোন ভাটীতে এত সিক্কার ওজনী শেরের ১।০ এক মোন দশ শের মদিরা ধরে এমত ভাটী করিব। ৫ পঞ্চম এই যে যত মদিরা পান করিলে লোকে অত্যন্ত মত্তমাতাল ও বেহোশ হয় ও কাজিয়া ও ফসাদ করে তাহা আমার দোকানে না হইতে পারিবার কারণ তত মদিরা কাহারো স্থানে বিক্রয় না করিবার অর্থে সর্ব্ব প্রকারে যথাসাধ্য সাবধান থাকিব। ৬ ষষ্ঠ এই যে চোর এবং অন্য দুষ্ট ও হঙ্গামীদিগের কাহাকেও আশ্রয় দিব না বরং যদি দুষ্ট লোক কেহ আমার দোকানে যাতায়াত করে তবে তাহার সংবাদ ফৌজদারীর সাহেব কিম্বা নিকটস্থ পোলীসের কার্য্যকারকের স্থানে দিব। ৭ সপ্তম এই যে মদিরার বদলে পোশাকী কাপড়ও গয়রহ কোন জিনিস লইব না। ৮ অষ্টম এই যে প্রাতঃকালের পূর্ব্বে এতাবতা উষাকালপর্য্যন্ত আপন দোকান খুলিব না এবং ইঙ্গরেজী ৯ নয় ঘড়ী অর্থাৎ বাঙ্গলা ১ এক প্রহর রাত্রের পর দোকান খুলিয়া রাখিব না এবং আপন দোকানে কাহাকেও রাত্রে রহিতে স্থান দিব না। এবং উপরের লিখিত সকল শর্ত্ত এবং মদিরা জন্মানের ও বিক্রয়ের বিষয়ে যে আইন শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরহইতে অবধারিত হয় তাহার মাফিক দেয়ানতদারীতে ও বিনাতফাতে কার্য্য করিব যদি তাহাতে কোনপ্রকারে অতিক্রম করি তবে এই পাট্টা বাতিল হইয়া ঐ শ্রীযুতের হজুরের আইনের মতে যে শাস্তির নির্ণয় আছে আমি তাহার যোগ্য হইব ইতি সন অমুক তারিখ অমুক।

১২ ধারা।

তাড়ীর হাসিল নিরূপণের কথা।

তাড়ী চুয়াইবার কারণ তালগাছের কর্ত্তারা যত তালগাছের পাট্টা তাড়ীওয়ালাদিগেরে দেয় সেই পাট্টার লিখনানুসারে ফিশত টাকার উপরে ২৫ পঁচিশ টাকার হিসাবে তাড়ীর হাসিল লওয়া যাইবেক।

১৩ ধারা।

তাল গাছের মালিক যাহারা তাড়ীওয়ালাদিগের সহিত কারসাজীতে সরকারের হাসিলে কমী করে তাহারদিগের দণ্ডের কথা।

যদি তাল গাছের কর্ত্তা কেহ তাড়ীওয়ালাদিগের সঙ্গে গণতা করিয়া আপন গাছের জমার নিরিখ কম করিয়া দেয় এমত প্রমাণ হয় তবে এই চক্রে সরকারের পাওনা হাসিল যাহা কমী হয় তাহার তিনগুণ সেই কর্ত্তার স্থানে দণ্ড লওয়া যাইবেক। আর সরকারের মালগুজারীতে এমত কমী না হইতে পারিবার জন্য কালেক্টরসাহেবদিগেরে হুকুম আছে যে যে কালে তাড়ীওয়ালাদিগের পাট্টা এমত গণতাক্রমে হওয়া জানা যায় যে তাহাতে সরকারের পাওনা খাজানায় কমী পড়ে সে কালে তাড়ীও

তাল গাছের খাজানা কমীর বিষয়ে কারসাজী

য়ালারদিগের

য়ালাদিগের পাট্টার লিখিত সকল তাল গাছের হাসিল সেই পরগনার শরেমাফিক তাল গাছের জমার উপর ধরিয়া লন্ ইতি।

না হইতে পারিবার মতের কথা।

১৪ ধারা।

যে কোন কালেক্টরসাহেব মদিরাজন্মানের নিমিত্তে লোকদিগেরে যত পাট্টা দেন্ তাহাতে কর্ত্তব্য যে সে সকল পাট্টা বিনিমাফিক লেখান্ ও সকল পাট্টার নম্বর ও তাহা দিবার তারিখ এবং যে শহর কিম্বা কসবা অথবা গ্রামে ভাটী নির্দ্দিষ্ট হয় তথাকার নাম যাহারা পাট্টা লয় তাহারদিগের নাম ও পরগনার নাম এবং একং ভাটীর সাল আখিরী যে হাসিল লওয়া যাইবেক তাহার নিদর্শনে ইঙ্গরেজী সেরেস্তার বহীতে লেখাইয়া রাখেন্ এবং সেই বহীর মধ্যে কোষ্ঠ করিয়া তাহাতে এমত শব্দ লেখান্ যে তদৃষ্টে সেই সকল পাট্টা ও কবুলিয়ৎ এ দেশি সেরেস্তার যে বহীতে দাখিল থাকে তাহা জানা যায় ইতি।

কালেক্টর সাহেবেরা এই ধারার লিখিত হুকুমমতে পাট্টা ও কবুলিয়তের বহী আপনারদিগের নিকটে রাখিবার কথা।

১৫ ধারা।

এই আইনের মতে যে সকল পাট্টা লোকদিগেরে দেওয়া যায় তাহাতে এক সনের মেয়াদ থাকিবেক ইতি।

পাট্টার মেয়াদ এক বৎসরের অধিক না হইবার কথা।

১৬ ধারা।

কালেক্টরসাহেবদিগের প্রতি হুকুম থাকিবেক না যে মোকাম চানক ও বহরমপুরা ও দানাপুরের ফৌজদিগের সকল ছাউনিহইতে দুই ক্রোশের কম অন্তর যে সকল স্থান হয় তথায় মদিরার ভাটী করিবার কারণ পাট্টা দেন্ ইতি।

মোকাম চানকওগয়রহের ফৌজের ছাউনি হইতে দুই ক্রোশের মধ্যে মদিরা জন্মাইতে নিষেধের কথা।

১৭ ধারা।

যদি উপরের লিখিত কোন মোকামের ফৌজদিগের ছাউনির কোন ছাউনির ওরদ বাজারের কমীসনর অর্থাৎ এতমামদার সম্বাদ পায় যে তাহার এলাকার ছাউনিহইতে দুই ক্রোশের কম অন্তরে মদিরার দোকান আছে তবে যে জিলার কালেক্টর সাহেবের এলাকায় সে দোকান থাকে সেই জিলার কালেক্টরসাহেবকে তাহার সমাচার দিবেক তাহাতে সেই কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই সম্বাদ পাইয়া এক জনকে পাঠান্ যে সেই এতমামদারের লোকের সঙ্গে সেই স্থানে গিয়া সেই অন্তর বিবেচনা ও তহকীক করে বরং নিশ্চয় তহকীকের কারণ যদি উচিত হয় তবে সেই অন্তরকে মাপে ইহাতে যদি তহকীকক্রমে সেই দোকান দুই ক্রোশের কম অন্তরে থাকন প্রমাণ হয় তবে কালেক্টরসাহেব তথাহইতে সে দোকান উঠাইয়া দিবেন ইতি।

ফৌজের ছাউনিহইতে দুই ক্রোশের মধ্যে মদিরার দোকান থাকিলে তাহা উঠাইবার মতের কথা।

১৮ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৩৪ চতুস্ত্রিংশৎ আইন।

১৮ ধারা।

ভাঙ্গ ও গাঞ্জাওগয়রহ কয়েফী জিনিসের উপর প্রতিসন হাসিল মোকরর হইবার এবং বিনাপাট্টায় বিক্রয় না হইবার কথা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌনসেলের হজুরের বিহিত বিধানক্রমে প্রতিবৎসর ভাঙ্গ ও গাঞ্জা ও চরস ও এপ্রকার অন্যং পেয় মাদক সামগ্রীর উপর হাসিল মোকরর করিবেন এবং কেহ কালেক্টরসাহেবের পাট্টা না পাইলেও এমত মাদক সামগ্রী জন্মাইতে ও বিক্রয় করিতে পারিবেক না ইতি।

১৯ ধারা।

কলিকাতাহইতে ৫ ক্রোশের মধ্যে মদিরা বিক্রয়ের নিষেধের যে সকল আইন ইঙ্গরেজী ১৭৮২ সালে হইয়াছে তাহা রদ হইবার কথা।

কলিকাতাহইতে ৫ পাঁচ ক্রোশের কম অন্তরে মদিরা বিক্রয় হইতে নিষেধের বিষয়ে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌনসেলের হজুরহইতে যে সকল আইন ইঙ্গরেজী ১৭৮২ সালে নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা এই আইনের অনুসারে রদ হইল ইতি।

২০ ধারা।

হুকুমের অন্যথা মদিরাদি মাদক সামগ্রী জন্মাইলে ও বিক্রয় করিলে দণ্ড লইবার কথা।

যে কেহ হুকুমের অন্যথা মদিরা কিম্বা অন্য পেয় মাদক সামগ্রী যে স্থানে জন্মায় ও বিক্রয় করে তাহার সন্নিকটে মদিরা ও অন্য পেয় মাদক সামগ্রী জন্মান ও বিক্রয়করণের ভাটী ও দোকানের সাল তামামী যে হাসিলের নিরিখ মোকরর থাকে সেই হিসাবে সেই লোকের যে ভাটী কিম্বা দোকান রহে তাহার সাল তামামী হাসিলের তিনগুণ ধরিয়া সেই লোকের স্থানে দণ্ড লওয়া যাইবেক ইতি। সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER

ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সাল ৩৫ পঞ্চত্রিংশৎ আইন।

ইঙ্গরেজী ১৭৯২ সালের তারিখ ২০ জুন ও ২৪ অক্তোবর ও ৩১ নোবেম্বর ও অন্যং তারিখের অবধারিত যে সকল আইন সুবে বাঙ্গালা ও সুবে বেহার ও সুবে উড়িষ্যায় সুর্ণ ও রজতের মুদ্রা নির্ম্মাণের অর্থাৎ সোণার মোহর ও রূপার টাকা জরবের সেরেস্তা বিলির অর্থে চলন ছিল তাহার লিখিত অনেক বিষয় শোধন ও পরিবর্ত্তান্তে জারী হইবার এবং ১৯ উনিশ সন মোহর ও ১৯ উনিশ সন সিক্কা টাকা ও তাহার অংশ ক্ষুদ্র মুদ্রা অর্থাৎ রেজগীসেওয়ায় অন্যং রকম মোহর ও টাকা চলনের ব্যবস্থা স্থকিত হইবার এবং কসর ও খোঁটা অর্থাৎ তামা ও মেকী ও ছাঁটুয়াআদি মন্দ রকম না করিতে পারিবার আইন শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১ পহিলা মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৩০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২০৭ সালের ১৯ রমজানে জারী করিলেন।

শ্রীযুত ইঙ্গরেজ কোম্পানী বাহাদুরের আমলের পূর্ব্বে কিম্বা পরে সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার একং জিলায় একং রকম টাকা কি ১৯ সন সিক্কা কি সনাত অথবা গরটাকশালী টাকা যাহা জরব হইয়াছে তাহাই চলে ও যে জিলায় যে রকম টাকা চলন আছে সেই রকমের উপরেই তথায় দ্রব্যাদি ক্রয়বিক্রয়ের নিরিখ ও দেওয়া লওয়া এবং ব্যাপার কার্য্য চলে আর একং জিলায় একং রকম টাকা চলন জলুসীতে নীচের লিখিত কারণাদিতে বিরুদ্ধ জানা যায় তাহার বেওরা এই যে ইঙ্গরেজ কোম্পানী বাহাদুরের অধিকারে নওয়াবী আমলে এমত দাঁড়া ছিল যে যে সন যে টাকা সিক্কা হইত তাহার উপর সেই সন নক্ হইত এবং শহর আজীমাবাদ ডাক নাম পাটনা ও শহর জাহাঙ্গীর নগর ডাক নাম ঢাকা ও শহর মুরশিদাবাদের টাকশালে সকল টাকা ব্যতিপুস্থ ভাষায় জরব হইত একারণ ঐ তিন শহরের যে কোন শহরের টাকশালে যে সন যে রকম টাকা জরব হইত তাহা বদলের ব্যতিক্রম জন্মিত ইঙ্গরেজ কোম্পানী বাহাদুরের অধিকার হইলে কিঞ্চিৎকাল ব্যাজে শহর পাটনা ও শহর

ঢাকা

ঢাকা ও শহর মুরশিদাবাদের টাকশাল উঠিয়া কেবল শহর কলিকাতায় টাকশাল বসিয়াছিল ইহাতে যে সকল ভূম্যধিকারী ও ইজারদারেরদের মালগুজারীর করারদাদ সিক্কা টাকার উপর ছিল তাহারা কলিকাতার টাকশালছাড়া স্থানান্তরে সিক্কা টাকা হইত না একারণ তাহা দিতে অনেক ব্যামোহ পাইয়া নাচার হইয়া আপনারদিগের প্রজাবর্গের স্থানে খাজানা সনাতটাকা কিম্বা তাহারদিগের সরহদ্দে অন্য পুরাতন যে যে রকমটাকা চলন ছিল সেইং রকম টাকা লইয়া সেই সকল রকম টাকা মোকররী সরফ অর্থাৎ নিয়মিত বাট্টা বাদ দিয়া সরকারের খাজানায় দিত এ নিমিত্তে কোনং জিলার প্রজাবর্গেরি এমত বাসনা হইত যে আপনারদিগের মালগুজারী সেইং জিলার চলন টাকার উপরেই করে ও তাহারাও খাদ্যসামগ্রী অর্থাৎ ভুষা জিনিস ও রেসম ও সূত্রাদির প্রায় অন্য জিনিসপত্র যাহা ব্যবসায়ি লোকদিগের স্থানে বিক্রয় করিত তাহার মূল্য সেই রকম টাকাই ব্যবসায়িদিগের নিকট চাহিত ব্যবসায়িরাও আপনারদিগের বস্ত্রাদি দ্রব্যের গ্রহীতা অর্থাৎ খরীদারানের স্থানে সেই রকম টাকাই লইত অতএব সময়ক্রমে পুরাতন সকল টাকা রকম প্রভেদে চলিয়া একং জিলায় একং রকম টাকা তথাকার চলন মতে সকল ব্যাপার কার্য্য ও দেওয়া লওয়ায় তলব হইয়া তাহার মূল্য অন্যং রকম টাকার মূল্যহইতে অধিক হইত আর তদনুসারে যে জিলায় যে সকল লোকের বসত সে সকল লোকের দ্রব্যাদির মূল্যের হিসাব কিতাব তথাকার চলন টাকার উপর হইত এ কারণ তাহারা তথাকার চলন রকম টাকাছাড়া অন্য রকম লইতে স্বীকার করিত না যদি কখন লইত তবে তাহা কোন পোতদারের নিকট বদলাইতে কিম্বা অন্য লোককে দিতে হইলে তাহার বাট্টা যে হিসাবে ধরিয়া দিত সেই হিসাবেই ধরিয়া লইত তাহাতে যদি কেহ এমত চাহিত যে যে ১৯ উনিশ সন সিক্কা টাকার মূল্য আড়কাট টাকা হইতে ফিশত তক্কে আন্দাজ ৭ সাত টাকা অধিক তাহা ঢাকা জিলায় দেয় তবে তাহা দিতে ও লইতে সে টাকা ফিরিত নতুবা আড়কাট টাকার হিসাবে কিছু কমী ও বেশী করিয়া দেওয়া ও লওয়া হইত ও তদনুসারে যে সকল জিলায় অড়কাটওগয়রহ যে রকম টাকার চলন ছিল না সে রকম টাকা তথায় যে কেহ দিত তাহার ক্ষতি সেই প্রকারেই হইত তাহা সেওয়ায় সকল ভূম্যধিকারীও ইজারদারান ও অন্য যে সকল লোক সরকারের খাজানায় টাকা দিবার এলাকা রাখিত তাহারা আপনারদিগের মোতালক স্থানেং এক রকম টাকা চলনের গৌরবে যথেষ্ট লাভ করিত তাহার বেওরা এই যে সরকারের মালওয়াজিবী কেবল সিক্কা টাকার হিসাবে সরকারের খাজানায় লওয়া যাইত এ কারণ তাহারা আপনারদিগের জিলার চলন সনাত টাকার বদলে যে সিক্কা টাকার মূল্য সনাতহইতে অধিক তাহা লইয়া বিস্তর লাভ করিয়া আপনারদিগের শিরের মালগুজারী সরকারে দিত আর টাকার জরবের সেরেস্তায় এ প্রকার বিপরীত অব্যবস্থা হইবার জন্য সুবর্ণবণিক জাতি অর্থাৎ পোতদারদিগের লাভ অসম্ভব হয় তাহার বিস্তারিত এই যে যেং জিলায় যেং রকম টাকা সে সময়

চলন

চলন নহে তথায় সেইং রকম টাকা সে সময় যাহা আমদানী হয় পোতদারদিগের গোমাস্তা যাহারা স্থানেং নিযুক্ত হয় তাহারা সেই সকল রকম টাকা অনেক লাভে কিনিয়া যে সকল জিলায় সেই সকল রকম টাকা চলে তথায় পাঠাইয়া সে স্থানে যাহারদিগের টাকা দেওন ও দ্রব্যাদি খরীদকরণ হয় তাহারদিগের স্থানে ভারী মূল্যে বিক্রয় করে ইহাতে সওদাগরী ফেরকা অর্থাৎ মহাজনী ব্যবসায়ি সকল লোকের ও পোতদারদিগের এমত চক্রান্তেও ভুলানে নিস্তারের উপায় নাই এইহেতুক যে ১৯ সন সিক্কা টাকা সেওয়ায় অন্য কোন রকম টাকা কোন টাকশালে জরব হয় না ও অন্যং রকম টাকা পোতদারানের নিকট সেওয়ায় অন্য স্থানে মিলে না মহাজনী ব্যবসায়ি লোকেরা সে টাকা পোতদারেরা যে বাট্টা চাহে তাহা দিয়া লয় নতুবা সমস্ত দ্রব্যাদি ক্রয় করিতেই বা ক্ষান্ত হয় ইহাতেই তাহারা উৎপাতগ্রস্ত বিশেষত ইঙ্গরেজ কোম্পানী বাহাদুরের এ অধিকারে এক জিলার চলনটাকা আর জিলায় চলন না থাকিবার কারণে একং জিলা ভিন্নং একং অধিকারির অধিকার থাকিলে ও সেই একং জিলায় একং রকম টাকার চলন রহিলে যে প্রকার টাকার বাট্টায় নোকসান ওঅন্য চক্রমক্র মহাজনী ব্যবসায়ি লোকদিগের ও সকল ভূম্যধিকারী ও ইজারদারানের প্রতি হইত সেই প্রকার টাকার বাট্টায় নোকসান ও অন্য চক্রমক্র তাহারদিগের সম্বন্ধে পূর্ব্বমত স্থির থাকিবাতেই হয় টাকার জরবের সেরেস্তায় এই যে বিপরীত অব্যবস্থা আছে ইহাতে পোতদারান সেওয়ায় অন্য কোন ব্যবসায়ি লোকের কিছুই লাভোদয় নাই বরং সে নোকসান সরকার ও সমস্ত প্রজার সম্বন্ধেও হইতেছে ও পুরাতন ও মন্দ পরখ যে সকল রকম টাকা এই ক্ষণে স্থানেং চলন আছে তাহা স্থগিত হইয়া কেবল এক রকম টাকার চলন এ দেশস্থ সমস্ত লোকের আপোসী ও সরকারের সহিত সমস্ত ব্যপার কার্য্যে দেওয়া ও লওয়ায় ধার্য্য না হইলে সেই নোকসান চিরকালের নিমিত্তে থাকিবেক অতএব এ দেশের মোকররী জরব ১৯ সন সিক্কা টাকা যাহা সকল রকম টাকাহইতে উত্তম রকম এবং তাহাতে সরকারের মালগুজারীও আদায় করিতে হয় তাহাই সমস্ত ব্যাপার কার্য্য ও দেওয়া ও লওয়ায় রায়েজলওক্ত অর্থাৎ সাময়িক চলন হয় ইঙ্গরেজী ১৭৭৩ সালে হুকুম হইয়াছিল যে পশ্চাৎ যে টাকা সিক্কা করা যায় তাহা শাহআলমের ১৯ সন জলুস টাকার পরখে ও ভাষায় থাকে অতএব সেই সময়হইতে কলিকাতার টাকশালে ১৯ সন রকমটাকা প্রায় সমস্তই জরব হইয়াছে তদ্ভিন্ন যাবদীয় রকমের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ আড়কাট রকমটাকা সেওয়ায় অন্য রকম টাকা জরব হয় নাই আর সেই কালে হুকুম ছিল যে ১৯ সন টাকার তুল্যে সকল ১১ সন ও ১২ সন ও ১৫ সন টাকাও চলন থাকিবেক কিন্তু এ হুকুম এই মনস্থে ছিল যে নিরূপিত কালপর্য্যন্ত ইহা স্থির থাকিয়া যে কালে ১৯ সন টাকা বিস্তর জন্মে সে কালে সকল ১১ সনওগয়রহ টাকার চলন মৌকুফ হয় অতএব সেই সনহইতে ১৯ সন এত টাকা জরব হইয়াছে যে তাহার সাক্ষাৎ ঐ যে তিন রকম টাকা সংপ্রতি প্রস্তুত আছে তাহা

তাহা অল্প হইবেক এবং ঐ তিন রকম টাকা এমত মলত হইয়াছে যে সে সকল টাকা চলিবার উপযুক্ত হয় না বিশেষত উপরের লিখিত বিষয়ানুসারে প্রকাশ ও দীপ্তিমান আছে যে সকল লোক সরকারের কর্ম্মকর্ত্তাদিগের সহিত মিলিয়া একতাক্রমে ১৯ সন রকম টাকা সর্ব্ব দেশে চালাইলে তাহাতে পোতদারান সেওয়ায় অন্য সমস্ত ব্যবসায়ি লোকদিগের লাভোদয় ও কুশলদর্শন হয় অতএব এই অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্তে যে সকল উদ্যোগকরণ আবশ্যক জানা যায় সেই সকল উদ্যোগের সার। ১ প্রথম উদ্যোগ এই যে ইঙ্গরেজ কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের যে সকল চাকর ঐ সরকারের মহাজনী দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার কার্য্যে ও লবণপাকাদি অর্থাৎ নেমক পোক্তানীওগয়রহ তেজারতী কারবারে নিযুক্ত আছেন তাঁহারদিগের প্রতি হুকুম হয় যে তাহারা সরকারের পুস্তে অন্যং লোকের সহিত যে করারদাদ করেন তাহা ১৯ সন সিক্কা টাকার উপরেই হয় এইহেতুক যে কোম্পানীর সরকারের মহাজনী যে ব্যাপার ভারী আছে তাহাতে ও নেমক পোক্তানীর বিষয়ে সমস্ত লোকের সহিত সকল করারদাদ অন্য রকম টাকার উপর হইত ইহাতে নিশ্চিত এই যে যে সকল স্থানে এপ্রকার করারদাদ হইত তথায় ইহা স্থির রাখিলে সেই সকল রকম টাকা সরকারেও চলন থাকে অতএব ১৯ সন টাকার উপর অন্য রকম টাকার পরিসংখ্যা স্থির রাখণ অন্যায় ও তাহার চলন রাখণে সর্ব্বতোভাবে দৌরাত্ম্য ও অবিচার জ্ঞান হয়। ২ দ্বিতীয় উদ্যোগ এই যেং কালে ১৯ সন রকম টাকা চলনের আবশ্যকতা নির্ণয় হয় তাহার পূর্ব্ব কালাতীত হইলে ১৯ সন রকমছাড়া অন্য রকম টাকার উপর যে খত ও করার হয় সে খতদিগরের টাকা কোন আদালতে উসুলের যোগ্য হইবেক না অতএব সকল লোকের উচিত যে তাহারা সকল দ্রব্যের মূল্য এবং দেওয়া ও লওয়ার দাঁড়া ও আপনারদিগের ব্যাপার কার্য্য ১৯ সন টাকার উপরেই করে ও হিসাব কিতাব রাখে। ৩ তৃতীয় উদ্যোগ এই যে উপরের লিখিত কালাতীত হইলে ১৯ সন টাকাছাড়া কোন রকম টাকা সরকারের খাজানায় লইতে নিষেধ হয় এবং এই তৃতীয় উদ্যোগহইতে কামনা এই যে সকল ভূম্যধিকারী ও ইজারদারেরা আপনারদিগের তাবের তালুকদারেরদের ও প্রজাবর্গাদির স্থানে আপনারদিগের পাওনা খাজানায় ১৯ সন টাকা তলব করে ও সেই সকল তালুকদারপ্রভৃতিতেও বস্ত্রবিন্যাসিপ্রভৃতি শিল্পকার অর্থাৎকাপড়বুনা বেপারিদিগের কারীগরেরদের স্থানে আপনারদিগের দ্রব্যাদি বিক্রয় করিবাতে সেই রকম টাকা চাহে তদনুসারে কারীগরেরাও মহাজনেরদের ও ব্যবসায়িদিগের স্থানে আপনারদিগের সামগ্রীর মূল্য সেই রকম টাকা লয় তবে এই সেরেস্তা স্থির হইবাতে এই সকল লোকের উভয়ত যে জিলার চলন যে রকম টাকা যথায় লইবার ইচ্ছা পূর্ব্বে ছিল তাহা লোপ পাইয়া ১৯ সন টাকা লইতে ও অন্য রকম ফিরাইতে সকলের ইচ্ছা উত্থাপন হয়। ৪ চতুর্থ উদ্যোগ এই যে শহর পাটনা ও শহর ঢাকা ও শহর মুরশিদাবাদে টাকশাল স্থির হইয়া তথায় সকল টাকা শহর কলিকাতার টাকশালের টাকার প্রতিমূর্ত্তিতে জরব হয় ও এই উদ্যোগ স্থির না হইয়া

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৩৫ পঞ্চত্রিংশৎ আইন।

১১ সন রকম টাকার উপর অন্য রকম টাকার সমতা রাখণে অত্যাচার ও অলাভ জা না যায় এইহেতুক যে যে সকল লোকে পুরাতন রকম টাকা রাখে তাহারা পুরাতন রকম টাকা বদলাইয়া নূতন রকম টাকা বিনানোকসানে লইতে পারে এমত উদ্যোগ ধার্য্য না হইলে পোতদারদিগের নিকট নয়া রকম টাকা খরীদ করিতে যেমত উৎপাত গ্রস্ত হইত ও পোতদারেরাও তাহারদিগের স্থানে আপনারদিগের লাভাকাঙ্খায় এবং ১১ সন টাকা চলনের অবধারণের বাধাকরণের নিমিত্ত তাহারব দলে অধিক বাট্টা চাহিত তেমত উৎপাতহইতে মুক্তহইতে পারে না অতএব এমত ধার্য্য হয় যে যাবৎ ১১ সন টাকা চলনের আবশ্যকতাজন্য স্থানেং টাকশাল স্থির রহে তাবৎ সর্ব্বতোভাবে লা ভোদয়ে বিনাব্যয়ে ও ব্যামোহে ঐ সকল টাকশালহইতে নূতন টাকা সকল লোকে সর্ব্ব দাই পায় ও ইহা সেওয়ায় পোতদারদিগের ব্যাপকতা অর্থাৎ হাতমারাও ইহাতে হারায় বিশেষতঃ উপরের লিখিত সকল উদ্যোগ চলনের লাভ এই জানা যায় যে পু রাতন রকম টাকার চলন সর্ব্বত্র স্থকিত হইলে সে সকল টাকা যাহারদিগের স্থানে থাকে তাহারদিগের স্থানহইতে আবশ্যকতাক্রমে ১১ সন টাকা জরবের কারণ টাক শালে দাখিল হইয়া তথায় প্রকৃত মূল্যে অর্থাৎ ধাতুর তুল্যে হিসাব হইবেক অতএব নিশ্চিত এই যে কিছু কাল ব্যাজে পুরাতন ও কমওজন সকল টাকার প্রকৃত মূল্যে ১১ সন সিক্কা টাকার সহিত পারথে যাহা হয় তাহাই হইবেক। এবং রূপার টাকা জরব ও চলনের সেরেস্তায় যে সকল বিরুদ্ধ হইয়াছে সেই প্রকার বিরুদ্ধ সোণার মোহ রের বিষয়ে যে আইন ও দস্তুর ছিল তদনুসারে যাবদীয় মোহরেও দৃষ্ট হইল তাহার বেওরা এই যে এ সকল দেশে নওয়াবী আমলে বরং ইঙ্গরেজী ১৭৬৬ সালপর্য্যন্ত সে সকল মোহর কি সরকারের বিষয়ে কি অন্যং লোকের ব্যাপারে সর্ব্বত্র চলন হয় নাই ও তাহার মূল্যের সংখ্যাও কিছু কালক্রমের হাকীমের সরকারহইতে ধার্য্য হইয়া ছিল না কেবল লোকদিগের কার্য্য চলিবেক এই দৃষ্টে জরব হইয়াছিল ও তাহার মূল্য বাজারে অন্য দ্রব্যাদির ন্যায় কখন অল্প কখন বিস্তর হইত এইহেতুক যে এ সকল দেশে সমস্ত লোকের দেওয়া ও লওয়া ও সমস্ত ব্যাপার কার্য্য কেবল রূপার টাকায় চলিত। প্রথম বারে মোহরের মূল্যের সংখ্যা যাহা সরকারহইতে স্থির হইয়াছিল তাহা সকল লোকের দেওয়া ও লওয়া ও ব্যাপার কার্য্যে সেই ইঙ্গরেজী ১৭৬৬ সালেই চলন ছিল অতএব সে সময়ে মোহর জরব হইয়া সরকারের হুকুম জারী হইয়াছিল যে সে সকল মোহরের ফিমোহর সিক্কা ১৪ চৌদ্দ টাকার হিসাবে চলে কিন্তু পশ্চাৎ জানা গেল যে রূপা ও সোণা উভয় ধাতুতে যে মূল্য অবধারিত আছে তাহার সম্পর্কে সে সকল মোহরের মূল্য প্রকৃতার্থে সে টাকার সাক্ষাৎ অনেক কম ছিল এ কারণ চলিতে না পারিয়া সে রকম সকল মোহর সরকারে পুনর্ব্বার দাখিল হইয়া অদ্যাবধি যে সকল মোহর চলে ইহা ইঙ্গরেজী ১৭৬৯ সালে জরব হইয়া সর কারের হুকুম প্রকাশ পাইয়াছে যে সে সকল মোহরের ফিমোহর সিক্কা ১৬ ষোল

টাকার

টাকার হিসাবে সমস্ত দেওয়া ও লওয়ায় ও ব্যাপার কার্য্যে চলে ও সে সকল মোহরের প্রকৃত মূল্য সিক্কা ১৬ ষোল টাকার সমান জানা যায় সমতাতেও তাদৃশ কম নহে অর্থাৎ তুল্য কিন্তু সে সকল মোহর ইঙ্গরেজী ১৭৬৬ সালে সেই সনের সকল মোহর অধিক মূল্যে চলনের বিষয়ে যে হুকুম হইয়াছিল তৎসংঘটনে কিম্বা ঐ শেষের জরবের মোহরের মূল্য যে হউক তাহা গরিব দুঃখি লোকদিগের ও যাবদ্দেশস্থ ব্যক্তির বিষয় ব্যাপারে অকর্ম্মণ্য হয় তাহার বিভাগ রেজগী হইলে তাহাতে ঐ সকল লোকের সমস্ত কর্ম্ম চলে তাহা জরব না হইবার হেতুতেই বা অথবা অন্য কারণাদিতেই বা হউক কেবল শহর কলিকাতায় সরকারের ও সমস্ত লোকের সকল কারবারে সিক্কা ১৬ ষোল টাকা মূল্যে চলে অন্যং স্থানে অল্পই চলে ও তাহা সকল জিলায় না চলিবাতে এ মত দৃষ্ট হইল যে পোতদারেরা আপনারদিগের কাবুতে পাইয়া যেমত পূর্ব্বে রূপার টাকার বিষয়ে কদর্য্যতা করিয়াছিল সেই মত কদর্য্যতা অর্থাৎ অধিক লাভাকাঙ্ক্ষা মোহরের বিষয়েও করিয়াছে তাহার বেওরা এই যে সময়ক্রমে কেহ শহর কলিকাতার খাজানাখানায় টাকার বরাৎ পাইলে সে সেই বরাতে ফিমোহরে সিক্কা ১৬ ষোল টাকার হিসাবে ধরিয়া মোহর পায় কিন্তু সকল জিলায় মোহর চলে না এ কারণ সে লোকের সময়ক্রমে কোন জিলায় কিছু দ্রব্য ক্রয়করণ কিম্বা আগামী অথবা তাগাদীক্রমে নগদ টাকা দেওয়া আবশ্যক হইলে সেই সকল মোহরের বদলে কোন পোতদারের স্থানে সেই জিলার চলন টাকা কিম্বা তাহার হুণ্ডী লয় এইহেতুক সেই পোতদারেও নগদ টাকা লইবাতে তাহার বাট্টা লয় এবং হুণ্ডী লইলেও তাহার সরফ ও হুণ্ডীয়ান কাটিয়া লয় আর যে কালে সরকারের খাজানায় টাকা দিবার চেষ্টা হয় সে কালে পোতদারেরা যে সকল মোহর বাট্টাবাদে সুলভে লইয়া থাকে সেই সকল মোহর পূরা নিরিখে দেয় এইমতে সকল মোহর সতত সময়যোগে সরকারের খাজানায় ফেরে ও যে কালে সরকারের খাজানাখানাহইতে বাহির হয় সে কালে সেই পোতদারেরা পুনর্ব্বার তাহার উপর বাট্টা ধরিয়া লয় আর সকল জিলায় মোহর না চলনপ্রযুক্ত শহর কলিকাতায় দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয়েও সর্ব্বদাই মোহরের বদলাই বাট্টা বাদ হয় অতএব যে সকল উদ্যোগ সকল দেশে মোহরের চলনার্থে করণ উচিত জানা যায় তাহার বেওরা এক এই যে এই বিষয় শোহরত হয় যে সরকারের সকল খাজানায় ও সরকারের পাওনা যে বিষয়ে থাকে তাহাতে সকল জিলাতেই ফিমোহর সিক্কা ১৬ ষোল টাকা দরে ধরিয়া মোহর লওয়া যায়। দ্বিতীয় এই যে সে সকল মোহর সকল লোকের আপোসী ব্যাপার কার্য্যে ও দেওয়া ও লওয়ায় সকল দেশে চলনের অবধারণ হয়। তৃতীয় এই যে মোহরের রেজগী অনেক জরব হয়। চতুর্থ এই যে যে সোণা জরব হওনার্থে টাকশালে উপস্থিত হয় তাহার উপর কিছু হাসিল নিরূপণ হয়। এই সকল উদ্যোগের মনস্থ এই যে সংপ্রতি রূপার আমদানীহইতে সোণার আমদানীতে যে লাভ আছে তাহা অল্প হইয়া মোহরের আধিক্য যথেষ্ট হয়। ইঙ্গ

রেজী

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৩৫ পঞ্চত্রিংশৎ আইন।

রেজী ১৭৯২ সালের ২০ জুন ও ২৪ অক্টোবর ও ৩১ নবেম্বর তারিখে যে সকল আইন জারী হইয়া উপরের লিখিত যাবদীয় হেতু দর্শিয়াছিল সেই সকল হেতু কথনে অর্থাৎ বয়ান হইতে এমত অনুমান হয় যে তদনুসারে সমস্ত লোকে মোহর ও টাকা জরবের নির্য্যাস জ্ঞাত হইয়া এই যে সেরেস্তা না হইলে পোতদারান সেওয়ায় কাহারো লাভ নাই ইহা জারী হইবাতে তাহারদিগের এমত ভুলান ও বদমামলী হইতে আপনারদিগের রক্ষা করিতে পারে অতএব উপরের প্রস্তাবকরা সকল আইনকে তাহার লিখিত অনেক বিষয় পরিবর্ত্ত করিয়া প্রথমহইতে পরিষ্কার করা গেল ইতি।

২ ধারা।

কলিকাতাছাড়া তিন শহরে টাকশাল ধার্য্য হইবার ও তথায় যে রকম মোহর ও টাকা জরব হইবেক তাহার কথা।

মোহর ও সিক্কা টাকার ওজন ও পরখের কথা।

কলিকাতা শহরের টাকশালছাড়া শহরপাটনা ও শহরঢাকা ও শহরমুরশিদাবাদে একং টাকশাল ধার্য্য হইয়া সেই সকল টাকশালে ১৯ সন মোহর ও ১৯ সন সিক্কা টাকা পৃথক লিখনানুসারে ওজন ও পরখে এবং মোহর ও টাকার রেজগী আদুলী ও সিকী রকমে জরব হইবেক। ১৯ সন মোহরের ওজন ও পরখের বেওরা এই যে বাঙ্গলা ওজন ফিমোহর ১৵ সতের আনা ইহার পরখ।

১০০ একশত অংশের মধ্যে কুঞ্চন অর্থাৎ নিষ্কানি .... ৯৯।৹
চাসনী অর্থাৎ ভাঁজ ৮০
১৯ সন সিক্কা টাকার ওজন ও পরখের বেওরা এই যে বাঙ্গলা
ওজন তঙ্কা প্রতি .... ১ ষোল আনা
ইহার পরখ। ১০০ একশত অংশের মধ্যে খাঁটী .... ৯৭৮৴১৩১ –
সম্মিষ্ট অর্থাৎ খাদি .... ২৴৬৷৷=

৩ ধারা।

দ্বিতীয় ধারার লিখনানুসারে ওজন ও পরখে যে সকল মোহর ইঙ্গরেজী ১৭৬৯ সালের ২০ মার্চ ইস্তক জরব হইয়াছে ও পশ্চাৎ যাহা জরব হয় তাহার ফিমোহর সিক্কা ১৬ ষোল টাকার হিসাবে চলিবার কথা।

সরকারের খাজানাখানার আমলায় ঐ মোহর সিক্কা ১৬ ষোল টাকার হিসাবে না লইলে তগীর হইয়া আদালতের খরচা ও ফরিয়াদীর নোকসান দিবার কথা।

যে সকল মোহর ২ ধারার লিখনানুসারে যে ওজন ও পরখে ইঙ্গরেজী ১৭৬৯ সালের ২০ মার্চহইতে শহরকলিকাতার টাকশালে জরব হইয়াছে ও পশ্চাৎ ঐ টাকশালে ও শহরপাটনা ও শহরঢাকা ও শহরমুরশিদাবাদের সকল টাকশালে জরব হয় সে সকল মোহর তাহার রেজগীর সহিত সরকারের ও সমস্ত লোকের সমস্ত ব্যাপার কার্য্যে তিন সুবার মধ্যে ফিমোহর ১৯ সন সিক্কা ১৬ ষোল টাকার হিসাবে চলন রহিবেক। ইহাতে সরকারের খাজানাখানার আমলাদিগের কেহ সেই সকল মোহর ও তাহার রেজগী ঐ হিসাবে না লইলে সকল জিলা ও শহরের আদালতের কোন দেওয়ানী আদালতে তাহা প্রমাণ হইলে তথাকার জজসাহেব তাহাকে তাহার কার্য্যহইতে তগীর করিয়া তাহার স্থানহইতে আদালতের খরচা এবং ফরিয়াদীর ক্ষতিক্রমে দণ্ড মোকদ্দমা বুঝিয়া যাহা উচিত হইবেক তাহা ফরিয়াদীকে দেওয়াইবেন ইতি।

৪ ধারা।

সিক্কার পরখসহী কিম্বা তাহাহইতে ভাল রুপা টাকশালে উপস্থিত হইলে সেই পরখের সমানে বিনাখরচে তাহার বদলে সিক্কাটাকা দেওয়া যাইবার কথা।

কেহ রুপা এবং পুরাতন ও কমওজন টাকা টাকশালে দিয়া তাহার বদলে ১৯ সন সিক্কা টাকা কিম্বা তাহার রেজগী লইতে চাহিলে সে রুপা ও সেই টাকার রুপা যদি ১৯ সন সিক্কা টাকার রুপার পরখের সমান হয় তবে যত সিক্কার ওজনে সে রুপা ও টাকা দাখিল করিবেক তত টাকা সিক্কা ১৯ সন ও তাহার রেজগীতে পাইবেক আর যদি সে রুপা ও টাকার রুপা সিক্কা টাকার রুপাহইতে ভাল হয় তবে যে আন্দাজে সরফ হয় সেই আন্দাজ সরফসমেত সিক্কা ১৯ সন টাকা ও তাহার রেজগী বদল পাইবেক তাহাতে কোন খরচ লাগিবেক না ইতি।

৫ ধারা।

কেহ ১৯ সন সিক্কা হইতে মন্দ পরখ রুপা টাকশালে দিলে তাহা ১৯ সন সিক্কার পরখ সহী করিয়া ফিশত ভরী ৷৷৹ বারো আনার হিসাবে খরচা বাদে বাকী ওজন ভরিয়া সিক্কা টাকা বদল দেওয়া যাইবার কথা।

কেহ রুপা এবং পুরাতন ও কমওজন টাকা টাকশালে দিয়া তাহার বদলে ১৯ সন সিক্কা টাকা ও তাহার রেজগী লইতে চাহিলে সে রুপা ও সেই টাকার রুপা ১৯ সন সিক্কা টাকার পরখহইতে মন্দ হয় তবে তাহা গলাইয়া ১৯ সন সিক্কা টাকার পরখ সহী করিতে ফিশত ভরী ৷৷৹ বারআনা খরচা বাদে বাকী ওজন ভরিয়া ১৯ সন সিক্কা টাকা ও তাহার রেজগী বদল পাইবেক ইতি।

৬ ধারা।

কেহ সোণা ও রুপা ও পুরাতন ও কমওজন মোহর ও টাকা টাকশালে দিলে তাহাতে মোহর ও টাকা ও রেজগী তাহার ইচ্ছাক্রমে জরব হইবার কথা।

কেহ সোণা কিম্বা পুরাতন ও কমওজন মোহর টাকশালে দিয়া তাহার বদলে সেই সংখ্যাক্রমে ১৯ সন মোহর ও তাহার রেগজী আধুলী ও সিকী সমানাংশে কিম্বা অল্পবিস্তর করিয়া অথবা সমস্তই মোহর কিম্বা সমুদয় রেজগী লইতে চাহিলে তাহার ইচ্ছাক্রমে জরব হইবেক আর তদনুসারে কেহ রুপা এবং পুরাতন ও কমওজন টাকা দিয়া তাহার বদলে ১৯ সন সিক্কা টাকা ও তাহার রেজগী চাহিলেও উপরের লিখনানুসারে কার্য্য হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

সকল মোহর ও টাকার কিনারায় জরবের মুখে নক হইবার এবং জরবের সাঁচ মোহর ও টাকার সর্ব্বাঙ্গযোড়া সমান করিবার কথা।

মোহর ও টাকা তামা করিতে ও ছাঁটিতে ও চাঁচিতে ও মেকী করিতে ও অন্য কোন প্রকারে মন্দ করিতে না পারে এ কারণ সকল মোহর ও টাকার কিনারায় জরবের মুখে নক্ল হইবেক এবং জরবের সাঁচ সেই সকল মোহর ও টাকার সর্ব্বাঙ্গযোড়া সমান গঠন হইবেক তবেই সকল মোহর ও টাকার সমুদয় অক্ষর পুরা নক্ল জরবের মুখে হইতে পারিবেক ইতি।

৮ ধারা।

সকল টাকশালের জরব হওয়া মোহর ও টাকার অবয়ব ও ওজন ও পরখ

পাটনা ও ঢাকা ও মুরশিদাবাদ ও কলিকাতার টাকশালে যে সকল ১৯ সন মোহর ও ১৯ সন টাকা ও তাহার রেজগী জরব হইবেক তাহা সমস্তই তুল্যমূর্ত্তি ও ওজন ও

পরখ

পরখ ও অক্ষর ও কিনারার নক্স চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইবেক অর্থাৎ দেখা যাইবেক। মূর্ত্তি ও নক্সে ব্যতিক্রম না হইতে পারিবার জন্য জরবের সাঁচ সমস্তই কলিকাতার টাকশালে নির্ম্মাণ হইয়া পাটনা ও ঢাকা ও মুরশিদাবাদের টাকশালের সাহেবদিগের নিকট যাইবেক পরে যদি মফঃসলে সেই সকল সাঁচ ভাঙ্গে কিম্বা কার্য্যের অনুপযুক্ত হয় তবে তথাহইতে ফিরিয়া কলিকাতার টাকশালে আসিবেক ইতি।

ও অক্ষর ও নক্স একপ্রকারেই হইবার কথা।

সকল টাকশালের জরবহওয়া মোহর ও টাকার অবয়ব ব্যতিক্রম না হইবার কারণ যেউদ্যোগকরণ স্থির হইল তাহার কথা।

৯ ধারা।

ঐ ৪ চারি টাকশালে যে সকল মোহর ও টাকা জরব হইবেক তাহা সর্ব্বত্র সরকারী কিম্বা অন্যং সকল লোকের যাবদীয় ব্যাপার কার্য্যে ও দেওয়া ও লওয়ায় মোকররী নিরিখে চলন হইবেক ইতি।

ঐ ৪ চারি টাকশালে যে সকল মোহর ও টাকা জরব হইবেক তাহা সকলের সমস্ত ব্যাপার কার্য্যে চলিবার কথা।

১০ ধারা।

সকল টাকশালের নিমিত্তে মোহর ও টাকা ও তাহার রেজগীর জরবকারণ যে সকল সাঁচ নির্ম্মাণ হয় তাহাতে কলিকাতার টাকশালের সাহেব নিজের একং চিহ্ন অপ্রকাশে এমত করিবেন যে তাহা সকলের চক্ষুর গোচর না হয় এবং যেকালে সেঁ সকল সাঁচ বদলাইয়া নয়া সাঁচ নির্ম্মাণ করা যায় সে কালে তাহাতে সে চিহ্ন না করিয়া যদি অন্য চিহ্ন করিতে ভাল বুঝেন তাহা করিবেন ও যে চিহ্ন করেন্ তাহার নিদর্শন আপন স্থানে রাখিবেন সেই সকল সাঁচে অপ্রকাশে চিহ্ন রাখিবার হেতু এই যে সময়ক্রমে কোন মোহর ও টাকা তামা ও মন্দ পরখ হইলে সেই চিহ্নক্রমে জানা যাইবেক যে কোন্ টাকশালে সে মোহর ও টাকা জরব হইয়াছে ইতি।

সকল টাকশালের কারণ যে সকল সাঁচ নির্ম্মাণ হয় তাহাতে কলিকাতার টাকশালের সাহেব তাঁহার নিজের একং চিহ্ন অপ্রকাশে রাখিবার কথা।

১১ ধারা।

শহরপাটনা ও শহরঢাকা ও শহরমুরশিদাবাদের ফৌজদারীর সাহেবদিগেরে হুকুম আছে যে দুইং সপ্তাহের মধ্যে একবার কিম্বা যতবার উচিত জানেন্ যে সময়ে জরবের কার্য্য হয় সেইং সময়ে আপনং মোতালক শহরের টাকশালে তথাকার কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবের অজ্ঞাতে গিয়া সমস্ত মোহর ও টাকা ও রেজগী জরবের সময়ে তাহার যন্ত্রের গোড়ায় যে রাশি হয় তাহাহইতে ঝটিতেই আপন হস্তে মোহর ও টাকা ও রেজগী তিনং খান উঠাইয়া লইয়া তাহা বজিনিস অর্থাৎ যেমত উঠাইয়া লইবেন তেমতই কলিকাতার টাকশালের সাহেবের নিকট চালান করিবেন কলিকাতার টাকশালের সাহেব সেই সকল খান পরখ করিয়া যদি তাহার পরখ ও গঠনের কিম্বা তদ্ভিন্ন কিছু হানি নিশ্চয় বুঝেন্ তবে তাহার বেওরা শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে এত্তেলা করিবেন ইতি।

যে উদ্যোগে সকল টাকশালে মোহর ও টাকা মন্দ পরখ ও দোষান্বিত জরব না হয় তাহার কথা।

১২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৩৫ পঞ্চত্রিংশৎ আইন।

১২ ধারা।

যে কেহ সোণা ও রূপার জরবহওয়া মন্দ ও দোষান্বিত করে তাহার শাস্তির কথা।

যে কেহ সোণা ও রূপার জরবহওয়া মোহর ও টাকাদিগর তামা করে কিম্বা ছাঁটে ও চাঁচে অথবা মেকী কিম্বা প্রকারান্তরে মন্দ করে তবে তাহাকে ফৌজদারী আদালতে পাঠান যাইবেক তথায় শরার হুকুমমাফিক তাহার উপযুক্ত শাস্তি হইবেকইতি।

১৩ ধারা।

মোহর ও টাকা ও রেজগীতে আপনারদিগের কিছু নিশান দিতে সকল লোককে নিষেধ হইবার কথা।

যে মোহর ও টাকা ও রেজগীতে এমত নিশান থাকিবেক তাহা চলিবার উপযুক্ত না হইবার কথা।

সরকারের মালওয়াজিবী ও প্রজাদিগের খাজানা উসুল তহসীলের ব্যাপারের ও শ্রীযুত ইঙ্গরেজ কোম্পানী বাহাদরের সংসারের তেজারতী জিনিসপত্র তৈয়ারীর অর্থাৎ বস্ত্রাদি মহাজনী কার্য্যের ও নেমকপোখ্তানীর ও আফীনের কারখানার কর্ম্ম কর্ত্তা সাহেবদিগকে ও গোমাস্তাওগয়রহ সমস্ত আমলা ও সমস্ত ভূম্যধিকারী ও ইজারদার ও তাহারদিগের তাবের তালুকদার ও ইজারদার ও প্রজাবর্গাদি যাবদীয় লোককে বারণ আছে যে তাঁহারদিগের কেহ সোণা ও রূপার জরবের উপর আপনার কোন নিশান না করেন্ যদি কোন মোহর কিম্বা টাকা অথবা রেজগীতে কিছু নিশান করেন্ তবে সে মোহর ও টাকাদিগর সরকারের কিম্বা অন্য লোকদিগের কোন কার্য্যে চলিবেক না। এবং সরকারী সকল আমলাকে হুকুম আছে যে যে মোহর ও টাকা ও রেজগীতে এমত নিশান থাকে তাহা যদি কেহ সরকারী খাজানায় দেয় তাহা না লন্ ইতি।

১৪ ধারা।

১৯ সন সিক্কা সেওয়ায় অন্যং রকম টাকা ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ১০ আপ্রিলতক সরকারী খাজনায় এই ধারার লিখনানুসারে যে বাট্টাবাদে লওয়া যাইবেক তাহার কথা।

যে যে জিলায় ১৯ সন সিক্কা টাকার চলন বিস্তর না হইয়া থাকে সেইং জিলার সকল ভূম্যধিকারী ও ইজারদারেরা আপনারদিগের মালগুজারী যাহা মোহরে করে তাহা বাদে বাকী বেবাক ১৯ সন সিক্কা টাকায় করিবেক তাহাতেও যদি সকল বাকী আদায় না হয় তবে সে সকল জিলার চলন অন্যং রকম টাকা দিয়া বাকী নিকাশ করিতে পারিবেক ও ১৯ সন সিক্কা সেওয়ায় যে যে রকম টাকা দিবেক তাহার বাট্টার নিরিখ কলিকাতার টাকশালের পরখমাফিক ১৯ সন সিক্কা টাকার সমানমূল্য হইতে নীচের লিখনানুসারে যাহা নিরূপিত হইল তাহা বাদে ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের তারিখ ১০ আপ্রিল মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০১ সালের ৩০ চৈত্র মওয়াফেকে ফসলী ১২০১ সালের ২৫ চৈত্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২০১ সালের ৩০ চৈত্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫১ সালের ২৫ চৈত্র মোতাবেকে হিজ্রী ১২০৮ সালের ৯ রমজানপর্য্যন্ত লওয়া যাইবেক।

টাকার রকম	ওজন সিক্কা ভরী	১৯ সন সিক্কা সহী
মুরশিদাবাদী ও পাটনাই ও ঢাকাই সিক্কা	১০০	১০০

ফুলীসনাত

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৩৫ পঞ্চত্রিংশৎ আইন।

টাকার রকম	ওজন সিক্কা ভরী	১৯ সন সিক্কা সহী
ফুলী সনাত	১০০	১০০
চলীমহম্মদশাহী	ঐ	৯৯॥০
মনিসুরতী বড় রকম অর্থাৎ থামুয়া	ঐ	৯৯॥০
বারানশী সিক্কা	ঐ	৯৯॥০
বিশসন আড়কাট	ঐ	৯৭৬৵১০
সনাত সাবেক ও ঢাকা	ঐ	৯৭॥০
ফরসী আড়কাট	ঐ	৯৭৷৵১০
ফরানিসী আড়কাট	ঐ	৯৭
পাঠানিয়া আড়কাট	ঐ	৯৬॥৶১০
আওরঙ্গজেবী আড়কাট	ঐ	৯৬॥৶১০
গরসাল	ঐ	৯৬॥৶১০
মান্দরাজী নয়া আড়কাট	ঐ	৯৬৷১৫
আড়কাট মসলীবন্দরী ও ঝাড়দার	ঐ	৯৬
পাটনাই পুরাতন সনাত	ঐ	৯৬
বারাণশী পুরাতন টাকা	ঐ	৯৩৬৵১০
মান্দরাজী পুরাতন আড়কাট	ঐ	৯৩৬৵১০
ফররোখাবাদী	ঐ	৯৫৬১১
জাহাজী আড়কাট	ঐ	৯৫॥৶৫
ছাটুয়া আড়কাট	ঐ	৯৫॥৶৫
কলিকাতাইও মুরশিদাবাদী আড়কাট	ঐ	৯৫৷৵১০
পুরাতন আড়কাট	ঐ	৯৫৶৫
ওলন্দেজী আড়কাট	ঐ	৯৫
সুরতী আড়কাট	ঐ	৯৪
বারাণশী ত্রিশূলী	ঐ	৯২৷৵১০
অজিরী	ঐ	৬৩
নারাণী নয়া আদটাকী	ঐ	৬৩

১৫ ধারা।

উপরের লিখিত নক্সার হিসাবমতে অন্যাং রকম টাকা খাজানায় লইবার কথা।

১৯ সন সিক্কার সহীতে অন্যাং রকম টাকার মূল্য যে হিসাবে ধরিয়া লওয়া যাইবেক তাহার সন্দেহভঞ্জনার্থে স্পষ্ট করা যাইতেছে যে ১৯ সন সিক্কা টাকার সহিত বদলে অন্যাং রকম টাকার মূল্য ফিশতে যত হইতে উপরের লিখিত হিসাবের নক্সায়

 নিদর্শন

নিদর্শন আছে তদনুসারে সেই সকল রকম টাকার মূল্য ১৯ সন সিক্কা টাকার সঙ্গে হিসাব হইবেক ইতি।

১৬ ধারা।

১৪ ধারার লিখিত রকমওয়ারী টাকা সেওয়ায় অন্য রকম টাকা সরকারী খাজানায় লইবার দাঁড়ার কথা।

উপরের লিখিত হিসাবের নক্সার রকমওয়ারী টাকা সেওয়ায় অন্য রকম টাকা কেহ সরকারী খাজানাখানায় দিলে সে টাকা নজর পরখাইর নিমিত্ত সেই কর্ত্তা কিম্বা তাহার গোমাস্তার সাক্ষাৎ গড়ে সেই রকম টাকার ১০০ এক শতটাকা লইয়া তাহার নিকটে যে টাকশাল থাকে তথায় পাঠান যাইবেক সেই টাকশালের নজর পরখাইতে সে টাকার প্রকৃত মূল্যের বদলে ১৯ সন সিক্কা যত টাকা নিশ্চয় হয় সেই মাফিক সে লোক যত টাকা দেয় তাহা ১৯ সন সিক্কার সঙ্গে মজুরা পাইবেক তাহাতে যদি সে সকল টাকার পরখ ১৯ সন সিক্কা টাকার পরখহইতে কম হয় তবে সে লোক যত টাকা দেয় তাহা ১৯ সন সিক্কার পরখসহী করিতে ফিশতে ৸০ বার আনা খরচা লওয়া যাইবেক ইতি।

১৭ ধারা।

সনাতওগয়রহ যে সকল টাকা সরকারের খাজানায় দাখিল হয় তাহা জরবকারণ টাকশালে পাঠাইবার কথা।

১৪ চতুর্দ্দশ ও ১৬ ষোড়শ ধারার লিখনানুসারের যেং রকম টাকা সরকারী খাজানায় দাখিল হয় তাহা কোন প্রকারে কিছু খরচ না করিয়া টাকশালে পাঠান যাইবেক তথায় সে সকল রকম টাকা ভাঙ্গিয়া ১৯ সন সিক্কা জরব হইবেক ইতি।

১৮ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ১০ আপ্রিলের পর ১৯ সন মোহর ও ১৯ সন সিক্কা টাকা ও তাহার রেজগী সেওয়ায় অন্যং রকম মোহর ও টাকা না চলিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ১০ আপ্রিলের পর ১৯ সন মোহর ও ১৯ সন সিক্কা টাকা ও তাহার রেজগী সেওয়ায় কোন রকম মোহর ও টাকা সরকারে লওয়া যাইবেক না এবং তথাহইতে দেওয়া যাইবেক না এবং ঐ তারিখের পর ১৯ সন মোহর ও ১৯ সন সিক্কা টাকা ও তাহার রেজগী সেওয়ায় অন্য রকম মোহর ও টাকা ও তাহার রেজগী সরকারী ও অন্যং লোকের দেওয়া ও লওয়া ও ব্যাপার কার্য্যেও চলিবেক না ইতি।

১৯ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ১০ আপ্রিলের পূর্ব্বে যে সকল খতপত্রাদি ১৯ সন মোহর ও ১৯ সন সিক্কা সেওয়ায় অন্য রকমের উপর হইয়াছে তাহার টাকা দেনদারের ইচ্ছা

ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ১০ আপ্রিলের পূর্ব্বে খতপত্রাদি যে সকল লিখন ও একরার লিখনানুসারে ও বাচনিক অর্থাৎ লেখায় ও জোবানীতে ১৯ সন মোহর ও ১৯ সন সিক্কা টাকা ও তাহার রেজগী সেওয়ায় অন্যং রকম মোহর ও টাকার উপর হইয়া থাকে সে সকল মোহর ও টাকা যদি ঐ তারিখের পূর্ব্বে শোধ না হইয়া থাকে তবে

সেই

সেই দেনাদারের ইচ্ছাক্রমে সেই খতআদির লিখিত রকম মোহর ও টাকা সেই দেনায় দিবেক নতুবা ১৪ চতুর্দ্দশ ধারার লিখনানুসারের হিসাবমাফিক ১৯ সন সিক্কা টাকা দিতে পারিবেক ইতি।

ক্রমে সেই রকম দিবার কিম্বা বাট্টাবাদে ১৯ সন মোহর অথবা ১৯ সন সিক্কা টাকা দিতে পারিবার কথা।

২০ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ১০ আপ্রিলের পর ১৯ সন মোহর ও ১৯ সন সিক্কা টাকা ও তাহার রেজগী সেওয়ায় অন্য রকম মোহর ও টাকার উপর যে সকল খতআদি লিখন ও একরার লেখা কিম্বা জোবানীতে হয় সে সকল খতপত্রাদি যে রাখিবেক সে তাহার টাকা কোন আদালতের বিচারক্রমে পাইবেক না ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ১০ আপ্রিলের পর যে খত ১৯ সন মোহর ও টাকা ও তাহার রেজগী ভিন্ন অন্যরকমের উপর হয় তাহার টাকা কোনো আদালতের বিচারে না পাইবার কথা।

২১ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ১০আপ্রিলের পর সরকারের মহাজনী কারখানা খাতামহাল ও নিমক মহালওগয়রহে সকল একরারেই ১৯ সন মোহর ও ১৯ সন সিক্কা টাকার জিগির লেখা যাইবেক। আর সকল ভূম্যধিকারী ও ইজারদারেরদিগকে নিষেধ আছে যে আপনারদিগের তাবের ইজারদার ও প্রজাবর্গ ও তালুকদারেরদের সহিত ঐ ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ১০ আপ্রিলের পর ১৯ সন মোহর ও ১৯ সন সিক্কা টাকাছাড়া অন্য রকমের উপর কোন একরারপত্র না করে যদি এই নিষেধের অন্যথায় করারদাদ করে তবে তদনুসারে তাহারদিগের যত টাকা বাকী আটক হইবেক তাহা কোন আদালতের বিচারে উসুলের উপযুক্ত হইবেক না সেই বাকী টাকা আপনারদিগের দণ্ডের স্বরূপ জানিবেক ইতি।

পশ্চাৎ সরকারের ও এদেশস্থ সকল মালগুজারওগয়রহের সমস্ত করারদাদ ১৯ সন মোহর ও টাকার উপর হইবার কথা।

অন্যপ্রকার টাকার নিদর্শনে যে করারদাদ হয় তাহার বাকী টাকা উসুলের উপযুক্ত না হইবার কথা।

২২ ধারা।

যদি কেহ সরকারের পাওনা টাকা দিতে হইলে পরখসহী ও পূরা ওজন ১৯ সন সিক্কা টাকা কিম্বা তাহার রেজগী সরকারের কোন খাজানাখানায় দেয় ও সেই খাজানাখানার আমলায় তাহা না লইয়া তাহার স্থানে অন্য রকম টাকা চাহে বরং কেহ ১৮ ধারার লিখিত তারিখের পূর্ব্বে ১৪ ধারার লিখিত রকমওয়ারী টাকার মধ্যে কোন রকম টাকা ঐ ১৪ ধারার লিখিত নিরিখে দিলে তাহাও সে নিরিখে সেই আমলায় না লয় তবে তাহা তজবীজের এলাকা যে জিলা কিম্বা শহরের আদালতে থাকে সেই আদালতে তাহার এমতাপরাধ প্রমাণ হইলে তথাকার জজসাহেব সেই আমলাকে কার্য্য হইতে তগীর করিয়া সে বিষয়ের ফরিয়াদীর তহখরচ ও নোকসান সেই আমলার স্থানহইতে দেওয়াইবেন ইতি।

খাজনাখানার কোন আমলায় সরকারের পাওনা টাকায় ১৯ সন মোহর ও ১৯ সন সিক্কা টাকা না লইলে তাহার শাস্তির কথা।

২৩ ধারা।

২৩ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ১০ আপ্রিলের পর সরকারী কোন আমলায় ১৯ সন মোহর ও ১৯ সন সিক্কা টাকা সেওয়ায় অন্য রকম টাকা সরকারের পাওনায় লইলে কার্য্যহইতে তগীর হইবার ও দণ্ড দিবার কথা।

যদি ১৮ অষ্টাদশ ধারার লিখিত তারিখের পর সরকারের কোন আমলায় ১৯ সন মোহর ও ১৯ সন সিক্কা টাকা এবং তাহার রেজগী সেওয়ায় অন্য কোন রকম টাকা সরকারের পাওনা টাকায় লয় তবে যে আদালতে এ বিষয় প্রমাণ হয় তথাকার জজ সাহেব সেই আমলাকে কার্য্যহইতে তগীর করিবেন এবং তাহার অপরাধক্রমে যত টাকা দণ্ডকরণ কর্ত্তব্য হয় তত টাকা তাহার স্থানহইতে সরকারে দাখিল করাইবেন ইতি।

২৪ ধারা।

যে সোণা জরবের কারণ টাকশালে দাখিল হইবেক তাহার হাসিলের কথা।

যে সোণা ১৯ সন মোহরের সোণার পরখের সমান না হয় তাহা গলাইয়া ১৯ সন মোহরের পরখসহী করিতে তাহার সকল খরচ পোষাইবার জন্য এবং মনুষ্যদিগের সোণা দিয়া মোহর লইবার লাভ রূপা দিয়া টাকা লইবার লাভহইতে অধিক বোধ না হইবার কারণ যে সকল সোণা মোহর জরবের নিমিত্ত টাকশালে দাখিল হইবেক তাহার যগাত অর্থাৎ হাসিল নীচের লিখনানুসারে লওয়া যাইবেক। যে সোণা ১৯ সন মোহরের পরখের তুল্য অথবা উৎকৃষ্ট হয় তাহার ফিশত ভরী ২৷৷৹ আড়াই টাকা।

যে সোণা ১৯ সন মোহরের পরখহইতে শতকরা ইস্তক ৸৹ বার আনা লাগাইৎ ৫ পাঁচভরী পরিমাণে অপকৃষ্ট হয় তাহার ফিশত ভরী ২৸৹ এগার সিকা।

যে সোণা ১৯ সন মোহরের পরখহইতে শতকরা ইস্তক ৫ পাঁচ ভরী লাগাইৎ ১০ দশ ভরী পরিমাণে অধম হয় তাহার ফিশত ভরী ৩।৹ তের সিকা।

যে সোণা ১৯ সন মোহরের পরখহইতে শতকরা ইস্তক ১০ দশভরী লাগাইৎ ২০ কুড়ি ভরী পরিমাণে ন্যূন হয় তাহার ফিশত ভরী ৩৸৹ পনের সিকা।

২৫ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৬৯ সালের ২০ মার্চ্চের পর যে সকল মোহর জরব হইয়াছে ও এই আইনের নির্দ্ধারিত তারিখের পর যে সকল মোহর জরব হয় তাহার মধ্যের মোহর পুনর্ব্বার জরব হইতে তাহার খরচা না লইবার কথা।

পুরাতন ও কমওজন মোহর ও তাহার রেজগী যাহা ইঙ্গরেজী ১৭৬৯ সালের ২০ মার্চ্চের পর কলিকাতার টাকশালে জরব হইয়াছে তাহা এবং এই আইনের নির্দ্ধারিত তারিখের পর পাটনা ও ঢাকা ও মুরশিদাবাদ ও কলিকাতার টাকশালে যে মোহর ও তাহার রেজগী জরব হইবেক তাহা এই দুই রকম মোহর আদির মধ্যের যাহা যে কেহ পুনর্ব্বার জরবের কারণ টাকশালে দাখিল করিবেক তাহার জরবের খরচা কিছু লওয়া যাইবেক না ইতি।

২৬ ধারা

২৬ ধারা।

যে সোণা ও রুপা জরবের কারণ টাকশালে আমদানী হইবেক তাহা অগ্রপশ্চাৎ না করিয়া অগ্রের আমদানী অগ্রে পশ্চাতের আমদানী পশ্চাৎ প্রথমে নজরপরখাই পরে খাটি পরখ শেষে জরব হইবেক তাহাতে ১৯ সন মোহর ও ১৯ সন সিক্কা টাকার সমান পরখ যে সোণা ও রুপা টাকশালে আমদানী হইবেক তাহা নজর পরখাইর কালে পরখসহীর মতেই বহীতে লেখা যাইবেক ইতি।

টাকশালে সোণা ও রুপা যাহা দাখিল হয় তাহা নজর পরখাই ও খাটী পরখ ও জরব যে মতে হইবেক তাহার কথা।

২৭ ধারা।

১ প্রথম—কলিকাতা ও পাটনা ও ঢাকা ও মুরশিদাবাদের সকল টাকশালে সমস্ত লোকের দৃষ্টি কারণ সকল বহী নীচের লিখনানুসারে প্রস্তুত থাকিবেক।

২ দ্বিতীয়—যে সোণা ও রুপা টাকশালে আমদানী হইয়া নজর পরখাই না হইয়া থাকে সে সোণা ও রুপা যত যে তারিখে আমদানী হয় তত সেই তারিখে তাহার কর্ত্তার নামে এক বহীতে লেখা যাইবেক।

৩ তৃতীয়—যে সোণা ও রুপা টাকশালে দাখিল হইয়া নজর পরখাই হইয়া খাটীপরখ না হইয়া থাকে তাহা যে তারিখে নজর পরখাই ও যে তারিখে খাটী পরখ হয় সেই২ তারিখ ও তাহার কর্ত্তার নাম ও তাহার বদলে যত মোহর ও টাকা সেই কর্ত্তাকে দেওয়া যায় তাহা ও সেই মোহর ও টাকার নিদর্শনে সর্টিফিকট অর্থাৎ দাখিলা যে তারিখে সেই কর্ত্তাকে দেওয়া যায় ও যে তারিখে সেই সর্টিফিকটের মোহর ও টাকা সেই কর্ত্তা পায় তাহা সমস্ত এক বহীতে লেখা যাইবেক।

সকল লোকের দৃষ্টের কারণ যে সকল বহী টাকশালে প্রস্তুত থাকিবেক তাহার কথা।

২৮ ধারা।

শ্রীযুত ইঙ্গরেজ কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের মালের মোতালক কালেক্টরসাহেবেরা ও তেজারতী কুটীর সাহেবেরা ও নিমক পোক্তানীর কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবেরা ও কলিকাতার টাকশাল ও তাহার তাবে মফঃসল শহর পাটনা ও শহর ঢাকা ও শহর মরশিদাবাদের টাকশালের সাহেবেরা ও ঐ সকল সাহেবেরদের আমলার মধ্যে কেহ এই আইনের লিখিত হুকুমের ও পশ্চাৎ যে সকল হুকুম সোণা ও রুপা জরবের বিষয়ে হয় তাহার অন্যথায় কার্য্য করিলে সে সাহেবেরা ও আমলা যে জিলার আদালতের অধীন থাকিবেন সেই জিলার আদালতে তাঁহারদিগের নামে নোকসানের দাওয়ায় নালিশ হইতে পারিবেক। সমাপ্ত।

সরকারের কর্ম্মকর্ত্তা বিলায়তী ও এদেশীয় আমলা যে কেহ এই আইনের অন্যথায় কার্য্য করেন তাঁহার নামে নোকসানের দাওয়ায় আদালতে নালিশ হইতে পারিবার কথা।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৩৬ ষট্‌ত্রিংশৎ আইন।

স্থাবর বস্তুর ওসীয়ৎনামা অর্থাৎ উদ্দেশ দানপত্র ও বিক্রয়পত্র ও বন্ধকপত্রের নকল রাখিবার বিষয়ে এক সিরিস্তা নির্দ্ধারণের আইন শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১ পহিলা মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২০৭ সালের ১৯ রমজানে জারী করিলেন।

যে কেহ কোন স্থাবর বস্তু ক্রয় করে কিম্বা দানপ্রাপ্ত হয় অথবা কর্জ্জ দিয়া বন্ধক লয় কিম্বা পাট্টার দ্বারা অথবা কালনিয়মী অন্য কোন কটক্রমে ভোগদখল করে তাহার স্বত্ব স্থির রহিবার কারণ। এবং কেহ কোন স্থাবর বস্তু অগ্রে খরীদ করিয়া কিম্বা দানে পাইয়া অথবা কর্জ্জের দ্বারা বন্ধক লইয়া কিম্বা পাট্টার দ্বারা অথবা কালনিয়মী কটান্তরক্রমে তাহা ভোগদখলকরণানন্তর সেই বস্তু ঐ সকল মতের কোন মতে অন্যের হস্তবশ হইতে লাগিলে তাহার প্রতি আঘাত ও দাগা না হইবার জন্য। আর কেহ বর্ত্তমানে স্বকীয় কোন বস্তু ব্যক্ত্যন্তরের প্রতি ঘটনার্থে সেই বস্তুর উদ্দেশ দানপত্র সেই ব্যক্ত্যন্তরের নামে কিম্বা দত্তক পুত্র করিবার অনুমতিপত্র আপন স্ত্রীর নামে লিখিয়া দিয়া ⁄প্রাপ্ত হইলে সেই উদ্দেশ দানপত্র ও অনুমতিপত্র সাব্যস্থ ও মাতবর হইতে কিছু আপত্ত্যুপস্থিত না হইতে পারিবার নিমিত্ত। এবং এমত দানপত্রাদি নষ্ট হইলেও সেপ্রযুক্ত কাহারো স্বত্বলোপ ও হক্‌পয়মাল হইতে না পারিবার অর্থে নীচের লিখিত সকল হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

সমস্ত দান বিক্রয়াদির কাগজপত্র রেজিষ্টরী করাইবার এতাবতা তাহার নকল রেজিষ্টরী সিরিস্তায় দাখিল করাইয়া তথাকার নিদর্শন লিপি লইবার কারণ সকল জিলা ও শহর আজীমাবাদ ও শহর জাঁহাঙ্গীর নগর ও শহর মুর্শিদাবাদে একং সিরিস্তা নির্দ্দিষ্ট করা যাইবেক। এবং সেই সিরিস্তার ব্যাপারের ভার সকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টরসাহেবদিগের প্রতি রহিবেক অতএব রেজিষ্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ সিরিস্তার মোতালক কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আপনং

কাগজপত্র রেজিষ্টরী করাইবার জন্য সকল জিলা ও শহরে একং দফ্তর নির্দ্দিষ্ট করা যাইবার কথা।

ঐ সিরিস্তা একং জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টরসা

হেবের জিম্মা থাকিবার কথা।

আপন২ কর্ম্ম স্থানের জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নিকটে নীচের লিখিত পাঠক্রমে সুকৃতি করেন। সুকৃতির পাঠ এই যে লিখিতং শ্রীঅমুকস্য সুকৃতিপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি অমুক জিলা কিম্বা শহরের মোতালক সমস্ত কাগজপত্রের রেজিষ্টরী ও ধর্ম্মতঃ প্রকৃত প্রস্তাবে করিব এবং ইহাতে এই আইনের অনুসারে ও পশ্চাৎ শ্রীযুত গবরনর্‌ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরের হুকুমে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের অনুসারে ছাপা ও জারীহওয়া কোন আইনের মতে আমার যে লাভপ্রসক্তি আছে ও হয় তদ্ভিন্ন লাভান্তর কোন প্রকারে এতদ্‌দ্বারাবলম্বনে গোপন কিম্বা অগোপনে করিব না ইতি।

৩ ধারা।

নীচের লিখিত বেওরা কাগজপত্রের রেজিষ্টরী করা যাইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—রেজিষ্টরসাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে নীচের লিখিত বেওরাক্রমের সকল কাগজপত্রের রেজিষ্টরী করেন।

স্থাবর বস্তুর বিক্রয়পত্র ও দানপত্র।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—সকল ভূমি এবং বাটীঘর ও অন্য২ স্থাবর বস্তুর খরীদগী কোবালা ও হেবানামা অর্থাৎ বিক্রয়পত্র ও দানপত্র।

বন্ধকী খত ও উদ্ধার পত্র।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—সকল ভূমি এবং বাটীঘর ও অন্য২ স্থাবর বস্তুর বন্ধকপত্র ও তাহার উদ্ধারপত্র।

পাট্টা ইত্যাদি কালনিয়মী কটপত্র।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—সকল ভূমি এবং বাটীঘর ও অন্য২ স্থাবর বস্তুর পাট্টা ও অপর কালনিয়মী কটপত্র আর ঐ সকল মতের যে কোন কাগজের অনুসারে যত কালের জন্যে যে স্থাবর বস্তু একের হস্তহইতে অন্যের হস্তে যায় তাহা।

উদ্দেশ দানপত্র।

৫ পঞ্চম পকরণ।—ওসীয়ৎনামা অর্থাৎ উদ্দেশ দানপত্র।

কেহ আপন স্ত্রীর নামে দত্তক পুত্র করিবার যে অনুমতি পত্র লিখিয়া দিয়া ঈশ্বরপ্রাপ্ত হয়।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—কোন স্ত্রীর নামে তাহার স্বামী দত্তক পুত্র করিবার জন্য যে অনুমতিপত্র লিখিয়া দিয়া থাকে তাহা ইতি।

৪ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১ জানেআরীর পূর্ব্বে উপরের ধারার প্রস্তাবিত যে কাগজপত্র হইয়াছে কিম্বা হইবেক তাহা রেজিষ্টরী করাইতে কিম্বা না করাইতে সকলেই শক্তি রাখিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১ পহিলা জানেআরী তারিখের পূর্ব্বে উপরের ধারার লিখিত যে সকল কাগজপত্র হইয়াছে কিম্বা হইবেক তাহাতে সকলেই ক্ষমতা রাখিবেক যে চাহে সে সকল কাগজ রেজিষ্টরী করায় অথবা না করায় ও তাহা না করাইলেও সে সকল কাগজের অনুসারে যাহার যে স্বত্ব থাকে তাহা লোপ না হইয়া সাব্যস্ত ও বরকরার থাকিবেক যেমত এই আইন নির্দ্দিষ্ট না হইলে থাকিত ইতি।

৫ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালে

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১ পহিলা জানেআরী তারিখের পূর্ব্বে কিম্বা পরে ৩ তৃতীয়

ধারার

ধারার ৪ চতুর্থ ও ৫ পঞ্চম ও ৬ ষষ্ঠ প্রকরণের লিখিত যে সকল কাগজপত্র হইয়াছে কিম্বা হইবেক তাহাতে সকলেই সাধ্য রাখিবেক যে সে সকল কাগজ বাসনা হয় রেজিষ্টরী করায় না হয় না করায় ও তাহা না করাইলেও সে সকল কাগজের অনুসারে যাহার যে স্বত্ব থাকে তাহা নষ্ট না হইয়া সাব্যস্থ ও বরকরার রহিবেক যেমত এই আইন নির্দ্দিষ্ট না হইলে রহিত ইতি।

র ১ জানুআরীর পূর্ব্বে কি পরে ৩ ধারার ৪। ৫। ৬ প্রকরণের প্রমাণিত যে কাগজ হইয়াছে অথবা হইবেক তাহা রেজিষ্টরী করাইতে কি না করাইতে সকলেই ক্ষমতা রাখিবার কথা।

৬ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১ পহিলা জানুআরী ও তাহার পরে ৩ তৃতীয় ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের লিখিত সকল কাগজপত্রের যাহা এই আইনের অনুসারে রেজিষ্টরী হইবেক সে কাগজ রেজিষ্টরী হইবার বিশ্বাস অর্থাৎ মাতবরী যদি আদালতে প্রমাণ হয় তবে সে কাগজের লিখিত স্থাবর বস্তুর নিদর্শনে সেমত অন্য যে কাগজ উপরের লিখিত তারিখ ১ পহিলা জানুআরীর পর হইয়া তাহা রেজিষ্টরী না হয় সে কাগজ অসাব্যস্থ ও বাতিল হইবেক যদ্যপি সেই না রেজিষ্টরীহওয়া কাগজ সেই রেজিষ্টরীহওয়া কাগজের তারিখের পূর্ব্বে কি পরেই বা লেখা যায়।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১ পহিলা জানুআরীর পর যে কাগজপত্র হয় তাহাতে কর্ত্তব্যের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১ পহিলা জানুআরী ও তাহার পরে ৩ তৃতীয় ধারার ৩ তৃতীয় প্রকরণের লিখিত বন্ধকীখতের যাহা এই আইনের অনুসারে রেজিষ্টরী হইবেক সে কাগজ রেজিষ্টরীহওনের মাতবরী যদি আদালতে প্রমাণ হয় তবে সেই কাগজের লিখিত স্থাবর বস্তুর নিদর্শনে সেমত অন্য যে কাগজ উপরের লিখিত তারিখ ১ পহিলা জানুআরীর পর হইয়া তাহা রেজিষ্টরী না হয় সে কাগজের অনুসারে টাকা শোধ না পড়িয়া অগ্রে সেই রেজিষ্টরীহওয়া কাগজের লিখিত টাকা পরিশোধ হইবেক যদিস্যাৎ সেই রেজিষ্টরীহওয়া কাগজ সেই রেজিষ্টরী না হওয়া কাগজের পূর্ব্বে কি পরেই বা লেখা যায়।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১ জানুআরীর পর যে বন্ধকীখত হয় তাহাতে কর্ত্তব্যের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—উপরের দুই প্রকরণের লিখিত হুকুমের মর্ম্ম এই যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১ পহিলা জানুআরীর পর যে কালে কেহ কোন স্থাবর বস্তু মূল্য দিয়া লয় অর্থাৎ খরীদ করে কিম্বা দানে পায় অথবা বন্ধক লয় তাহার প্রতি সে বস্তু তাহার পূর্ব্বে বিক্রয় কিম্বা দান অথবা বন্ধকের দ্বারা অন্যের হস্তে গিয়া থাকিলেও তন্নিমিত্তে কিছু আঘাত ও দাগা হইতে পারিবেক না। আর এ প্রকরণের মর্ম্ম এই যে যে ব্যক্তি কোন স্থাবর বস্তু পূর্ব্বে একের হস্তে বিক্রয় কিম্বা দান অথবা বন্ধকের দ্বারা গিয়াছে এমত জানিয়া পশ্চাৎ সে বস্তুকে ঐ সকল মতের কোন মতে স্বহস্তবশ করে সে ব্যক্তির প্রতিও আঘাত ও দাগাহওন জ্ঞান হইবেক না জানিবেক যে ঐ ১ পহিলা জানুআরী তারিখের পর যে সময়ে কোন লোকে স্থাবর বস্তুর যাহা বিক্রয় কিম্বা দান অথবা বন্ধকের দ্বারা পাইয়া তাহার বিক্রয়পত্র কিম্বা দানপত্র অথবা বন্ধকীখত রেজিষ্টরী না করাইয়া থাকে ইহা জ্ঞাত হইয়া পশ্চাৎ যদি সে বস্তু অন্য ব্যক্তিতে খরীদ করিয়া

যে যে বিষয়ে উপরের দুই প্রকরণের হুকুম চলিবেক না তাহার কথা।

 কিম্বা

কিম্বা দানে পাইয়া অথবা বন্ধক লইয়া তাহার খরীদগী কোবালা কিম্বা দানপত্র অথবা বন্ধকীখত রেজিষ্টরী করায় তথাচ সে কাগজ রেজিষ্টরী করাইবার মাতবরীতে তাহার পূর্ব্বে সে বস্তু ঐ সকল মতের যে কোন মতে যে লোকের হস্তে গিয়া থাকে তা হাতে তাহার যে স্বত্ব থাকে তাহা সেই লোকের পাওয়া কাগজ রেজিষ্টরী না হইয়া থাকিবার জন্য লোপ না হইয়া সেই রেজিষ্টরীহওয়া কাগজের অনুসারে যে ব্যক্তির যে প্রাপ্তব্য হয় সে ব্যক্তি তাহা পাইবার অগ্রে সেই রেজিষ্টরী না হওয়া কাগজের ক্রমে যে লোকের যে প্রাপ্তব্য হয় সে লোক তাহা পাইবেক যদি আদালতে সেই রেজি ষ্টরী না হওয়া কাগজের মতে সেই বস্তু সেই লোকের হস্তে যাওয়া প্রমাণ হয় ইতি।

৭ ধারা।

যে সিরিস্তায় কাগজ পত্র রেজিষ্টরী করা যা ইবেক তাহার কথা।

দুই কিম্বা ততোধিক আ দালতের মোতালক স্থা বরের কাগজপত্র সেইং আদালতের রেজিষ্টরসা হেবের সিরিস্তায় রেজি ষ্টরী হইবারকথা।

যে জিলা কিম্বা শহরের মধ্যে যে স্থাবর বস্তু থাকে তাহার কাগজপত্র সেই জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের সিরিস্তায় রেজিষ্টরী হইবেক, ইহাতে যদি কোন স্থাবর বস্তু দুই কিম্বা ততোধিক স্থানের দেওয়ানী আদালতের মো তালকে রহে তবে তাহার কাগজপত্র সেইং স্থানের দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের সিরিস্তায় রেজিষ্টরী করা যাইবেক ইতি।

৮ ধারা।

একং রকম কাগজপত্র পৃথকং বহীতে লেখা যাইবার ও সেই বহীতে এই ধারাক্রমে নম্বর দাগ ও দস্তখৎ হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—কর্ত্তব্য যে একং প্রকার কাগজ পৃথক্‌ং একং রেজিষ্টরী বহীতে অর্থাৎ নকলওগয়রহ করা যায় ও সেই বহীর প্রতি সফায় পত্রাঙ্ক এতাবতা নম্বর দাগ হয় এবং যে জিলা কিম্বা শহরের এলাকার সে বহী তথাকার দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের উচিত যে সেই বহীর প্রতি ওরকে দস্তখৎ করিয়া তাহার শেষ সফায় সকল সফার নম্বরের শুমার স্বহস্তে লিখেন্ এবং তাহার উপরেও আপন খেদমতের নিদর্শনে দস্তখৎ করেন্ এমতে নম্বর দাগ ও দস্তখৎ না হইলে রেজিষ্টরী কোন বহী মাতবর জ্ঞান হইবেক না।

রেজিষ্টরী বহীতে নম্বর লিখিবার কথা।

বহীর যে স্থানে কাগজ পত্র দাখিল হয় তাহার পাশে তাহা রেজিষ্টরী হইবার সন ও তারিখ ও মাস ও ক্ষণ লিখিবার ও সে বহী আদালতে দফ্তরের মধ্যে থাকিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কর্ত্তব্য যে রেজিষ্টরী যে যে বহীতে যে যে কাগজের নকল ওগয়রহ লেখা যায় সেইং বহীর নম্বর লেখা যায়। এবং যে সনের যে মাসের যে তারিখে যত বেলার সময় সেই কাগজের নকল বহীর যে স্থানে দাখিল হয় তাহার নিদর্শন সেই স্থানের পার্শ্বে রাখা যায় ও সে বহী সমস্তই দেওয়ানী আদালতের সি রিস্তার সকল কাগজের শামিলে থাকিবেক ইতি।

৯ ধারা।

কাগজপত্র রেজিষ্টরী হইবার মতের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—কর্ত্তব্য যে নীচের লিখিত সকল হুকম দৃষ্টে কাগজপত্র রেজিষ্ট রী করা যায়।

২ দ্বিতীয়

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে কেহ কোন কাগজপত্র করে তাহার উচিত যে আপনি কিম্বা আপন পক্ষে নিযুক্তকরা অন্য কাহাকেও সেই কাগজপত্রে যাহারা সাক্ষী হই য়া থাকে তাহারদিগের জনেক কিম্বা ততোধিক জন সমভিব্যাহারে রেজিষ্টরী দফ্তর খানায় হাজির হইয়া সেই কাগজপত্র যথার্থক্রমে লেখা গিয়াছে এমত প্রমাণ কথা রেজিষ্টরসাহেবের সাক্ষাৎ স্বীকৃতিপূর্ব্বক কহে তদনন্তর সেই রেজিষ্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই কাগজপত্রের নকল যে বহীতে দাখিল করাইতে হয় তাহাতে তাহার আসলের মোতাবেক নকল করাইয়া তাহার উপর সেই কাগজের কর্ত্তা কিম্বা তাহার পক্ষের নিযুক্তকরা লোকের স্বাক্ষর দুই জন মাতবর লোকের সমক্ষে করাইয়া এবং সেই দুই জন সাক্ষির নাম তাহাতেও লেখাইয়া সেই নকল যে সনের যে মাসের যে তারিখে যত বেলার সময় বহীতে দাখিল হয় তাহার নিদর্শনে আপন দস্তখতী এক এত্তেলা নামাসমেত সেই আসল কাগজ তাহার কর্ত্তা কিম্বা তাহার পক্ষের নিযুক্তকরা লোকের স্থানে দেন্ এবং যে বহীর যে সফায় সেই নকল দাখিল হয় তাহার নিদর্শন সেই এত্তেলানামাতেও থাকে ইতি।

রেজিষ্টরীর দাঁড়ার কথা।

১০ ধারা।

উপরের ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের লিখনানুসারে যে এত্তেলানামায় রেজিষ্টরসাহেবের দস্তখৎ হয় সে এত্তেলানামাক্রমে সকল আদালতেই প্রমাণ জানা যাইবেক যে তাহার লিখিত কাগজ রেজিষ্টরী হইয়াছে ইতি।

রেজিষ্টরসাহেবের দেওয়া এত্তেলানামাক্রমে কাগজপত্র রেজিষ্টরী হইবার মাতবরী জানা যাইবার কথা।

১১ ধারা।

রেজিষ্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে কেহ রেজিষ্টরী বহীর মধ্যের যে কাগজ দেখিতে চাহে তাহাকে তাহা দেখান্ এবং যে কেহ সে কাগজের এলাকা রাখে সে তাহার নকল লইতে চাহিলেও তাহাকে তাহা দেন্। ইহাতে যে আসল কাগজের মোতাবেক সে নকল হয় সেই আসল কাগজ হারাইলে কিম্বা নষ্ট হইলে অথবা উপস্থিত না থাকিলে সেই আসল কাগজের সাক্ষিরদিগের দ্বারা যদি এমত প্রমাণ হয় যে সেই আসল কাগজ যথার্থক্রমে লেখা গিয়াছিল তবে সেই নকল দৃষ্টে সকল আদালতেই সেই আসল কাগজের যাথার্থ্য প্রমাণ হইতে পারিবেক ইতি।

কেহ বহীতে কাগজপত্রের নকল দেখিতে চাহিলে কিম্বা তাহার নকল লইতে চাহিলে তাহাকে তাহা দর্শাইতে ও দিতে রেজিষ্টর সাহেবদিগের প্রতি হুকুমের এবং আসল কাগজ না থাকিলে নকল দৃষ্টে তাহার মাতবরী যে মতে হইবেক তাহার কথা।

১২ ধারা।

যে কালে কাহাকেও এমত সন্দেহের নিমিত্ত যে যে কাগজের নকল রেজিষ্টরী বহীতে দাখিল হইয়া থাকে সে বহী কিম্বা এই আইনের অনুসারে যে এত্তেলানামা দেওয়া গিয়া থাকে তাহার কিছু সেই ব্যক্তি কৃত্রিম অথবা ফেরফার করিয়াছে ফৌজদারী আদালতে সোপর্দ্দকরণ কর্ত্তব্য হয় সে কালে তথাকার রেজিষ্টরসাহেবের উচিত যে তদর্থে সরকারের তরফে তাহার নামে ফৌজদারী আদালতে নালিশ করেন্

কেহ রেজিষ্টরী বহী কিম্বা এত্তেলানামা কৃত্রিম অথবা ফেরফার করিলে তাহার নামে ফৌজদারী আদালতে নালিশ হইবার কথা।

এবং

এবং শরার মতে তাহার অপরাধ প্রমাণ করাইতে যথাসাধ্যে চেষ্টা পান্‌ আর সে বিষয়ে তাহার উপর কেতাবুল্লার যে হুকুম হয় তাহাও জারী করাইতে যথোচিত উদ্যোগী হন্‌।

১৩ ধারা।

কাগজপত্র রেজিষ্টরী করিবার সময়ের কথা।

রেজিষ্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এই কার্য্য করিবার জন্যে আপনং দফ্তরখানায় রবিবার ও অন্যং পর্ব্বের দিনছাড়া অপর সকল দিনেই সূর্য্যোদয়াস্ত কালের মধ্যে এতা বতা দিবাভাগে এক সময় অবধারিত করিয়া বৈঠক করেন্‌ ও যে সময়ে সেই বৈঠকের অবধারণ করেন্‌ তাহা সকলের জ্ঞাতসারের নিমিত্ত সেই সময়ের নিদর্শনে এক ইশ্‌তিহারনামা আপন দফ্তরখানায় সকল লোকের দৃষ্টিপাতের স্থানে লট্‌কাইয়া দেওয়ান ইতি।

১৪ ধারা।

কাগজপত্র রেজিষ্টরী করিবার ও তাহার নকল দিবার ও তাহা দেখাইবার রসুমের কথা।

রেজিষ্টরসাহেবেরা রেজিষ্টরী বহীতে যে সকল কাগজপত্রের নকল দাখিল হইবেক তাহার একং কাগজের রসুম ২ দুই টাকা করিয়া সেইং কাগজের কর্ত্তার স্থানে এবং সেই বহীহইতে যে যে কাগজের নকল যে যে ব্যক্তিকে দিতে হইবেক তাহার একং কাগজের রসুম ১ এক টাকা করিয়া সেইং ব্যক্তির স্থানে ও সেই বহীর যে যে কাগজ যে যে লোককে দেখাইতে হইবেক তাহার একং কাগজের রসুম ।।০ আট আনা করিয়া সেইং লোকের স্থানে পাইবেন ইহাতে সেই সকল কাগজের কর্ত্তাপ্রভৃতির কর্ত্তব্য যে তাহারদিগের যে কেহ যে কাগজ রেজিষ্টরী করায় কিম্বা নকল লয় অথবা দেখে সে তাহার রসুম ঐ নিরূপিত হারে দেয় ইহার অধিক না দেয়। রেজিষ্টরসাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যাবৎ ঐ নিরূপিত রসুম না পান্‌ তাবৎ আপনার প্রতি অর্পিত এই ভারের কার্য্য করিতে মনোযোগী না হন্‌। আর যে রসুম পান্‌ তাহাহইতে কাগজপত্রের নকল রেজিষ্টরী বহীতে করাণওগয়রহের জন্যে এদেশি লোককে আমলা নিযুক্ত এবং ঐ রেজিষ্টরী দফ্তরের সরঞ্জামী কলম কাগজ কালীইত্যাদির সরবরাহ করেন্‌ ইতি।

ঐ রসুম যাবৎ না মিলে তাবৎ রেজিষ্টরী কার্য্য না করিবার কথা।

ঐ রসুমে রেজিষ্টর দফ্তরের সরঞ্জামীর সরবরাহ দিবার কথা।

১৫ ধারা।

এই ধারাক্রমে রেজিষ্টরসাহেবেরা আপনং তরফ নায়েব নিযুক্ত করিতে সাধ্য রাখিবার কথা।

রেজিষ্টরসাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে আপন কর্ম্মস্থানে অসাক্ষাৎ থাকিবার কালে কিম্বা পীড়িত হইলে অথবা কারণান্তরেই বা আপন সিরিস্তার কার্য্য করণার্থে উপস্থিত না রহিতে পারিলে আপনং ব্যাপারের মোতালক আদালতের জজসাহেবের মঞ্জুরীক্রমে শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর অন্য যে সাহেব সে কার্য্যকরণের যোগ্য তাঁহাকে আপন নায়েবী কার্য্যের ভার দেন্‌ ও সেই অন্য সাহেবের উচিত যে সেই ভারান্বিত হইলে সে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তদর্থে

যেমতে

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৩১ ষট্‌ত্রিংশৎ আইন।

যেমতে সুকৃতিকরণ সেই রেজিষ্টরসাহেবের কর্ত্তব্য সেই মতে সুকৃতি করিয়া সেই রেজিষ্টরসাহেবের কর্ত্তৃত্বানুসারে কার্য্য করিতে মনোনিবেশ করেন্‌ জানিবেন যে এ ক্ষমতা কেবল যদর্থে নায়েবী ভার দেওয়া যায় তাহার প্রতিই চলিবেক আর যে কালে রেজিষ্টরসাহেব কর্ম্মস্থানে উপস্থিত থাকেন্‌ সে কালে নায়েবের দ্বারা কার্য্য না হইয়া তাঁহার প্রতি অর্পিত সকল কর্ম্মই তাঁহাকে করিতে হইবেক ইতি।

১৬ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১ জানুআরীহইতে এই আইন চলিবার ও ইহার তরজমার নকল সুবেজাতের সকল কাজীকে দিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১ পহিলা জানুআরী তারিখহইতে এই আইন চলন ও জারী হইবেক ইহাতে সুবে বাঙ্গালা ও সুবে উড়িষ্যার সকল জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এই আইনের পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষার তরজমার একং নকল আপনং এলাকার কাজীদিগের একং জনকে ও সুবে বেহারের সকল জিলা ও শহর আজীমাবাদের জজসাহেবদিগের উচিত যে এই আইনের পারসী অক্ষর ও ভাষার তরজমার একং নকল আপনং এলাকার কাজীদিগেরে দেন্‌ ইতি। সমাপ্ত॥

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৩৭ সপ্তত্রিংশৎ আইন।

যে সকল লোক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিপালক বাদশাহের সনন্দানুসারে আল্তমগা ও জায়গীরআদি নিষ্কর ভূমি ভোগের দাওয়া রাখে তাহারদিগের স্বত্বাধিকারের বিচারের দাঁড়ার এবং তাহার যে যে ভূমি যত কাল বহাল থাকিবেক তাহার নিরূপণের এবং যে যে ভূমির নিয়মিত কাল গত হয় কিম্বা যে যে ভূমির পুরস্কারদান অসিদ্ধ জানা যায় তাহার রাজস্বের সংখ্যার নিদর্শনে ইঙ্গরেজী ১৭৮৮ সালের ২৩ আপ্রিলে ও তাহার পর অন্যং তারিখে যেং আইন নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহার লিখিত মর্ম্ম বিশেষের পরিবর্ত্তে পরিষ্কার ও দুরস্ত হইবার আইন শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১ পহিলা মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২০৭ সালের ১৯ রমজানে জারী করিলেন।

এ দেশের প্রাচীন দাঁড়া ও চলনমতে একং বিঘা ভূমির উৎপন্ন সমুদয়ের মধ্যে যে নির্দ্ধারিত একং অংশ সরকারের স্বত্ব ও হক্ নির্দ্ধারিত আছে তাহা সাময়িক প্রধান এতাবতা দেশাধিপতি কালনিয়মে অথবা সর্ব্বকালের নিমিত্তে কাহাকেও দানকরণ ব্যতিরেকে কোনরূপে নষ্ট ও লোপ হইতে পারে না অতএব ঐ দাঁড়া ও চলনানুযায়ি সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে ইহাই আবশ্যক ছিল যে ভূমির উৎপন্নের মধ্যে যাহা সরকারের স্বত্ব নিরূপিত আছে তাহার দান সরকারের বিনাহুকুমে হওন অসিদ্ধ হইত এইহেতুক যে যদি লোকেরা এপ্রকার দানের বিষয়ে হুকুম পাইত তবে সরকারের মালগুজারী কালে কালেই অল্প হইত আর এ দেশের পূর্ব্বাধিপতির স্বৈর্য্যকালে সরকারের স্বত্ব মনুষ্যদিগের প্রতি চাকরীর অর্থে কিম্বা পুণ্যক্রিয়ার ব্যয়ের নিমিত্ত অথবা খয়রাত কিম্বা ফৌজদিগের রাখিবার জন্য ও অন্যং কারণে দান হইত আর দেশাধিপতি শ্রীযুত কোম্পানী ইঙ্গরেজ বাহাদুর এপ্রকার যাবদীয় দানের মধ্যে যে দান মৌরুসী অর্থাৎ পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগের মতে এবং কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানী আমলের পূর্ব্বে হইত তাহা যদি ঐ দেওয়ানী আমলের পূর্ব্বে লব্ধপুরস্কার ব্যক্তি কিম্বা তাহার উত্তরাধিকারিরা দখল পাইত তবে সেই লব্ধপুরস্কার অথবা তাহার উত্তরাধিকারিদিগের

কারিদিগের

কারিদিগের প্রতি পূর্ব্বানুসারে স্থির ও বহাল রাখিতেন্ কিন্তু যে দান কেবল লব্ধপুরস্কারের বর্ত্তমানের উপর হইয়াছে তাহা সেই লব্ধপুরস্কারের মরণানন্তর বাজেয়াপ্ত হইবার যোগ্য জানা গিয়াছে। কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানী আমল হইবার সময়ে এবং তাহার পরেও উপরের লিখিত ভূমির দপ্তরের কিছুই বিলি হয় নাই এতাবতা লেখা যায় নাই এ কারণ সরকারের বিনাহুকুমে অনেক লোকেই সকল কৃত্রিম সনন্দ ও পূর্ব্বের তারিখ লেখা সনন্দানুসারে পুরস্কারলব্ধ ভূমিতে আপনারদিগের ভোগদখল রাখিয়াছে এবং যে ভূমির দান কেবল লব্ধপুরস্কারের বর্ত্তমানের কটে হইয়াছে তাহাও সেই লব্ধপুরস্কারের মরণানন্তর দখল পাইয়াছে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে যে ভূমি দান অসিদ্ধানুসারে হইয়াছে তাহার উৎপন্নে সরকারের যে স্বত্ব আছে তাহা বাজেয়াপ্ত করণ এবং যে ভূমি দানের নিরূপিত কাল গত হইয়াছে তাহার রাজস্বও ফিরিয়া লওন সমস্ত সঙ্গত ক্রিয়ার মধ্যে জানেন্ আর যে ভূমি দান সরকারের হুকুমমতে হয় নাই তাহার রাজস্বে ভূম্যধিকারির কিছু স্বত্ব নাই এবং অসিদ্ধক্রমে যে ভূমি কাহারো ভোগে আসিয়া থাকে তাহাও বাজেয়াপ্তকরণে তাহারদিগের ক্ষমতা নাই এইহেতুক যে ঐ দুই প্রকার ভূমি সরকারের জমার শামিলে ধরা যায় নাই অতএব উপরের লিখিত সমস্ত মর্ম্ম বিবেচিয়া ১০ দশসনী বন্দোবস্তের কালে এই দাঁড়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে সদরের মালগুজার কোন ভূম্যধিকারির ভূমির মধ্যে যত নিষ্কর ভূমি থাকে তাহার দান সিদ্ধক্রমে হইয়া থাকে কিম্বা না হইয়া থাকে তথাচ সেই অধিকারির ভূমির জমা এই সকল নিষ্কর ভূমির রাজস্বের বাহির জানা যাইবেক অতএব ঐ দাঁড়াও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের ৩৬ ধারার অনুসারে নূতনক্রমে নির্দ্ধারিত হইয়া এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইনের ৮ অষ্টম ধারার যে তৃতীয় প্রকরণ মোকররী জমার মত নিদর্শনে নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাতেও স্পষ্ট ও পরিষ্কার এই পাঠে লেখা আছে যে নিষ্কররূপে যে ভূমি এদেশি লোকদিগের ভোগদখলে আছে তাহার মধ্যে যাহা সনন্দানুসারে অসিদ্ধ ও গরমাতবররূপে কাহারো ভোগদখলে থাকন জানা যায় তাহার উপর যে রাজস্ব ধার্য্য করা শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে উচিত জানেন্ তাহাই করিবেন কিন্তু যদিস্যাৎ অসিদ্ধ ও গরমাতবররূপে কোন ভূমি লোকদিগের ভোগ দখলে থাকে তাহার উৎপন্নে সরকারের যে স্বত্ব তাহা বাজেয়াপ্তকরণ শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের বাঞ্ছা ও মঞ্জুর তথাচ যাহারা সিদ্ধ ও মাতবররূপে নিষ্কর ভূমি হস্তবশ রাখে সে ভূমিতে তাহারদিগের ভোগদখলের অটলতার বিষয়ে অনুগ্রাহক রহিতেছেন এ কারণ এবং এ প্রকার ভূমিভোগিদিগের স্বত্ববিবেচনা ও তহকীকাতে কিছু দৌরাত্ম্য ও অকৌশল না হইতে পারিবার জন্য ঐ শ্রীযুত এমত নির্দ্দিষ্ট করিলেন যে নিষ্করভূমিভোগিরা আপনারদিগের ভূমির বেওরা কৈফিয়ৎ সরকারের কার্য্যকারকদিগের এই আইনের লিখনানুসারে লিখিয়া দিলে সরকারের পক্ষে এমত ভূ

মির

মির রাজস্ব বাজেয়াপ্তের দাওয়া আদালতে উপস্থিত হইয়া তথায় তাহারদিগের স্বত্বের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি পায় ও যাবৎ ঐ নিষ্করভূমিভোগিদিগের স্বত্ব আদালতের বিচার ও নিষ্পত্তিক্রমে অসিদ্ধ ও গরমাতবর না জানা যায় তাবৎ সে ভূমি বাজেয়াপ্ত না হয় অতএব উপরের লিখিত মর্ম্ম বুঝিয়া সরকারের বিনাহুকুমে যে ভূমিদান অসিদ্ধ ও গরমাতবরক্রমে নিশ্চয় হইয়া থাকে তাহার বাজেয়াপ্তী অনায়াসে হইবার জন্য এবং উত্তরকালেও এপ্রকার দান হইবার পথরোধ হইবার নিমিত্তে এবং শ্রীযুক্ত ক্ষিতিপালক বাদশাহী পুরস্কারদানক্রমে যে নিষ্কর ভূমি লোকেরা হস্তবশ রাখে তাহার কারণেও একং জিলার মোতালকের বহী প্রস্তুত ও তৈয়ার হইয়া সরকারে এবং সকল জিলার কালেক্টরসাহেবদিগের নিকটেও নিরন্তর রহিবার অর্থে ইঙ্গরেজী ১৭৮৮ সালের ২৩ আপ্রিল ও তাহার পরের অন্য তারিখের নির্দিষ্ট আইন নিদর্শনে নীচের লিখিত যে কএক দাঁড়া আছে তাহার মর্ম্মবিশেষের পরিবর্ত্তে পরিষ্কার ও দুরস্ত হইয়া নির্দ্ধারিত হইল ইতি।

২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—আলতমগা ও জায়গীর ও আয়মা ও মদদমাশওগয়রহ বাদশাহী পুরস্কার নিষ্কর যে ভূমির দান শ্রীযুত ইঙ্গরেজ কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানী আমল হইবার তারিখ ইঙ্গরেজী ১৭৬৫ সালের ১২ আগস্তের পূর্ব্বে হইয়া থাকে সে ভূমি যদি লব্ধপুরস্কার ব্যক্তি ঐ তারিখের পূর্ব্বে দখল পাইয়া থাকে এবং ঐ তারিখহইতেও সে ভূমি কি সরকারের হুকুমে কি সরকারের কোন কার্য্যকারকের হুকুমে বাজেয়াপ্ত না হইয়া থাকে তবে সে ভূমি পূর্ব্বমতে সাব্যস্ত ও বহাল রহিবেক। কিন্তু যদি আদালতে প্রমাণ হয় যে সেই লব্ধপুরস্কার ব্যক্তি ঐ তারিখের পূর্ব্বে সে ভূমিতে দখল পায় নাই কিম্বা দখল পাইয়াছিল পরে সরকার কিম্বা সরকারের কোন কার্য্যকারকের হুকুমে সে ভূমি বাজেয়াপ্ত হইয়াছে তবে এমতে তাহা সাব্যস্ত ও বহাল রহিবেক না।

ইঙ্গরেজী ১৭৬৫ সালের ১২ আগস্তের পূর্ব্বের বাদশাহী দানের ন্যায় যে নিষ্কর ভূমিতে লব্ধ পুরস্কার ব্যক্তি ঐ তারিখের পূর্ব্বে দখল পাইয়া পরে বেদখল না হইয়া থাকে তাহা বাজেয়াপ্ত না হইবার কথা।

ঐ তারিখের পূর্ব্বে ঐ ভূমিতে দখল না পাইয়া থাকিলে কিম্বা দখল পাইয়া পরে সরকার অথবা সরকারের কোন আমলার হুকুমে বেদখল হইয়া থাকিলে বাজেয়াপ্ত হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—এইক্ষণে যে কোন ভূমির রাজস্ব নির্দ্ধারিত আছে তাহা নিষ্কর রাখিবার কারণ যদি কেহ এমত কহিয়া দাওয়া করে যে এ ভূমি বাদশাহী দানের এবং কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানী হইবার তারিখের পূর্ব্বে দান হইয়াছিল তবে যে আদালতে তাহার আদৌ বিচার হয় কিম্বা যে আদালতে তাহার অপীল হয় তথায় যদি প্রমাণ হয় যে লব্ধপুরস্কার ব্যক্তি সেই ভূমি ঐ তারিখের পূর্ব্বে নিষ্করে ভোগ করিয়াছিল কিন্তু ঐ তারিখের পর সরকারের কোন কার্য্যকারকের হুকুমে ঐ ভূমির রাজস্বের ধার্য্য হইয়াছে তবে এরূপ সন্দেহ জন্মিলে সেই সাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি মবেন্ধে রাখিয়া তাহার বেওরা লিখিয়া শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠান ঐ শ্রীযুত সেই রাজস্বের ধার্য্যকরণে সেই কার্য্যকারকের

শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানী হইবার পূর্ব্বের বাদশাহী দানের নিষ্কর ভূমি যদি সরকারের কার্য্যকারক কেহ বাজেয়াপ্ত করিয়া থাকেন ও তাহাতে তাঁহার কর্ত্তৃত্বরাখনে আদালতে সন্দেহ জন্মে তবে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরহইতে বিহিত বিধান লইবার কথা।

ফরিয়াদীর নালিশের পূর্ব্ব দ্বাদশ বৎসরহইতে যে ভূমির রাজস্ব ধার্য্য হইয়াছে তাহাতে বাদশাহী নিষ্করের দাওয়া নিশের মর্য্যছাড়া না শুনা যাইবার কথা।

কার্য্যকারকের কর্ত্তৃত্বে থাকিবার কি না থাকিবার বিষয়ে যাহা নিষ্পত্তি করিবেন তদনুসারে সেই সাহেব ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবেন্। কিন্তু ফরিয়াদের তারিখের অব্যবহিতপূর্ব্ব দ্বাদশ বৎসরহইতে যে ভূমি বাজেয়াপ্ত ও জমাভুক্ত হইয়া থাকে তাহার মোকদ্দমায় সে ভূমির প্রতি নিষ্করের দাওয়া জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে শুনা যাইবেক না যদি ফরিয়াদী সেই দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে আদালতে আপন দাওয়া উপস্থিত করিয়া তাহার নিষ্পত্তি না করাইবার বিশিষ্ট হেতু ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ১৪ চতুর্দ্দশ ধারার লিখনানুসারে না জানাইতে পারে।

কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানী হইবার তারিখের পূর্ব্বে নিষ্কররূপে যে ভূমি লব্ধপুরস্কার ব্যক্তির বর্ত্তমানের কটে দান হইয়া এক্ষণে সকর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা বহালের ডিক্রী সেই ব্যক্তির নামছাড়া অন্যের নামে না হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—এইক্ষণে যে কোন ভূমির রাজস্ব নির্দ্ধারিত আছে তাহা নিষ্কর রাখিবার কারণ কেহ এমত কহিয়া দাওয়া করে যে এ ভূমি বাদশাহী দানের এবং কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানী হইবার পূর্ব্বে দান হইয়াছিল তবে যদি সে ভূমির সনন্দে কেবল লব্ধপুরস্কার ব্যক্তির যাবজ্জীবন নিষ্করক্রমে সে ভূমি ভোগদখলে রহিবার কালনিয়ম লেখা থাকে কিম্বা তাহার সনন্দে সেমত কালনিয়ম লেখা না থাকে অথবা সে ভূমির সনন্দ না রহে কিন্তু সে ভূমিদানের নাম প্রকরণের বিবেচনায় জানা যায় যে এ দেশের প্রাচীন দাঁড়ামতে নিষ্কররূপে তাহার বহালরাখণ কেবল সেই লব্ধপুরস্কার ব্যক্তির জীবনাবধি সীমা আছে তবে এরূপে উপরের লিখিত দুই প্রকরণের অনুসারে জজসাহেবের প্রতি এমত হুকুম বোধ না হয় যে সেই ব্যক্তির নামব্যতিরেকে অন্যের নামে নিষ্করক্রমে এপ্রকার ভূমি বহালের ডিক্রী করেন্।

বাদশাহী জায়গীর আদি যে ভূমি কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানী হইবার পূর্ব্বে লব্ধপুরস্কার ব্যক্তির জীবনাবধির কটে দান হইয়াছে তাহা এইক্ষণে সেই ব্যক্তির মরণানন্তর তাহার উত্তরাধিকারির প্রতি নিষ্কররূপে বহাল না থাকিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—বাদশাহী পুরস্কার দানের জায়গীরআদি যে ভূমি কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানী হইবার পূর্ব্বে দান হইয়াছে তাহার মোকদ্দমায় যদি সে ভূমির সনন্দে কেবল সেই লব্ধপুরস্কার ব্যক্তির যাবজ্জীবন নিষ্করক্রমে সে ভূমি ভোগদখলে রহিবার কালনিয়ম লেখা থাকে কিম্বা তাহার সনন্দে সেমত কাল নিয়ম না থাকে অথবা সে ভূমির সনন্দ না রহে কিন্তু সে ভূমিদানের নাম প্রকরণের বিবেচনায় জানা যায় যে এ দেশের প্রাচীন দাঁড়ামতে নিষ্করক্রমে তাহার বহালরাখণ কেবল সেই লব্ধপুরস্কার ব্যক্তির জীবনাবধি সীমা ছিল তবে এরূপে যে কেহ এইক্ষণে সে ভূমি ভোগ করে তাহার মৃত্যু হইলে পর সে ভূমিতে নিষ্করক্রমে তাহার উত্তরাধিকারির ভোগের স্বত্বাধিকার রহিবেক না।

বাদশাহী দান জায়গীরআদি লব্ধপুরস্কার ব্যক্তির বর্ত্তমানের কটে কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানী হইবার পূর্ব্বে হইয়া থাকিলে সেই ব্যক্তি বর্ত্তমানে আপন পরমা

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—জায়গীরআদি বাদশাহী পুরস্কারদানের যে ভূমি কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানী হইবার পূর্ব্বে লব্ধপুরস্কার ব্যক্তির যাবজ্জীবন কটে দান হইয়াছে ও উপরের ধারানুসারে তাহা মৌরুসী অর্থাৎ উত্তরাধিকারির ভোগ না হইতে পারে সে ভূমি যদি এক্ষণে সেই ব্যক্তির ভোগদখলে রহে তবে তাহার প্রতি হুকুম থাকিবেক না যে সে ভূমি আপন পরমায়ুর শেষকালাপেক্ষা অধিক কালের নিয়মে অন্য

কাহাকেও

কাহাকেও বিক্রয় কিম্বা প্রকারান্তরে দেয় অথবা বন্ধক রাখে যদি এই আজ্ঞা উল্লঙ্ঘিয়া এমত ভূমি অন্যকে দেয় কিম্বা বন্ধক রাখে তবে তাহা অসিদ্ধ হইবেক ইতি।

য়ুর শেষকালের অধিক নিয়মে সে ভূমি অন্যকে না দিবার কথা।

৩ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৬৫ সালের ১২ আগস্তের পর সরকারের হুকুমে কিম্বা অন্য কাহার কর্তৃত্বের দ্বারাব্যতিরেকে বাদশাহী দান নামে যে ভূমিদান হইয়া থাকে তাহার স্থৈর্য্য ও মঞ্জুরী যদি সরকারে কিম্বা সরকারের যে কোন কার্য্যকর্ত্তা তাহা মঞ্জুরের ক্ষমতা রাখিতেন তাঁহার নিকট না হইয়া থাকে তবে এ প্রকার যাবদীয় প্রাপ্তদান অসিদ্ধ হইবেক।

কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানী হইবার পর বিনাহুকুমে জায়গীরআদি বাদশাহী দান হইয়া তাহার মঞ্জুরী না হইয়া থাকিলে তাহা সমস্তই অসিদ্ধ হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি সরকারের কার্য্যকারক কাহার কর্তৃত্বের মঞ্জুরীতে উপরের লিখিত ভূমিদানের প্রতি কিছু সন্দেহ কোন আদালতে হয় তবে সেই আদালতের জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে সে মোকদ্দমার নিষ্প ত্তি স্থগিত রাখিয়া তাহার বেওরা লিখিয়া শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে পাঠান্ ঐ শ্রীযুত সেই কার্য্য কর্ত্তার কর্তৃত্ব তাহাতে রাখিবার কিম্বা না রাখিবার বিষয়ে যেমত হুকুম করেন্ তদনুসারে সেই জজসাহেব নিষ্পত্তি করেন্ ইতি।

কোন কার্য্যকারকের কর্তৃত্বে জায়গীরআদি দান মঞ্জুরীর বিষয়ে সন্দেহ হইলে জজসাহেব যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

৪ ধারা।

জানিবেক যে বাদশাহী নিষ্কর ভূমির সম্বন্ধে যে সকল মর্ম্ম এই আইনে লেখা আছে তাহার এলাকা ও পরিসীমা কেবল এই বিষয়ের প্রতিই আছে যে যথার্থই তাহার কর গ্রহণে ও সেই কর স্থিররাখণে সরকারের স্বত্বাধিকার আছে কি না অতএব সেই ভূমির অধিকারিত্বের অর্থে যে কিছু বিরোধ ও দাওয়া উপস্থিত হয় সে বিরোধ উভয় বিবাদির আপোসী বিরোধের ন্যায় জানা গিয়া অন্য বিবাদের মতে দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি পাইবেক ইতি।

বাদশাহী সনন্দী ভূমির স্বত্বাধিকারের দাওয়ার বিচার দেওয়ানী আদালতে হইবার কথা।

৫ ধারা।

যে কালে কোন জায়গীর কিম্বা প্রকারান্তরে লব্ধপুরস্কার ব্যক্তির বর্ত্তমানের কটের বাদশাহী নিষ্কর কোন ভূমি সরকারে বাজেয়াপ্তের যোগ্য হয় সে কালে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে অবিলম্বেই সেই ভূমির রাজস্ব সরকারে আটক করিয়া তাহার বেওরা লিখিয়া বোর্ডরেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্ ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সে ভূমি বাজেয়াপ্তকারণ শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরের বিহিত বিধান লইবেন ইতি।

সরকারে বাজেয়াপ্তের যোগ্য ভূমির রাজস্ব কালেক্টরসাহেব ক্রোক করিবার কথা।

৬ ধারা।

যে কালে বাদশাহী দানের নিষ্কর ভূমি সরকারে বাজেয়াপ্ত করা যায় কিম্বা তা

বাদশাহী নিষ্কর যে ভূমি বাজেয়াপ্ত হয় তা

হার

হার রাজস্ব দশসনী বন্দোবস্তের আইনক্রমে নির্দ্ধার্য্য হইবার কথা।

হার দানেরনিয়মিত কাল গতে অথবা অন্যমতে সরকারে দাখিল হয় সে কালে ইঙ্গ রেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের লিখিত দশসনী বন্দোবস্তের দাঁড়াক্রমে মোক ররী মতে সে ভূমির জমার ধার্য্য হইবেক এবং সে ভূমি যাহার স্বত্বাধিকারের হয় তা হার সহিত সে ভূমির বন্দোবস্ত করা যাইবেক আর যদি সে লোক সেই জমা কবুল না করে তবে সে ভূমি ঐ অষ্টম আইনের লিখনানুসারে ইজারদারের ইজারায় কিম্বা সরকারের খাস তহসীলে রাখা যাইবেক ইতি।

৭ ধারা।

যে নিষ্কর ভূমির দান অসিদ্ধ তাহার রাজস্বের দাওয়া আদালতে উপ স্থিত করিতে কালেক্টর সাহেবদিগেরে হুকুমের কথা।

কালের প্রতীক্ষায় ঐ দ ওয়ার আটক না হই বার কথা।

কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে বোর্ডরেবিনিউর সাহেবদিগের হুকুম পাই লে পর এই আইনের অনুসারে যে ভূমির দান অসিদ্ধ তাহা বাজেয়াপ্তকারণ ৯ নবম ধারার লিখনক্রমে সরকারের পক্ষে তাহার দাওয়া জিলার আদালতে উপস্থিত ক রেন্। আর এমত ভূমির বাজেয়াপ্তহওনের আটককালের কোন সংখ্যা হইবেক না।

৮ ধারা।

যে কালে কালেক্টর সাহেব নিষ্কর ভূমির রা জস্বের দাওয়া আদালতে উপস্থিত করিয়া তাহার রাজস্ব ধার্য্যের বিষয়ে শেষ ডিক্রী পান্ সে কা লে নির্দ্ধারিত রাজস্বের শতটাকায় ২৫ পচিশ টাকার হিসাবে রসুম পাইবার কথা।

যে কালেক্টরসাহেব রাজস্বের দাওয়া করিয়া আপন আমলে সে মো কদ্দমার শেষ ডিক্রী আদালতহইতে না পান্ সে সাহেব তাহার রসুম নির্দ্দিষ্ট বিষয়ছাড়া না পাইবার কথা।

কালেক্টরসাহেবেরা যে নিষ্করভূমির রাজস্বের দাওয়া আদালতে উপস্থিত করিয়া তাহার রাজস্ব ধার্য্যের বিষয়ে আদালতহইতে যে শেষ ডিক্রী পাইবেন তদনুসারে সরকারের রাজস্ব যাহা মোকররী মত সেই ভূমির উপর নির্দ্ধারিত হইবেক কালেক্টর সাহেবেরা তাহার কিশতে ২৫ পঁচিশ টাকার হিসাবে আপনারদিগের রসুমক্রমে পাইবেন। যদি এ প্রকার ভূমির রাজস্বের দাওয়া কোন কালেক্টরসাহেবহইতে আদালতে উপস্থিত হইয়া যে জিলায় সে ভূমি থাকে সেই জিলার কালেক্টরী কার্য্যে তাঁহার বহাল রহিবাতক সে ভূমির রাজস্বের ধার্য্যের বিষয়ে আদালতহইতে শেষ ডিক্রী না পাইয়া তাঁহার স্থানে অন্য যে সাহেব প্রবৃত্ত হন্ তাঁহার আমলে পাওয়া যায় তবে এ রূপে সরকারের যে রাজস্ব সেই ভূমির উপর নির্দ্ধারিত হয় তাহার রসুম উপস্থিত কালের অর্থাৎ হালের কালেক্টরসাহেব পাইবেন পূর্ব্বের কালেক্টরসাহেব পাইবেন না যদি শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে মোকদ্দমার গতিক বুঝিয়া উচিত জানিয়া সেই রসুম যে কালেক্টরসাহেব প্রথম রাজস্বের দাওয়া আদালতে উপ স্থিত করিয়াছিলেন তাঁহাকে কিম্বা যে কালেক্টরসাহেব সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করাইবার পূর্ব্বে আদি কালেক্টরসাহেবের কর্ম্মস্থানে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহাকে অথবা যে কালেক্টরসাহেব সে মোকদ্দমার শেষ ডিক্রী পান্ তাঁহাকে সমস্ত অথবা ন্যূনাধিক করিয়া তাঁহারদিগের একং জনকে না দেন্ ইতি।

৯ ধারা।

কালেক্টরসাহেব যে কালে বুঝেন্ যে অসিদ্ধ ক্রমে নিষ্কর ভূমি কাহা রে হস্তে আছে সেকালে তাহার সংবাদ বোর্ডরে বিনিউর সাহেবদিগেরে লিখিবেন এই হেতুতে

যে কালে কোন কালেক্টরসাহেবের অনুমান হয় যে এই আইনের অনুসারে যে নিষ্কর ভূমির দান অসিদ্ধ ও গয়রহ তাহার কিছু ভূমি নিষ্করক্রমে কাহারো হস্তে

আছে

আছে তবে এরূপে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার যে বেওরা কৈফিয়ৎপা ইয়া থাকেন্ কিম্বা লইতে পারেন্ তাহা বোর্ডরেবিনিউর সাহেবদিগকে লিখেন্ আর ঐ বোর্ডের সাহেবেরাও সেই দান অসিদ্ধ ও গরমাতবর থাকিবার বোধক্রমে ক্ষমতা রাখিবেন যে তাহার বাজেযাপ্তের দাওয়া জিলার দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করিবার নিমিত্তে কালেক্টরসাহেবকে হুকুম দেন্। এতভিন্ন ঐ বোর্ডের সাহেব দিগের কর্তৃত্ব আছে যে কালেক্টরসাহেবকে হুকুম করেন্ যে সেই দাওয়া আদালতে উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে সেই ভূমির লব্ধপুরস্কার ব্যক্তি কিম্বা যে কেহ সেই ভূমিতে ভোগদখল রাখে তাহার নামে দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শনলিপির তলবে এক লিখন আপন মোহর ও দস্তখতে এই পাঠে লিখিয়া পাঠান্ যে বোর্ডরেবিনিউর সাহেব দিগের হুকুমমতে লেখা যাইতেছে তুমি ঐ ভূমি নিষ্করক্রপে ভোগদখলের যে দস্তাবেজ আপন হস্তে রাখহ তাহা এত দিনের মধ্যে দাখিল করহ আর কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই লব্ধপুরস্কার কিম্বা ভোগবান ব্যক্তি যে দস্তাবেজ দাখিল করে তাহার রসীদ লিখিয়া দেন্। যদি সেই লব্ধপুরস্কার অথবা ভোগবান ব্যক্তি নির্দ্ধারিত কালের মধ্যে দস্তাবেজ দাখিল করিতে শৈথিল্য করে কিম্বা মনাতনা হয় তবে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে পুনর্ব্বার পূর্ব্ব পাঠে এক লিখন তাহার নির্দ্ধারিত কালের মধ্যে দস্তাবেজ দাখিল করিবার কারণ সেই লব্ধপুরস্কার কিম্বা ভোগবান ব্যক্তির নামে লিখিয়া পাঠাইতে কালেক্টরসাহেবকে অনুমতি দেন্ আর মোকদ্দমার মর্ম্ম এবং সেই লব্ধপুরস্কার কিম্বা ভোগবান ব্যক্তির মর্য্যাদা ও শক্তি বুঝিয়া দিন প্রতি যে হিসাবে দণ্ডলওন উচিত জানেন্ সেই হিসাবে তাহার প্রতি দণ্ডের নির্ণয় করেন্। এবং সরকারের মালগুজারীর বাকী উসুলের নিমিত্তে যে নিরূপণ আছে তদনুসারে সেই দণ্ডও উসুল করেন্। যদি সেই লব্ধপুরস্কার কিম্বা ভোগবান ব্যক্তি পুনর্ব্বারের হুকুমক্রমেও তাহার নির্দ্ধারিত দিনপর্য্যন্ত আপন দস্তাবেজ দাখিল না করে তবে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের কর্তৃত্ব আছে যে যাবৎ সেই লব্ধপুরস্কার কিম্বা ভোগবান ব্যক্তি আপন দস্তাবেজ দাখিল না করে অথবা আদালতের ডিক্রীক্রমে সে ভূমিদান অসিদ্ধ না হয় তাবৎ সে ভূমি ক্রোক রাখেন্ এবং তাহার রাজস্ব সরকারে উসুল করেন্। আর যদি সেই লব্ধপুরস্কার কিম্বা ভোগবান ব্যক্তি কহে যে আমার নিকটে ঐ ভূমির কিছু দস্তাবেজ নাই ও তদনুসারে ঐ ভূমির রাজস্বের দাওয়া আদালতে উপস্থিত হইলে পর কিছু দস্তাবেজ আদালতে দাখিল করে কিম্বা যদি সেই লব্ধপুরস্কার অথবা ভোগবান ব্যক্তি আপনার সমস্ত দস্তাবেজ কালেক্টরসাহেবের নিকটে দাখিল না করিয়া যাহা দাখিল করিয়া থাকে তাহাছাড়া অন্য দস্তাবেজ সে ভূমির রাজস্বের দাওয়া আদালতে উপস্থিত হইলে পশ্চাৎ আদালতে দাখিল করে তবে সে দস্তাবেজ সাক্ষিস্বরূপ জ্ঞান হইবেক না এবং তাহা সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তির অর্থেও গৌরব ও প্রত্যয়ের বিষয় রাখিবেক না। যদি সেই লব্ধপুরস্কার কিম্বা ভোগবান ব্যক্তি সে দস্তাবেজ সমস্ত এক কালে না দাখিল করিবার বিশিষ্ট হেতু আদালতে না কহিতে পারে

যে তাহারা উচিত জানিলে তাহার রাজস্বের দাওয়া উপস্থিত করিবার কারণ কালেক্টরসাহেবকে লিখেন্ ইহার কথা।

ঐ বোর্ডের সাহেবরা ঐ ভূমির কর্ত্তার স্থানে নিদর্শনলিপি চাহিবার অর্থে কালেক্টরসাহেবকে অনুমতি করিতে ক্ষমতা রাখিবার কথা।

সেই কর্ত্তা আপন নিদর্শনলিপি প্রথম তলবে দাখিল না করিলে তাহার স্থানে দণ্ড লইবার কথা।

মালগুজারীর বাকীর ক্রমে দণ্ড উসুলের মতের কথা।

সেই কর্ত্তা পুনর্ব্বার তলবেও আপন নিদর্শন লিপি দাখিল না করিলে তাহার ভূমি ক্রোক হইবার কথা।

সেই কর্ত্তা যদি কহে যে আমার স্থানে কিছু নিদর্শনলিখন নাই কিম্বা সমস্ত লিখন কালেক্টর সাহেবের নিকটে এক কালে না দিয়া তদনন্তর কোন লিখন দাখিল করে তাহা গ্রাহ্য না হইবার কথা।

ঐ হুকুমের বিশেষ কথা।

এবং

এবং সেই হেতু কালেক্টরসাহেবের হুকুমলিখনের জওয়াব জাহির করিয়াছিল এমত প্রমাণ না করিতে পারে। কিন্তু কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য নহে যে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুম না পাইলে ২০ বিংশতি ধারার লিখিত ইশ্‌তিহারনামাক্রমে নিস্করভোগিদিগের সনন্দ ও দস্তাবেজ রেজিষ্টরী করাইবার কিম্বা তাহারদিগের সেই ভূমির রাজস্বের দাওয়ায় আদালতে নালিশকরণের অর্থে তলবব্যতিরেকে কোন নিস্করভোগির সনন্দ ও দস্তাবেজ তলব করেন্। যদি ঐ বোর্ডের সাহেবেরা নিজে বুঝেন্ যে কোন নিস্কর ভূমি অসিদ্ধক্রমে কাহারো ভোগদখলে আছে ও তাহার সংবাদ কালেক্টরসাহেবের স্থানহইতে না পাইয়া থাকেন্ তথাচ ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের সাধ্য থাকিবেক যে তাহার রাজস্বের দাওয়া আদালতে উপস্থিত করিবার কারণ কালেক্টরসাহেবকে হুকুম দেন্ ইতি।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের বিনাহুকুমে কালেক্টরসাহেব কাহারো স্থানে সনন্দাদি তলব না করিবার কথা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কালেক্টরসাহেবের স্থানে কৈফিয়ৎ না পাইলেও ভূমির রাজস্বের দাওয়ায় আদালতে নালিশ করিতে কালেক্টরসাহেবকে হুকুম দিতে ক্ষমতা রাখিবার কথা।

১০ ধারা।

যে কেহ বাদশাহী পুরস্কারদান কহিয়া ভূমি নিস্কর রাখিবার কারণ দাওয়া রাখে তাহার কর্ত্তব্য যে এমত সকল মোকদ্দমায় সরকারকে আসামী জ্ঞান হইবার কারণ তাঁহার নামে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ ঊনবিংশতি আইনের মতে অন্যং লোকে যে রূপে বাদশাহী না দেওয়া পুরস্কার নিস্কর ভূমির রাজস্বের দাওয়ায় আদালতে নালিশ করে সেই মতে সরকারের নামে নালিশ করে ইহাতে সরকারের পক্ষহইতে সে দাওয়ার জওবাব দেওয়ার ভার কালেক্টরসাহেবের প্রতি হইবেক এবং সে দাওয়া ও অন্য যে সকল দাওয়া উপস্থিতকরণার্থে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের দ্বারা কালেক্টরসাহেবদিগেরে হুকুম যায় তাহারো সওয়াল ও জওয়াব কালেক্টরসাহেবের এতমামে সরকারের উকীলের মারফত করা যাইবেক। আর যদি সরকারের দাওয়া সমুদয় কিম্বা দাওয়ার মধ্যে কিছু অসঙ্গত ঠাহরিয়া আদালতে ডিক্রী হয় কিম্বা কালেক্টরসাহেব আদালতের ডিক্রীতে কোন প্রকার নরাজ না হন্ তবে মালগুজারীর বাকী বলিয়া টাকা চাহনের ও লওনের দাওয়ার যে সকল মোকদ্দমা কালেক্টরসাহেবের নামে আদালতে উপস্থিত হইয়া ফরিয়াদীর হকে তাহার ডিক্রী হয় সে সকল মোকদ্দমার সম্পর্কে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ চতুর্দ্দশ আইনের ৩০ ত্রিংশৎ ধারার ও অন্যং ধারার লিখিত যে সকল দাঁড়া দীপ্তিমান আছে সেই সকল দাঁড়া এ প্রকার মোকদ্দমার সম্বন্ধেও খাটিবেক কিন্তু ইহাই ছাড়া যে এ প্রকার সকল মোকদ্দমার খরচা তাহা আদালতে উপস্থিত হইবাবধি সরকারহইতে দেওয়া যাইবেক। আর এই যে সে মোকদ্দমা জিলার দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তিপাওনের পর যদি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা মফঃসল আপীল আদালতে তাহার আপীলের অর্থে অনুমতি না করেন্ কিম্বা সে মোকদ্দমার আপীল মফঃসল আপীল আদালতে নিষ্পত্তান্তে তথায় প্রথম ডিক্রী গ্রাহ্যও মঞ্জুর হইবাতে সদর দেওয়ানী আদালতে তাহার আপীলকরণের বিষয়ে না হুকুম দেন্ তবে এই দুইরূপে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সে মোকদ্দমার

যে সকল লোক বাদশাহী পুরস্কার দান কহিয়া ভূমি নিস্কর রাখিবার দাওয়া রাখে তাহারা সরকারের নামে নালিশ করিবার ও সরকারী উকীলের দ্বারা সে দাওয়ার জওয়াব দিবার ভার কালেক্টরসাহেবের প্রতি রহিবার কথা।

সরকারের দাওয়া সমস্ত কিম্বা তাহার মধ্যের কিছু আদালতক্রমে অসঙ্গত হইলে কালেক্টরসাহেবের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

দ্দমার আপীলের অনুমতি না পাঠাইবার হেতু শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে লিখেন্ ঐ শ্রীযুত সে মোকদ্দমার আপীলকরণ কিম্বা না করণের বিষয়ে যাহা উচিত জানেন্ তাহাই করিবেন ইতি।

১১ ধারা।

যে কালে এই আইনের অনুসারে কোন অসঙ্গত দাওয়া আদালতে হয় সে কালে জজসাহেব ফরিয়াদীর স্থান হইতে আসামিকে খরচা দেওয়াইবার কথা।

যদি কোন কালেক্টরসাহেব সরকারের পক্ষহইতে কোন নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্তের দাওয়া আদালতে উপস্থিত করান্ কিম্বা এই ক্ষণে যে কোন ভূমির উপর রাজস্বর ধার্য্য আছে সে ভূমি নিষ্কর রাখিবার নিমিত্তে কেহ সরকারের নামে নালিশ করে ও আদালতের জজসাহেবের বোধ হয় যে তাহা নিতান্ত অসঙ্গত তবে সেই জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার মর্ম্ম বুঝিয়া যে খরচা পাইবার উচিত জানেন্ তাহা আসামীর অর্থে ডিক্রী করেন্ ইতি।

১২ ধারা।

যে নিষ্কর ভূমির সনন্দ কৃত্রিম কিম্বা তাহার পাঠ অথবা তারিখ কোন প্রকারে ফিরিয়া গিয়া থাকে তাহা মিথ্যা বোধ হইবার কথা।

যদি কোন নিষ্কর ভূমির মোকদ্দমার বিচারে জজসাহেবের বোধ হয় যে তাহার সনন্দ কৃত্রিম কিম্বা সে সনন্দে সেই লব্ধপুরস্কার ব্যক্তির নাম লোপ করিয়া অন্যের নাম লেখা গিয়াছে অথবা প্রকৃত সনন্দে যে নাম ছিল না তাহা তাহাতে দাখিল হইয়াছে কিম্বা সেই পুরস্কারদানের নাম অথবা তাহার কট লোপ কিম্বা পরিবর্ত্ত হইয়াছে অথবা তাহার সনন্দের তারিখ ফিরাণ গিয়াছে কিম্বা সেই ভূমির পুরস্কারদানের তারিখের পূর্ব্বের তারিখ লেখা গিয়াছে তবে আদালতে এইরূপে ডিক্রী হইবেক যে সে ভূমির পুরস্কারদান অসিদ্ধ ইতি।

১৩ ধারা।

যে সকল লোক উপরের ধারার প্রকারে প্রবঞ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে তাহারা দায়ের ও সায়েরী আদালতে উপস্থিত হইতে পারিবার কথা।

যে কেহ উপরের লিখিত ধারার প্রকারের প্রবঞ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে কিম্বা তাহার প্রবৃত্ততায় সহকার হইয়া থাকে ও এমত সকল মোকদ্দমায় যদি জজসাহেব জ্ঞান করেন্ যে সে লোক ফৌজদারী আদালতে উপস্থিত হইবার যোগ্য তবে সে মোকদ্দমার বিচার দায়ের ও সায়েরের আদালতে হইবার কারণ মোকদ্দমার মর্ম্ম বুঝিয়া সে লোক হয় কয়েদে না হয় জামিনীতে রাখা যাইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

যে নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত হয় তাহার কর্ত্তা যে প্রথম ডিক্রীক্রমে রাজস্ব ধার্য্য হয় তাহার

যে কালে কোন নিষ্কর ভূমির পুরস্কারদান সিদ্ধ না হইবার বিষয়ে ডিক্রী হইয়া সে ভূমিতে সরকারের রাজস্বের ধার্য্যকরণ সঙ্গত হয় সে কালে সে ভূমির ভোগবান সে ভূমির উৎপন্ন যাহা সে মোকদ্দমার প্রথম যে ডিক্রী জিলার দেওয়ানী আদালতে কিম্বা মফঃসল আপীল আদালতে অথবা সদর দেওয়ানী আদালতে হয় তাহার তারিখের পূর্ব্বে

তারিখহইতে সেই ভূমির রাজস্বের ভারাক্রান্ত হইবার কথা।

পূর্ব্বে উসুল করিয়া থাকে তাহা তাহার স্থানহইতে ফিরাইয়া লওয়া যাইবেক না সেই ভোগবান কেবল সেই প্রথম ডিক্রীর তারিখহইতে সেই ভূমির রাজস্বের ভারাক্রান্ত ও জিম্মাদার হইবেক ইতি।

১৫ ধারা।

যে নিষ্কর ভূমি মৌরুসী তাহার বিক্রয় ও দান ও বন্ধক সিদ্ধ হইবার কথা।

আল্তমগা ও আয়মা ও মদদমাশের ভূমি সমস্ত মৌরুসী বোধ হইবেক অতএব এপ্রকার ভূমি এবং অন্য নিষ্কর যে ভূমি তাহার সনন্দানুসারে কিম্বা কোন প্রকারে মৌরুসী আছে ও তাহা এই আইনের মতে সাব্যস্ত ও বহালের যোগ্য হয় কিম্বা তাহার বহালী সরকারের হুকুমে কিম্বা সরকারের যে কার্য্যকারক এ প্রকার ভূমির বহালীর কর্ত্তৃত্ব রাখিতেন তাঁহার হুকুমে হইয়া থাকে অথবা হয় তবে এ প্রকার ভূমির হস্তান্তরহওন কি বিক্রয় কি দানক্রমে কি মতান্তরে সিদ্ধ হইবেক ও যে কেহ সে ভূমি যেরূপে পায় তাহার কর্ত্তব্য যে সে ভূমি আপনি পাইবার তারিখহইতে ছয় মাসের মধ্যে কালেক্টরী দফ্তরে আপন নামে লেখায় কিন্তু জানিবেক যে এপ্রকার যে ভূমি বিক্রয় হয় তাহার ক্ষতি ক্রয়কর্ত্তার শিরে রহিবেক অর্থাৎ যদি পশ্চাৎ প্রমাণ ও তহকীক করা যায় যে সে ভূমি মৌরুসী নহে কিম্বা তাহার বহালী সরকারের হুকুমে অথবা সরকারের যে কার্য্যকর্ত্তা এ প্রকার ভূমির বহালীর কর্ত্তৃত্ব রাখিতেন তাঁহার হুকুমে হয় নাই তবে এরূপে সে ভূমির হস্তান্তরহওন এই আইনের অনুসারে তাহার রাজস্বের ধার্য্যের প্রতিবন্ধক হইবেক না। আর সমস্ত জায়গীর লব্ধপুরস্কার ব্যক্তির জীবনাবধির কটে হওয়া বোধ হইয়া অন্য যে ভূমি দানপ্রাপ্ত ব্যক্তির বর্ত্তমানের কটে আছে তন্ন্যায়ে সেই লব্ধপুরস্কার ব্যক্তির মরণানন্তর মৌকুফ হইবেক যদি তাহার সনন্দে কোন মতান্তর লেখা না থাকে ইতি।

সনন্দে মতান্তর না থাকিলে জায়গীর ভূমি জীবনাবধি কটের বোধ হইবার কথা।

১৬ ধারা।

বাদশাহী ভূমির প্রকারের যে ভূমি বাজেয়াফ্ত হয় তাহার বেওরা যে বহীতে লেখা যাইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যে কালে কোন ভূমির পুরস্কারদান অসিদ্ধ হইবার বিষয়ে ডিক্রী হইয়া কিম্বা তাহার দানের নিয়মিত কাল গতে অথবা মতান্তরে সে ভূমি সরকারের দখলে আইসে সে কালে কর্ত্তব্য যে তাহার দানপত্রে লিখিত মহাল কিম্বা গ্রাম কি ভূমির নাম এবং জরীবের অনুসারে সেইং মহাল কিম্বা গ্রামের যত প্রশস্ত্য তাহা এবং যে পরগনায় সে ভূমি রহে সে পরগনার নাম ও তাহার যত রাজস্ব এবং তাহার কর্ত্তার নাম ও আদালতের ডিক্রীর নকল ও অন্য যে কিছু বেওরা বাজেয়াফ্তী ভূমির দরমিয়ানী পাঁচসনী বহীতে লিখিবার প্রস্তাব ২৮ অষ্টাবিংশতি ধারায় লেখা আছে তাহা লেখা যায় আর কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই বহীর যে স্থানে উপরের লিখিত বিষয় লেখা যায় সেই স্থানের পাশে ১৭ সপ্তদশ ধারার লিখিত মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহীর যে সফায় এ প্রকার ভূমি লেখা থাকে সেই সফার নম্বর আলতার কসে এবং ঐ দরমিয়ানী পাঁচসনী বাজেয়াফ্তী ও অন্য বেওরা

রাখিবার

লিখিবার বহীর যে সফায় ঐ বিষয় লেখা থাকে সেই সফার নম্বর ঐ মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহীতে আলতার কসে লেখান্ যা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৮ আইনের ১৬ ষোড়শ ধারায় সরকারের করসম্বন্ধীয় যে ভূমির প্রস্তাব আছে তাহার ইস্তিকালী অর্থাৎ খারিজদাখিলী বহীতেও ঐ বিষয় লেখা যায় এইহেতুক যে আইন্দা যে মোকররীর মিয়াদী পাঁচসনী বহী ঐ ৪৮ আইনের মতে তৈয়ার হইবেক তাহাতে উপরের লিখিত ভূমি সরকারের করসম্পর্কীয় ভূমির মতে লেখা যায় আর সরকারের করসম্পর্কীয় ভূমির খারিজদাখিলী বহীর যে সফায় উপরের লিখিত বিষয় লেখা থাকে তাহাতে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই সফার নম্বর ঐ মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী ও দরমিয়ানী পাঁচসনী বাজেয়াপ্তী বহীর যে স্থানে ঐ ভূমির বেওরা দাখিল থাকে তাহার পাশে আল্তার কসে লেখান্ এবং ঐ মোকররী মিয়াদী ও বাজেয়াপ্তী বহীর যে সফায় ঐ ভূমির বেওরা লেখা থাকে সেই সফার নম্বর সরকারের করসম্পর্কীয় ভূমির খারিজদাখিলী বহীতে যে স্থানে উপরের লিখিত বিষয় লেখা থাকে তাহার পাশে আল্তার কসে লেখান্ ইতি।

যে ভূমির রাজস্বের নির্দ্ধারণ আছে তাহা যদি আদালতের ডিক্রীক্রমে নিষ্কর হয় তবে তাহার বৃত্তান্ত যে যে বহীতে লেখা যাইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ। — যে কোন ভূমির উপর এই ক্ষণে রাজস্বের নির্দ্ধারণ আছে সে ভূমি কাহারো বাদশাহী পুরস্কারের দাওয়ার মোকদ্দমায় নিষ্কররূপে সেই লোকের ভোগদখলে বহাল রহিবার অর্থে যে কালে আদালতে ডিক্রী হয় কিম্বা যে কোন ভূমি শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে নিষ্কররূপে কাহাকেও পুরস্কার দান করেন্ সে কালে কর্ত্তব্য যে সেই ডিক্রীহওয়া কি দত্ত মহাল কিম্বা গ্রামের কি ভূমির নাম এবং জরীবের অনুসারে প্রাশস্ত্য আর যে পরগনায় সেই ভূমি থাকে সে পরগনার নাম এবং সেই লব্ধপুরস্কার ব্যক্তির নাম এবং তাহার যত রাজস্বের নির্দ্ধারণ ছিল তাহা আর ডিক্রী কিম্বা সনন্দের নকল যে খারিজদাখিলী বহী রাখিতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৮ আইনে হুকুম আছে সেই খারিজদাখিলী বহীতে লেখা যায় এবং সেই বহীতে যে স্থানে উপরের লিখিত বৃত্তান্ত লেখা যায় সেই স্থানের পাশে গত মোকররী মিয়াদ পাঁচসনী বহীর যে সফায় সেইং মহাল কিম্বা গ্রামের বিবরণ লেখা থাকে সেই সফার নম্বর আল্তার কসে লেখা যায় এইহেতুক যে পশ্চাৎ যে মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহী তৈয়ার হয় তাহাতে এপ্রকার ভূমি না লেখা যায় এবং এই আইনের লিখিত দরমিয়ানী পাঁচসনী বাজেয়াপ্তী এবং অন্যং বেওরা লিখিবার বহীর যে সফায় ঐ বৃত্তান্ত লেখা থাকে সে সফার নম্বরো ঐ মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহীতে আল্তার কসে লেখা যায় এই কারণে যে নিষ্কর ভূমির যে মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহী পশ্চাৎ তৈয়ার হইবেক তাহাতে ঐ ভূমি সরকারের নিজের কৃত পুরস্কার জানাইয়া লেখা যায় আর ঐ দুই বহীতেই কর্ত্তব্য যে কালেক্টরসাহেব খারিজদাখিলী বহীর সফার নম্বর সেই বহীর অনুসারে যে স্থানে ঐ বৃত্তান্ত লেখা থাকে তাহার পাশে আল্তার কসে লেখান্ ইতি।

১৭ ধারা।

১৭ধারা।

পাঁচ সন ব্যাজে বাদশাহী পুরস্কারের নিষ্কর ভূমির বহী তৈয়ার হইবার ও তাহার মজমুনের কথা।

বাদশাহী পুরস্কারদানের যে সকল ভূমি নিষ্কররূপে জিলাসকলে আছে সে ভূমি সমুদায়ের ফিরিস্তি সরকারে এবং সরকারের কার্য্যকারকের নিকটে উত্তরকালে নিয়ত প্রস্তুত থাকিবার কারণ তাহার বহী পাঁচং সন ব্যাজে প্রতিজিলায় তৈয়ার হইবেক আর কর্ত্তব্য যে সেই ভূমির পুরস্কার দানের নাম অর্থাৎ আলতমগা কিম্বা জায়গীর অথবা প্রকারান্তর এবং লব্ধপুরস্কার ব্যক্তির নাম এবং যে কেহ তাহাতে ভোগবান্ থাকে তাহার নাম আর সেই ভোগবান্ ব্যক্তি লব্ধপুরস্কার না হইলে এবং সেই লব্ধপুরস্কার ব্যক্তির সহিত তাহার সম্পর্ক থাকিলে সে সেই লব্ধপুরস্কার ব্যক্তির সহিত কি সম্পর্ক রাখে ও কোন্ স্বত্বাধিকারক্রমে সেই ভূমিতে ভোগবান আছে এবং সে ভূমির পুরস্কার দানের তারিখ এবং যে যে মহাল কিম্বা গ্রাম অথবা তদ্ভিন্ন স্থানের শামিলে সে ভূমি থাকে কিম্বা মধ্যে রহে এবং যে ভূম্যধিকারির ভূমির মধ্যে সেইমহাল কিম্বা তদ্ভিন্ন স্থান থাকে সেই ভূম্যধিকারির নাম এবং জরীবের অনুসারে সেই দত্ত মহাল ওগয়রহ যত বিঘা হয় তাহা এবং যে পরগনা ও সরকার ও সুবায় সেইং মহালওগয়রহ থাকে তাহার নাম সেই বহীতে লেখা যায়। ও সেই বহী বাদশাহী পুরস্কার নিষ্কর ভূমির মোকররী মিয়াদী বহীনামে খ্যাত ও মশহুর হইবেক ইতি।

ঐ বহীর নামের কথা।

১৮ ধারা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা মিয়াদী বহীর নক্সা কালেক্টরসাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবার কথা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এই আইন পাইলে পর মোকররী মিয়াদী বহী তৈয়ারের কারণ নক্শা দুরস্ত করিয়া তাহার নকল সকল জিলার কালেক্টর সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্ আর কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সেই নক্শার অনুসারে ঐ মোকররী মিয়াদী বহী তৈয়ার করেন্ ইতি।

১৯ ধারা।

লব্ধপুরস্কার ব্যক্তির নিষ্কর ভূমির বেওরা দাখিল করিবার কারণ এক বৎসরের মীয়াদ পাইবার কথা।

যে সকল লোক এই ক্ষণে বাদশাহী পুরস্কারের নামে নিষ্কর ভূমি হস্তবশ রাখে তাহারা সেই ভূমি তৎকালীন প্রধান অধিপতি কি অন্যের কর্ত্তৃত্বে দত্ত কিম্বা সাব্যস্থ ও মঞ্জুর হইয়া থাকুক ২০ বিংশতি ধারার লিখিত ইশ্‌তিহারনামার লেখা তারিখ হইতে এক বৎসরের মিয়াদ পাইবেক এইহেতুক যে ঐ মিয়াদের মধ্যে আপনারদিগের ভোগদখলের ঐ ভূমির বেওরা কৈফিয়ৎ লিখিয়া কালেক্টরসাহেবদিগের নিকটে দেয় ইতি।

২০ ধারা।

নিষ্করভোগিরা তাহারদিগের নিষ্কর ভূমির বেওরা দাখিল করিবার বিষয়ের হুকুমযুক্তে

উপরের ধারার লিখিত দেওয়া সংবাদ না পাইবার আপত্তি ও ওজর কাহারো না থাকিবার কারণ যে কালেক্টরসাহেবের জিলায় আলতমগা ও জায়গীর ও আয়মা ও মদদমাশওগয়রহ বাদশাহী পুরস্কারনামেতে খ্যাত ভূমি রহে সে সাহেবের কর্ত্তব্য যে

এই

এই আইন পাইলেই নীচের লিখিত পাঠক্রমে এক ইশ্‌তিহারনামা সুবে বাঙ্গালা ও সুবে উড়িষ্যায় পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষায় ও সুবে বেহারে পারসী ও নাগরী অক্ষর ও ভাষায় লেখাইয়া তাহাতে আপন মোহর ও দস্তখৎ করিয়া ঐ ভূমির ভোগবান ব্যক্তিরদিগের সদর কাছারীতে লট্‌কাইয়া দেওয়ান্‌ আর কর্ত্তব্য যে তাহার রসীদ তাহা লট্‌কান যাইবার তারিখ এবং সেই ভোগবান্‌ ব্যক্তির সদর কাছারীতে সেই ইশ্‌তিহারনামা এক বৎসরপর্য্যন্ত লট্‌কান থাকিবার দায় সেই ভোগবান ব্যক্তির শিরে রহিবার নিদর্শনে সেই ভোগবান কিম্বা তাহার ভূমির এতমামদারের স্থানে লেখাইয়া লন্‌। ঐ ইশ্‌তিহারনামার পাঠ এই যে অমুক জিলার মধ্যের আল্‌তমগা ও জায়গীর ও আয়মা ও মদদমাশওগয়রহ্‌ বাদশাহী পুরস্কারনামেতে খ্যাত নিষ্কর ভূমির যে ভোগবানদিগের ঐ ভূমি তৎকালীন প্রধান অধিপতির স্থানহইতে কি অন্য কর্ত্তৃত্বে পুরস্কার হইয়া কিম্বা সাব্যস্থ ও মঞ্জুর রাখা গিয়া থাকে সেই সকল ভোগবানকে হুকুম হইতেছে যে তাহারা এই ইশ্‌তিহারনামার তারিখহইতে এক বৎসর গত হইবার পূর্ব্বে আপনারদিগের নিষ্কর ভূমির বেওরা কৈফিয়ৎ নীচের লিখনানুসারে লিখিয়া কালেক্টরসাহেবের কাছারীতে দেয় যদি এপ্রকার ভূমির ভোগবানদিগের কেহ আপনি হাজির হইয়া কিম্বা কাহাকেও এ কার্য্যের নিমিত্ত ঠাহরিয়া দুই জন মাতবর সাক্ষির দস্তখতী ওকালৎনামাক্রমে আপন পক্ষে উকীল নিযুক্ত করিয়া তাহার দ্বারা সেই বেওরা কৈফিয়ৎ লেখাইয়া না দেয় তবে তাহার ভূমি বাজেয়াপ্তের যোগ্য হইবেক এবং যে প্রকারে অন্য ভূমির উপর রাজস্বের ধার্য্য আছে সেই প্রকার সে ভূমির উপরেও সরকারের রাজস্বের নির্দ্ধারণ হইবেক কিন্তু এই ক্ষণে যে ভূমির উপর রাজস্বের ধার্য্য আছে সে ভূমি নিষ্কররূপে বহাল থাকনের বিষয়ে যে সকল লোক দাওয়া রাখে তাহারদিগের কর্ত্তব্য নহে যে এপ্রকার ভূমির বেওরা কৈফিয়ৎ লিখিয়া দেয় ইতি।

ইশ্‌তিহারনামা হইবার কথা।

ঐ ইশ্‌তিহারনামার পাঠের কথা।

বেওরা।

আল্‌তমগা কি জায়গীরওগয়রহ্‌ যে ভূমি থাকে তাহার নাম।

পুরস্কারদাতার নাম।

লব্ধপুরস্কার ব্যক্তির নাম।

এই ক্ষণের ভোগবানের নাম এবং সে ব্যক্তি লব্ধপুরস্কার না হইলে পুরস্কার লব্ধ ব্যক্তির সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকিলে সেই লব্ধপুরস্কার ব্যক্তির সহিত যে সম্পর্ক রাখে তাহা আর উত্তরাধিকারিত্বক্রমে কিম্বা বিক্রয়ানুসারে অথবা যে কোন মতান্তরে সে ভূমিতে দখল পাইয়াছে তাহা।

ভূমি পুরস্কারদানের তারিখ।

দত্ত মহাল কি গ্রাম কি ভূমির কিম্বা যে যে মহাল কিম্বা গ্রাম অথবা তদ্ভিন্ন স্থানের শামিলে দত্ত ভূমি থাকে তাহার নাম।

যে যে

যে যে মহাল কিম্বা গ্রাম অথবা তদ্ভিন্ন স্থানের শামিলে সে ভূমি থাকে তথাকার জমীদার কিম্বা অন্যাধিকারী অথবা তদ্ভিন্ন যে কেহ লব্ধপুরস্কার হয় সেই জমীদার কিম্বা অন্যাধিকারী অথবা তদ্ভিন্ন ব্যক্তির নাম।

যে যে মহাল কিম্বা গ্রাম অথবা তদ্ভিন্ন স্থানের শামিলে সেই ভূমি থাকে মাপের মুখে সে ভূমি যত হয় তাহা।

যে কি যেং পরগনাতে সে ভূমি থাকে তাহার নাম।

সেই ভূমির সনন্দের নকল কিম্বা অন্য নিদর্শনলিপির নকল।

২১ ধারা।

নিষ্কর ভূমির অধিকারী আপন ভূমির কৈফিয়ৎ নির্দ্ধারিত কালের মধ্যে দাখিল না করিলে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুকুম পশ্চাৎ সেই কৈফিয়ৎ দাখিল করিবার বিষয়ে না পাইলে তাহার ভূমি বাজেয়াপ্ত হইবার কথা।

যদি কোন নিষ্কর ভূমির ভোগবান আপন ভূমির বেওরা কৈফিয়ৎ যথাসাধ্য উপরের ধারার লিখিত বেওরাক্রমে ইশ্‌তিহারনামার লেখা মিয়াদের মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে লেখাইয়া না দেয় তবে তাহার ভূমি বাজেয়াপ্তের যোগ্য হইবেক এবং সে ভূমির উপর সরকারের রাজস্বের নির্দ্ধারণ হইবেক কিন্তু শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের কর্ত্তৃত্ব আছে যে যদি এ প্রকার ভূমির ভোগবান নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে ঐ কৈফিয়ৎ না দাখিল করিতে পারিবার বিশিষ্ট হেতু কহে তবে সেই ভোগবানকে হুকুম দেন যে সে সেই কৈফিয়ৎ সেই মিয়াদ গতে দাখিল করে আর যে কালে নিষ্কর ভূমির ভোগবানদিগের কেহ নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে সেই কৈফিয়ৎ না দেয় সে কালে যদি বোর্ডরেবিনিউর সাহেবেরা জানেন যে সে লোকের ভূমির কৈফিয়ৎ বহীতে দাখিল হইবার যোগ্য তবে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহা শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে লিখেন ইতি।

২২ ধারা।

নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে যে ভূমির কৈফিয়ৎ দাখিল না হয় তাহার কৈফিয়ৎ সেই মিয়াদ গতে লেখাইয়া লইবার বিষয়ে শ্রীযুতের কৌন্সেলের হুকুম না হইলে সে ভূমি বাজেয়াপ্ত হইবার কথা।

নিষ্কর ভূমির কৈফিয়ৎ লেখাইয়া দিবার বিষয়ে যে মিয়াদের নিরূপণ আছে সেই মিয়াদের মধ্যে যে ভূমির কৈফিয়ৎ দাখিল না হয় তাহার কৈফিয়ৎ সেই মিয়াদগতে লেখাইয়া লইবার অর্থে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে হুকুম না হইলে সেই মিয়াদ গেলে পর এ প্রকার ভূমি বাজেয়াপ্ত হইবেক এবং দশসনী বন্দোবস্তের দাঁড়ামতে সে ভূমির উপর সরকারের রাজস্বের ধার্য্য হইবেক ইতি।

২৩ ধারা।

নিষ্কর ভূমির কৈফিয়ৎ বহীতে লেখা গেলেই যাহার নামে সে ভূমি লেখা যায় তাহার স্বত্বাধিকারের স্থৈর্য্যার্থে সর

জানিবেক যে এই আইনের হুকুমের অনুসারে কাহারো নামে নিষ্কর ভূমির কৈফিয়ৎ লিখিয়া লইলে কি সে ভূমির অধিকারিত্বে কি সে ভূমির পুরস্কার সিদ্ধ থাকিবার বিষয়ে সে লোকের স্বত্বাধিকারের উপর সরকারের মঞ্জুরী জ্ঞান হইবেক না বরং সরকারের বহীতে ভূমির কৈফিয়ৎ লেখা গেলে অন্যের সাধ্য আছে যে সেই ভূমির অধিকারিত্বের দাওয়ায় তাহার নামে আদালতে নালিশ করে আর যদি বোর্ড রেবিনিউর

সাহেবেরা

সাহেবেরা জানেন যে সে ভূমির পুরস্কার দান অসিদ্ধ তবে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুম পাইলে কালেক্টরসাহেবের শক্তি আছে যে সে ভূমি বাজেয়াপ্ত করিবার বিষয়ে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করেন্ ইতি।

কারের মঞ্জুরী জ্ঞান না হইবার কথা।

২৪ ধারা।

ভূমির কৈফিয়ৎ লিখিয়া লইবার বিষয়ে যে মিয়াদ নির্দ্ধার্য্য আছে তাহা গত হইলে পর একং জিলার কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই ভূমির বহী বোর্ডরেবিনিউর সাহেবদিগের মঞ্জুরী নক্সাক্রমে যে দীর্ঘ ও প্রস্থে করিতে ঐ সাহেবেরা হুকুম করেন্ তদনুসারে কেতাবের জিল্দের ন্যায় তৈয়ার করান্। এবং সেই জিল্দের পৃষ্ঠে এক পাঠ এই বেওরায় লেখা যাইবেক যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৭আইনের মতে অমুক জিলার মধ্যের বাদশাহী পুরস্কারদানের আল্তমগা ও জায়গীরওগয়রহ নিষ্কর ভূমির মোকররী মিয়াদী বহী সন অমুক ইঙ্গরেজী মোতাবেকে সন অমুক বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অথবা বিলায়তীর সুরতে লেখা গেল। এবং তাহার নম্বর লেখা রহে। আর কর্ত্তব্য যে সেই বহীর প্রতিসফায় নম্বর লেখা যায় এবং তাহার একং ওরকেও সেই জিলার দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের দস্তখৎ হয় আর সেই জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার শেষের ওরকে সকল সফার সঙ্খ্যা লিখিয়া তাহার উপর আপন দস্তখৎ করেন্। কোন বহী এইরূপব্যতিরেকে তৈয়ার হইলে তাহা মাতবর হইবেক না আর যে বহী প্রথম লেখা যায় কর্ত্তব্য যে তাহার উপর ১ পহিলা নম্বর করা যায় ইতি।

নিষ্কর ভূমির কৈফিয়ৎ লেখাইয়া লইবার মিয়াদ গেলে পর কালেক্টরসাহেব তাহার বহী তৈয়ার করাইবার কথা।

ঐ বহীর পৃষ্ঠে যে পাঠ লেখা যাইবেক তাহার কথা।

ঐ বহীর প্রতিসফায় নম্বর লেখা যাইবার এবং একং ওরকে জজসাহেবের দস্তখৎ হইবার এবং শেষ ওরকে সকল সফার শুমার লিখিবার কথা।

২৫ ধারা।

কর্ত্তব্য যে মোকররী মিয়াদী দুসরা বহী সন বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অথবা বিলায়তী যে জিলায় যে সনের চলন থাকে সেই জিলায় তথাকার চলন ১২০৭ সালের প্রথমে লেখা যায় এবং সেই বহীতে ২ দুসরা নম্বর লেখা যায় আর মোকররী মিয়াদী অন্য সকল বহী পাঁচং সন ব্যাজে সনের প্রথমে লেখা যায় এবং কর্ত্তব্য যে সে সকল বহীর উপর বিলিক্রমে নম্বর দাগ করা যায় ইতি।

মোকররী মিয়াদী ২ দুসরা বহী ১২০৭ সাল অবধি লেখা যাইবার কথা।

২৬ ধারা।

এ দেশী যে সকল লোক দেশী জোবানের দফ্তরের মহাফিজ্ অর্থাৎ মুজমিলনবীস থাকে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে মোকররী মিয়াদী বহী ইঙ্গরেজী বহীর মোতাবেকে রাখে এবং বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা যে দীর্ঘ প্রস্থ নির্ণয় করেন্ তদনুসারে সেই বহী কেতাবের জিল্দের ন্যায় তৈয়ার করায় আর কর্ত্তব্য যে সেই বহীর প্রতিসফায় ইঙ্গরেজী বহীর অনুসারে নম্বর লেখা যায় এবং তাহার উপর দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের দস্তখৎ হয় আর নিষ্কর ভূমির কোন বহী এইরূপে তৈয়ার

মুজমিলনবীসেরা মোকররী মিয়াদী বহী ইঙ্গরেজী বহীর তুল্যে রাখিবার কথা।

না

নিষ্কর ভূমির কৈফিয়ৎ বাজেয়াপ্তী বহীতে দাখিলকরণে বিলম্ব করিতে নিষেধের কথা।

নী পাঁচসনী বাজেয়াপ্তী বহীতে দাখিল থাকে তাহার উপর আপনারদিগের দস্তখৎ করেন্ এবং ঐ সাহেবদিগেরে যথোচিত হুকুম আছে যে ঐ বহীতে সেই কৈফিয়ৎ দাখিল করিতে বিলম্ব ও শৈথিল্য না হইবার বিষয়ে উচিত যে নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত করিলে এবং সেই ভূমির কিছু বেওরা থাকিলে তাহার কৈফিয়ৎ সেই বহীতে দাখিল করেন্ ইতি।

৩২ ধারা।

মুজমিলনবীসেরাও বাজেয়াপ্তী ভূমির বহী ইঙ্গরেজী বহীর তুলনায় রাখিবার কথা।

মুজমিলনবীসদিগের কর্ত্তব্য যে বাজেয়াপ্তী ভূমির বহী ইঙ্গরেজী বহীর তুলনায় কেতাবের জিল্দের ন্যায় তৈয়ার করে এবং তাহার সকল সফায় নম্বর লেখা যায় ও তাহার পতিওরকে দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের দস্তখৎ হয় ইতি।

৩৩ ধারা।

মিয়াদী ও বাজেয়াপ্তী বহী সকলের অশুদ্ধ শোধন যেরূপে হইবেক তাহার কথা।

সে বহী যে যে মর্ম্মানুসারে লেখা যাইবেক তাহার কথা।

২৪ চতুর্ব্বিংশতি ধারার লিখনানুসারে মোকররী মিয়াদী বহী তৈয়ার হইলে এবং তাহাতে জিলার আদালতের জজসাহেবের দস্তখৎ হইলে পর যদি সে বহীতে কোন নিষ্কর ভূমির কৈফিয়ৎ লিখিতে কিছু ভুল হইয়া থাকে কিম্বা সেই কৈফিয়ৎ সমস্ত না লেখা গিয়া থাকে অথবা তাহার লেখক অশুদ্ধ করিয়াছে এমত জানা যায় তবে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য নহে যে সেই ভুল ও অশুদ্ধকে ফিরান কিম্বা কাটান্ বরং কর্ত্তব্য যে তাহা সে কালে পূর্ব্বমত বহাল রাখিয়া তাহার প্রস্তাব দরমিয়ানী পাঁচসনী বাজেয়াপ্তী ভূমির বহীতে লেখাইয়া তাহার উপর আপন দস্তখৎ করেন্ আর সেই মোকররী মিয়াদী বহীর যে সফার যে স্থানে সেই ভুল হইয়া থাকে তাহার পাশে দরমিয়ানী পাঁচসনী বাজেয়াপ্তী বহীর যে সফায় সেই ভুল কিম্বা অশুদ্ধের প্রস্তাব লেখা যায় সেই সফার নম্বর আল্তার কসে লেখান এবং সেই মোকররী মিয়াদী বহীর যে সফার যে স্থানে সেই ভূমি লেখা থাকে সেই সফার নম্বর দরমিয়ানী পাঁচসনী বাজেয়াপ্তী বহীর যে সফার যে স্থানে সেই প্রস্তাব থাকে তথায় আল্তার কসে লেখান্ আর যদি দরমিয়ানী পাঁচসনী বাজেয়াপ্তী বহীতে কিছু ভুল কিম্বা অশুদ্ধ হয় তাহা তেও উপরের লিখিত দাঁড়ার মত করা যাইবেক ইতি।

৩৪ ধারা।

মুজমিলনবীসেরা ইঙ্গরেজী বহীর তুলনায় যে মিয়াদী ও বাজেয়াপ্তী বহী রাখে তাহার অশুদ্ধ শোধন যেরূপে হইবেক তাহার কথা।

মুজমিলনবীসেরা ইঙ্গরেজী বহীর তুলনায় যে সকল বহী আপনারদিগের নিকটে রাখে তাহাতে যে কালে কিছু ভুল কিম্বা অশুদ্ধ অথবা না দুরস্তী হয় সে কালে তাহারাও তাহার শোধন যেরূপে ইঙ্গরেজী বহীর সকল অশুদ্ধ শোধনার্থে কালেক্টরসাহেবদিগেরে হুকুম আছে সেইরূপে করে কিন্তু দরমিয়ানী পাঁচসনী বাজেয়াপ্তী ভূমির বহীতে যে স্থানে সেই ভুল কিম্বা অশুদ্ধের প্রসঙ্গ লেখা যায় তথায় কর্ত্তব্য যে মুজমিলনবীসের দস্তখৎ ছাড়া কালেক্টরসাহেবেরো দস্তখৎ হয় ইতি।

৩৫ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৩৭ সপ্তত্রিংশৎ আইন।

৩৫ ধারা।

যদি কোন মোকররী মিয়াদী বহী তৈয়ারের কালে বাদশাহী পুরস্কার নিষ্কর কোন ভূমির প্রতি কাহারো স্বত্বাধিকারের দাওয়া কোন দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত থাকে তবে সে কালে যে ব্যক্তি সেই ভূমিতে ভোগবান্ থাকিবেক সেই ব্যক্তির অধিকার সেই বহীতে লেখা যাইবেক ইতি।

মোকররী মিয়াদী বহী তৈয়ারের কালে দেওয়ানী আদালতে কোন ভূমির অধিকারিত্বের মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিলে তৎকালে সে বহীতে যাহার অধিকার লেখা যাইবেক তাহার কথা।

৩৬ ধারা।

যে কালে মোকররী মিয়াদী বহী তৈয়ার করাইবার অর্থে কিম্বা দরমিয়ানী পাঁচসনী বাজেয়াপ্তী বহীতে নিষ্কর ভূমির কৈফিয়ৎ লেখাইতে সেই ভূমির ভোগবানের স্থানে কোন বিষয়ের বার্ত্তালওন কোন কালেক্টরসাহেবের আবশ্যক হইয়া সেই ভোগবান ব্যক্তির নামে সেই সাহেবের মোহর ও দস্তখতে হুকুমনামা যায় সে কালে যদি সেই ভোগবান সেই হুকুমনামা পাইয়া নির্দ্ধারিত কালের মধ্যে সে বিষয়ের সংবাদ দিতে শৈথিল্য ও গাফিলী করে তবে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার বৃত্তান্ত বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগেরে লিখেন্ তাহাতে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের কর্তৃত্ব আছে যে যদি সেই ভোগবান ব্যক্তি সে বিষয়ের সংবাদ আপন সাধ্যানুসারে দিতে অশক্ত হইবার প্রমাণ না দিতে পারে তবে যত দিনে সেই ভোগবান ব্যক্তি সেই বিষয় লিখিয়া না দেয় তত দিনের দণ্ড সেই ভোগবানের সম্ভ্রম ও শক্ত্যনুসারে দিন প্রতি যত উচিত জানেন্ ততই তাহার উপর নিরূপণ করেন্ এবং কালেক্টরসাহেবেরা সেই দণ্ড যেরূপে মালগুজারীর বাকী টাকা উসুলের নিমিত্তে হুকুম আছে সেইরূপে উসুল করিবেন। আর ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের প্রতি হুকুম আছে যে যেং জিলার মধ্যের নিষ্কর ভূমির বিষয়ের যে লিখনপত্র ও সংবাদ আপনারদিগের নিকটে রাখেন্ তাহা সেইং জিলার কালেক্টরসাহেবের নিকটে পাঠান্ এইহেতুক যে তদনুসারে সেইং জিলার কালেক্টরসাহেবের প্রথম মিয়াদী বহী তৈয়ার করাইবার অর্থে আর সে ভূমির কৈফিয়ৎ লিখিয়া দিতে নিষ্কর ভূমির অধিকারিদিগের নষ্টতা ও প্রবঞ্চনার সংবাদ পাইতে এবং সে সকল নিষ্কর ভূমির মধ্যে যে ভূমি এই আইনের মতে রাজস্বের যোগ্য তাহা নিরূপণ করিতে সাহায্য লাভ হয় ইতি।

কালেক্টরসাহেব নিষ্কর ভূমির কৈফিয়ৎ ভোগবানের স্থানে চাহিলে যদি না দেয় তবে সেই ভোগবানের প্রতি দণ্ডনিরূপণের কথা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা যে নিষ্কর ভূমির যে লিখনপত্র ও সংবাদ রাখেন্ তাহা কালেক্টরসাহেবের নিকটে পাঠাইবার কথা।

৩৭ ধারা।

কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যত ত্বরাতে হয় কি ইঙ্গরেজী কি এদেশী ভাষার মোকররী মিয়াদী বহীর নকল আপনারদিগের দস্তখতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্ আর উচিত যে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা ২৪ চতুর্বিংশতি ধারার লিখনানুসারে যে দীর্ঘ পুস্তের নির্ণয় আসল বহীর কারণ করেন্ সেই দীর্ঘ পুস্তে সেই নকলের

কালেক্টরসাহেবেরা মিয়াদী বহীর নকল এবং বাজেয়াপ্তী বহীর লিখিত লাখেরাজী ভূমির তিনং মাসের কৈ

ফিয়তের নকল যে ২ সাহেবের নিকটে পাঠা ইতে থাকিবেন তাহার কথা।

লের বহীও তৈয়ার হয় এবং আসল বহীর মতে তাহার প্রতিসফায় নম্বর লেখা যায় এবং তাহার উপর জিলার দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের দস্তখৎ হয় আর কা লেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যেমত মোকররী মিয়াদী বহীর নকল আপনার দিগের দস্তখতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইতে থাকেন্ তেমত সন বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অথবা বিলায়তীর যাহা যে জিলায় চলন থাকে সেই সনের নিদ র্শনে প্রতিসন তৃতীয় মাস ও ষষ্ঠ মাস ও নবম মাস ও দ্বাদশ মাস গতে একং মাসের মধ্যে দরমিয়ানী পাঁচসনী বাজেয়াপ্তী ভূমির বহীর লিখিত নিষ্কর ভূমির গত তিনং মাসের বেওরা কৈফিয়তের নকল আপনারদিগের দস্তখতে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের নিকটেও পাঠাইতে রহেন্ আর তদনুসারে প্রত্যেক কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে মোকররী মিয়াদী বহীর নকল এবং দরমিয়ানী পাঁচসনী বাজেয়াপ্তী বহীর লিখিত নিষ্কর ভূমির গত তিনং মাসের কৈফিয়তের নকল আপন জিলার দেওয়ানী আদা লতের জজসাহেবের নিকটে এবং যে মফঃসল আপীল আদালতের এলাকার তাবে তাঁহার জিলা হয় তথাকার সাহেবদিগের নিকটেও পাঠাইতে রহেন্ আর ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে একং জিলার মোকররী মিয়াদী বহীর নকল এবং দরমিয়ানী পাঁচসনী বাজেয়াপ্তী বহীর লিখিত নিষ্কর ভূমির গত তিনং মাসের কৈফিয়তের নকল পাইলেই তাহার নকল আপনারদিগের দস্তখতে সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠা ইতে থাকেন্ ইতি।

৩৮ ধারা।

সকল আদালতের জজ সাহেবদিগের ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবের দের ও কালেক্টরসাহেব দিগের প্রতি সকল বহীর রক্ষণ সর্ব্বতোভাবে ক রিতে হুকমের কথা।

সকল আদালতের জজসাহেবেরা ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা ও কালেক্টরসা হেবদিগকে যথোচিত হুকুম আছে যে কি ইঙ্গরেজী কি এদেশী ভাষার মোকররী মি য়াদী ও দরমিয়ানী পাঁচসনী বাজেয়াপ্তীওগয়রহ বেওরাকৈফিয়তের সমস্ত বহীর র ক্ষার বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগী থাকেন্ এবং সেই সমস্ত বহীর যে নকল দফ্তরে রাখা যায় তাহার জিল্দ এমত সামগ্রীতে তৈয়ার করান্ যে তাহার রক্ষার অর্থে পোকায় কাটিবার উৎপাত ও অন্যং ক্ষতিখতরা হইতে না পারে ইতি।

৩৯ ধারা।

বাঙ্গলা ও ফসলী ও বিলায়তী ১২০৭ সালের প্রথমে এবং তাহার পাঁচং সন ব্যাজে যে মি য়াদী বহী তৈয়ার হই বেক তাহা যাহা দৃষ্টি করিয়া হইবেক তাহার কথা।

যে সকল মোকররী মিয়াদী বহী সুরেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার জিলা সকলে সন ১২০৭ বাঙ্গলা ও ফসলী ও বিলায়তীর প্রথমে ও তাহার পাঁচং সন ব্যাজে লেখা যাইবেক তাহাতে কর্ত্তব্য যে তাহার একং বহী তাহার পূর্ব্বের মোকররী মিয়াদী বহীর অনুসারে এবং নিষ্কর ভূমির দরমিয়ানী পাঁচসনী বাজেয়াপ্তী বহীর লিখিত মর্ম্মক্রমে এইরূপে তৈয়ার হয় যে তাহাতে গত পাঁচ সনের মধ্যে যে নিষ্কর ভূমির উপর সরকারের রাজস্বের ধার্য্য হইয়া থাকে এবং যে নিষ্কর ভূমি অন্য জিলায় দা

খিল

খিল হইয়া থাকে তাহা বহীতে লিখিয়া যে ভূমি সে জিলায় দাখিল হইয়া থাকে এবং যে ভূমি ২১ একবিংশতি ধারাক্রমে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুকুন হইলে পর বহীতে দাখিল হইয়া থাকে এবং যে ভূমি ঐ শ্রীযুতের হুজুর হইতে নূতন পুরস্কারদান হইয়া থাকে এবং যে ভূমির মোকদ্দমা এই আইনের মতে আদালতে উপস্থিত হইয়া তাহা বাদশাহী নিষ্কর নামে রাখিবার অর্থে আদালতের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া থাকে সে সকল ভূমি বহীতে লেখা যায় অতএব যাবৎ অন্য মোকররী মিয়াদী বহী লিখিবার কাল উপস্থিত না হয় তাবৎ সমস্ত বিষয় পুস্তুত থাকিবেক আর আইন্দা সকল বহী কেবল ঐ প্রকার লিখনানুসারে নির্দ্ধারিত বিনিক্রমে তৈয়ার হইবেক ইতি।

৪০ ধারা।

বহীতে নিষ্কর ভূমির কৈফিয়ৎ লিখিবার মোকদ্দমায় কালেক্টরী আমলায় ঘুষ লইলে তাহার ভাগ্যে যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

যদি কোন জিলার আদালতের জজসাহেবের নিকটে পুমাণ হয় যে কালেক্টরসাহেবের কিম্বা কালেক্টরের আসিষ্টাণ্ট সাহেবের আমলা এদেশি লোকের কেহ এই আইনের অনুসারে বহীতে নিষ্কর ভূমির কৈফিয়ৎ লিখিবার মোকদ্দমায় কিম্বা এপ্রকার ভূমির কৈফিয়ৎ লিখিবার সম্পর্কীয় অন্য বিষয়ে স্পষ্টক্রমে অথবা চক্রান্তে কাহারো স্থানে কিছু নগদ কিম্বা জিনিস ঘুষ লইয়াছে তবে ঐ জজসাহেব সেই আমলার পুতি অর্পিত কার্য্যহইতে তাহাকে তগীরের অর্থে ডিক্রী করিবেন এবং যে ঘুষ লইয়া থাকে তাহা ফিরাইয়া দেওয়াইয়া তাহার তিনগুণ দণ্ড সরকারে লইবেন এবং আদালতের খরচা ফরিয়াদীকে দেওয়াইবেন আর যাবৎ সেই আসামী ঐ সকল বিষয় না দেয় কিম্বা তাহার দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয়েতে আদায় না হয় তাবৎ সেই আসামীকে জেহলখানায় কয়েদ রাখিবেন ইতি।

৪১ ধারা।

কালেক্টরসাহেবের কিম্বা তাঁহার ছোট সাহেবের কোন চাকর কিম্বা অনুগত লোকহইতে উপরের ধারার লিখিতাপরাধ হইলে তাহার ভাগ্যে যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

এদেশী যে কোন লোক সরকারের আমলা না হইয়া কেবল কালেক্টরসাহেবের কিম্বা তাঁহার ছোট সাহেবের চাকর অথবা অনুগত হয় ও তাহাহইতে যদি উপরের ধারার লিখিত অপরাধ অর্থাৎ ঘুষলওন আদালতে পুমাণ হয় তবে জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই ঘুষের বস্তু ফিরাইয়া দেওন ও তাহার তিনগুণ দণ্ড সরকারে লওন এবং আদালতের খরচার নিশা দেওয়ানের অর্থে সেই আসামীর উপর ডিক্রী করেন্ এবং তাহাকে ছয় মাসপর্য্যন্ত জেহলখানায় কয়েদ রাখেন্ যদি ঐ নিয়মিত কাল গতেও ঐ সকল বিষয় সেই আসামীর স্থানহইতে কিম্বা তাহার দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয়ের দ্বারা আদায় না হয় তবে যাবৎ আদায় না হয় তাবৎ কয়েদে রাখেন্ আর কালেক্টরসাহেব ও তাঁহার ছোট সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই আসামীকে আপন চাকরী কিম্বা আনুগত্য হইতে দূর করেন্ এবং পুনরায় কখন তাহাকে কি আপন কার্য্যের মোতালকের কি আপনার নিজের কোন কার্য্যে নিযুক্ত না করেন্ ইতি।

৪২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৩৭ সপ্তত্রিংশৎ আইন।

৪২ ধারা।

বাদশাহী পুরস্কার নামে যে ভূমি খ্যাত তাহার প্রতি এই আইনের লিখিত দাঁড়া না চলিবার কথা।

যে ভূমি বাদশাহী পুরস্কার নামে খ্যাত না হয় ও কাহারো হস্তে নিষ্করুরূপে রহে এমত ভূমির সম্পর্কীয় এ আইন জানা না যায় তদর্থে যে সকল দাড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ ঊনবিংশতি আইনে লেখা আছে ইতি।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,
H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৩৮ অষ্টত্রিংশৎ আইন।

ইঙ্গরেজী ১৭৮৭ সালের ২৭ জুনের যে আইনেতে শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর যে সাহেবেরা আদালত কিম্বা তহসীলের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন তাঁহারদিগকে জমীদার ও হুজুরী তালুকদার ও অন্যং ভূম্যধিকারী ও শামিলাৎ তালুকদার ও খাসমহালাতের ইজারদারদিগকে এবং ঐ সকল ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগের তাবের কট্‌কিনাদার ও পুজাবর্গকে এবং তাহারদের মালজামিনদিগেরে কর্জ দিতে নিষেধের হুকুম আছে তাহা খবরিয়া পুনর্নির্দ্দিষ্ট করিবার এবং এইক্ষণে বিলায়তী সকল সাহেবলোককে এই যে সকল হুকুম আছে যে তাঁহারদিগের স্থানে যেং ভূমি বন্ধক আছে তাহা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের বিনামঞ্জুরীতে দখল না করেন্ এবং কোন কারীগরী অথবা অন্য ব্যাপারের জন্যে বাটীঘর নির্ম্মাণ করিবার কারণ কোন ভূমি খরীদ করিয়া কিম্বা ভাড়া অথবা জমা করিয়া না লন্ সেই সকল হুকুমের কিছুং মতান্তর করিয়া পুনর্নির্দ্দিষ্ট করিবার বিষয়ে এ আইন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১ পহিলা মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ১ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২০৭ সালের ১৯ রমজানে জারী করিলেন।

এদেশে শ্রীযুত ইঙ্গরেজ কোম্পানী বাহাদুরের অধিকার ও আমল হইলে অল্পকাল পরে কোম্পানীর সরকারের চিহ্নিত চাকর যেং সাহেবলোক আদালত ও মালের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন তাঁহারদিগেরে নিষেধ ছিল যে ভূম্যধিকারী ও ইজারদার ও অন্যং লোক যে কেহ সরকারের মালগুজারীর এলাকা রাখে তাহারদিগেরে কিছু কর্জ্জ না দেন্ তাহার হেতু এই ছিল যে যদি সে সকল লোকের সহিত এমত কারবার করিবার নিষেধের হুকুম না হইত তবে তাঁহারা আপনং হুকুমের তাবের লোকদিগের প্রতি যেং হুকুমৎ করিবার ক্ষমতা রাখিতেন্ তদনুসারে বক্রতা ও পেচঁপাচঁ করিয়া আপনারদিগের হুকুমের তাবের লোকদিগের প্রতি অন্যায় করিতে পারিতেন অতএব সেই সকল হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৮১ সালের ৫ জুলাইর নির্দ্ধারিত আদালতের আইনভুক্ত করা গিয়াছে ও তদবধি তাহা সাব্যস্ত ও বহাল আছে আর এ দেশী লোকদিগের আচার ব্যবহারের অনাদরপ্রযুক্ত এবং তাহারদিগের সুখ ও কল্যাণের বৃদ্ধি হইবার নিমিত্তে এবং এ দেশীয় লোকদিগের উপর আদালতে যেমত নালিশ হইতে পারে সেই মতে যাহারদের উপর নালিশ হইতে না পারে সে লোকেরদের নির্ব্বিঘ্নে — হেতুবাদ।

পে   ভূমি

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৩৮ অষ্টত্রিংশৎ আইন।

ভূমি ক্রয় করিতে কি ভাড়া করিয়া লইতে কিম্বা বাসা ঘর কি কারখানা কি অন্য ২ জারুতের কার্য্যকরণের নিমিত্তে ঘরইত্যাদি বানাইবার নিমিত্তব্যতিরেকে কোন ভূমি দখল করিতে অনুমতি দেওনেতে যে২ দোষ হইত তাহা না হওনের কারণ এ দেশে শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের অধিকার ও আমল হইলে কিঞ্চিৎকাল ব্যাজেই হুকুম হইয়াছিল যে ইউরোপীয় সাহেবলোকদিগের কেহ কলিকাতার সীমাসরহদ্দের বাহিরে কিছু ভূমি খরীদ করিবেন না এবং কোন প্রকারে জমী জমার এলাকাও রাখিবেন না সেই যে সকল হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৮৭ সালের ৮ জুনের মালের সিরিস্তার আইনের শামিল করিয়া সেই কালহইতে বহাল রাখা গিয়াছে তাহা পুনরায় দুরস্ত করিয়া জারী করা যাইতেছে ইতি।

২ ধারা।

শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর সাহেবদিগের প্রতি ভূম্যধিকারী ও ইজারদার ও কট্‌কিনাদার ও প্রজাবর্গ ও মালজামিন লোককে কর্জ দিতে নিষেধের কথা।

সকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের জজ ও ফৌজদারীর সাহেবেরা এবং সমস্ত মফঃসল আপীল আদালতের এবং দায়ের ও সায়েরী আদালতের জজসাহেবেরা এবং ঐ সকল আদালতের রেজিষ্টরসাহেবেরা ও তাহারদিগের আসিষ্টাণ্ট সাহেবেরা এবং শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের অন্য২ চিহ্নিত চাকর সাহেবলোক এবং সকল জিলার কালেক্টরসাহেবেরা ও তাহারদিগের আসিষ্টাণ্ট সাহেবদিগের নিষেধ আছে যে সরকারের মালগুজার কোন ভূম্যধিকারী ও ইজারদার ও শামিলাত তালুকদার ও কট্‌কিনাদার ও প্রজাবর্গ ও মালজামিনদিগেরে কিছু কর্জ না দেন ইহাতে যদি বার২ নিষেধ হুকুম না মানিয়া ঐ সকল লোকের কাহাকেও কর্জ দিয়া থাকেন অথবা পশ্চাৎ দেন তবে কোন আদালতের বিচারক্রমে তাহা কদাচ পাইবেন না।

৩ ধারা।

বিলায়তী সকল প্রকারের সাহেবলোকের যে কেহ এইক্ষণে কিম্বা উত্তর কালে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের বিনাহুকুমে কিছু ভূমি তঙ্কাকে খরীদ কিম্বা ভাড়া ও জমা করিয়া লন তাহা ঐ শ্রীযুতের হুজুরের অভিমতক্রমে অসদ্ধ হইবার কথা।

বিলায়তের সকল প্রকারের সাহেবলোককে নিষেধ আছে যে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের বিনাহুকুমে কলিকাতা শহরের সীমাসরহদ্দের বাহিরে কিছু ভূমি তঙ্কাকে খরীদ না করেন কিম্বা ভাড়া অথবা জমা করিয়া না লন ইহাতে যদি পুনঃপুনঃ নিষেধ হুকুম না মানিয়া কেহ ঐ শহরের বাহিরে কিছু ভূমি খরীদ করেন কিম্বা ভাড়া অথবা জমা করিয়া লইয়া থাকেন কিম্বা পশ্চাৎ লন তবে ঐ শ্রীযুতের হুজুরের মতানুসারে তাহাহইতে বেদখল হইবেন এবং সেই ভূমিতে বাটী ঘরওগয়রহ প্রস্তুত থাকিলেও তাহার এওজে কিছু পাইবেন না ইতি।

৪ ধারা।

বিলায়তী যে২ সাহেবলোকের প্রতি ভূম্যধিকারিপ্রভৃতি মাল

বিলায়তী যে সকল সাহেবলোকের প্রতি সরকারের মালগুজার কোন ভূম্যধিকারী অথবা ইজারদার কিম্বা শামিলাত তালুকদার অথবা কট্‌কিনাদার কিম্বা প্রজা

লোককে

লোককে কর্জ দিতে নিষেধ নাই তাঁহারা ঐ সকল লোকের মধ্যে যাহাকে কিছু কর্জ দেন্ তাহার বোধ ও খাতিরজমার নিমিত্তে সেই খাতকের কিছু ভূমি কিম্বা ভূমির পাট্টাওগয়রহ কাগজ বন্ধক রাখিলে কোনপ্রকারে সে ভূমি দখল করিতে পারিবেন না এবং তাহার রাজস্বাদি উসুল তহসীল ও মালগুজারীর সরবরাহের কিছু এলাকা রাখিতেও শক্ত হইবেন না ইতি।

গুজারদিগকে কর্জ দিতে নিষেধ নাই তাঁহারা তাহারদিগের ভূমি বন্ধকে কর্জ দিলে সে ভূমি দখল করিতে কিম্বা তাহার উসুল তহসীলের ক্ষমতা রাখিতে না পারিবার কথা।

৫ ধারা।

যে সময়ে বিলায়তী কোন সাহেবলোক শহর কলিকাতার সীমাসরহদ্দের বাহিরে কোন ভূমি খরীদ করেন্ কিম্বা কেরায়া অথবা দখল করিবার হুকুম হজুরহইতে পান্ সে সময় সে ভূমি যে জিলার এলাকার মধ্যের হয় সেই জিলার কালেক্টরসাহেবের তরফ আমীনে সে ভূমি মাপিয়া চিহ্নিত করিয়া দিবেক তাহাতে সেই আমীনের খরচা সেই খরীদার কিম্বা কেরায়াদার অথবা দখলীকার দিবেন কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য এই যে যে সময়ে ঐ শ্রীযুতের হজুরের বিনাহুকুমে বিলায়তী কোন সাহেব লোক তঞ্চকক্রমে কিছু ভূমি খরীদ কিম্বা কেরায়া অথবা দখল করেন্ সে সময়ে সে বিষয়ের বেওরা যত জ্ঞাত হইতে পারেন্ তাহা হইয়া ঐ শ্রীযুতের হজুরের এত্তেলা কারণ বোর্ড রিবেনিউর সাহেবদিগের স্থানে লিখিবেন ইতি।

বিলায়তী যে কোন সাহেবকে ভূমি লইতে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলর হজুরের হুকুম হয় সে ভূমি মাপিয়া দিতে কালেক্টরসাহেব আমীন পাঠাইবার কথা।

ঐ শ্রীযুতের হজুরের বিনাহুকুমে বিলায়তী কোন সাহেবলোক ভূমি লইলে তাহার বেওরা ঐ হজুরের সুগোচরার্থে কালেকটরসাহেব লিখিবার কথা।

৬ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা এই আইন পাইলে পর তাঁহারদিগের আপনং জিলার মোতালকে বিলায়তী সাহেবলোকে যে ভূমিতে অধিকার অথবা কোন স্থান কেরায়া কিম্বা জমা করিয়া থাকেন্ তাহার বিবরণের একং ফর্দ্দ করিবেন ও সেই সকল ফর্দ্দে ভূমির তায়দাদ ও রকম ও যে হুকুমে অধিকার কিম্বা কেরায়া অথবা জমা করিয়া থাকেন্ তাহা লিখিবেন এবং এইরূপে ফর্দ্দ করিয়া প্রতিবৎসর জানুআরী মাসের ১ পহিলা তারিখে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন ইতি।

বিলায়তী সাহেব লোক যেং ভূমি লন্ কালেক্টরসাহেব তাহার কৈফিয়তের ফর্দ্দ করিয়া প্রতিসন বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবার কথা।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৩৯ উনচত্বারিংশৎ আইন।

কাজীঅলকোজ্জাৎ অর্থাৎ সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার পধান কাজী ও সকল জিলার কাজীরা নিযুক্ত হইবার ও তাহারদিগের কার্য্য করিবার মতের আইন শ্রীযুত গবরনর্ জেনেরল বাহাদুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১ পহিলা মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২০৭ সালের ১৯ রমজানে জারী করিলেন।

হেতুবাদ।

শহর পাটনা ও শহর ঢাকা ও শহর মুরশিদাবাদ ও সকল কসবা ও পরগনা কাজীরা খরীদফরোক্তী কোবালাজাৎ তৈয়ার ও তাহাতে মোহর এবং অন্যং শরিয়া কাগজ এতাবতা দান বিক্রয়াদির কাগজপত্র ও সকল সাদীর কার্য্য ও শরার লিখন মাফিক অপর সকল দিনের ক্রিয়া শ্রীযুত ইঙ্গরেজ কোম্পানী বাহাদুরের আমলহইতে যেমত করিয়াছে সেই মত করিবার জন্যে এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ সপ্তদশ আইনের লিখনানুসারে ক্রোকী দ্রব্যাদি নীলাম এবং ২৪ চতুর্ব্বিংশতি আইনের মতে মোশাহেরা বাঁটিবার কারণ নিযুক্ত হইয়াছে অতএব উপরের প্রস্তাবিত সকল কার্য্যের সরবরাহ কারণ আবশ্যক এই যে যে সকল লোক উপযুক্ত ও শরার খবরদার হয় তাহারাই ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হয় ইহাতে তাহারা আপনারদিগের মোতালক সকল কার্য্য সরগরমীতে ইমান দুরস্ত রাখিয়া করিবার খাতিরজমার জন্যে এমত ভরসা দেওয়া উচিত হয় যে যাবৎ তাহারদিগের অনুপযুক্ততা এবং লম্পটতাদি দুষ্ক্রিয়াকরণ শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পুমাণ না হয় তাবৎ তাহারা আপনং কার্য্যহইতে অবসর ও তগীর না হয় অতএব নীচের লিখনানুসারে হুকুম নির্দিষ্ট হইল ইতি।

২ ধারা।

শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরহইতে তিন সুবার পুধান কাজী নিযুক্ত হইবার ও তাহার অনুপযুক্ততা পুকাশ না পাইলে তগীর না হইবার কথা।

১ পুথম পুকরণ।—শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে কাজীঅলকোজ্জাৎ অর্থাৎ তিন সুবার পুধান কাজীকে নিযুক্ত করিবেন ও যাবৎ তাহার অনুপযুক্ততা ও লম্পটতাদি দুষ্ক্রিয়াকরণ ঐ শ্রীযুতের হজুরে পুমাণ না হয় তাবৎ তগীর হইবেক না।

পুধান কাজীর মোহরের কথা।

২ দ্বিতীয় পুকরণ।—পধান কাজী আপনার কার্য্য চালানের অর্থে এক গোল মোহর ২ দুই বুরুল পুমাণ পুশস্তে রাখিবেক ও সেই মোহরে তাহার খেদমৎ ও নাম

পারসীর অক্ষর ও ভাষায় নীচের লিখিত পাঠক্রমে খোদা যাইবেক। মোহরের পাঠ এই যে মোহর কাজীঅলকোজ্জাৎ সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা কাজী অমুক।

৩ ধারা।

উপরের ধারার সকল হুকুম মফঃসলের সমস্ত কাজীর উপর চলিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ঐ সুবেজাতের মধ্যে সকল শহর ও কসবা ও পরগনাতে যে সকল কাজী নিযুক্ত হইয়াছে তাহারা যাবৎ অনপযুক্ত কার্য্য ও লম্পটতাদি দুষ্ক্রিয়া না করে তাবৎ তাহারা তগীর হইবেক না এবং তাহারা আপনং কার্য্য চালানের অর্থে একং গোল মোহর ১৷৷ দেড় বুরুল প্রমাণ প্রশস্তে রাখিবেক ও সেই একং মোহরে তাহারদিগের খেদমৎ ও নাম পারসী অক্ষর ও ভাষায় নীচের লিখিত পাঠক্রমে খোদা যাইবেক। মোহরের পাঠ এই যে মোহর কাজী অমুক শহর কিম্বা কসবা অথবা পরগনা কাজী অমুক।

উপরের প্রকরণানুসারে আবশ্যক জানিয়া কোন কাজীকে তগীর করিতে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

২ দ্বিতীয় পকরণ।—উপরের লিখিত প্রকরণানুসারে কেহ এমত না জানে যে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের কর্তৃত্ব নাই যে অল্পগির্দের মধ্যে অনেক কাজী নিযুক্ত হইলে তথাকার কার্য্যে সেই কাজীদিগের সকলের বহাল থাকন অনাবশ্যক জানিলে তাহারদিগের কাহাকেও তগীর করিতে না পারিবেন ইতি।

৪ ধারা।

মফঃসলের কাজীর কর্ম্মস্থান শূন্য হইলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

যে সময়ে কোন পরগনা কিম্বা কসবা অথবা শহরেরকাজীর কর্ম্মস্থান শূন্য হয় সে সময়ে সে স্থান যে জিলার মোতালক হয় সেই জিলার জজসাহেব তাহার বেওরা এবং তথাকার কজাই করিবার উপযুক্ত অন্য যে লোক চাহর হয় তাহার সুরাগ ও নেক নামী ও শরার খবরদারী ও কার্য্যকারিত্ব ক্ষমতাদির বিবরণ যাহা প্রকাশ থাকে তাহা বিস্তারক্রমে লিখিয়া শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠাই বেন তদনুসারে সেই লোকের নাম প্রধান কাজীর নিকটে জানান যাইবেক তাহাতে ঐ প্রধান কাজী সেই কার্য্যকরণের বিষয়ে যদি সেই লোকের অনুপযুক্ততা কিম্বা দুর্নাম কিছু থাকে তবে তাহা ঐ শ্রীযুতের হজুরে লিখিবেক তদ্দৃষ্টে ঐ শ্রীযতের হজুরের কর্তৃত্ব আছে যে সেই কার্য্যে সেই লোক কিম্বা অন্য যাহাকে প্রবৃত্ত ও বহাল করণ উচিত জানেন্ তাহাকেই করিবেন ও যদি সেই কার্য্যকরণের বিষয়ে সেই লোকের যোগ্যতা এতাবতা লিয়াকৎ ও খোশনাম থাকে তাহাও ঐ প্রধান কাজী ঐ শ্রীযুতের হজুরে লিখিবেক ও এরূপে যে কাজী নিযুক্ত হইবেক সে ব্যক্তি প্রধান কাজীর মোহরে এক সনন্দ পাইবেক ও সেই সনন্দে তাহার নিযুক্ত হইবার সন তারিখ লেখা যাইবেক ইতি।

৫ ধারা।

কাজীর খেদমৎ মৌরুসী না হইবার কথা।

নির্ণয় ও মোকরর করা গেল যে কাজীর খেদমৎ মৌরসী নহে ইতি।

৬ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৩৯ ঊনচত্বারিংশৎ আইন।

৬ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—সকল জিলা কিম্বা শহর অথবা মফঃসল আপীল আদালতের জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারদিগের মোতালক সকল শহর ও কসবা ও পরগনা কাজীদিগের অনুপযুক্ততা জানিলে কিম্বা নাচালাকী ও গাফিলী অথবা লম্পট তাদি দুষ্ক্রিয়া কিছু প্রমাণ হইলে সে সমাচার লিখিয়া শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠান্ ইতি।

মফঃসলের কাজীদিগের দুষ্ক্রিয়া প্রকাশ পাইলে তাহা জজসাহেবেরা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে লিখিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—প্রধান কাজীর কর্ত্তব্য যে কোন শহর অথবা কসবা কিম্বা পরগনার কাজী কার্য্যের অনুপযুক্ত হয় এমত জানিলে কিম্বা তাহার নাচালাকী ও গাফিলী অথবা লম্পটতাদি দুষ্ক্রিয়া কিছু প্রমাণ হইলে সে সংবাদ লিখিয়া শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠায় ইতি।

উপরের প্রকরণক্রমে প্রধান কাজী সমাচার লিখিবার কথা।

৭ ধারা।

প্রধান কাজী ও সকল শহর ও কসবা ও পরগনার কাজীরা খরীদফরোক্তীর বিষয়ে যে সকল কোবালা তৈয়ার ও মোহর করে ও অন্যং শরিয়া যে সকল কাগজ তৈয়ার করে তাহার নকল আপনং মোহর ও দস্তখতে দুরস্ত করিয়া ও ফিরিস্তি দিয়া রাখিবেক পশ্চাৎ যদি দৈবাধীন সেই সকল কাজীর কেহ মরে কিম্বা আপন কার্য্য ত্যাগ করে অথবা তগীর হয় তবে তাহার কর্ম্মস্থানে যে কাজী বহাল হইবেক তাহার নিকটে সেই সকল কাগজপত্র রহিবেক ইতি।

প্রধান কাজী ও মফঃসলের কাজীরা যে সিরিস্তা রাখিবেক তাহা তাহারদিগের কর্ম্মস্থানে যে সকল কাজী পশ্চাৎ নিযুক্ত হইবেক তাহারা পাইবার কথা।

৮ ধারা।

সকল শহর ও কসবা ও পরগনার কাজী কাগজ তৈয়ার অথবা মোহরকরণের জন্য কিম্বা সাদী ও অন্যং দিনের কার্য্য যাহা সতত করিয়া থাকে তাহা করিবার অর্থে কিছু রসুম আদ্যোপান্তের দস্তুরমাফিক যাহা স্বেচ্ছাক্রমে ও খুশীতে কেহ দেয় তাহা সেওয়ায় অধিক লইবেক না ইতি।

কাজীদিগের রসুমের হুকমের কথা।

৯ ধারা।

সকল জিলা ও শহরের জজসাহেবেরা এই আইন পাইলে পর তাঁহারদিগের মোতালক যেং জায়গায় কাজী নিযুক্ত হইয়া থাকে তাহারদিগের নাম এবং ঐ সাহেবদিগের মোতালক স্থানেং যত জন কাজী নিযুক্তকরণ আবশ্যক হয় তাহা লিখিয়া শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠাইবেন। এবং সকল জিলার জজসাহেবেরা পরগনাসকলের কাজীদিগেরে পরগনাসকলের মধ্যে এমত সকল স্থানে বসাইবেন যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ সপ্তদশ আইনের অনুসারে যে

জিলা ও শহরের জজসাহেবেরা তাঁহারদিগের মোতালকে যত কাজী থাকে তাহার বেওরা লিখিবার কথা।

ঐ জজসাহেবেরা একং পরগনার কাজীকে

যে

সেইং পরগনার মধ্যস্থলে বসাইবার কথা।

যে লোকে দ্রব্যাদি ক্রোক করে ও যাহারং দ্রব্যাদি ক্রোক হয় তাহারা শীঘ্র সেই কাজীদিগের নিকটে পঁহুছিতে পারে ইতি।

১০ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের মতে যে সকল আইন ছাপা ও জারী হয় তাহার নকল জজসাহেবেরা কাজীদিগেরে দিবার কথা।

সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার জজসাহেবেরা তাঁহারদিগের মোতালক স্থানেং যে সকল কাজী নিযুক্ত হইয়া থাকে তাহারদিগেরে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ একচত্বারিংশৎ আইনের মতে যে সকল আইন পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষায় ছাপা ও জারী হয় তাহার নকল দিবেন এবং সুবে বেহারের জজসাহেবেরা তাঁহারদিগের মোতালক স্থানেং যে সকল কাজী পূর্ব্বত্ত থাকে তাঁহারদিগেরে পারসী অক্ষর ও ভাষায় ছাপা ও জারী হওয়া সকল আইনের নকল দিবেন।

১১ ধারা।

এই ধারার লিখনানুসারে কাজীদিগের নামে জিলা ও শহরের আদালতে নালিশ হইতে পারিবার কথা।

সকল জিলা ও শহরে যে সকল কাজী নিযুক্ত হয় তাহারা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ সপ্তদশ আইনের মতের ব্যতিক্রমে কোন কার্য্য করিলে কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের একচত্বারিংশৎ আইনের মতে যে সকল আইন ছাপা ও জারী হয় তাহার মতের অন্যথা কোন কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহারদিগের নামে সেই সকল জিলা ও শহরের আদালতে নালিশ হইতে পারিবেক ইতি।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৪০ চত্বারিংশৎ আইন।

সিক্কা ৫০ পঞ্চাশ টাকার অনূর্দ্ধ নগদের কি বস্তুর মূল্যের সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্ত্যর্থে এদেশীয় লোকদিগেরে সনন্দ দিবার ও যে মতে সে সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক ও যে রূপে সেই নিষ্পত্তির মতাচরণ করা যাইবেক তাহার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১ পহিলা মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২০৭ সালের ১৯ রমজানে জারী করিলেন।

জিলায়২ মোকদ্দমাসকলের বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে কেবল একং আদালত থাকিবাতে যে সকল মোকদ্দমা তথায় উপস্থিত হয় সে সকল মোকদ্দমার উভয়বিবাদী অর্থাৎ ফরিয়াদী ও আসামীরা ক্ষুদ্রং মোকদ্দমার কারণেও আপনারদিগের বসতিহইতে আদালতের স্থানে গিয়া যাবৎ আপনারদিগের মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হয় তাবৎ তথায় রুজু থাকে ইহাতে ফরিয়াদী ও আসামীরা আপনারদিগের বিষয়ে কার্য্য ক্ষমা দিয়া বসতিহইতে গিয়া আদালতে রুজু থাকাতে তাহারদিগের যে ব্যয় ব্যসন ও ব্যামোহ হয় সে সকল মোকদ্দমার মধ্যে কোনং বিষয় ও হেতুছাড়া অপর সমস্ত বিষয়া দিতে সাক্ষিদিগের তাহারদিগের ব্যাপারকার্য্য ত্যাগ করিয়া বসতিহইতে আদালতে প্রমাণজনক কথা কহিতে যাইতে হয় তাহাতে তাহারদিগের ততোধিক উৎপাত জন্মে এই বিরুদ্ধ গতিকছাড়া জিলা ও শহরের আদালতের সিরিস্তায় এত ছোটং মোকদ্দমা উপস্থিত হয় যে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তিপ্রযুক্ত বিচারকর্ত্তা অর্থাৎ জজসাহেবদিগের ক্ষণকাল অবসর থাকে না ও সে কারণে ভারীং মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি ও অব্যাজে না হইতে পারিয়া সে সকল মোকদ্দমা অতিবাহুল্যের তরে পায় ও তাহার হকদারদিগের হক্ পঁহুছিতেও বাধা জন্মে অতএব জিলা ও শহরের আদালতহইতে এই সকল ছোটং মোকদ্দমার বিচার যত খারিজ হইতে পারে তাহা খারিজ করিবার কারণ এবং ফরিয়াদী ও আসামীদিগের সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তির পথ হইবারজন্য ও উপরের লিখনানুসারে তাহারদিগের উপর ও তাহারদিগের সাক্ষিদিগের প্রতি ব্যামোহ ও উৎপাত না হইতে পারিবার নিমিত্তে ও সমস্ত মোকদ্দমা ত্বরাতে নিষ্পত্তি পাইবার অর্থে নীচের নিয়মক্রমে হুকুম নির্দ্দিষ্ট করা গেল ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

২ ধারা।

সিক্কা ৫০ পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত নগদও জিনিসের মোকদ্দমাসকলের নিষ্পত্তির কারণ হিন্দু ও মুসলমানদিগেরে সনন্দ দিবার কথা।

সিক্কা ৫০ পঞ্চাশ টাকার অনধিক নগদের কি বস্তুর মূল্যের সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্ত্যর্থে শহর পাটনা ও শহর ঢাকা ও শহর মুরশিদাবাদের ও সকল জিলার হিন্দু ও মুসলমানদিগের সনন্দ দেওয়া যাইবেক ইতি।

৩ ধারা।

যে সকল লোককে সনন্দ দিতে হইবেক তাহা জজসাহেবেরা স্থির করিবার ও সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা তাহা মঞ্জুর করিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জিলা ও শহরের জজসাহেবেরা যে সকল লোককে সনন্দ দিতে হইবেক তাহার বিবেচনা করিবেন সদর দেওয়ানী আদালতে তাহা মঞ্জুর হইবেক কিন্তু যাবৎ সদর দেওয়ানী আদালতে তাহা মঞ্জুর না হয় তাবৎ কেহ সেই সনন্দদারী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেক না ইতি।

জজসাহেবের মোহর ও দস্তখতে সনন্দদারেরা সনন্দ পাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে জিলা কিম্বা শহরের সনন্দদারী কার্য্যে যে যে লোক নিযুক্ত হইবেক তাহারা সেই জিলা কিম্বা শহরের আদালতের মোহর ও জজসাহেবের দস্তখতে সনন্দ পাইবেক ইতি।

যাবৎ সদর দেওয়ানী আদালতে কোন ত্রুটি প্রমাণ না হয় তাবৎ সনন্দদার কর্ম্মচ্যুত না হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যে যে লোক সনন্দ পাইবেক তাহারদিগের কাহারো কোন ত্রুটি যাবৎ সদর দেওয়ানী আদালতে প্রমাণ না হইবেক তাবৎ সে লোক আপনার পাওয়া সনন্দের মিয়াদের মধ্যে তগীর হইবেক না ইতি।

৪ ধারা।

শহরের সনন্দদারদিগের মোকরর হইবার ও হুকুমতের ও মোকরর থাকিবার মিয়াদের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—শহর পাটনা ও শহর ঢাকা ও শহর মুরশিদাবাদে যে সকল লোক সনন্দদারী কার্য্যে নিযুক্ত হইবেক তাহারা নিযুক্ত ও তাহারদিগের নিযুক্ত রহিবার মিয়াদ ও তাহারদিগের হুকুমৎ নীচের লিখনানুসারে হইবেক ইতি।

তিন শহরের কাজীরা সনন্দ পাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ঐ তিন শহরে যে যে কাজী আছে তাহারাত থাকার কাজী এ কারণ যে ব্যক্তি যে শহরের কাজী সেই ব্যক্তি সেই শহরের সনন্দদারী কার্য্যে নিযুক্ত করা যাইবেক ও সেই কাজীরা সপ্তাহের মধ্যে তিন দিন অথবা জজসাহেব যে কএক দিন হুকুম করেন্ সে কএক দিন মোকদ্দমার বিচারের নিমিত্তে আদালতের কাছারীতে বসিবেক ইতি।

জজসাহেবেরা জ্ঞানী ও যশস্বান্ লোকদিগেরেও সনন্দ দিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—ঐ তিন শহরের জজসাহেবেরা তাঁহারদিগের আপনং সীমা সরহদ্দের মধ্যের অন্যং জ্ঞানবান ও সুখ্যাত্যাপন্ন যে যে লোক সনন্দদারী কার্য্য করিতে স্বীকার করে তাহারদিগকেও সনন্দদারী কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন এবং জজসাহেবেরা আপনারদিগের এলাকার মোকদ্দমা বুঝিয়া এত লোককে সনন্দদারী কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন যে তাহারদিগের একং জনকে অনেক মোকদ্দমার ভার না হয় ও যে সকল মোকদ্দমার ভার তাহারদিগের প্রতি হয় তাহা অব্যাজে নিষ্পত্তি করিতে পারে ও তাহারদিগের নিজের কার্য্যেও কিছু ক্ষতি না হয় ইতি।

৪ চতুর্থ

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—জজসাহেবেরা সর্ব্বদাই একং মোকদ্দমা একং সনন্দদারকে সমর্পণ করিবেন কিন্তু যদি কোন এক মোকদ্দমা দুই কিম্বা অধিক সনন্দদারকে সমর্পণকরণ উচিত জানেন্ তবে তাহাও করিতে পারিবেন ইতি।

এক মোকদ্দমা এক সনন্দদারকে সর্ব্বদাই সমর্পণ হইবার ও বিশেষ কোন এক মোকদ্দমা দুই জন অথবা অধিক জন সনন্দদারকেও সমর্পণ হইবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—শহরের কাজীর প্রতি সনন্দ তাবৎ বহাল থাকিবেক যাবৎ তাহার কজাই খেদ্মৎ বহাল থাকে ও অন্যং লোকদিগের প্রতি সনন্দ তাবৎ বহাল থাকিবেক যাবৎ তাহারা শহরের মধ্যে স্থির থাকে ইতি।

শহরের সনন্দদারেদের সনন্দের মিয়াদ উত্তরিবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—ঐ তিন শহরের সনন্দদারেরা নীচের লিখনানুসারে কার্য্য করিবেক। প্রথম।—দেওয়ানী আদালতহইতে যে যে মোকদ্দমার ভার তাহারদিগের প্রতি হয় তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি আমীনের মতে করিবেক। দ্বিতীয়। শহরের মধ্যের কিম্বা শহরের বাহিরের যে যে লোক আপনং মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তির কারণ উভয় সম্মতিতে তাহারদিগকে মধ্যস্থাদরন করিয়া মধ্যস্থাদরনের মুচলকা দাখিল করে তাহারদিগের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি মধ্যস্থের মতে করিবেক ইতি।

শহরের সনন্দদারেরা আমিনী ও সালিসী দুই কার্য্য করিবার কথা।

৫ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জিলায়ং যে সকল লোক সনন্দদারী কার্য্যে নিযুক্ত হইবেক তাহারা নিযুক্ত ও তাহারদিগের নিযুক্ত রহিবার মিয়াদ ও তাহারদিগের হকুমৎ নীচের লিখনানুসারে হইবেক ইতি।

জিলার সনন্দদারেদের মোকরর হইবার ও মোকরর রহিবার মিয়াদের ও হকুমতের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—সকল জিলার জজসাহেবেরা আপনং জিলার মধ্যে বিশেষ স্থান বিবেচিয়া এমতং স্থানেও এত লোককে সনন্দদারী কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন যেসে সকল স্থানে ফরিয়াদীদিগের নালিশের জওয়াব দিতে বিনামহৎ আসামীদিগের আপনং বসতিহইতে ৫ পাঁচ ক্রোশের অধিক দূরে গাত করিতে না হয় ইতি।

জিলায়ং যত সনন্দদার হইবেক তাহার হকুমের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—নীচের প্রস্তাবিত লোকেরা সনন্দদারী কার্য্যে নিযুক্ত হইবেক ও জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ সকল প্রস্তাবিত লোকের মধ্যে যে যে লোক ভদ্রতা ও যোগ্যতাক্রমে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয় তাহারদিগকে নির্ব্বাচিয়া সনন্দদারী কার্য্যে নিযুক্ত করেন্। প্রথম। যে সকল ভারি জমীদার আপনারা আপনং অধিকারের সরবরাহ দেয়। দ্বিতীয়। সরকারের খাস মহালাতের ইজারদারেরা। তৃতীয়। যে সকল তহসীলদার কিম্বা সজাওল খাস মহালাতের তহসীল করে ও যে সকল খরিদিয়া তালুকাৎ খাসে কিম্বা ইজারা বিলিতে থাকে তাহার তহসীলদারেরা কিম্বা সজাওলেরা। চতুর্থ। অনুপযুক্ত অধিকারিদিগের অধিকারের সরবরাহকার যাহারা কোর্টওয়ার্ড হইতে নিযুক্ত হয়। পঞ্চম। যে সকল অধিকারের সদর মালগুজারীর সরবরাহ সেই সকল অধিকারের অধিকারিরা অথবা ইজারদারেরা করে কিম্বা কোর্টওয়ার্ডের নিযুক্ত করা সরবরাহকার অথবা তহসীলদার কিম্বা সজাওলদারের মারফতে হয় তাহারদিগের

যে যে প্রকার লোক সনন্দদার মোকরর করা যাইবেক তাহার কথা।

জমীদারেরা।
ইজারদারেরা।
তহসীলদারেরা।
সজাওলেরা।
অনপযুক্ত অধিকারিদিগের অধিকারের সরবরাহকারেরা।

গের অধিকার ও মহালাৎ ভারি হইলে সে কারণে তাহারদিগের নিকটে যত মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহার নিষ্পত্তি তাহারদিগহইতে ত্বরাতে না হইতে পারিলে তাহারদিগের তরফ কট্‌কিনাদারেরা ও প্রধান আমলারা। ষষ্ঠ। যে সকল নগর অর্থাৎ বন্দর কিম্বা বাজার অথবা হাট কিম্বা গঞ্জ অথবা আড়ঙ্গ এত বড় হয় যে তথায় আলাহিদা সনন্দদার নিযুক্ত করণের দরকার থাকে সেই সকল বন্দর কিম্বা বাজারে অথবা হাটে কিম্বা গঞ্জে অথবা আড়ঙ্গে যে সকল মাতবর মহাজন কিম্বা বেপারী অথবা দোকানী কিম্বা অন্যং ধনবান লোকেরা সুখ্যাত থাকে তাহারা। সপ্তম। আল্‌তমগাদারান কিম্বা জায়গীরদারান যাহারা ভারীং আল্‌তমগা কিম্বা জায়গীর রাখে তাহারা কিম্বা তাহারদিগের তরফ মাতবর আমলারা। অষ্টম। কলিকাতার কাজী কজাই রাখে এ কারণ জিলা চব্বিশপরগনার সনন্দদার নির্দ্দিষ্ট হইবেক এবং যে যে স্থানে জিলার আদালত বসিয়াছে সেইং স্থানের কাজীরা কজাই রাখে এ কারণ সেইং আদালতের স্থানের সনন্দদার নির্দ্ধারিত হইবেক ও সেই সকল কাজীরা জিলাযং আদালতের কাছারীতে যে যে সময়ে জজসাহেবেরা তলব করেন্ সেইং সময়ে তথায় রুজু হইয়া তাহারদিগের প্রতি জজসাহেবেরা যে যে মোকদ্দমা সমর্পণ করেন্ তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেক ইহাতে জজসাহেবেরা সেই সকল কাজীর মধ্যে যাহাকেং এই সকল কার্য্যের অনুপযুক্ত জানেন্ তাহার সমাচার ও তাহারদিগের পরিবর্ত্তে অপর যে যে লোককে নিযুক্তকরণ বিবেচনা হয় তাহা সদর দেওয়ানী আদালতে লিখিবেন্। নবম। মফঃসলের কাজীরা ইতি।

বন্দর ও বাজারের মাতবর মহাজনওগয়রহ।

আল্‌তমগাদারান ও জায়গীরদারান।

কলিকাতার কাজী কজাইরাখণ হেতুতে জিলা চব্বিশপরগনার সনন্দদার।

আদালতের মোকামী কাজীরা আদালতের মোকামেং সনন্দদার।

অনুপযুক্ত কাজী তগীর হইবার ও তাহার এওজে উপযুক্ত লোক বহাল হইবার কথা।

মফঃসলের কাজীরা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—ভূম্যধিকারিদিগের প্রতি সনন্দ তাবৎ বহাল থাকিবেক যাবৎ তাহারা আপনারদিগের অধিকারের সরবরাহ দেয় ও সরকারের মালগুজারীর নিশা তাহারদিগের শিরে থাকে। খাস মহালাতে ইজারদার কিম্বা ভারি অধিকার সকলের তহসীলদার অথবা সজাওল কিম্বা সরবরাহকার অথবা কট্‌কিনাদার কিম্বা প্রধান আমলাদিগের প্রতি সনন্দ তাবৎ বহাল থাকিবেক যাবৎ তাহারদিগের কার্য্য বহাল থাকে বন্দর ও বাজার ও হাট ও গঞ্জ ও আড়ঙ্গ সকলের লোকদিগের প্রতি সনন্দ তাবৎ বহাল থাকিবেক যাবৎ সেই সকল স্থানে বসতি রাখিবেক। আল্‌তমগাদারান কিম্বা জায়গীরদারানের পাওয়া সনন্দ সেই কালে রদ হইবেক যে কালে তাহারদিগের আল্‌তমগা কিম্বা জায়গীর বাজেয়াপ্ত হয়। আল্‌তমগাদারান ও জায়গীরদারানের তরফ সরবরাহকারদিগের পাওয়া সনন্দ সেই কালে রদ হইবেক যে কালে তাহারা সেই সকল আল্‌তমগা কিম্বা জায়গীরের সরবরাহকারীহইতে তগীর হয়। কলিকাতার কাজীর সনন্দদারী জিলা চব্বিশপরগনায় ও অন্যং জিলার কাজীদিগের ও মফঃসলের কাজীদিগের প্রতি সনন্দ তাবৎ বহাল থাকিবেক যাবৎ তাহারা কজাই খিদ্‌মতহইতে তগীর না হয় তাহার অধিক কাল থাকিবেক না ইতি।

জিলার সনন্দদারদিগের সনন্দের মিয়াদের হকুমের কথা।

সদর দেওয়ানী আদাল

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—সনন্দ বহাল থাকিবার মিয়াদের বিষয়ে যে সকল হুকুম উপ

রের প্রকরণে লেখা গেল সে সকল হুকুম কোন বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত মৌকুফকরণ যে কালে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা উচিত জানেন্ সে কালে করিতে পারিবেন ইতি।

তের সাহেবেরা উপরের প্রকরণের হুকুম মৌকুফ করিবার কথা।

ষষ্ঠ প্রকরণ।—যেসকল ভূম্যধিকারী ও খাস মহালাতের ইজারদার ও তহসীলদার ও সজাওল ও সরবরাহকার ও কট্‌কিনাদারেরা ও মাতবর ও প্রধান আমলারা ও আল্‌তমগাদারান ও জায়গীরদারান সনন্দ পাইবেক তাহারা নীচের বেওরা করিয়া লেখা তিন মতের মধ্যে আদ্য ও দ্বিতীয় মতের কার্য্য করিবেক এবং উপরের প্রস্তাবানুসারে যে সকল লোক সনন্দ পাইবেক তাহারদিগের মধ্যে যাহাকেং জিলার জজসাহেবেরা ও সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা জ্ঞানী ও যশস্বান জানিবেন তাহারা তৃতীয় মতের কার্য্যও করিতে পারিবেক। প্রথম। রেফিরীজ অর্থাৎ আমীন তাহার কার্য্য এই যে দেওয়ানী আদালতহইতে তাহার প্রতি যে সকল মোকদ্দমার ভার হয় তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেক। দ্বিতীয়। আর্বিত্রেটর অর্থাৎ সালিস তাহার কার্য্য এই যে যেং স্থানের যেং লোক আপনারদিগের মোকদ্দমার নিষ্পত্ত্যর্থে উভয় সম্মতিতে তাহাকে সালিস মানিয়া সালিসী মুচলকা দাখিল করে তাহারদিগের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেক। তৃতীয়। মুনসিফ অর্থাৎ রফাকার তাহার কার্য্য এই যে সে লোক যেং অধিকার কিম্বা ইজারার মহালাৎ অথবা অন্যং মহালাৎ কিম্বা আল্‌তমগা অথবা জায়গীর মহালাতের যেং কার্য্যের কারণ সনন্দ পায় সেই সকল অধিকার কিম্বা ইজারার মহালাৎ অথবা অন্যং মহালাৎ কিম্বা আল্‌তমগা অথবা জায়গীর মহালাতের কট্‌কিনাদার ও প্রজাদিগের উপর যেং নালিশী দরখাস্ত তাহার স্থানে দাখিল হয় তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি আদালতের বিনাহুকুমে করিতে পারিবেক ও সে সকল মোকদ্দমার ফরিয়াদীদিগের তাহার নালিশী আরজী আদালতে দিবার দরকার হইবেক না ইহাতে ঐ দুই প্রকারের লোকদিগের অর্থ এই জানিবেন যে সেই সকল লোক কট্‌কিনাদার যাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে কট্‌কিনা রাখে ও সেই সকল লোক প্রজা যাহারা চাসী কৃষিকর্ম্ম করিয়া আপনারদিগের দিনপাত করে তদ্ভিন্ন মহাজনেরা ও ব্যাপারিরা ও দোকানীরা ও অন্যং যে লোকেরা নগর ও গ্রামে বসত করে ও যাহারা কেবল আপনারদিগের বসত বাটীর জমীনের পাট্টা কিম্বা বাগাৎ জমীনের পাট্টা রাখে তাহারা প্রজার মধ্যে গণ্য নহে কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে সেই মুনসিফের মুনসিফী এলাকার সকল অধিকার ও ইজারা মহালাৎওগয়রহের চৌগির্দ্দ লাগাও অপর অধিকার ও মহালাৎ যে থাকে তাহার মুনসিফী কার্য্যের ভার তাহাকে দিয়াও সেই মুনসিফের হুকুমৎ জিয়াদা করিতে পারিবেন ইতি।

এই ধারার লিখনানুসারে জিলার সনন্দদারেরা আমিনী ও সালিসী ও মুনসিফী কার্য্য করিবার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—কলিকাতার কাজী ও জিলাসকলের মোকামী কাজীরা ও মফঃসলের কাজীরা ও সকল বন্দর ও বাজার ও হাট ও গঞ্জ ও আড়ঙ্গের সনন্দদারেরা কেবল আমিনী ও সালিসী কার্য্য করিবেক। কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের

অন্যং সনন্দদারেরা কেবল আমিনী ও সালিসী কার্য্য করিতে পারিবার কথা।

ক্ষমতা

বর্জ্জিতের কথা।

ক্ষমতা আছে যে যে কালে তাঁহারদিগের বিশিষ্ট বিবেচনায় আইসে যে ঐ সকল লোককে মুনসিফী কার্য্যের ভার দেন্ সে কালে দিতে পারিবেন ও সে কালে যেং সর হদ্দে ও যেং লোকের উপর তাহারদিগের হকুমৎ চলিবেক তাহা তাহারদিগের সনন্দে লেখা যাইবেক ইতি।

৬ ধারা।

সনন্দদারদিগকে যেং মতে সনন্দ দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

সকল জিলা ও শহরের জজসাহেবেরা যে যে লোকে সনন্দ পাইবেক তাহারদিগেরে আপনং জিলার আদালতের মোহর ও আপনং দস্তখতে সনন্দ দিবেন সনন্দের মজমুন এই যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ চত্বারিংশৎ আইনের মতে এ স্থানে আমার যে এখ্তিয়ার আছে তদনুসারে তোমাকে আমিনী কিম্বা সালিসী কার্য্যের নিমিত্তে অথবা সে লোক মুনসিফ হইলে মুনসিফী কার্য্যার্থে সনন্দ দেওয়া যাইতেছে সিক্কা ৫০ পঞ্চাশ টাকার অনূর্দ্ধ নগদের কি বস্তুর মূল্যের সকল মোকদ্দমার মধ্যে যেং মোকদ্দমা আদালত হইতে আমিনী মতে তোমাকে সমর্পণ হয় অথবা ফরিয়াদী ও আসামী উভয় সম্মতিতে আপনারদিগের যেং মোকদ্দমার নিষ্পত্ত্যর্থে তোমাকে সালিস মানিয়া সালিসী মুচলকা দিয়া যেং মোকদ্দমা সমর্পণ করে ও মুনসিফ হইলে তুমি যে অধিকার কিম্বা ইজারার মহাল অথবা জায়গীর কিম্বা আল্তমগা অথবা অন্যং যে মহালের মালগুজারীর তহসীল করহ তাহার সরহদ্দের মধ্যের যেং লোক এই আইনের ৫ পঞ্চম ধারার ৬ ষষ্ঠ প্রকরণক্রমে মুনসিফীর মোতালক হয় তাহারদিগের যেং মোকদ্দমা মুনসিফের মতে তোমার স্থানে প্রথম উপস্থিত হয় তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবা তুমি যে ঘরে বসিয়া উপরের লিখিত তিন মতের যেং মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবা সেই ঘরে এই সনন্দ লট্কাইবা ও এই সনন্দ কিম্বা ইহার নকল জিলা কিম্বা শহরের আদালতের মোহর ও জজসাহেবের দস্তখতে যাবৎ লট্কান না যায় তাবৎ কোন মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি কদাচিৎ কোন প্রকারে করিবা না এতদনুসারে সনন্দ কিম্বা সনন্দের নকল লট্কান গেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ চত্বারিংশৎ আইনের হুকুমমতেও পশ্চাৎ শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের হুকুমে যেং আইন হইয়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের মতে ছাপা ও জারী হয় তাহার হুকুমমতে ঐ সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবা এবং হকুমৎ চালাইবা এই সনন্দানুসারে যে হকুমৎ চালাইতে হয় তাহা সনন্দদার কাজী হইলে যাবৎ কজাই খিদ্মত বহাল থাকে ও ভূম্যধিকারী হইলে যাবৎ ভূমিতে অধিকার থাকে ও সরকারের মালগুজারীর সরবরাহ করে ও খাস মহালের ইজারদার হইলে যাবৎ ইজারা বহাল থাকে ও অনুপযুক্ত অধিকারির অধিকারের তহসীলদার কিম্বা সজাওল অথবা সরবরাহকার হইলে যাবৎ তহসীলদারী কিম্বা সজাওলী অথবা সরবরাহকারী কার্য্যে বহাল রহে ও হটকিনাদার অথবা অন্যং যেং আমলা যেং অধিকারের মালগুজারীর তহসীলের কার্য্যে নিযুক্ত থাকে তাহারা যাবৎ সেইং কার্য্যে বহাল রহে ও আল্তমগাদার কিম্বা জায়

গীরদার

গীরদার অথবা আল্তমগা কিম্বা জায়গীরের সরবরাহকার হইলে যাবৎ সেই আল্তমগা কিম্বা জায়গীর বহাল অথবা আল্তমগা কিম্বা জায়গীরের সরবরাহকারী খিদ্মত বহাল থাকে ইতি।

৭ ধারা।

সনন্দদারদিগের দিব্য করিবার মতের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— যে সকল লোক সনন্দ পায় তাহারা আপনং কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে জজসাহেবের নিকটে অথবা তদর্থে অন্য যে লোক জজসাহেব নিযুক্ত করেন্ তাহার সাক্ষাৎ নীচের লিখনক্রমে দিব্য করিয়া সুকৃতিপত্রে স্বাক্ষর করিবেন দিব্যের বেওরা এই যে লিখিতং শ্রীঅমুকস্য সুকৃতিপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি অমুক অমুক স্থানের অধিকারী কি ইজারদার ইত্যাদি সিক্কা ৫০ টাকার অনূর্দ্ধ নগদের কি বস্তুর মূল্যের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিকরণার্থে সনন্দ পাইয়া গুরুতর দিব্য করিতেছি যে আমার আমিনী কিম্বা সালিসী অথবা মুনসিফী পদক্রমে আমার নিকটে উপস্থিত হওয়া সকল মোকদ্দমার বিচার নিষ্পত্তি আপন বুদ্ধিসাধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে সাবধানে ও বিনাপক্ষপাতে করিব ইহাতে যে সকল মোকদ্দমা বিচার ও নিষ্পত্ত্যর্থে আমার নিকট উপস্থিত হয় তাহার সম্পর্কীয় কাহারো স্থানে কিছু নগদ কিম্বা জিনিস স্বহস্তে কিম্বা পরহস্তে চক্রান্তে লইব না এবং আমার জ্ঞাতসারে কিছু নগদ কিম্বা জিনিস কাহাকেও লইতে দিব না এবং আমার প্রতি যেং কার্য্যের ভার হয় তাহা ধর্ম্মতো বিচলিত না হইয়া যথার্থক্রমে করিব ইতি।

যেং সনন্দদারকে দিব্যকরাণ ক্ষমা দেওয়া যায় তাহারা নিয়মপত্রে স্বাক্ষর করিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যেং লোকে সনন্দ পাইবেক তাহারদিগের কেহ দিব্য করিতে না চাহিলে সে লোক যদি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারার লিখনক্রমে সম্ভ্রান্ত ও জাতিমর্য্যাদাক্রমে শ্রেষ্ঠ হয় ও আদালতে তাহাকে দিব্যকরাণ ক্ষমা দেওয়া যায় তবে জজসাহেব তাহাকে দিব্য না করাইয়া তাহার স্থানে সুকৃতিপত্রানুসারে নিয়মপত্র লেখাইয়া তাহাতে তাহার স্বাক্ষর করাইয়া লইবেন ইতি।

উপরের লিখনানুসারে সনন্দদারেরা দিব্য কিম্বা নিয়মপত্রে স্বাক্ষর না করিলে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে না পারিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—উপরের লিখনানুসারে যাবৎ যে কেহ দিব্য না করে অথবা নিয়মপত্র লিখিয়া না দেয় তাবৎ সে সকল লোক সনন্দদারী কার্য্য করিবেক না ও যেং সুকৃতিপত্র ও নিয়মপত্র হয় তাহা দেওয়ানী আদালতের সিরিস্তায় দাখিল হইবেক ইতি।

৮ ধারা।

রেস্বৎ ও জবরদস্তীতে কিছু লইলে সনন্দদারদিগের নামে নালিশ হইতে পারিবার কথা।

রেস্বৎখুরী ও জবরদস্তী প্রমাণ হইলে সমুচিতের কথা।

যেং লোক সনন্দ পাইবেক তাহারা আপনং মোতালক কার্য্য করিতে কাহারো স্থানে কিছু নগদ কিম্বা জিনিস রেস্বৎ লইলে কিম্বা হুকুমের অন্যথায় জবরদস্তীতে কিছু কার্য্য করিলে সে কারণে তাহারদিগের নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারিবেক ও জজসাহেবদিগের নিকটে সে সকল নালিশ প্রমাণ হইলে জজসাহেবেরা প্রথম হেতুতে অর্থাৎ যাহার স্থানে যে রেস্বৎ লইয়া থাকে তাহার তিনগুণ আদাল

তের

তের খরচাসমেত ফরিয়াদীকে দেওয়াইবেন ও দ্বিতীয় হেতুতে এতাবতা জবরদস্তীর বিষয়ে জজসাহেবেরা যে দণ্ড ও খরচা দেওয়ান উচিত জানেন্ তাহাই দেওয়াইবেন। কিন্তু যে সকল লোক সনন্দ পায় তাহারদিগের নামে তাহারদিগের বিবেচনার ত্রুটিতে বেসিরিস্তায় কোন মোকদ্দমার ডিক্রীহওন কিম্বা তাহারদিগের কার্য্যের কি বুদ্ধির ভ্রান্তিহওনপ্রযুক্ত তাহারদিগের নামে নালিশ হইবেক না। ও যাবৎ জজসাহেবের নিকটে তাহারদিগের রেস্বৎখুরী ও জবরদস্তীওগয়রহকরণ সুকৃতিপূর্ব্বকে প্রমাণ না হয় তাবৎ সে সকল কারণে তাহারদিগেব উপর কোন হুকুম জারী হইবেক না ইতি।

সনন্দদারদিগের নামে ভ্রান্তিক্রমে ও বেদাঁড়ায় কার্য্য হইবার বিষয়ে নালিশ না হইবার কথা।

জজসাহেবের নিকটে সনন্দদারের নামে যে মোকদ্দমার নালিশ হয় তাহার হেতু যাবৎ প্রমাণ না হয় তাবৎ কোন হুকুম জারী না হইবার কথা।

৯ ধারা।

সনন্দদারদিগকে আমিনীমতে মোকদ্দমা সমর্পণ করিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জিলা কিম্বা শহরের আদালতহইতে যে যে লোকে আমিনী সনন্দ পাইবেক তাহারদিগের প্রতি নীচের লিখনানুসারে আমিনী মতের মোকদ্দমা সমর্পণ হইবেক ইতি।

সিরিস্তায় যেং মোকদ্দমা দাখিল আছে ও পশ্চাৎ দাখিল হয় তাহা জজসাহেবান সমর্পণ করিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—সিক্কা ৫০ পঞ্চাশ টাকাপর্য্যন্ত নগদের ও জিনিসের মূল্যের যেং মোকদ্দমা কোন জিলা কিম্বা শহরের আদালতে এইক্ষণে উপস্থিত আছে কি পশ্চাৎ উপস্থিত হয় সে সকল মোকদ্দমার মধ্যে যেং মোকদ্দমার বিচার জজসাহেব আপন সাক্ষাৎকরণ অথবা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৩ ত্রয়োদশ আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারাক্রমে আপন রেজিষ্টরসাহেবকে বিচারার্থে ভারদেওন উচিত না জানেন্ সে সকল মোকদ্দমা শহরের আদালতে উপস্থিত হইলে তথাকার এক জন কি দুই জন অথবা অধিক জন সনন্দদারকে ও জিলার আদালতে উপস্থিত হইলে জজসাহেব অন্য কোন সনন্দদারকে কি কোন দুই কি ততোধিক সনন্দদারকে ঐ মোকদ্দমা সমর্পণ করা উপযুক্ত বোধকরণ ব্যতিরেকে আসামীর বাসস্থানের অতিনিকটে যে সনন্দদার থাকে তাহাকে সমর্পণ করিবেন ইতি।

ফরিয়াদী আপন নির্দ্দিষ্ট উকীলকে।০ চারি আনা রসুম দিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—মোকদ্দমাসমর্পণ করাণের কারণ ফরিয়াদী আদালতের কোন উকীলকে নির্দ্দিষ্ট করিলে সে উকীল মোকদ্দমা সমর্পণকরাণের বিষয়ে একং মোকদ্দমায় ।০ চারি আনা করিয়া রসম ফরিয়াদীর স্থানে পাইবেক ইতি।

সমর্পণপত্রে যাহা লেখা যাইবেক ও তাহার সঙ্গে যেং কাগজ পাঠান যাইবেক তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—ঐ সকল সমর্পণপত্র আদালতের মোহর ও জজসাহেবের দস্তখতে হইবেক এবং ঐ সকল সমর্পণপত্র আদালতের সিরিস্তাক্রমে নম্বর ও ফরিয়াদী ও আসামীর নাম ও নগদ যত টাকা কিম্বা যে জিনিসের দাওয়া তাহার কিম্মতের মোট ও ইঙ্গরেজী যে সনের যে তারিখে সমর্পণ হয় সেই সন তারিখ মোতাবেকে সন তারিখ বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অথবা বিলায়তী যে জিলায় যে সন তারিখের চলন থাকে তাহার নিদর্শন ও ফরিয়াদী ও আসামী কিম্বা তাহারদিগের উকীলের ও সাক্ষিদিগের নামনবীসী দাখিল হইয়া থাকিলে তাহারা যে মিয়াদের মধ্যে আমীনের নিকটে রুজু হইবেক তাহা আর দরখাস্তের নকল ও সে মোকদ্দমা প্রমাণ প্রয়োগের যেং কাগজ দা

খিল করিয়া থাকে সেইং আসল কাগজসমেত পাঠাইবার প্রস্তাব লেখা যাইবেক ইতি।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—ফরিয়াদী ও আসামীর সাধ্য আছে যে তাহারদিগের যেং মোকদ্দমা সমর্পন হয় তাহার সওয়াল ও জওয়াব কারণ যে যে লোককে আপনারদিগের পক্ষে সনন্দদার লোকের নিকটে উকীল নিযুক্ত করা উচিত জানে তাহারদিগেরে নিযুক্ত করিয়া আপনং মোহর কিম্বা দস্তখতে দুই জন মাতবর সাক্ষিরো দস্তখৎযুক্তে ওকালৎনামা লিখিয়া দেয় ইতি।

ফরিয়াদীও আসামীরা আপনারদিগের মনোনীত লোকদিগেরে সনন্দদারদিগের নিকটে উকীল নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—জজসাহেব সমর্পিত মোকদ্দমার আসামী স্বয়ং কিম্বা তাহার তরফ উকীল মিয়াদের মধ্যে সনন্দদারদিগের নিকটে রুজু হইবার কারণ যে মতে সে মোকদ্দমা আদালতে তজবীজ হইলে তাহার স্থানে হাজিরজামিন লইতেন সেই মতে হাজির জামিন লইবেন ইতি।

আসামীর স্থানে রুবকারী মোকদ্দমার মতে জামিন লইবার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—ফরিয়াদী কিম্বা তাহার তরফ নিযুক্ত উকীল মিয়াদের মধ্যে সনন্দদারের নিকটে রুজু না হইলে সনন্দদার তাহার মোকদ্দমা ডিস্মিস্ করিবেক ইতি।

৮ অষ্টম প্রকরণ।—আসামী কিম্বা তাহার পক্ষের নিযুক্ত উকীল মিয়াদের মধ্যে সনন্দদারের নিকটে রুজু না হইলে সনন্দদার তাহার গরহাজিরীতে মোকদ্দমা তজবীজ করিবেক ইতি।

মোকররী মিয়াদের মধ্যে ফরিয়াদী রুজু না হইলে সনন্দদার মোকদ্দমা ডিস্মিস্ করিবার কথা।

৯ নবম প্রকরণ।—৭ সপ্তম প্রকরণের হেতুতে মোকদ্দমা ডিস্মিস্ হইলে ও ৮ অষ্টম প্রকরণের হেতুতে মোকদ্দমার তজবীজ গরহাজিরীতে হইলে ফরিয়াদী কিম্বা তাহার তরফ উকীল মিয়াদের মধ্যে সনন্দদারের নিকটে রুজু হইতে না পারিবার বিশিষ্টহেতু জজসাহেবের স্থানে ফরিয়াদী জানাইতে পারিলে সেই ডিস্মিস্ হওয়া মোকদ্দমার তজবীজ জজসাহেব আপন সাক্ষাৎ করেন্ অথবা তাহার বিচারের ভার আপন রেজিষ্টর সাহেবকে দেন্ কিম্বা সনন্দদারকে পুনর্ব্বার বিচারের হুকুম করেন্ যে উচিত জানেন্ করিবেন আর আসামী কিম্বা তাহার পক্ষের উকীল মিয়াদের মধ্যে সনন্দদারের নিকটে রুজু না হইতে পারিবার বিশিষ্ট হেতু জজসাহেবের স্থানে আসামী জানাইতে পারিলে সেইগরহাজিরীতে তজবীজকরা মোকদ্দমার বিচার জজসাহেব আপন সাক্ষাৎ করেন্ অথবা তাহার বিচারের ভার আপন রেজিষ্টরসাহেবকে দেন্ কিম্বা সেই সনন্দদারকে সেই মোকদ্দমা পুনরায় গোড়াগোড়ীহইতে তজবীজ করিতে হুকুম করেন্ যাহা বিহিত জানেন্ করিবেন ইতি।

মোকররী মিয়াদের মধ্যে আসামী রুজু না হইলে সনন্দদার গরহাজিরীতে তজবীজ করিবার কথা।

উপরের দুই প্রকরণের বিশেষ লিখিত মোকদ্দমাসকলের বিচার জজসাহেব আপন বিবেচনাক্রমে নিজে করিবার কি অন্যের দ্বারা করাইবার কথা।

১০ দশম প্রকরণ।—ফরিয়াদী কিম্বা আসামীরা আপনারদিগের পক্ষের সাক্ষিদিগকে সনন্দদারের নিকটে রুজু করিতে চাহিলে যদি ফরিয়াদী কিম্বা আসামী অথবা উভয় পক্ষের উকীলদিগের কথাক্রমে সে সাক্ষিরা সনন্দদারের নিকটে রুজু না হয় তবে জজসাহেব সনন্দদার কিম্বা উভয় বিবাদী অথবা উভয় পক্ষের উকীলদিগের দরখাস্তক্রমে সেই সাক্ষিদিগকে সনন্দদারের নিকটে রুজু করাইবেন কিম্বা সেই সাক্ষিদিগের জোবানবন্দি আদালতে হইবেক অথবা সেই সাক্ষিদিগের বসতির নিকটে অন্য যে সনন্দদার

সনন্দদারের নিকটে সমর্পণহওয়া মোকদ্দমার সাক্ষির জোবানবন্দী হইবার মতের কথা।

থাকে

সনন্দদার মুনসিফ আপন সরহদ্দের মধ্যের সাক্ষিকে আপন নিকটে হাজির করাইতে পারিবার কথা।

থাকে তাহার মারফতে করা যাইবেক। কিন্তু যে কেহ আমীনীছাড়া মুনসিফী সনন্দ রাখে ৫ পঞ্চম ধারার ৬ ষষ্ঠ প্রকরণক্রমে তাহার মুনসিফী সরহদ্দের মধ্যে যেং সাক্ষী থাকে উভয় পক্ষের দরখ্যাস্তক্রমে মুনসিফ সেইং সাক্ষির তলবে তলবচিঠী করিবেক তাহাতে সাক্ষিরা সেই তলবচিঠী মতে সেই মুনসিফের নিকটে রুজু না হইলে সেই মুনসিফী এলাকার মধ্যে সেই সাক্ষিদিগের যেং জিনিস থাকে তাহার মধ্যে সেই মোকদ্দমার দাওয়ার সংখ্যার তুল্য মূল্যের উপযুক্ত জিনিস সেই সাক্ষিরা যাবৎ রুজু না হয় তাবৎ সেই মুনসিফ ক্রোক রাখিতে পারিবেক ইতি।

যে মতে সনন্দদার মোকদ্দমার তজবীজ করিবেক তাহার কথা।

১১ একাদশ প্রকরণ।—সনন্দদারদিগের নিকটে যেং মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহাতে তাহারা জিলা ও শহরের আদাতের আইনের মতে যত পারে তাহার উভয় পক্ষের সওয়াল ও জওয়াব লইয়া ও সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী করিয়া সে সকল মোকদ্দমা বাহুল্য না করিয়া সংক্ষেপক্রমে যাহাতে শীঘ্র নিষ্পত্তি হয় তাহা করিবেক ইতি।

মিথ্যা নালিশে সতত ফরিয়াদীর স্থানহইতে তহখরচা ও নোকসান আসামীকে দেওয়াইবার কথা।

১২ দ্বাদশ প্রকরণ।—যে কেহ মোকদ্দমায় হারিবেক তাহার স্থানহইতে ফরিয়াদীর দাওয়া ও তহখরচাদিগর নোকসান ফরিয়াদী পাইবার অর্থে সনন্দদারেরা ডিক্রী করিবেক আর মিথ্যা অমূলক মোকদ্দমা কেহ উপস্থিত করিলে প্রমাণপূর্ব্বকে তাহার তহখরচা ও নোকসান সর্ব্বদাই ফরিয়াদীর স্থানহইতে আসামী পাইবার অর্থে ডিক্রী হইবেক ইতি।

ফরিয়াদী ও আসামী ও উভয় পক্ষের উকীলেরা অবজ্ঞা করিলে ও সাক্ষিরা প্রমাণজনক কথা না কহিলে সনন্দদারেরা তাহারদিগের দণ্ড করিবার কথা।

১৩ ত্রয়োদশ প্রকরণ।—ফরিয়াদী কিম্বা আসামী অথবা উভয় পক্ষের উকীল কিম্বা সাক্ষিদিগের কেহ সনন্দদারের নিকটে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিবার কালে অবজ্ঞা করিলে অথবা জোবানবন্দী না করাইলে সনন্দদার সেই অপরাধির অপরাধ ও শক্ত্যনুসারে মোকদ্দমা বুঝিয়া তাহার যে দণ্ডকরণ উচিত জানে তাহা করিবেক ও সেই দণ্ডের টাকা উসুল নীচের লিখনক্রমে সেই সনন্দদারের কৃত ডিক্রীর টাকা উসুল হইবার মতে হইবেক ইতি।

সনন্দদারেরা আপনারদিগের কৃত ডিক্রীর নকল উভয় পক্ষেরে কি উভয় পক্ষের উকীলদিগেরে দিবার কথা।

১৪ চতুর্দ্দশ প্রকরণ।—সনন্দদারেরা মোকদ্দমা ডিক্রী করিলে পর তিন দিনের মধ্যে ডিক্রীর নকল ফরিয়াদী ও আসামী অথবা উভয় পক্ষের উকীলদিগেরে দিবেক। তাহাতে যদি ফরিয়াদী কিম্বা আসামী অথবা উভয় পক্ষের উকীল সেই ডিক্রীর নকল লইতে নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে রুজু না হয় কিম্বা রুজু হইয়া সেই নকল না লয় তবে সনন্দদার সেই রুজু না হইবার কিম্বা নকল না লইবার কথা সেই নকলের পৃষ্ঠে লিখিয়া আদালতে পাঠাইয়া দিবেক ইতি।

ফরিয়াদী ও আসামী পূর্ব্বোক্তিতে ডিক্রীর নকল না লইলে সনন্দদারদিগের কর্ত্তব্যের কথা।

কোন সনন্দদারে নিজের ও তাহার নিজ চাকরের নালিশ মোকদ্দমা সে সনন্দদারের প্রতি সমর্পণ না হইবার কথা।

১৫ পঞ্চদশ প্রকরণ।—কোন সনন্দদার কিম্বা তাহার নিজের চাকর কেহ যে মোকদ্দমার ফরিয়াদী কিম্বা আসামী হয় সে মোকদ্দমা সে সনন্দদারের প্রতি সমর্পণ হইবেক না ইতি।

সনন্দদার ব্যতিরেকে তাহারদিগের সংসর্গি লোক মোকদ্দমার তজবীজে হাত না দিবার কথা।

১৬ ষোড়শ প্রকরণ।—সনন্দদারেরা নিজেই সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেক তাহারদিগের সহবাসী কিম্বা নিজের এলাকার লোকদিগের কেহ কোন প্রকারে কোন মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিকরণের মধ্যে আসিবেক না ইতি।

১০ ধারা।

১০ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— জিলা কিম্বা শহরের আদালতে যেং লোকে সালিসী সনন্দ পাইবেক তাহারা নীচের লিখনানুসারে কার্য্য করিবেক ইতি।

সনন্দদারের নামে সালিসী মতের হুকুমের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— যেং স্থানের নিবাসি লোকেরা আপনারদিগের মোকদ্দমা সালিসের দ্বারা নিষ্পত্তি করাইতে চাহে তাহারা সে কারণে আদালতের বিনাহুকুমে উভয় সম্মতিতে আপনারদিগের দস্তখতে দুই জন মাতবর লোকের সাক্ষিস্বরূপ দস্তখৎ সালিসীযুক্তে মানিবার মুচল্‌কা এই মজমুনে যে আমরা উভয় সম্মতিতে এ মোকদ্দমার নিষ্পত্তিকারণ তোমাকে সালিস মানিলাম তুমি এ মোকদ্দমার যে বিচার ও নিষ্পত্তি করিবা তাহা আমারদিগের মঞ্জুর ও তদনুসারে আদালতে ডিক্রী হইবেক সনন্দদারের স্থানে দাখিল করিবেক ইতি।

আদালতের বিনাহুকুমে সকলে উভয় সম্মতিতে আপনারদিগের মোকদ্দমায় মধ্যস্থাদরণ করিতে পারিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—সনন্দদারেরা যেং মোকদ্দমা সালিসীমতে ডিক্রী করিবেক সে ডিক্রী আদালতে তাহারদিগের রেস্বৎখুরী কিম্বা পক্ষপাতকরণক্রমে হওন দুই জন মাতবর লোকের সাক্ষিতে প্রমাণ না হইলে কদাচ অসাব্যস্ত হইবেক না ইতি।

বিনারেস্বৎখুরী ও পক্ষপাতে সালিসেরা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিলে তাহা অসাব্যস্ত না হইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—ফরিয়াদী ও আসামীরা উভয় সম্মতিতে সালিস মানিবার মুচলকা দাখিল করিলে সনন্দদার যে মিয়াদ নিরূপণ করে সেই মিয়াদের মধ্যে উভয় পক্ষ কিম্বা উভয়ের উকীল সনন্দদারের নিকটে রুজু না হইলে সেই সনন্দদার ৯ নবম ধারার ৭ সপ্তম ও ৮ অষ্টম প্রকরণের লিখনানুসারে কার্য্য করিবেক পশ্চাৎ মোকদ্দমা গরহাজিরীতে ডিস্‌মিস্‌ কিম্বা তাহার তজবীজ হইলে সে মোকদ্দমার তজবীজ পুনর্ব্বার করিবার ও করাইবার যে শক্তি ঐ ৯ নবম ধারার ৯ নবম প্রকরণক্রমে জজসাহেব রাখেন্‌ তদনুসারে কার্য্য হইবেক ইতি।

ফিরয়াদী ও আসামীরা বিচারকালে রুজু না থাকিলে সনন্দদারেরা যে উদ্যোগ করিবেক তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—৯ নবম ধারার ৫।১০।১১।১৩।১৪।১৬ প্রকরণানুসারে সমর্পণ করা মোকদ্দমাসকলের বিচার ও নিষ্পত্তি আমিনী মতে করিতে সনন্দদারদিগের প্রতি যেং হুকুম আছে সেইং হুকুম সালিসীমতে মোকদ্দমাসকলের বিচার ও নিষ্পত্ত্যর্থে সনন্দদারদিগের প্রতি বহাল থাকিবেক ইতি।

এই ধারানুসারে আমীনের মতের হুকুম সালিসীমতে চলিবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—জানিবেন যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৬ ষোড়শ আইনের ৩ তৃতীয় ধারায় যেং মোকদ্দমা লেখা যায় সে সকল মোকদ্দমা কোন সনন্দদারকে সমর্পণ করিতে জজসাহেবদিগেরে এই আইনের মতে বারণ নাই ইতি।

এই আইনের মতে ইং ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনের ৩ ধারার লিখিত মোকদ্দমার সালিসী সনন্দদারদিগের করিতে নিষেধ না থাকিবার কথা।

১১ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—সনন্দদারদিগের প্রতি মুনসিফের মতের মোকদ্দমাসকল নীচের লিখনানুসারে সমর্পণ হইবেক ইতি।

মুনসিফী সনন্দদারদিগের প্রতি হুকুমের মতের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—৫ পঞ্চম ধারার ৬ ষষ্ঠ প্রকরণানুসারে কোন মুনসিফের সরহদ্দের মধ্যের কোন আসামীর নামে নালিশ যে কালে সেই মুনসিফের নিকটে হয় সে কালে সেই মুনসিফ সে আসামী তাহার নিকটে রুজু হইয়া নালিশের জওয়াব দিবার

আসামীরা হাজির হইবার কারণ সনন্দদারেরা তলব করিবার ও

কারণ

তলব মতে আসামীরা হাজির না হইলে কর্ত্তব্য উদ্যোগের কথা।

কারণ এক মিয়াদ নিরূপণ করিয়া সেই মিয়াদ ও দাওয়ার নিদর্শনে ও হাজিরজামিন সমেত হাজির হইবার প্রস্তাবে এক লিখন সেই আসামীর নামে লিখিয়া পাঠাইবেক তাহাতে যে আসামী জামিন না দেয় তাহার জিনিস সেই দাওয়ার সমান আনও য়ানে ক্রোক রাখিবেক পরে যদি সে মোকদ্দমার দাওয়া প্রমাণপূর্ব্বকে ডিক্রী হয় ও সে পর্য্যন্তেও জামিন না দেয় তবে সেই ক্রোকী জিনিস নীলামে বিক্রয় হইয়া সেই ডি ক্রীর মতাচরণ হইবার কারণ আদালতের আমলার জিম্মা হইবেক ইতিমধ্যেও যদি আসামী সে ডিক্রীর সরবরাহ না করে তবে সেই জিনিস নীলামে বিক্রয় হইয়া ডিক্রীর সরবরাহ পাইবেক ইতি।

যে সকল স্ত্রীলোক এ দেশাচারে রাজস্থানে না যাইবার হয় তাহারদিগকে সনন্দদারান তলব না করিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— যে সকল স্ত্রী লোককে তাহারদিগের জাতি ও মর্য্যাদাক্রমে এ দেশাচারে রাজস্থানে তলবকরণ উচিত না হয় সে সকল স্ত্রীলোকের কেহ ফরিয়াদী কিম্বা আসামী অথবা সাক্ষী হইলে তাহাকে কোন মুনসিফ আপন এলাকার কোন কা র্য্যার্থে আপন নিকটে তলব করিবেক না ইতি।

১২ ধারা।

এই ধারার লিখনানুসারে ৯ ধারার লিখিত হুকুম মুনসিফের প্রতি বহাল থাকিবার কথা।

৯ নবম ধারার ৫। ৭। ৮। ৯। ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৫ প্রকরণে আ মীনের প্রতি মোকদ্দমা সমর্পণ করিবার মতের যেং হুকুম লেখা যায় সেইং হুকুম মুন সিফের প্রতি মোকদ্দমাসমর্পণ করিবার মতেও বহাল থাকিবেক ইতি।

১৩ ধারা।

উভয় বিবাদী ও উভয় পক্ষের উকীলেরা অবজ্ঞা করিলে ও সাক্ষিরা প্রমাণজনক কথা না কহিলে তাহারদিগের দণ্ডকরণ সেওয়ায় তাহারদিগকে সনন্দদারেরা কয়েদ ও নিগ্রহ না করিবার কথা।

সনন্দদারদিগের কেহ তাহার স্থানে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহার কোন ফরিয়াদী কিম্বা আসামী অথবা সাক্ষী অবজ্ঞা করিলে কিম্বা পূর্ব্ব প্রস্তাবানুসারে প্রমাণ জনক কথা না কহিলে তাহার যে দণ্ড কর্ত্তব্য হয় তাহাছাড়া কাহাকেও আমিনী কি সালিসী কি মুনসিফী মতে কয়েদ কিম্বা নিগ্রহ করিবেক না ইতি।

১৪ ধারা।

সনন্দদারেরা আপনারদিগের কৃত ডিক্রী আপনারা জারী না করিবার কথা।

ঐ হুকুম রদ করিলে যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

সনন্দদারদিগের কেহ আমিনী কি সালিসী কি মুনসিফী মতে যে ডিক্রী করে তাহা দেওয়ানী আদালতের মারফতে জারী হইবেক কদাচ আপনাহইতে জারী করিবেক না। যদি করে ও তাহাতে অত্যাচার হয় তবে সেই সনন্দদার যে আদালতের তাবে থাকে সেই আদালতে তাহাহইতে ডিক্রী জারী হইবাতে যাহার প্রতি অত্যাচার হয় তাহাকে সেই ডিক্রীর দাওয়ার দুইগুণ টাকাসমেত সে কারণে দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইলে যে খরচা হয় তাহা সেই সনন্দদারের স্থানহইতে দেওয়ান যাই বেক ইতি।

১৫ ধারা।

সনন্দদারেরা আপনারদিগের কৃত ডিক্রী

সনন্দদার আমীনেরা ও সালিসেরা ও মুনসিফেরা যে মাসের মধ্যে যে সকল মোক দ্দমার ডিক্রী করিবেক সে সকল ডিক্রী জারী করাইবার কারণ যে মাসে যত মোকদ্দমার

ডিক্রী

ডিক্রী করে তাহার রিপোর্ট অর্থাৎ কৈফিয়ৎ নীচের লিখনানুসারে দুরস্ত করিয়া তাহার পর মাসের ৫ পাচঞী তারিখে যে সনন্দদার যে জিলা কিম্বা শহরের তাবে রহে সনন্দদার সেই জিলা কিম্বা শহরের জজসাহেবের স্থানে পাঠাইবেক এবং সেই সকল কৈফিয়তের সঙ্গে সেই সকল মোকদ্দমার সমস্ত আসল কাগজপত্র ও যে লোক ডিক্রীক্রমে আপন দাওয়া বুঝিয়া পায় তাহার দেওয়া সেই দাওয়া বুঝিয়া পাইবার রাজীনামা পাঠাইয়া দিবেক ঐ সকল আসল কাগজপত্রাদি পাঠাইবার কারণ এই যে যদিস্যাৎ ঐ সকল ডিক্রীর মধ্যে কোন ডিক্রীর উপর আপীল হয় তবে সেই সকল আসল কাগজপত্রাদি দৃষ্টে তাহার বেওরা জজসাহেবের গোচর হইতে পারিবেক এই সকল কৈফিয়ৎ দাখিল হইলে যে ডিক্রীর মতাচরণ না হইয়া থাকে নীচের লিখিত মিয়াদের মধ্যে সে ডিক্রীর উপর আপীল না হইলে জজসাহেব সে ডিক্রী জারী করাইবেন।

জারীর নিমিত্ত মাসমাসের কৈফিয়ৎ জজ সাহেবদিগের স্থানে পাঠাইবার কথা।

কৈফিয়ৎ শ্রীঅমুক।—অমুক স্থানের অধিকারিদিগরের আমিনীমতে কৃতনিষ্পত্তি মোকদ্দমা সকল সন অমুক ইঙ্গরেজীর তারিখ অমুক মোতাবেকে সন বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অথবা বিলায়তীর তারিখ অমুক।

আদালতের সিরিস্তার বহীরমাফিক মোকদ্দমার নম্বর	ফরিয়াদী ও আসামীর নাম	নগদ টাকা কিম্বা জিনিসের মূল্যের দাওয়ার সংখ্যা	ডিক্রী	ইঙ্গরেজী ও দেশের চলন যে তারিখে সমর্পণ হয়	ডিক্রীর তারিখ
২০০	ফরিয়াদী রাম দাস আসামী শিবচন্দ্র	মাফিক খত সেওয়ায় সুদ ৪০	ডিক্রী ফরিয়াদী পাইবেক আসল ৪০ সুদ ১০ তহখরচা ৫ ৫৫	১০ জানুআরি সন অমুক মাঘ সন অমুক	১ চৈত্র সন অমুক
৪০০	ফরিয়াদী মহম্মদ আক্কেল আসামী রমজান	মালগুজারীর বাকী ১০	ডিস্মিস্ দাওয়া প্রমাণ হইল না একারণ আসামী ১ এক টাকা তহখরচা পাইবেক	১১ জানুআরী সন অমুক মাঘ সন অমুক	৫ চৈত্র সন অমুক

৪৫০	ফরিয়াদী রামচরণ আসামী নিতাই	দুই গরুর মূল্য ২৪	ফরিয়াদী ও আসামী রাজীনামা দিলেক এ কারণ ডিস্‌মিস্‌	১২ জানুআরী সন অমুক মাঘ সন অমুক	৬ চৈত্র সন অমুক

কৈফিয়ৎ শ্রীঅমুক অমুক স্থানের অধিকারিদিগরের সালিসী মতে কৃত নিষ্পত্তি মোকদ্দমাসকল সন অমুক ইঙ্গরেজীর তারিখ অমুক মোতাবেকে সন বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অথবা বিলায়তীর তারিখ অমুক।

ফরিয়াদী ও আসামীর নাম	দাওয়া	ফরিয়াদী ও আসামীর দেওয়া সালিসী মুচল্‌কার তারিখ	নিষ্পত্তি	নিষ্পত্তির তারিখ
ফরিয়াদী মহম্মদ আক্কেল আসামী রামচরণ	মালগুজারীর বাকী ২৪	২০ মাঘ	ফরিয়াদী পাইবেক ২২	১০ ফাল্গুণ

কৈফিয়ৎ শ্রীঅমুক অমুক স্থানের অধিকারিদিগরের মুনসিফী মতে কৃত নিষ্পত্তি মোকদ্দমাসকল সন অমুক ইঙ্গরেজীর তারিখ অমুক মোতাবেকে সন বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অথবা বিলায়তীর তারিখ অমুক।

ফরয়িাদী

ফরিয়াদী ও আসামীর নাম	দাওয়া	নিষ্পত্তি	নালিশের তারিখ	নিষ্পত্তির তারিখ
ফরিয়াদী রামচরণ আসামী রাধানাথ	মাফিকখত সেওয়ায় সুদ ২০	ডিক্রী ফরিয়াদী পাইবেক আসল ২০ সুদ ৫ ভহখরচা ১ ২৬	১ মাঘ	১০ মাঘ

১৬ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৮ অষ্টাদশ আইনের ১১ একাদশ ধারায় জিলা কিম্বা শহরের আদালতের সিরিস্তাহইতে প্রতিমাসকাবারে সংক্ষেপ যে বহী মফঃসল আপীল আদালত ও সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইতে লেখা আছে সনন্দদারেরা আমিনী মতে মাসেং যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবেক তাহা সেই সংক্ষেপ বহীতে লেখা যাইবেক আর সনন্দদারেরা সালিসী ও মুনসিফী মতে মাসেং যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবেক তাহাও সেই বহীতে লিখিতে হইবেক ইতি।

সনন্দদারেরা আমীনী মতে যেং মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করে তাহা মাস মাসের সংক্ষেপ বহীতে লেখা যাইবার কথা।

১৭ ধারা।

সনন্দদারদিগের নিকটে আমিনী ও সালিসী ও মুনসিফী মতে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহার কৈফিয়ৎ নীচের নক্সামতে সন বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অথবা বিলায়তী যে স্থানে যে সনের চলন থাকে সেই সনের তিন মাস ও ছয় মাস ও নয় মাস ও বার মাস গতে জজসাহেবদিগের স্থানে পাঠাইতে হইবেক।

সনন্দদারেরা তিনং মাসবাদে মুলতবী মোকদ্দমার কৈফিয়ৎ পাঠাইবার কথা।

কৈফিয়ৎ শ্রীঅমুক অমুক স্থানের আমিনদিগরের নিকটে আমিনী মতে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমাসকলের মধ্যে মুলতবী মোকদ্দমাৎ সন অমুক ইঙ্গরেজীর তারিখ অমুক মোতাবেক সন বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অথবা বিলয়তীর তারিখ অমুক।

আদালতের

আদালতের সিরিস্তা মাফিক নম্বর	ফরয়াদী ও আসামীর নাম	দাওয়ার সংখ্যা	সমর্পণের তারিখ	মোকদ্দমা মুলতবী থাকিবার হেতু
৩০০	ফরিয়াদী রামচরণ আসামী গঙ্গাবিষ্ণু	মাফিকখত সেওয়ায় সুদ	১০ জানুআরী সন অমুক মাঘ সন অমুক	

কৈফিয়ৎ শ্রীঅমুক অমুক স্থানের অধিকারিদিগরের নিকটে সালিসী মতে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমাসকলের মধ্যের নিষ্পত্তি নাহওয়া মোকদ্দমাৎ সন অমুক ইঙ্গরেজীর তারিখ অমুক মোতাবেকে সন বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অথবা বিলায়তীর তারিখ অমুক।

ফরিয়াদী ও আসামীর নাম	মোকদ্দমার বিষয়	সালিসী মুচল্কার তারিখ	নিষ্পত্তি না হইবার হেতু
ফরিয়াদী বিষ্ণুনাথ আসামী আকবর আলী	হিসাবী বাকী ৩০	১০ মাঘ	

কৈফিয়ৎ শ্রীঅমুক অমুক স্থানের অধিকারিদিগরের নিকটে মুনসিফী মতে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমাসকলের মধ্যে নিষ্পত্তি নাহওয়া মোকদ্দমাৎ সন অমুক ইঙ্গরেজীর তারিখ অমুক মোতাবেকে সন বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অথবা বিলায়তীর তারিখ অমুক।

ফরিয়াদী ও আসামীর নাম	মোকদ্দমা	নালিশের তারিখ	নিষ্পত্তি না হইবার হেতু
ফরিয়াদী পিয়ার মহম্মদ আসামী রামদুলাল	মাফিক খত ৪০	১৪ মাঘ	

১৮ ধারা।

১৮ ধারা।

সনন্দদারেরা মাসং ও তিনং মাসের কৈফিয়ৎ খামের মধ্যে মুড়িয়া তাহার উপর আপনং মোহর করিয়া জজসাহেবের নামে শিরনামা লিখিয়া সেই কাগজ সরকারী ডাক মারফতে জজসাহেবের নিকটে পাঠাইবেক তাহাতে ডাকের আমলাদিগের প্রতি হুকুম আছে যে সে কাগজ নিখরচায় লইয়া চালান করিবেক অথবা সনন্দদার সে কাগজ আপন চাকরের মারফতে পাঠাইবেক কিম্বা তাহার সন্নিকটে পোলীসের দারোগা থাকিলে তাহার স্থানে দিবেক সে দারোগা সেই কাগজ লইয়া রসীদ দিয়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২২ দ্বাবিংশতি আইনের ২১ একবিংশতি ধারাক্রমে আপন মাসকাবারী কাগজের সহিত ফৌজদারীর সাহেবের স্থানে চালান করিবেক ইতি।

সনন্দদারেরা মাসকাবারী ও তিনমাসীয়া কৈফিয়ৎ যেং মারফতে পাঠাইবেক তাহার কথা।

১৯ ধারা।

জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবেরা মাসেং মোকদ্দমাসকলের নিষ্পত্তির যে সংক্ষেপ বহী পাঠাইবেন তাহার মধ্যে সনন্দদারদিগের কৃত নিষ্পত্তি মোকদ্দমা সকলের স্ফুট অর্থাৎ জিগীর রাখিবেন এবং মুলতবী মোকদ্দমাসকলের যে বহী ছয়ং মাসের পর পাঠান্ তাহার মধ্যে ও সনন্দদার আমীনের নিকটে উপস্থিতহওয়া সকল মোকদ্দমার স্ফুট রাখিবেন ইতি।

সনন্দদারেরা আমীন পদক্রমে তাহারদের নিকটে নিষ্পত্তিহওয়া এবং উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা মাসিক সংক্ষেপ বহী এবং ষান্মাসিক রেপোর্টেতে ভিন্নং করিয়া লিখিবার কথা।

২০ ধারা।

সনন্দদারদিগের আমিনী কিম্বা সালিসী অথবা মুনসিফীমতে কৃত নিষ্পত্তি কোন মোকদ্দমায় কেহ নারাজ হইয়া আপীল করিতে চাহিলে সেই সনন্দদার যে জিলা কিম্বা শহরের আদালতের মোতালক হয় সেই আদালতের জজসাহেবের নিকটে সে মোকদ্দমার আপীলের আরজী সেই ডিক্রী হইবার তারিখহইতে এক মাসের মধ্যে সেই ডিক্রীর নকলসমেত দাখিল করিতে হইবেক। ইহাতে যদি ঐ নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে কেহ আপীলের আরজী দাখিল করিতে না পারিয়া তাহা না পারিবার বিশিষ্ট হেতু জজসাহেবের নিকটে জানাইতে পারে তবে জজসাহেবের ক্ষমতা আছে যে ঐ মিয়াদের পরেও তাহার আপীলের আরজী লন্ ইতি।

সনন্দদারেরদের দ্বারা নিষ্পত্তির উপর আপীল জজসাহেবের নিকট ঐ আপীলের দরখাস্তের ডিক্রীহওয়া দিন অবধি ত্রিশ দিবসের মধ্যে উপস্থিত হইলে আপীল হইবার কথা।

ঐ নিরূপিত সময়ের পরে আপীলের দরখাস্ত গ্রাহ্য করণের ক্ষমতা জজসাহেবের থাকিবার কথা।

২১ ধারা।

যেং সনন্দদার যেং জিলা কি শহরের দেওয়ানী আদালতের তাবে থাকে সেইং সনন্দদারের কৃত নিষ্পত্তির উপর আপীলকরণের সকল আরজী সেইং আদালতে দাখিল করিতে হইবেক। সনন্দদারদিগকে তাহারদিগের কৃত নিষ্পত্তি মোকদ্দমার আপীলের নালিশ আপনারা লইতে নিষেধ আছে ইতি।

আপীলের দরখাস্ত দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করিবার কথা।

সনন্দদারেরা আপীলের দরখাস্ত লইতে নিষেধের কথা।

২২ ধারা।

২২ ধারা।

আপেলাণ্ট আপনি কিম্বা আপন উকীলের মারফতে আপীলের আরজী দাখিল করিবার কথা।

উকীলে যে রসুম পাইবেক তাহার কথা।

সনন্দদারদিগের কৃত নিষ্পত্তি মোকদ্দমার আপীলের আরজী আপেলাণ্ট অর্থাৎ আপীলের ফরিয়াদী আপনি কিম্বা আদালতের চিহ্নিত উকীলের মারফতে আদালতে দাখিল করিবেক। তাহাতে সে মোকদ্দমার নালিশ আদালতে লওয়া গেলে আপেলাণ্ট ও রেস্পণ্ডেণ্ট অর্থাৎ আপীলের আসামী আপনারা আদালতে রুজু থাকিয়া সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব না করিলে তথাকার চিহ্নিত উকীলের মারফতে সে মোকদ্দমা হইবেক ইহাতে সে মোকদ্দমা পুথমাবধি জজসাহেবের নিকটে বিচার হইলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৭ সপ্তম আইনের মতে উকীলে যে হারে রসুম পাইত সেই হারেই সে উকীল সে মোকদ্দমার রসুম পাইবেক আর যদি সেই আপীলের আরজী উকীলের মারফতে দাখিল হইলে সে আরজী আপীলে মঞ্জুর না হয় তবে উকীল কেবল সেই আরজী দাখিল করিবার রসুম ।০ চারি আনা পাইবেক ইতি।

২৩ ধারা।

সনন্দদারদিগের কৃত নিষ্পত্তি কেবল অন্যায়ক্রমে হইলেই রদ হইবার কথা।

সনন্দদারেরা কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি অন্যায়ক্রমে না করিয়া যদি বেসিরিস্তায় করে তবে সে নিষ্পত্তি অন্যথা হইবেক না ইতি।

২৪ ধারা।

সনন্দদারদিগের কৃত নিষ্পত্তি কোন মোকদ্দমার নালিশ আপীলে লইলে সে মোকদ্দমার ডিক্রী জজসাহেব জারী না করাইবার কথা।

সনন্দদারদিগের কৃত নিষ্পত্তি মোকদ্দমার আপীল হইলে যে তারিখের আদালতে সেই আপীলের আরজী দাখিল হয় তাহার পর তারিখের আদালতে অথবা তাহার পূর্ব্বে এতাবতা আইন্দা আদালতের তারিখের মধ্যে আপেলাণ্ট আপীল আদালতের ডিক্রীর হুকুমের মতাচরণ করিবার বিষয়ে মাতবর জামিন দিলে জজসাহেব সনন্দদারের সে ডিক্রী জারী মৌকুফ করাইতে পারিবেন ইতি।

২৫ ধারা।

আমিনী ও মুনসিফী মতের কোন মোকদ্দমার বিচার জজসাহেব নিজে করিতে কিম্বা রেজিষ্টরসাহেবের দ্বারা করাইতে চাহিলে সে মোকদ্দমা তলব করিতে পারিবার কথা।

সনন্দদারদিগের নিকটে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে তাহার মধ্যের কোন মোকদ্দমার বিচার জিলা কিম্বা শহরের জজসাহেব আপন সাক্ষাৎ করিতে অথবা আপন রেজিষ্টরসাহেবের দ্বারা করাইতে উচিত জানিলে সনন্দদারের স্থানে সে মোকদ্দমা তলব করিতে পারিবেন ইতি।

২৬ ধারা।

জজসাহেবেরা এই আইন পাইলে সনন্দদারী কার্য্যোপযুক্ত লোক বাছনী সদর দেও

জিলা ও শহরের আদালতসকলের জজসাহেবেরা এই আইন পাইলে পর সনন্দদারী কার্য্যকরণের যোগ্য লোক বাছনী করিবেন ও তাঁহারদিগের বাছনী করা যে২ লোক সনন্দদারী যে কালে সদর দেওয়ানী আদালতে মঞ্জুর হয় সে কালে জজসাহেবদিগের

মোতালক

মোতালক আদালতসকলে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে তাহার মধ্যে সিক্কা ৫০ পঞ্চাশ টাকাপর্য্যন্তের নগদ কিম্বা জিনিসের যে২ মোকদ্দমার বিচার জজসাহেবেরা আপন সাক্ষাৎ করেন্ কিম্বা সে মোকদ্দমার বিচার করিবার ভার আপনারদিগের রেজিষ্টরসাহেবদিগের প্রতি দেওন আবশ্যক না জানেন্ সে সকল মোকদ্দমা সেই সকল সনন্দদারদিগকে সমর্পণ করিবেন ইতি।

যানী আদালতে তাহা মঞ্জুর হইলে সে লোককে সিক্কা ৫০ পঞ্চাশ টাকাপর্য্যন্তের বিশেষ মোকদ্দমাছাড়া মোকদ্দমা সমর্পণ করিবার কথা।

২৭ ধারা।

যে কালে কোন সনন্দদার মরে কিম্বা তগীর হয় অথবা কার্য্য ত্যাগ করে কিম্বা তাহার সনন্দের মিয়াদ গত হয় সে কালে তাহার স্থানে অন্যকে সনন্দদারী কার্য্যে নিযুক্ত করণ জজসাহেব উচিত জানিলে সেই কার্য্যের উপযুক্ত জনেক লোককে ঠাহরাইয়া সদর দেওয়ানী আদালতে মঞ্জুর হওনকারণ সমাচার লিখিবেন তথাতে মঞ্জুর হইলে পর জজসাহেব সেই দরী সনন্দদারকে সাবেক সনন্দদারের পদাভিষিক্ত করিয়া সাবেক সনন্দদারের সিরিস্তায় যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল তাহার কাগজ পত্র সমস্ত সেই দরী সনন্দদারের হাওয়ালে করিবেন অথবা যে বিহিত জানেন্ করিবেন ইতি।

সনন্দদারের কর্ম্মস্থান শূন্য হইলে জজসাহেবের কর্ত্তব্য উদ্যোগের কথা।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H.P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৪১ একচত্বারিংশৎ আইন।

শ্রীযুত ইঙ্গরেজ কোম্পানী বাহাদুরের অধিকার সুবেজাৎ বাঙ্গালাওগয়রহের সমস্ত কার্য্যচলনের নিমিত্তে যে সকল আইন জারী হইবেক তাহা গ্রন্থক্রমে রচনের আইন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১ পহিলা মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২০৭ সালের ১৯ রমজানে জারী করিলেন।

শ্রীযুত ইঙ্গরেজ কোম্পানী বাহাদুরের অধিকার সুবেজাৎ বাঙ্গালাওগয়রহের চির মঙ্গলের নিমিত্তে আবশ্যক এই যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে সমস্ত লোকের ধনসম্পত্তি ও স্বত্বাধিকার স্থিরতর রহিবার অর্থে যে সকল আইন জারী করিবেন সে সকল আইন গ্রন্থক্রমে রচনাকরিয়া এ দেশি অক্ষর ও ভাষায় তরজমা ও ছাপা করা যায় এবং যেং হেতুতে একং আইন নির্দ্দিষ্ট হইবেক তাহা সেইং আইনের শির নামায় লেখা যায় ও সেই সমস্ত ছাপাহওয়া আইনের মতে কার্য্যকরণ সকল আদালতের জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্য হয় উপরের লিখনমত আইন সংগ্রহ হইলে সকল লোকেরদের স্বত্বাধিকারিত্ব এবং লভ্যাধিকারিত্বের স্থৈর্য্য যেং আইনেতে অবলম্বন করে তাহা প্রত্যেক জন জানিতে পারে এবং ঐ আইনের প্রতিকূলাচরণের প্রতিকার অবিলম্বে হইবার পথ জানিতে পারে এবং আদালতের সাহেবেরা আইনের প্রকৃত তাৎপর্য্য ও অর্থানুসারে কার্য্য করিতে পারেন্ ও উত্তরকালের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে ইহা বিবেচনাকরণের পথ হয় যে কোন আইনের তাৎপর্য্য সিদ্ধ হইল কি না এবং আবশ্যক হইলে অনুভবানুসারে ঐ আইনের যে রূপ মতান্তরকরণ কি শুধরণ উপযুক্ত বোধ হয় তাহা করিতে পারেন্ ও উপযুক্ত বিবেচনাকরণব্যতিরেকে নূতন আইন নির্দ্দিষ্ট ও চলিত আইন রদ হইবেক না এবং উত্তরকালে দেশের মঙ্গলের হওন হ্রাস বৃদ্ধিরূপ কার্য্য আপন মূলকারণের সহিত যে সম্বন্ধ রাখে তাহা সর্ব্বদা বুঝা যাইতে পারিবে অতএব শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে নীচের লিখনানুসারে হুকুম নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের যে সকল হুকুমে যেং আইন আদালত লোকদিগের ন্যায়ান্যা

যের প্রতি যে সকল হুকুম চলিবেক তাহা আদালতের কৌন্সেলে লেখা গিয়া তথায় তাহার আইন নির্দ্ধার্য্য হইয়া ছাপা ও জারী হইবার কথা।

আদালতসকলের ও টাক্সের ও সায়েরাতের হাসিল মাসুলের ও মালগুজারী তহশীলের ও সমস্ত ভূম্যধিকারী ও চাসি প্রজাবর্গের স্বত্বাধিকারের ও পাট্টাদির ও শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের মহাজনী বিলায়তে পাঠাইবার দ্রব্য সামগ্রির ও লবণের ও আফিমের ব্যাপারের অর্থে এবং সরকারের অধিকার এদেশী ও ভিন্নাধিকার দেশস্তরি যে সকল লোক জিলা ও শহরের আদালতের তাবে আছে তাহারদিগের স্বত্বাধিকার স্থিরের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইবেক কর্ত্তব্য যে তাহা সমস্তই আদালতের কৌন্সেলের সিরিস্তায় লেখা যায় ও সেই কৌন্সেলে তাহার আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়া নীচের লিখনানুসারে ছাপা ও জারী হয় ইতি।

৩ ধারা।

নম্বর বিলিক্রমে প্রতি সনের সকল আইন নির্দ্দিষ্ট হইবার কথা।

যে সনে যে আইন প্রথম জারী হইবেক তাহার নম্বর প্রথম ও তদনন্তর জারীর নম্বর উত্তরং গণনাক্রমে হইবার কথা।

যে সনে যত আইন নির্দ্দিষ্ট হইবেক তাহাতে একাদিক্রমে অঙ্কচিহ্ন অর্থাৎ নম্বরবিলি করা যাইবেক। তাহাতে যে বৎসরের প্রথমে যে আইন নির্দ্দিষ্ট হইবেক তাহার অঙ্ক প্রথম আইন করা যাইবেক তদনন্তর যেং আইন নির্দ্দিষ্ট হইবেক তাহার অঙ্ক উত্তরং গণনাক্রমে বিলি করিয়া লেখা যাইবেক। এবং যে সনে যে আইন জারী হইবেক তাহার অঙ্কচিহ্ন সেই আইনের প্রতিসফার কপালে এই আইনের নিদর্শনে লিখিতে হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

আইনের নম্বর প্রতি সফার কপালে জারী হইবার সনের নিদর্শনে লেখা যাইবার কথা।

একং আইনের শিরনামা লেখা যাইবার কথা।

যে বিষয়ার্থে যে আইন জারী হইবেক তাহার মর্ম্মের বিবরণ যত সংক্ষেপ হইতে পারে তত সংক্ষেপেই সেই আইনের শিরনামায় এই আইনের নিদর্শনে লেখা যাইবেক ইতি।

৫ ধারা।

আইন নির্দ্দিষ্টের হেতু তাহার হেতুবাদে লেখা যাইবার কথা।

পুরাতন কোন আইন রদকরণ কি শুধরণেরহেতু নূতন আইনের হেতুবাদে লিখিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—প্রত্যেক আইন নির্দ্দিষ্টহওনের হেতু জ্ঞাপনার্থে হেতুবাদ তাহার পূর্ব্বে লেখা যাইবেক।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—নূতন কোন আইনের দ্বারা পূর্ব্বের কোন আইন রদ করিতে কি শুধরিতে হইলে ঐ রদকরণ কি শুধরণের হেতু বেওরা করিয়া ঐ নূতন আইনের হেতুবাদে লেখা যাইবেক ইতি।

৬ ধারা।

একাদি অঙ্ক নিদর্শনে ধারা বিলিক্রমে আইন লেখা হইবার কথা।

প্রথম ধারার সংজ্ঞা হেতুবাদ হইবার কথা।

ধারার মধ্যের প্রকরণের কথা।

একং আইন একাদিসংখ্যার অঙ্কনিদর্শনে ধারা বিলিক্রমে লেখা যাইবেক। এবং তাহার প্রথম ধারার সংজ্ঞা হেতুবাদ হইবেক। আর কোন ধারার মধ্যবর্ত্তি বিশেষং বৃত্তান্ত থাকিলে তাহার সংজ্ঞাপ্রকরণ হইবেক ও সেই প্রকরণের অঙ্কচিহ্ন এই আইনের ৫ পঞ্চম ধারার মধ্যবর্ত্তানুসারে লেখা যাইবেক ইতি।

৭ ধারা

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৪১ একচত্বারিংশৎ আইন।

৭ ধারা।

যদি এক আইন তৈয়ারের কারণ তাঁহাতে এই আইনের পঞ্চম ধারার ২ দ্বিতীয় প্রুকরণের কিম্বা পঞ্চম ধারার অথবা এই আইনের আকারের অন্য আইনের কোন ধারার প্রুকরণের কিম্বা ধারার অথবা সেই অন্য আইন সমুদয়ের প্রস্তাব লিখন কর্ত্তব্য হয় তবে সে প্রস্তাব নীচের লিখিত ডৌলক্রমে লেখা যাইবেক।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ একচত্বারিংশৎ আইনের ৫ পঞ্চম ধারার ২ দ্বিতীয় প্রুকরণ।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ একচত্বারিংশৎ আইনের ৫ পঞ্চম ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ একচত্বারিংশৎ আইন।

এক আইনের মধ্যে অন্য আইনের কোন ধারার প্রুকরণের কিম্বা ধারার অথবা সেই অন্য আইন সমুদয়ের প্রস্তাব যেরূপে লেখা যাইবেক তাহার কথা।

৮ ধারা।

সকল ধারা ও প্রুকরণলিখনের পাশে তাহার সারকথা চুম্বকে লেখা যাইবেক ইতি।

ধারা ও প্রুকরণের সারার্থ তাহার পাশে সঙ্কেপে লিখিবার কথা।

৯ ধারা।

যত বড় দীর্ঘ ও প্রস্থের কাগজে এই আইন ছাপা হইবেক তত বড় কাগজেই সকল আইন ছাপা করা যাইবেক ইতি।

এই আইনের সমান কাগজে সকল আইন ছাপিবার কথা।

১০ ধারা।

যে সনের মধ্যে যত আইন জারী হয় সেই সনের শেষে তাহার এক ফিরিস্তি তৈয়ার করিয়া একত্র জিল্দবন্দী করা যাইবেক ইতি।

একং বৎসরের নির্দ্ধারিত সমস্ত আইনের একং ফিরিস্তি করা যাইবার কথা।

১১ ধারা।

শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের তরফ ছাপাখানার সাহেবের কর্ত্তব্য যে প্রতিসন যত আইন ছাপা ও জারী হইবেক তাহার নকল ১০০ একশত প্রস্থ প্রস্তুত রাখেন্। এবং সন আখিরীতে উপরের ধারার লিখনক্রমে তৈয়ারকরা ফিরিস্তি পাইলে তাহার একং ফিরিস্তি সেই একং প্রস্থ আইনের উপর কেতাবের জিল্দের ন্যায়ে জিল্দবন্দী করান্ এবং তদনুসারে তাহার পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষার তরজমার তত প্রস্থ নকল পৃথকং জিল্দ বাঁধিয়া মৌজুদ রাখেন্। তদ্ভিন্ন যত ইঙ্গরেজী আইন এবং তাহার তরজমা পারসী ও বাঙ্গলা আইন শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের হুকুমমতে যাবদীয় আদালতের ও বোর্ড রেবিনিউর ও বোর্ড ত্রেডের ও ভূমর মালগুজারীর ও মাসুলের কালেক্টর ও বানিজ্যের কুঠীসকলের ও নিমক মহালের সাহেবদিগকে এবং সরকারী অন্যং আমলা ও ব্যক্ত্যন্তর যাহাকেং দেওয়া উচিত য়হ্ ততই তাঁহারদিগেরে দেওয়া যাইবেক ইতি।

ছাপাখানার সাহেব ইঙ্গরেজী ও পারসী ও বাঙ্গলা আইনের নকল একংশত প্রস্থ প্রস্তুত রাখিবার কথা।

ঐ নকল ফিরিস্তিসমেত জিল্দ বান্ধিবার কথা।

বাকী নকল যাহাকেং দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

১২ ধারা।

১২ ধারা।

ইঙ্গরেজী আইনের ফিরিস্তিসমেত নকল ১০ দশ জিল্দ প্রতিবৎসর কোর্টডিরেক্টের নিকটে পাঠাইবার কথা।
বাকী ৯০ জিল্দ যিনিং প্যাইবেন তাহার কথা।

১১ একাদশ ধারাক্রমে প্রতিসন যে একং শত পুস্থ আইন ফিরিস্তিসমেত জিল্দবন্দী হইয়া প্রস্তুত থাকিবেক তাহার মধ্যের ইঙ্গরেজী অক্ষর ও ভাষাতে ছাপাহওয়া ১০ দশ জিল্দ কোর্ট ডিরেক্টের অর্থাৎ বিলায়তের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের নিকটে সনের মধ্যে অগ্রে যেং জাহাজ বিলায়তে যাইবেক তাহার একং জাহাজে পাঁচং জিল্দ করিয়া দুই জাহাজে পাঠান যাইবেক। বাকী ৯০ নব্বই জিল্দ ঐ শ্রীযুতের হুকুমক্রমে সমস্ত আদালতের ও বোর্ড রেবিনিউর ও বোর্ড ত্রেডের ও রাজস্বের কালেক্টর ও বাণিজ্যের মহাজনী কুঠীর ও নিমক মহালের সাহেবদিগেরে এবং সরকারী অন্যং আমলা ও ব্যক্তান্তরদিগেরে দেওয়া যাইবেক ইতি।

১৩ ধারা।

যেং আইনের মতে সকল মোকদ্দমার বিচারকরণ আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য তাহার কথা।

সমস্ত দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগের ও ফৌজদারী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে জিল্দবান্ধা যে সকল আইন পাঠান যাইবেক সেই সকল আইনের অনুসারেই যে সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য তাহা করিবেন্ ও তদ্ভিন্ন কোন আইনের মতে করিবেন না ইতি।

১৪ ধারা।

এক আইনে যাহার যে খ্যাতি ও যে সামগ্রীর যে নাম নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক তাহাই অন্য আইনে কর্ত্তব্যতাক্রমে লেখা যাইবার কথা।

যাহার যে খ্যাতি ও যে সামগ্রীর যে নাম ইঙ্গরেজী এক আইনে যে মতে লেখা যাইবেক তাহার প্রস্তাব অন্য আইনে লিখন কর্ত্তব্য হইলে তাহাতেও সেই খ্যাতি ও নাম সাব্যস্থ রাখিয়া সেই মতেই লিখিতে হইবেক এই হেতুক যে স্বত্বাধিকারের ও ধনসম্পত্তির ও পাট্টাদির স্বত্বাধিকারিত্বের ও কাগজপত্রের ও আদালতের ও আদালতের হুকুমের ও দফ্তরখানা কাছারীর ও আমলাদিগের প্রস্তাব গ্রন্থানুসারে যেং রচিত আইনে করিতে হইবেক তাহা সকল আইনে এক মতেই লেখা থাকিবেক ইতি।

১৫ ধারা।

হাসিয়ার বৃত্তান্তসমেত আইনের তরজমা পারসী ও বাঙ্গলায় করা যাইবার কথা।
ইঙ্গরেজী আইনের মতে তরজমা আইনের প্রতিসফার কপালে নম্বর এবং জারী হইবার সনের এবং মধ্যেং ধারা ও প্রকরণের নম্বর রাখিবার কথা।

সরকারের তরফ তরজমানবীস কিম্বা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরের হুকুমে তরজমা করিবার ভারার্পণ হওয়া অন্য ব্যক্তিতে সকল আইনের পাশের লিখিত সার কথাসুদ্ধা তাহার তরজমা পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষায় করিবেন। এবং যে নম্বরের যে আইন যে সনে জারী হয় সেই নম্বরের অঙ্কচিহ্ন ও সেই সনের নিদর্শন সেই আইনের প্রতিসফার কপালে এবং মধ্যেং ধারা ও প্রকরণের নম্বর ইঙ্গরেজী আইনের মত তরজমাতে লিখিবেন ইতি।

১৬ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৪১ এক চত্বারিংশৎ আইন।

১৬ ধারা।

যাহার যে খ্যাতি ও যে সামগ্রীর যে নাম তাহা যে প্রকারে লিখিবার হুকুম ১৪ চতুর্দ্দশ ধারায় আছে সেই প্রকারেই তরজমানবীস লিখিবেন তাহাতে যদি কাহারো খ্যাতি কিম্বা কোন সামগ্রীর নাম লিখিলে সকল লোকে বুঝিতে না পারে ও পূর্ব্বের তরজমাকরা কোন আইনে সেই খ্যাতি কিম্বা নাম ভাষাক্রমে না লেখা গিয়া থাকে এমত জানেন্ তবে যে আইনের যে স্থানে প্রথম সেই খ্যাতি কিম্বা নাম লিখিতে হয় সেই স্থানে আদৌ সেই খ্যাতি অথবা নাম লিখিয়া পশ্চাৎ সেই শব্দ এমত ভাষা করিয়া লিখিবেন যে তাহা সকলে অনায়াসে বুঝিতে পারে।

যাহার যে খ্যাতি ও নাম তাহাই তরজমানবীস সর্ব্বত্র লিখিবার কথা

১৭ ধারা।

আইন ছাপা করিতে যে অশুদ্ধ হয় তাহা তরজমানবীস শুদ্ধ করিবেন ইতি।

তরজমানবীস ছাপার অশুদ্ধ শুধিবার কথা।

১৮ ধারা।

তরজমানবীসের কর্ত্তব্য যে দেশ ব্যাপিয়া যে ভাষার চলন না থাকে সে ভাষায় তরজমা না করিয়া যথাসাধ্যে আইনের মর্ম্ম স্থির রাখিয়া দেশের চলিত ভাষায় তরজমা করেন্ এবং প্রতিশব্দে ও অক্ষরেং তরজমাও না করেন্ এইহেতক যে তাহা করিলে সকলে বুঝিতে পারিবেক না ইতি।

দেশের চলিত ভাষায় তরজমা করিবার কথা।

১৯ ধারা।

এক ধারার হুকুম প্রণিধান করিতে যদি ভ্রম হয় তবে তাহার বেওরা অন্য ধারায় বোধ হইতে পারিবেক ইতি।

এক ধারার অর্থ ধারান্তরে বুঝা যাইবার কথা।

২০ ধারা।

যে বিষয়ের যে আইন নূতন জারী হয় তাহার অর্থ যদি সে বিষয়ের পূর্ব্বের জারী হওয়া আইন সমুদয়ের কিম্বা তাহার মধ্যের কোন মর্ম্মের অর্থের সহিত না মিলে তবে জানিবেন যে পূর্ব্বের জারীহওয়া আইনের যেপর্য্যন্ত নূতন আইনের অর্থের সহিত মিলন না হয় পূর্ব্বের আইনের সেই পর্য্যন্তই পরিবর্ত্ত হইল ইতি।

নূতন আইনের অর্থের সহিত পূর্ব্বের আইনের মর্ম্ম না মিলিলে তাহার যাহা স্থির থাকিবেক তাহার কথা।

২১ ধারা।

যদি কোন নূতন আইনের দ্বারা পূর্ব্বের কোন আইনের পরিবর্ত্ত হইয়া পশ্চাৎ সেই নূতন আইন গ্রাহ্য না হয় তবে জানিবেন যে সেই পূর্ব্বের আইন সাব্যস্থ হইয়া নূতন আইনের পরিবর্ত্ত হইল ইহাতে সে সংবাদের ইশ্তিহার দিবার আবশ্যক হইবেক না ইতি। সমাপ্ত॥

পুরাতন যে আইনের পরিবর্ত্তে নূতন আইন হইয়া পশ্চাৎ সেই নূতন আইন অগ্রাহ্য হয় তাহাতে পুনরায় সেই পুরাতন আইন সাব্যস্থ জানিবার কথা।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৪২ দ্বাচত্বারিংশৎ আইন।

সরকারী ও কলিকাতার মাসুল তহসীল করিবার বিষয়ে যে২ হুকুম বহাল আছে তাহার পরিবর্ত্তে পরিষ্কার ও দুরস্ত করিবার আইন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১ পহিলা মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২০৭ সালের ১৯ রমজানে জারী করিলেন।

সরকারী মাসুল এবং শহর কলিকাতার মাসুল লইবার কারণ নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

হেতুবাদ।

২ ধারা।

মহাজনাদি সকল লোকের ক্ষমতা আছে যে শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের অধিকার সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যের এক স্থানহইতে অন্য যে স্থানে আপন২ দ্রব্য সামগ্রী লইবার বাসনা করে তথায় হাসিল না দিয়া লয়। কিন্তু এই হুকুমের অনুসারে কেহ এমতানুমান না করে যে শহর কলিকাতায় যে সকল জিনিস আনে তাহার শহরের হাসিল না দেয়। জানিবেক যে সে হাসিল নীচের লিখন ক্রমে দিতে হইবেক অতএব সরকারী হাসিল ও বন্দর কলিকাতার পরমিট লাগিবার যোগ্য যে২ জিনিস তাহার প্রভেদ এবং যে২ মতে যথায়২ ঐ হাসিল ও পরমিট লাগিবেক তাহার বেওরা হুকুম নীচে লেখা যাইতেছে।

কলিকাতাছাড়া সরকারের অধিকার এ সুবেজাতের মধ্যে এক স্থানহইতে স্থানান্তরে দ্রব্য সামগ্রী লইতে দান যগাৎ না লাগিবার কথা।

৩ ধারা।

প্রথম প্রকরণ।—যে সকল দ্রব্যসামগ্রী সরকারের অধিকার এ সুবেজাৎহইতে ভিন্নাধিকার দেশে যায় ও যে সকল দ্রব্যসামগ্রী ভিন্নাধিকারদেশহইতে সরকারের অধিকার এ সুবেজাতের মধ্যে আইসে অর্থাৎ আমদানী ও রফ্তানী হয় তাহার সরকারী হাসিল লইবার কারণ মাজী মোকামে গঙ্গা ও ঘাঘরা উভয় নদীর মুহানায় যে স্থান আছে তথায় এক চৌকীর কাছারী বসিবেক ও নীচের লিখিত হুকুমমতে সেই স্থানে সরকারী হাসিল লওয়া যাইবেক।

আমদানী ও রফ্তানী জিনিসের হাসিল লইবার কারণ মাজী মোকামে এক চৌকীর কাছারী বসিবার কথা।

২ দ্বিতীয়

সরকারী হাসিল লইবার ভার কালেক্টর সাহেবের প্রতি হইবার কথা।

সুকৃতির পাঠের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ঐ হাসিল লইবার কারণ এক সাহেব কালেক্টর নিযুক্ত হইবেন ও সেই সাহেবের খ্যাতি মোকাম মাজীর সরকারী হাসিল তহসীলের কালেক্টর হইবেক। ইহাতে সেই সাহেবের কর্ত্তব্য যে আপনার প্রতি ভারহওয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে কিম্বা ঐ হজুরহইতে যে স্থানান্তর নির্দ্দিষ্ট হয় তথায় নীচের লিখিত পাঠক্রমে সুকৃতি করেন্ পাঠ এই যে লিখিতং শ্রীঅমুকস্য সুকৃতিপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি মোকাম মাজীর সরকারী হাসিল তহসীল করিবার কারণ নিযুক্ত হইয়া সুকৃতি করিতেছি যে আমি এই কার্য্য ।√ ধর্ম্মতঃ প্রকৃত প্রস্তাবে সাবধানে করিব এবং এ বিষয়ে সরকারী যে হাসিল লইবার ধার্য্য আছে তাহা লইয়া সরকারের হিসাবে জমা করিব তদ্ভিন্ন এই কার্য্যের পর্য্যবসানজন্যে কাহারো স্থানে কিছু কোন প্রকারে গোপন কিম্বা অগোপনে স্বহস্তে কিম্বা পরহস্তে লইব না এবং আপন জ্ঞাতসারে কাহাকেও লইতে দিব না আর নিজের টাকা বিলায়তে পাঠাইবার কারণ আপনি কিম্বা স্বজন পরজন কাহারো দ্বারা সরকারের অধিকার সুবেজাৎ বাঙ্গালাওগয়রহের মধ্যে কোন জিনিস খরীদ করিব না। এবং অপর কোন স্থানেও কিছু ব্যবসায় করিতে আবৃত হইব না ইহাতে আমার যে লাভ নির্দ্দিষ্ট শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরহইতে হইয়াছে ও পশ্চাৎ হয় তাহার অতিরিক্ত কিছু লাভ এতদ্দ্বারাবলম্বনে কোনরূপে স্পষ্টক্রমে অথবা চক্রান্তে নিজে কিম্বা অন্যের দ্বারা করিব না ইতি।

৪ ধারা।

মাজী মোকামে যে জিনিসের হাসিল লাগিবেক তাহার মাসুল বন্দর কলিকাতায় আমদানী হওনব্যতিরেকে এ সবেজাতের মধ্যে স্থানান্তরে না লাগিবার কথা।

কর্ম্মনাশা নদীর পার সুবে আওধের শ্রীযুত নওয়াব উজীর সাহেবের অধিকার দেশহইতে যাহার যে জিনিস আসিবেক সে তাহার সরকারী হাসিল মোকাম মাজীর চৌকীতে দিলে সে জিনিস সরকারের অধিকার সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যে যথায় ইচ্ছা লইতে পারিবেক কিন্তু তাহার যে জিনিস শহর কলিকাতায় আসিবেক তাহার শহরের হাসিল আলাহিদা লাগিবেক ইতি।

ধারা।

সরকারের অধিকার এ দেশহইতে জিনিস যাওনকালে তাহার মূল্যের ফিশত টাকায় ২।।০টাকা হাসিল লাগিবার কথা।

সরকারের অধিকার এ সুবেজাৎহইতে যে সকল জিনিস চালান হয় তাহার হাসিল যাইবার কালে রকমওয়ারী জিনিসের নিরিখনামা বহীর অনুসারে একং জিনিসের মূল্যের শত তঙ্কায় ২।।০ আড়াই টাকার হারে লাগিবেক ও সেই নিরিখনামা বহী সকল লোকের দৃষ্টের কারণ চৌকীর কাছারীতে পড়িয়া থাকিবেক ইতি।

৬ ধারা।

বারাণশের আমদানী

বারাণশের পথ দিয়া যে সকল জিনিস আইসে তাহার সঙ্গে বারাণশের জমীদারের

সরকারের

সরকারের যে রওয়ানা তথাকার চলন দাঁড়ানুসারে থাকে তাহার লিখিত মূল্যের শত তঙ্কায় ২।।০ আড়াই টাকার হারে সে জিনিসের হাসিল লাগিবেক ইতি।

জিনিসের হাসিল তথাকার রওয়ানার লিখিত মূল্যক্রমে ফিশতে ২।।০ টাকা লাগিবার কথা।

৭ ধারা।

শ্রীযুত নওয়াব উজীরের অধিকার কিম্বা অন্যাধিকারহইতে যে সকল জিনিস বারাণশের পথছাড়া অন্য পথ দিয়া সরকারের অধিকারে আইসে তাহারো হাসিল ঐ নিরিখনামা বহীর অনুসারে তাহার মূল্যের শত তঙ্কায় ২।।০ আড়াই টাকার হারে লাগিবেক ইতি।

ভিন্নাধিকারের জিনিস যাহা বারাণশের পথ ছাড়া অন্য পথ দিয়া আসিবেক তাহার হাসিল যে নিরিখে লওয়া যাইবেক তাহার কথা।

৮ ধারা।

কর্ত্তব্য যে সরকারের অধিকারের মধ্যের যে সকল জিনিস চালান হয় তাহার সমাচার সে সকল জিনিস বোঝাইকরা নৌকা চৌকীর কাছারীর বরাবরে পঁহুছিবার পূর্ব্বে দেওয়া যায়। ইহাতে যদি কেহ মোকাম মাজীর চৌকীর কাছারীতে হাসিল না দিয়া ও তথাহইতে তাহার রওয়ানা না লইয়া কোন জিনিসের নৌকা সে চৌকীর স্থান ছাড়াইয়া দূরে লয় তবে সে জিনিসের হাসিল দ্বিগুণ দিবেক ইতি।

জিনিস চালানের হাসিল যে কালে দিতে হইবেক তাহার কথা।
ঐ হুকুমের অন্যথা করিলে দণ্ডের কথা।

৯ ধারা।

সুবে বেহারের সরহদ্দের মধ্যে মোকাম চৌজায় যে এক চৌকী আছে তথাকার আমলাদিগেরে হুকুম আছে যে কেহ সে চৌকীর হাসিল তাহারদিগের স্থানে না দিয়া ও রওয়ানা না লইয়া কোন জিনিস বোঝাইকরা নৌকা সরকারের অধিকারের বাহিরে লইতে লাগিলে সে নৌকা আটক করে। আর মোকাম মাজী ও পাটনার মধ্যে যে এক চৌকী আছে তথাকার আমলাদিগের প্রতিও হুকুম আছে যে কেহ সে চৌকীর হাসিল তাহারদিগের নিকটে না দিয়া ও রওয়ানা না লইয়া কোন জিনিস বোঝাইকরা নৌকা সরকারের অধিকারের মধ্যে আনিতে লাগিলে তাহা আটক করে ইতি।

মোকাম চৌজাতে এবং মোকাম মাজী ও পাটনার মধ্যেতে এই ধারার লিখনানুসারে কার্য্যকরণার্থে চৌকী স্থাপন করিবার কথা।

১০ ধারা।

৯ নবম ধারার প্রস্তাবিত সকল চৌকীর আমলারা ঐ ধারাক্রমে জিনিস বোঝাইকরা নৌকা আটক করিবার যে ক্ষমতা রাখে তদনসারে তাহারদিগের কেহ কোন জিনিস বোঝাইকরা নৌকা আটক করিলে তাহার কর্ত্তব্য যে সে নৌকা অব্যাজে মোকাম মাজীর কালেক্টরসাহেবের নিকটে পাঠায় সেই কালেক্টরসাহেবের উচিত যে বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের দ্বারা শ্রীযুতগবরনর জেনরলবাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের হুকুম পাইলে পর সেই জিনিস সরকারে জব্দ করেন ইতি।

৯ ধারার প্রস্তাবিত চৌকীর আমলারা জিনিস বোঝাইকরা নৌকা আটক করিলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

 ১১ ধারা।

১১ ধারা।

জিনিস রকমফের করিয়া কিম্বা কম দরে চালান দিয়া রওয়ানা লইতে চাহিলে তাহার দণ্ডের কথা।

কেহ কোন জিনিস রকমফের করিয়া কিম্বা কোন রকম জিনিসের সঙ্গত মুল্যের কম লিখিয়া চালান দিয়া তাহার রওয়ানা লইতে না পারিবার কারণ কালেক্টরসাহেবের উচিত যে এমত সন্দেহ হইলে কিম্বা সন্ধান পাইলে সে জিনিস আপন চৌকীর বাহিরে যাইতে না দিয়া তাহার তদন্ত ও তহকীক আপন চৌকীর কাছারীর মধ্যে করেন ও তাহা করিলে যদি কিছু শঠতা ও দাগাবাজীহওয়া বুঝেন্ তবে তাহার বেওরাসমাচার বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগেরে লিখেন্ তদনুসারে সে জিনিস জব্দের অর্থে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের হুকুম ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের প্রতি হইবেক।

রওয়ানাছাড়া অধিক জিনিস চালাইলে তাহার পুরা জিনিসের হাসিল দ্বিগুণকরিয়া লওয়া যাইবার কথা।

এবং যদি কেহ কোন জিনিস আমদানী কি রফ্তানীর চালানে কমী করিয়া লিখে তবে যাহা কমী করিয়া লিখিয়া থাকে তাহাসমেত সেই সমস্ত জিনিসের দ্বিগুণ হাসিল তাহার স্থানে লওয়া যাইবেক ইতি।

১২ ধারা।

তালাশীর কারণ একদিনের অধিক নৌকা আটক না রাখিবার কথা।

কর্ত্তব্য নহে যে তালাশীর কারণ কোন নৌকা একদিনের অধিক কাল আটক থাকে ইতি।

১৩ ধারা।

চৌকীয়াতের কার্য্য করিবার সময়নিরূপণের কথা।

দরখাস্তক্রমে রওয়ানা যত ক্ষণের মধ্যে পাইবেক তাহার কথা।

সরকারী হাসিল তহসীলের সকল চৌকীর কাছারীর বৈঠক রবিবারছাড়া অন্য সকল বারেই ইঙ্গরেজী নয় ঘড়ীহইতে দুই প্রহর তিন ঘড়ীপর্য্যন্ত থাকিবেক। ইহাতে যে কেহ যে দিন দিবা দুই প্রহরের মধ্যে কোন জিনিসের রওয়ানার দরখাস্ত করিবেক সে তাহার রওয়ানা পর দিন পাইবেক ইহার অতিরিক্ত কালগৌণ হইবেক না ইতি।

১৪ ধারা।

রওয়ানায় যাহারং মোহরও দস্তখৎ হইবেক এবং রওয়ানা যে দিবেক তাহার কথা।

সরকারী হাসিল তহসীলের কালেক্টরসাহেব ও দারোগা ও মুশ্‌রিফ অর্থাৎ হিসাবনবীস এবং তহসীলদারদিগের কর্ত্তব্য যে সকল রওয়ানায় আপনং কার্য্যের এলাকার মোহর ও আপনং দস্তখৎ করেন্ আর তহবীলদারের বিশেষ কর্ত্তব্য যে মাফিক রওয়ানা হাসিল বুঝিয়া পাইলে যাহার দরখাস্তী রওয়ানা তাহাকে দেয় ইতি।

১৫ ধারা।

নিরূপিত হাসিল সেওয়ায় কিছু না লইবার কথা।

সরকারী হাসিল উসুলের কালেক্টরসাহেবের এবং ঐ কার্য্যের এদেশি লোক আমলাদিগের কাহারো কর্ত্তব্য নহে যে উপরের কএক ধারায় যে নিরিখে হাসিল লইবার ধার্য্য আছে তাহাছাড়া হাসিল কিম্বা রসুমক্রমে কিছু কাহারো স্থানে লন্ ইতি।

১৬ ধারা।

১৬ ধারা।

যদি এদেশি লোক আমলাদিগের কেহ ১৫ পঞ্চদশ ধারার লিখিত হুকুমের অন্যথাচরণ করে তবে তাহা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের নিকটে পুমাণ হইলে সে আমলা কার্য্যহইতে অবসর হইবেক এবং যাহার স্থানে যাহা নিরিখছাড়া লইয়া থাকে তাহা ফিরিয়া দিবেক অধিকন্তু ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের বিবেচনাক্রমে সেই আমলার ছয় মাসের মাহিয়ানার অধিক না হয় এমত দণ্ড হইবেক। ইহাতে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে কালে কোন আমলার স্থানে দণ্ড লইবার অর্থে হুকুম করেন্ সে কালে আপনারদিগের সেই হুকুমের নকল সেক্রিটারি সাহেবের দস্তখতে সরকারী হাসিল তহসীলের কালেক্টরসাহেবের নিকটে পাঠান্ আর যত টাকা ফিরাইয়া দেওয়াইতে ও যে দণ্ড লইতে হয় তাহা সেই নকলে নিদর্শন রাখেন্। সেই কালেক্টরসাহেবের উচিত যে সেই হুকুমের অনুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্তে যে জিলার মোতালক স্থানে সেই দণ্ডগ্রস্ত আমলার অবস্থিতি থাকে সেই জিলার দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নিকটে সরকারী উকীলের মারফতে সেই নকল দর্শান্। সেই জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই নকল দৃষ্টে যে রূপে আপন আদালতের কৃত ডিক্রীর টাকার আঞ্জাম পহুছান্ সেই রূপেই সেই নিরিখছাড়া লওয়া টাকা সেই দণ্ডগ্রস্ত আমলার স্থানহইতে ফিরাইয়া দেওয়ান্ এবং সেই দণ্ডের টাকার সরবরাহ লন্ ইতি।

এদেশি লোক আমলারা উপরের ধারার লিখিত হুকুমের অন্যথাচরণ করিলে তাহার দণ্ডের কথা।

যে মতে দণ্ড লওয়া যাইবেক তাহার কথা।

১৭ ধারা।

সরকারী হাসিল তহসীলের কালেক্টরসাহেবের শক্তি আছে যে ঐ হাসিল লইবার কারণ এবং অপর কারবারের বাহুল্য হইবার জন্য যে ব্যবস্থা কর্ত্তব্য হয় তাহার সংপরামর্শ শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে দিবার কারণ বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের নিকটে বারং লিখিয়া পাঠান্।

যেং বিষয়ে পরামর্শ লিখিতে সরকারী হাসিল তহসীলের কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা আছে তাহার কথা।

১৮ ধারা।

যে নিরিখনামা বহীর মতে সরকারী হাসিল তহসীল হইবেক সে বহী সকল লোকের দৃষ্টির কারণ চৌকীর কাছারীতে পড়িয়া থাকিবেক ইহাতে সরকারী হাসিল তহসীল কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই বহীর মধ্যের লিখিত যে কোন নিরিখ যে কালে ফিরাইবার আবশ্যক হয় সে কালে তাহার বিবেচনা শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে হইবার কারণ সংপরামর্শ দিতে বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের নিকটে লিখেন্ ইতি।

সকলের দৃষ্টির কারণ নিরিখনামা বহী চৌকীর কাছারীতে পড়িয়া থাকিবার কথা।

১৯ ধারা।

ভিন্নাধিকার দেশহইতে যে সকল জিনিস সরকারের অধিকার এ সুবেজাতে আমদানী

আমদানী ও রফ্তানী

জিনিসের ফিরিস্তির নকল চৌকীয়াতের কাছারীতে রাখিবার কথা।

দানী এবং সরকারের অধিকার এ সুবেজাৎহইতে যে সকল জিনিস ভিন্নাধিক দেশে রফ্তানী হয় তাহার রওয়ানার ফিরিস্তি বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের নকামত সকল চৌকীর সিরিস্তায় থাকিবেক ও যে কালে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সেই ফিরিস্তির নকল তলব করেন্ সে কালে কর্ত্তব্য যে তাহার নকল ঐ সাহেবদিগের নিকটে পাঠান যায় ইতি।

২০ ধারা।

সকল হুকুম ও নিরিখনামা বহীর তরজমা পারসী ও বাঙ্গলা ও নাগরী অক্ষর ও ভাষায় হইবার কথা।

কর্ত্তব্য যে উপরের কএক ধারায় যে সকল হুকুম লেখা আছে এবং পশ্চাৎ এ বিষয়ের যে হুকুম জারী হয় তাহার আর নিরিখনামা বহীব তরজমা পারসী ও বাঙ্গলা ও নাগরী অক্ষর ও ভাষায় হইয়া তাহা সকল লোকের দৃষ্টির কারণ যতক্ষণ চৌকীর কাছারীর বৈঠক থাকে ততক্ষণ তথায় পড়িয়া থাকে ইতি।

শহর কলিকাতার কষ্টম অর্থাৎ মাসুল।

২১ ধারা।

শহর কলিকাতার মাসুলের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জাহাজী ও এদেশী যে সকল জিনিস শহর কলিকাতায় আমদানী হয় নীচের নিরখানুসারে তাহার মাসুল লইবার কারণ ঐ শহরে এক মাসুলের কাছারী নির্দ্দিষ্ট আছে।

যে সাহেবের খ্যাতি বন্দ কলিকাতার কষ্টম মাস্তর হইবেক তাঁহার মারফতে কলিকাতার মাসুল লওয়া যাইবার কথা।

সুকৃতির পাঠের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ঐ মাসুল যে সাহেব তহসীল করিবেন তাঁহার খ্যাতি কলিকাতার কষ্টমমাস্তর হইবেক। সেই সাহেবের কর্ত্তব্য যে আপনার প্রতি হওয়া ভারের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে অথবা ঐ হজুরহইতে যে স্থানান্তর নির্ণয় হয় তথায় নীচের লিখিত পাঠক্রমে সুকৃতি করেন্। পাঠ এই যে লিখিতং শ্রীঅমুকস্য সুকৃতিপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি বন্দর কলিকাতার কষ্টমমাস্তরী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সুকৃতি করিতেছি যে আমি এই কার্য্য ধর্ম্মতঃ প্রকৃত প্রস্তাবে সাবধানে করিব এবং এ বিষয়ে যে মাসুল লইবার ধার্য্য আছে তাহা লইয়া সরকারের হিসাবে জমা করিব তদ্ভিন্ন এই কার্য্যের পর্য্যবসান জন্যে কাহারো স্থানে কিছু কোন প্রকারে গোপন কিম্বা অগোপনে স্বহস্তে কিম্বা পরহস্তে লইব না এবং আপন জ্ঞাতসারে কাহাকেও লইতে দিব না আর নিজের টাকা বিলায়তে পাঠাইবার কারণ আপনি কিম্বা স্বজন পরজন কাহারো দ্বারা সরকারের অধিকার সুবেজাৎ বাঙ্গালাওগয়রহের মধ্যে কোন জিনিস খরীদ করিব না এবং অপর কোন স্থানেও কিছু ব্যবসায় করিতে আবৃত হইব না ইহাতে আমার যে লাভ নির্দ্দিষ্ট শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদর কৌন্সেলের হজুরহইতে হইয়াছে ও পশ্চাৎ হয় তাহার অতিরিক্ত কিছু লাভ এতদ্ভারাবলম্বনে কোন রূপে স্পষ্টক্রমে অথবা চক্রান্তে নিজে কিম্বা অন্যের দ্বারা করিব না।

৩ তৃতীয়

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—রবিবারছাড়া অন্য সকল বারেই দিবা ইঙ্গরেজী নয় ঘড়ী হইতে দুই প্রহর তিন ঘড়ীপর্য্যন্ত বন্দর কলিকাতার মাসুলের কাছারীর বৈঠক থাকিবেক ইতি।

ইস্তক ইঙ্গরেজী ৯ ঘড়ী লাগাইৎ দুইপ্রহর তিন ঘড়ী বেলা মাসুলের কাছারীর বৈঠকের কথা।

২২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জাহাজী আমাদানী জিনিসের মাসুল নীচের লিখনানুসারে লওয়া যাইবেক।

জাহাজী আমদানী জিনিসের মাসুল লইবার মতের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—বন্দর কলিকাতার কোলে যে সকল জাহাজ আসিয়া লঙ্গর লাগান হয় সেই সকল জাহাজের উপর গিয়া যে দেশহইতে যে জাহাজ আসিয়া থাকে সেই দেশের ও জাহাজের নাম এবং তাহার কাপ্তিন কিম্বা নাখোদার নাম আর মধ্যেং যেং বন্দরে গিয়া সফর করিয়া আসিয়া থাকে সেইং বন্দরের নাম ও তাহার অপর বেওরা যাচনের বহীতে লিখিবার কারণ কষ্টমমাস্তরের তরফ টাইড বাইটর অর্থাৎ জোয়ারের চৌকীদার ১ এক জন রহিবেক এবং সেই টাইড বাইটর যাচনের বহীতে নীচের লিখিত পাঠে এত্তেলানামা লেখা যাইবেক।

বন্দর কলিকাতায় আমদানীহওয়া সকল জাহাজে টাইড বাইটর গিয়া তাহার কৈফিয়ৎ যাচনের বহীতে লিখিবার এবং সেই বহীতে এত্তেলানামা লেখা যাইবার কথা।

ফোর্ট উলিয়ম।

যে সকল কাপ্তিন ও নাখোদা ও সুপরকার্গো অর্থাৎ জাহাজী জিনিসের মুখ্তারকার ওগয়রহ্ বন্দর কলিকাতায় সওদাগরী করিতে আইসে তাহারদিগের প্রতি হুকুম আছে যে তাহারা যে কালে জাহাজ লইয়া এই বন্দরের কোলে লাগান ঘাটে পঁহুছিবেক সেই কালেই তাহারদিগের সওদাগরীর যেং কার্য্যের যত জিনিস জাহাজে বোঝাই থাকে তাহার যথার্থ ইনবাস এই বন্দরের মাসুলের কাছারীতে সুকৃতিপূর্ব্বক দাখিল করিতে হইবেক এবং সে সকল জিনিস যেং বন্দরে বোঝাই হইয়া থাকে সেইং বন্দরের নাম ও সে সকল জিনিস জাহাজের মালিকের নিজের কি জাহাজের কেরায়াদারের তাহার বেওরা এবং সেই সকল জিনিস ভরা বাক্শ এবং গাঁইট ও বস্তাওগয়রহের নম্বর ও নিশান নীচের লিখিত ডৌল নক্সামতে লিখিতে হইবেক।

—। দস্তখৎ অমুক কষ্টমমাস্তর।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—ঐ এত্তেলানামার নীচে ইনবাসের নক্সা লেখা যাইবেক।

২৩ ধারা।

বন্দর কলিকাতার কোলে জাহাজ লঙ্গর লাগান হইলে পর কাপ্তিন কিম্বা নাখোদা অথবা সুপরকার্গোর কর্ত্তব্য যে যত ত্বরাতে হয় তাহার বোঝাই সকল জিনিসের ইনবাস মাসুলের কাছারীতে কষ্টমমাস্তরের নিকটে দাখিল করে। কষ্টমমাস্তরের উচিত

জাহাজের কাপ্তিনপ্রভৃতিতে কষ্টমমাস্তরের নিকটে সুকৃতিপত্রসুদ্ধা ইনবাস দাখিল করিবার কথা।

সুকৃতির পাঠের কথা।

যে সেই ইনবাস পাইলে তাহার সহিত নীচের লিখিত পাঠক্রমের সেই কাপ্তিন কিম্বা নাখোদাপ্রভৃতির দেওয়া সুকৃতিপত্র গাঁথিয়া রাখেন্। পাঠ এই যে লিখিতং অমুকনাম জাহাজের কাপ্তিন কিম্বা নাখোদা অথবা সুপরকার্গো শ্রী অমুকস্য সুকৃতি পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে এই সুকৃতিপত্রের সহিত যে ইনবাস দাখিল করিতেছি ইহাতে আমার আনীত যে জাহাজ হুগলীর দরিয়া অর্থাৎ গঙ্গায় লঙ্গর লাগান হইয়াছে এ জাহাজে যেং কারবারের যে সকল জিনিস বোঝাই আছে তাহার কোন রকমের ফের আপন দৃষ্টত ও জানত না করিয়া যথার্থক্রমে দিতেছি এবং এই সকল রকম ওয়ারী জিনিসের যে দর ইনবাসে লেখা আছে ইহাও ঐ সকল জিনিসের প্রকৃত মূল্য নিষ্কর্ষ জানাইতেছি।

সুকৃতি করিলেক অমুক দিন আমার সাক্ষাৎ।

ইনবাসের প্রতি সুকৃত করিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ঐ কাপ্তিন কিম্বা নাখোদা অথবা সুপরকার্গোর কর্ত্তব্য যে পশ্চাৎ সেই ইনবাসের প্রতি সুপ্রেমকোর্ট অর্থাৎ শহর কলিকাতার বড় আদালতের জনেক জজসাহেবর নিকটে সুকৃতি করিয়া সেই সুকৃতিপত্র এবং পোলীস আফিস এতাবতা ঐ শহরের জমীদারী কাছারীর এই পাঠক্রমের এক নিদর্শন লিখন কষ্টম মাস্তরের নিকটে দাখিল করে। পাঠ এই যে ইঙ্গরেজী ১৭৮৮ সালের ২৫ জুন তারিখে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের যে হুকুম পোলীসের অর্থে হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিয়াছে। ইহাতে যাবৎ উপরের লিখিত হুকুমমতে কার্য্য না হয় তাবৎ জাহাজহইতে কিছু জিনিস ডাঙ্গায় উঠাইতে দেওয়া যাইবেক না। আর সেই ইনবাসে যে জিনিসের প্রস্তাব না থাকে সে জিনিস যদি পশ্চাৎ জাহাজ হইতে ডাঙ্গায় উঠান যায় তবে সে জিনিসের মাসুল দ্বিগুণ লওয়া যাইবেক ইতি।

পোলীস আফিসের যে মত নিদর্শন লিপি চাহি তাহার কথা।

২৪ ধারা।

জিনিস ডাঙ্গায় উঠাইবার পূর্ব্বে মাসুল দিবার জন্যে জামিন দিবার কথা।

যে কালে উপরের লিখিত দাঁড়াক্রমে কার্য্য হয় সে কালে কর্ত্তব্য যে সেই সকল জিনিসের মালিক কিম্বা মুখ্তারকার সেই সকল জিনিসেরমাসুল দাখিল করিবার অর্থে মাতবর মালজামিন দিলে সে সকল জিনিস ডাঙ্গায় উঠাইতে দেওয়া যায় ইতি।

২৫ ধারা।

সকল রকম জিনিস মাসুলের কাছারীতে উঠান যাইবার কথা।

কর্ত্তব্য যেং বিলায়তহইতে যে রকম যত জিনিস আইসে তাহা সমস্তই মাসুলের কাছারীতে উঠান যায় ও তাহার কোন রকম কিছু জিনিস ছাড়া না যায় ইতি।

২৬ ধারা।

গাঁঠরীদিগর লওয়াজিমা ছাড়িতে এবং অন্য হুকুমের অপেক্ষা না করিয়া কোন জিনিসের মাসুল চুক্তি করিতে কষ্টমমাস্তরের ক্ষমতার কথা।

কষ্টমমাস্তরের ক্ষমতা আছে যে সাহেবলোকপ্রভৃতির গাঁঠরীদিগর লওয়াজিমা জিনিস মাসুল লইবার কারণ আটক না করিয়া ছাড়িয়া দেন্ এবং কোন জিনিসের মাসুল চুক্তি করিতে অন্য হুকুমের অপেক্ষা না রাখেন্।

২৭ ধারা।

২৭ ধারা।

১ প্রথমপ্রকরণ।—কর্ত্তব্য যে যেং কালে জাহাজহইতে জিনিস ভড় নৌকা বো ঝাই হইয়া ডাঙ্গায় উঠে সেইং কালে প্রতিভড়েই একং টিকিট ফর্দ্দ কষ্টমমাস্তরের নি কটে দাখিলের কারণ দেওয়া যায় ও সেই একং ফর্দ্দে যে ভড়ে যেং রকম জিনিস যত উঠে তাহা লেখা থাকে। ইহাতে কষ্টমমাস্তরের উচিত যে সেই একং ফর্দ্দে আপন দস্তখতে ছাড়ক্রমে একং হুকুম দেন্ যে তদৃষ্টে সেই সকল ভড়ের বোঝাই জিনিস ওজন কিম্বা শুমার ও তহকীক করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায়। এমতে পরমিটের মাসু লের কাছারীর ছাড় নহিলে কোন জিনিস ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক না অতএব অতি সাবধান হইতে হইবেক যে মাসুলের কাছারীর ছাড়ের লিখিতব্যতিরেকে কিছু অতি রিক্ত জিনিস ছাড়িয়া না দেওয়া যায়।

যে হুকুম মতে জাহাজের জিনিস ডাঙ্গায় উঠিবেক তাহার কথা।

পরমিটের কাছারীর ছাড় নহিলে কিছু জিনিস ডাঙ্গায় না উঠাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কষ্টমমাস্তরের কর্ত্তব্য যে যে কালে জাহাজহইতে সকল জি নিস ডাঙ্গায় উঠে সে কালে ভড়ের আমদানী সমস্ত ফর্দ্দের সহিত ইনবাস মিলাইয়া তাহার মাসুলের বিল অর্থাৎ চিঠা নীচের লিখনানুসারে করেন্।

সকল জিনিস ডাঙ্গায় উঠিলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—ইঙ্গরেজের অধিকার দেশছাড়া ভিন্নাধিকার দেশহইতে যে সকল জিনিস আইসে কোম্পানীর মাসুলের কাছারীতে তাহার মূল্য বন্দর কলিকাতার বাজারে বিক্রী দরের নিরিখমতে ধরিয়া তাহার শত তঙ্কায় ৪ চারি টাকা করিয়া কিছু কম করণ ব্যতিরিকে মাসুল লওয়া যাইবেক। ইহার মধ্যে নীচের লিখিত প্রক রণের লিখিত দ্রব্যব্যতিরেকে অপর কোন বিষয়ে কিছু ছাড়া যাইবেক না।

ভিন্নাধিকারহইতে জাহাজী আমদানী জিনিসের মূল্য কলিকাতার বাজার ভাওক্রমে ফিশতে ৪ টাকা মাসুল লওয়া যাইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজের বিলায়তছাড়া অন্য বিলায়তী জাহাজে যে সকল জিনিস আইসে সে জাহাজের মালিক কিম্বা কাপ্তিনপ্রভৃতিতে সে জিনিসের যে ইনবাস সুকৃতিপূর্ব্বক দাখিল করে তাহার প্রকৃত মূল্যের ফিশত টাকার উপর ৬০ যাইট টাকা ইজাফা ধরিয়া মোটে যত টাকা হয় তাহার মাসুল লওয়া যায়।

ঐ জিনিসছাড়া অন্য জিনিসের কথা।
ইঙ্গরেজের বিলায়তছাড়া অন্য বিলায়তের আমদানী জিনিসের মাসুল লইবার মতের কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—কর্ত্তব্য যে শ্রীযুত কোম্পানী ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের বিলায়তী জাহাজের কাপ্তিন ও আফিসর অর্থাৎ মালিমওগয়হের যে সকল জিনিস আইসে তাহার ইনবাসের অনুসারে প্রকৃত মূল্যের উপর মাসুল লওয়া যায় ও তাহার উপর ইজাফা না ধরা যায়।

শ্রীযত ইঙ্গরেজ কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের বিলায়তী জাহাজের আফিসরের জিনিসের মাসুল লইবার মতের কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—কর্ত্তব্য যে চীনহইতে যে সকল জিনিস আইসে তাহার ইনবাস ক্রমে মূল্য ফিসত টাকার উপর ৩০ ত্রিশ টাকা ইজাফা ধরিয়া মোটে যত টাকা হয় তাহার মাসুল লওয়া যায়।

চীনের আমদানী জিনিসের মাসুল লইবার মতের কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—কর্ত্তব্য যে করমণ্ডলহইতে যে সকল জিনিস আইসে তাহার মূল্য বন্দর কলিকাতার বিক্রয় ভাও না ধরিয়া সে সকল জিনিসের ইনবাসের অনু

করমণ্ডলের আমদানী জিনিসের মাসুল লইবার মতের কথা।

সারে মূল্য ফিশত টাকার উপর ১৫ পোনের টাকা ইজাফা ধরিয়া মোটে যত টাকা হয় তাহার মাসুল লওয়া যায়।

এই প্রকরণানুসারে মান্দরাজের আমদানী তামার মাসুল লওয়া যাইবার কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।—কর্ত্তব্য যে মান্দরাজহইতে যে তামা আইসে তাহার ইনবাসের সঙ্গে যদি তথাকার সরকারের এমত নিদর্শন লিখন দাখিল হইতে পারে যে সেই তামা তথাকার সরকারের কন্ত্রাক্ট অর্থাৎ সওদাকরা কোন জিনিসের এওজে পাওয়া তবে সে তামার মাসুল লওয়া না যায়।

অমেরিকার উৎপন্ন জিনিসের মাসুল লইবার মতের কথা।

৯ নবম প্রকরণ।—অমেরিকার উৎপন্ন যে জিনিস তথাহইতে আইসে তাহার মূল্যের নৈত্য নাই এ কারণ কেহ সুকৃতি করিয়া সে জিনিসের ইনবাস দাখিল করিতে পারে না অতএব কর্ত্তব্য যে বিক্রয়মুখে তাহার মূল্য যে হয় তাহার ফর্দ্দ প্রকৃত দস্তখৎ করিয়া দাখিল করিলে তদনুসারে সে জিনিসের মাসুল লওয়া যায়।

চীন ও মাকাওরের আমদানী জিনিসের বিক্রয়মুখে মূল্য লিখিত ফর্দ্দ সুকৃতিপূর্ব্বকে ও বিনাসুকৃতিতে যে দাখিল হইলে তাহার মাসুল যেমত ভেদে লওয়া যাইবেক তাহার কথা।

১০ দশম প্রকরণ।—কর্ত্তব্য যে চীন ও মাকাওরহইতে যে সকল জিনিস আইসে তাহার বিক্রয়মুখে যে মূল্যের নিদর্শনী ফর্দ্দ সুকৃতিপূর্ব্বক দাখিল হয় সেই মূল্যের উপর মাসুল লওয়া যায় ইহাতে যদি সেই জিনিসের মালিকপ্রভৃতিতে সেই ফর্দ্দ সুকৃতিপূর্ব্বক দাখিল না করে তবে সেই বিনাসুকৃতিতে দাখিলকরা ফর্দ্দের লিখিত মূল্য ফিশত টাকার উপর ৪০ চল্লিশ টাকা ইজাফা ধারিয়া মোটে যত টাকা হয় তাহার মাসুল লওয়া যায়।

এ সুবেজাৎছাড়া সরকারের অধিকার দেশান্তরের আমদানী জিনিসের মাসলের অর্দ্ধেক পূর্ব্বদাড়াক্রমে পশ্চাৎ ফিরিয়া না দিবার কথা।

১১ একাদশ প্রকরণ।—কষ্টমমাস্তরের কর্ত্তব্য নহে যে এ সুবেজাৎছাড়া সরকারের অধিকার অন্যদেশহইতে যে সকল জিনিস সরকারের নিদর্শনানুসারে আইসে তাহার অর্দ্ধেক মাসুল ফিরিয়া দিবার যে দাঁড়া ছিল তাহা উত্তর কালে ফিরিয়া দেন্।

জাহাজী আমদানী জিনিসের মাসুল জামিন দিয়া মিয়াদ করিয়া দিতে পারিবার কথা।

১২ দ্বাদশ প্রকরণ।—যে সকল জিনিস জাহজে আমদানী হয় তাহার মালিকপ্রভৃতির ক্ষমতা আছে যে যদি সে সকল জিনিসের মাসুল দাখিল করিবার অর্থে মাতবর মালজামিন দেয় তবে তাহা ৩ তিনমাস কিম্বা ৬ ছয়মাসের ঊর্দ্ধ না হয় এমত মুদ্দৎ করিয়া দিতে পারে ইতি।

২৮ ধারা।

পেয় সামগ্রীর মাসুল যেং মতে লওয়া যাইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—সমস্ত পেয় সামগ্রী অর্থাৎ মদিরাপ্রভৃতির মাসুল নীচের লিখিত বেওরাক্রমে লওয়া যাইবেক।

যেং পেয় সামগ্রী কাস্ক এতাবতা ছোট বড় নানাপ্রকার পীপায় ভঁরা থাকে।

সকল রকম শরাব ও ব্রাণ্ডী ও রম ও জিন ফিপীপা আড়কাট ১২ বার টাকা। এবং আরক ফিলীগার আড়কাট ৬ ছয় টাকা। বাতারিয়া আরক ফিলীগার আড়কাট ৫৫/৫ পঞ্চান্নটাকা একআনা একপাই। বীর ও পোর্টর ও সৈদর ফিহগ্সেড় আড়কাট ২৷৷০ আড়াই টাকা

পেয়

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৪২ দ্বাচত্বারিংশৎ আইন।

পেয় যেং সামগ্রী বোতলে ভরা থাকে।

চেরি ব্রাণ্ডি ও রাস্পবেরি ব্রাণ্ডি ও কর্ডিয়াল ফিডজন আড়কাট ১ এক টাকা। লাল শরাব ও সাদা শরাব ও রম ও ব্রাণ্ডি ও জিন ও বীর ও এল ও পোর্টর ও সৈদর্ ও পেরি ও সুইট আইল ফিডজন আড়কাট ৷৷০ আট আনা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কর্ত্তব্য নহে যে বেঙ্কুলেনহইতে যে আরক বন্দর কলিকাতায় আইসে তাহার মাসুল লওয়া যায়।

বেঙ্কুলেনের আমদানী আরকের মাসুল না লাগিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—কর্ত্তব্য যে ছোট বড় পীপা সকলের ঝরতীওগয়রহে ফিশত টাকা মূল্যে ১০ দশ টাকা বাদ দেওয়া যায়। ইহাতে যে সকল পীপা খালী থাকে সে সকল পীপা মাসুলের কাছারীহইতে উঠিয়া যাইবার পূর্ব্বে তাহা পুরাইয়া মাপিয়া বুঝা যাইবেক ও কোন পেয় সামগ্রী মাসুলের কাছারীহইতে উঠিয়া গেলে পর তাহার কমী ও আলেজ কিছুই মিনাহ্ হইবেক না।

পীপার ঝরতীদিগর বাদ পড়িবার ও কোন পেয় সামগ্রী মাসুলের কাছারীহইতে উঠিয়া গেলে তাহার কমী ও আলেজ মিনাহ্ না হইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—জানিবেন যে যে সকল পেয় সামগ্রীর ইনবাস অন্যং কারবারী জিনিসের ইনবাসের মতে মাসুলের কাছারীতে দাখিল না হয় সে সকল পেয় সামগ্রী সরকারে জব্দ হইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

যে পেয় সামগ্রীর ইনবাস মাসুলের কাছারীতে দাখিল না হয় তাহা জব্দের যোগ্য হইবার কথা।

২৯ ধারা।

এমত সাবধান করাণ কর্ত্তব্য যে কেহ কোন জাহাজ বন্দর কলিকাতার পুরাতন কুঠীর নৈঋত ও মরুৎ কোণের ২ দুই বুরুজের টানের মধ্যে গঙ্গার গর্ভের পূর্ব্বার্দ্ধ ভাগে লঙ্গর লাগান না করে এবং যে সকল ভড় নৌকা করিয়া সে সকল জাহাজের জিনিস উঠাইতে হয় তাহাছাড়া অন্য নৌকাও ঐ দুই বুরুজের টানের মধ্যে লাগান না করিতে পারে ইতি।

পুরাতন কুঠীর নৈঋত ও মরুৎ কোণের মধ্যে কোন জাহাজওগয়রহ লাগান না করাইবার কথা।

৩০ ধারা।

মাস্তর আটেণ্ডাণ্টকে নিষেধ আছে যে যাবৎ যে জাহাজের আমদানী ও রপ্তানী কারবারী সকল জিনিসের মাসুল দাখিল হইয়া থাকনের নিদর্শনে কষ্টমমাস্তরের স্থানে এত্তেলানামা না পান্ তাবৎ সে জাহাজ বাহিরে যাইতে পৈলট অর্থাৎ পথপ্রদর্শক লোক না দেন্ ইতি।

মাসুল দাখিলের নিদর্শনী এত্তেলানামা না পাইলে মাস্তর আটেণ্ডাণ্ট জাহাজ বাহিরে যাইতে পৈলট না দিবার কথা।

৩১ ধারা।

মাস্তর আটেণ্ডাণ্টের কর্ত্তব্য যে পৈলটকে এমত হুকুম দেন্ যে ঐ এত্তেলানামা পাইলে পর সে যে জাহাজের পৈলটী করিতে যায় সেই জাহাজে যেং রকম যত জিনিস বোঝাই হয় তাহা কষ্টমমাস্তরের গোচর করায় ও সেই এত্তেলানামার পৃষ্ঠে সেই সকল জিনিসের জায় লিখে ইতি।

মাসুলদাখিলের এত্তেলানামা পাইলে পর জাহাজে যে জিনিস বোঝাই হয় তাহার বার্ত্তা কষ্টমমাস্তরকে জানাইবার কথা।

৩২ ধারা।

শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের লস্কর পালাইতে লাগিলে তাহাকে আটক করিবার কথা।

কর্ত্তব্য যে নীচে দরিয়ায় অর্থাৎ মাসুলের চৌকীর এলাকায় যে সকল জাহাজ দুনীওগয়রহ্ আইসে তাহার তালাশ লওয়া যায় ও তাহাতে শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের কোন পলাতক লস্কর সওয়ার থাকিলে তাহাকে আটক করা যায় ইতি।

৩৩ ধারা।

কষ্টমমাস্তর জাহাজী আফিসরদিগের গোরা লোকের নামনবীসীর ফর্দ্দ না পাইলে জাহাজের কোন জিনিস ডাঙ্গায় উঠাইতে না দিবার কথা।

কষ্টমমাস্তরের কর্ত্তব্য নহে যে ইঙ্গরেজী ১৭৮৮ সালের ২৫ জুনে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরহইতে আফিসর গোরা লোকের নামনবীসীর ফর্দ্দ দাখিল করিবার অর্থে জাহাজী কাপ্তিন সাহেবদিগের প্রতি যে হুকুম হইয়াছে তদনুসারে কাপ্তিন সাহেবদিগের দেওয়া কোন জাহাজের আমদানী আফিসর গোরা লোকের নামনবীসীর ফর্দ্দ যাবৎ মাস্তর আটেণ্ডাণ্টের স্থানে না পান্ তাবৎ সে জাহাজের আমদানী কোন জিনিস ডাঙ্গায় উঠাইতে দেন্। এবং কাপ্তিন ও আফিসর গোরা লোকদিগের লওয়াজিমা জিনিসসেওয়ায় জাহাজের সওয়ারী অন্য যে সাহেব লোকের নাম সেই নামনবীসীর ফর্দ্দে লেখা না থাকে তাহারদিগের কোন দ্রব্য সামগ্রীও ডাঙ্গায় উঠাইতে দেন ইতি।

৩৪ ধারা।

বিনা রওয়ানায় মস্কাতের লবণ আসিতে না পারিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—সরকারের অধিকার সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যে কেহ বন্দর মস্কাতে উৎপন্ন কিছু লবণ তথাকার কিম্বা বোম্বাইর কষ্টম মাস্তর অথবা তাঁহার তাবের কোন আমলার নিদর্শনলিপি অর্থাৎ রওয়ানা যাহার অনুসারে সেই লবণ বন্দর মস্কাতের উৎপন্ন অথবা তথাকার আমদানীর দরুণ না জানা যায় তাহা নহিলে আনিতে পারিবেক না।

মস্কাতের লবণ যথা হইতে যত আসিতে পারিবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কাহারো সাধ্য নাই যে উপরের প্রকরণের প্রস্তাবিত লবণ কোন জাহাজের প্রতি বোম্বাইহইতে ওজন ৮২ বিরাশী সিক্কার ২০০ দুই শত মোন ও বন্দর মস্কাতহইতে ফিজাহাজে ঐ ওজনের ৫০০ পাঁচ শত মোনের অধিক লইয়া আইসে।

কেহ উপরের প্রকরণের লিখিত হুকুমের অন্যথা করিলে তাহার দণ্ডের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি কেহ উপরের প্রকরণের লিখিত হুকুমের অন্যথায় কোন জাহাজে মস্কাতের উৎপন্ন লবণ অতিরিক্ত বোঝাই করিয়া আনে তবে সে লবণ সরকারে জব্দ হইয়া নীলামে বিক্রয় হইবেক ইহাতে যে কেহ সন্ধানী অর্থাৎ গোয়েন্দায় হুকুমের অন্যথাক্রমে কাহারো আনীত লবণের সন্ধান কহিবেক সে গোয়েন্দা সেই লবণের মূল্য নীলামে বিক্রয় মুখে যত টাকা হয় তাহার শত তঙ্কায় ১৫ টাকা পুরস্কার সরকারহইতে পাইবেক ইতি।

৩৫ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৪২ দ্বাচত্বারিংশৎ আইন।

৩৫ ধারা।

কর্ত্তব্য যে বন্দর মস্কাতের উৎপন্ন লবণ তথাহইতে কিম্বা বোম্বাইহইতে যাহা আইসে তাহা মাসুলের কাছারীতে না উঠাইয়া শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারী লবণের গোলায় উঠান যায় ইহাতে বোর্ড ত্রেডের সেক্রিটারির নায়েব সাহেবের উচিত যে সে লবণ ওজনে যত হয় তাহার সংবাদ কষ্টমমাস্তরকে দিয়া সে লবণ তাবৎ না ছাড়েন্ যাবৎ তাহার মাসুল দাখিলের নিদর্শনলিপি কষ্টমমাস্তরের স্থান হইতে না পান্ ইতি।

মস্কাতের উৎপন্ন লবণ যাহা আইসে তাহা সরকারীগোলায় উঠাইবার কথা।

৩৬ ধারা।

কষ্টমমাস্তরের কর্ত্তব্য যে শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারছাড়া অন্য কাহারো কিছু অস্ত্র শস্ত্রাদি যুদ্ধের সামগ্রী এতাবতা হাতিয়ারওগয়রহ লড়াইর সরঞ্জাম কোন জাহাজে আইলে সে হাতিয়ারওগয়রহ সরঞ্জাম যে রকম যত হয় তাহা সেই জাহাজের নাম এবং তাহার কাপ্তিনের নাম ও সরঞ্জামের মালিক অন্য যে হয় তাহার নাম নিদর্শনে ফর্দ্দ করিয়া শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে সুগোচর কারণ বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের দ্বারা পাঠান্ ইতি।

লড়াইর সরঞ্জাম জাহাজে আইলে তাহার সংবাদ শ্রীযুতগবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে দিবার কথা।

৩৭ ধারা।

গঙ্গাহইতে যে জাহাজ যায় তাহার কাপ্তিনের কর্ত্তব্য যে সে জাহাজের পাস অর্থাৎ ছাড়চিঠী পাইবার পূর্ব্বে সে জাহাজে যে রকম যত জিনিস রপ্তানী হয় তাহার ইনবাসের ফর্দ্দ কষ্টমমাস্তরের নিকটে দাখিল করেন্ কষ্টমমাস্তরের উচিত যে সেই ফর্দ্দ মাসুলের সিরিস্তায় রাখেন্ ইতি।

জাহাজে রপ্তানী হইবার জিনিসের ইনবাস কষ্টমমাস্তরের নিকটে দাখিলকরণ জাহাজী কাপ্তিনের কর্ত্তব্যের কথা।

৩৮ ধারা।

কষ্টমমাস্তরের কর্ত্তব্য যে গঙ্গাহইতে যেং জাহাজ চিনি বোঝাই হইয়া যায় তাহার বেওরা কৈফিয়ৎ তিনং মাসব্যাজে রিপোর্ট করেন্ এতাবতা এত্তেলা দেন্ এবং যে জাহাজে যত চিনি বোঝাই হইয়া যথায় যায় তাহার বেওরাও যত পারেন্ লিখিয়া পাঠান্ ইতি।

চিনিবোঝাই হইয়া যেংজাহাজ রপ্তানী হয় তাহার রিপোর্ট তিনং মাসব্যাজে করণ কষ্টমমাস্তরের কর্ত্তব্যের কথা।

৩৯ ধারা।

কষ্টম মাস্তরের কর্ত্তব্য যে জাহাজের কাপ্তিন উপরের লিখিত কএক ধারার অনুসারে কার্য্য করিলে পর যে কালে ইঙ্গরেজী ১৭৮৮ সালের ২৫ জুনের নির্দ্দিষ্টপোলীসের আইনের হুকুমমতে পোলীসের কাছারীর নিদর্শনলিপি তাঁহার নিকটে দাখিল করেন্ সে কালে সে জাহাজের পাস দেন্ ইতি।

জাহাজের ছাড়চিঠী দিবার কালনিরূপণের কথা।

৪০ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৪২ দ্বাচত্বারিংশৎ আইন।

৪০ ধারা।

মাসুলের কাছারীতে দাখিলহওয়া জিনসের দাখিলা দেওয়া কষ্টম মাস্তরের কর্ত্তব্যের কথা।

কেহ ঐ দাখিলা না লইলে জিনিস নোকসানের দায়ে কষ্টমমাস্তর না ঠেকিবার কথা।

কষ্টমমাস্তরের কর্ত্তব্য যে জাহাজহইতে উঠিয়া যে সকল জিনিস মাসুলের কাছারীতে দাখিল হয় তাহার দাখিলা সে জাহাজের কাপ্তিন কিম্বা তাঁহার আফিসর আমলা অথবা অন্য সওয়ারী লোকের যে কেহ চাহে তাহাকে দেন্ এমতে যে সকল জিনিসের দাখিলা কষ্টমমাস্তর দেন্ তাহার নিশার দায় কষ্টমমাস্তরের শিরে থাকিবেক। ইহাতে যে সকল জিনিস মাসুলের কাছারীতে দাখিল হয় তাহার দাখিলা যদি কেহ না লয় তবে সে সকল জিনিস নষ্ট হইলে পশ্চাৎ তাহার নিশার দায় কষ্টম মাস্তরের শিরে পড়িবেক না ইতি।

৪১ ধারা।

সরকারের অধিকার ছাড়া ভিন্নাধিকারের অমদানী জিনিসের মাসুল লইবার ফিরিস্তির নক্সার কথা।

সরকারের অধিকার দেশছাড়া ভিন্নাধিকার দেশহইতে যে সকল জিনিস জাহাজে আমদানী হয় তাহার মাসুল লইবার ফিরিস্তির নক্সা নীচে লেখা যাইতেছে।

ফোর্ট উইলেম।

সরকারের অধিকারছাড়া ভিন্নাধিকার দেশহইতে
জাহাজী আমদানী যে সকল জিনিসের মাসুল
মাসুলের কাছারীতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের আগস্ত
মাসে দাখিল হয় তাহার ফিরিস্তি।

১৭৯৩	গাঁটি ও বস্তার নম্বর ও রকম	জাহাজ	যে স্থানের আমদানী	যে নিশানে আইসে	সওদাগরের নাম	জিনিসের রকম	যত জিনিস	বিক্রয় মুখে যত টাকা হয়	মাসলের নিরিখ	নেটং মাসুল

৪২ ধারা।

আমদানী এ দেশি জিনিসের মাসুল লইবার মতের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এদেশী যে সকল জিনিস শহর কলিকাতায় আমদানী হইয়া মাসুলের কাছারীতে দাখিল হয় তাহার মাসুল নীচের লিখনানুসারে লওয়া যাইবেক।

জিনিসের মালিক আমদানী এদেশী জিনিস মাসুলের কাছারীর গুদামে উঠাইয়া তাহার চালান তথায় দিবার এবং তাহাতে কষ্টমমাস্তরের কর্ত্তব্যের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—এদেশী জিনিস নৌকায় বোঝাই হইয়া আসিয়া লাগান ঘাটে পঁহুছিলে তাহার মালিকের কর্ত্তব্য যে সে জিনিস উঠাইয়া মাসুলের কাছারীর গুদামে রাখে পরে যত ত্বরাতে পারে সে জিনিস যে রকম যত হয় তাহার নিদর্শনে এক চালান ঐ কাছারীতে দাখিল করে ইহাতে কষ্টমমাস্তরের উচিত যে সেই জিনিসের গতিক বুঝিয়া তহকীক কিম্বা ওজন করেন্ এই দুই শব্দের এক শব্দ সেই চালানের উপর আপন দস্তখতে লিখেন্।

তৃতীয় প্রকরণ

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— সরকারের তরফ যাচনদার এবং দালালের কর্ত্তব্য যে দিবা দুই প্রহরের সময়ে গুদামের মধ্যে গিয়া জিনিসের মালিকের সাক্ষাৎ সকল গাঁটি ও বস্তাহইতে নমুনা বাহির করিয়া কষ্টমমাস্তরের নিকটে লইয়া উভয়ের সমক্ষে চালানের সহিত মিলায়। তদনন্তর সে জিনিস যে আড়ঙ্গের আমদানীর হয় তথাকার দরের উপর তাহার মাসুল লওয়া যাইবেক।

যাচনদার কিয়া দালাল থাকিয়া জিনিস তহকীক করিবার কথা। আড়ঙ্গের ভাওয়ের উপর জিনিসের মাসুল লওয়া যাইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—কষ্টমমাস্তরের কর্ত্তব্য যে যে কালে যে কোন ভুষা জিনিস আপন নিকটহইতে ছাড়েন্ সে কালে তাহার প্রতিনৌকাহইতে কিছু বস্তা ওজন করিয়া বাকী বস্তা গণিয়া ছাড়িয়া দেন্ ও যে কএক বস্তা ওজন হয় তাহার হারহারীতে সকল বস্তার ওজন ধরিয়া সেই ওজনের মোটের মূল্যের উপর মাসুল লন্।

ভুষা জিনিস তহকীক করিবার মতের কথা।

৫ পঞ্চম পকরণ।—কর্ত্তব্য যে যে সকল ভুষা জিনিস বন্দর কলিকাতার ঘাটের উপর উঠান যায় তাহা সরকারী কয়ালের মারফতে ওজন করাইয়া মাসুলের কাছারীর মধ্যে উঠান জিনিস ছাড়িয়া দিবার যে মত স্থির আছে তদনুসারে সে সকল জিনিস ছাড়িয়া দেওয়া যায় ইহাতে বিশেষ এই হয় যে সেই জিনিস ওজনের ফর্দ্দ কষ্টমমাস্তরের নিকটে দাখিল হইয়া তদৃষ্টে কষ্টমমাস্তরের দস্তখতী ছাড়চিঠী হইয়া যথায় জিনিস থাকে তথায় যায়। এমতে যাবৎ ছাড়চিঠী না হয় তাবৎ সে জিনিস ছাড়া যাইবেক না ও সেই ছাড়চিঠী যে দিন হইবেক তাহার পরদিন জারী হইবেক অথবা আবশ্যক হইলে সেই দিনেও জারী করা যাইবেক।

যাবৎ ছাড়চিঠী না হয় তাবৎ ঐ জিনিস না ছাড়া যাইবার কথা।

ঐ ছাড়চিঠীর নক্সা এই যে।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল তারিখ ১৯ সেপ্তেম্বর।
রামনারায়ণ দাস।
চিনি ৭২ পচাত্তরী বস্তার কাত
ওজন ১৫০ দেড়শত মনের
কিম্মত চলন ১২১৪ বারশত চৌদ্দ টাকা।
মাসুল ফিশত টাকায় ৪ চারি টাকার হিসাবে ৪৮৸৴ আট চল্লিশ টাকা।
নয় আনা।
নম্বর————৪৫১————দাখিল—হইল————দস্তখৎ।

অমুক কষ্টম মাস্তর।

ছাড়চিঠীর মজমুনের কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—পরমিটের কাছারীতে যে দিন যে জিনিস দাখিল হইবেক সে জিনিস তহকীক করিয়া তাহার ছাড়চিঠী পর দিন দেওয়া যাইবেক অথবা সে জিনিসের মালিকের দরকার মতে তাহা সেই দিনে চাহিলেও হইতে পারিবেক।

জিনিস ছাড়িবার কাল নিরূপণের কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—কষ্টমমাস্তরের কর্ত্তব্য যে যে মহাজনের জিনিস যে রকম যত

মাসুলের কারণ বিল করিবার কথা।

আমদানী হয় সে সকল জিনিসের মাসুলের বিল রকমওয়ারী করিয়া সেই মহাজনকে দেন্।

মাসুল বহীতে লিখিবার কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।—ঐ মাসুল মিলিলে পর তাহা নীচের লিখিত নক্সাক্রমে এক বহীতে লেখা যাইবেক ও সেই বহীর নাম দেশি জিনিস আমদানীর ফিরিস্তি বহী হইবেক।

ফোর্ট উলিয়াম।

দেশী আমদানী যে সকল জিনিসের মাসুল পরমিটের কাছারীতে ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের মাহ্ আগস্তেদাখিল হয় তাহার ফিরিস্তি।

১৭৯১	গাঁটি ও বস্তার নম্বর ও রকম	নৌকা ও বলদ	যে স্থানের আমদানী	মহাজনের নাম	জিনিসের রকম	মাফিব চাল ন মূল	মাসুলের নিরিখ	নেটং মাসুল

এ দেশী আমদানী ভুয়া জিনিসের মাসুল ফিশত টাকায় ৪ টাকা এবং তুলার সূতার থানকাপড় ও তুলার সূতার মাসুল শত তঙ্কায় ২ টাকা লইবার কথা।

মাসুল নগদ টাকায় লওয়া যাইবার কথা।

৯ নবম প্রকরণ।—এ দেশী ভুয়া জিনিস যাহা যে আড়ঙ্গহইতে আমদানী হয় তাহার মাসুল সেই আড়ঙ্গের দরের উপর ফিশত টাকায় ৪ চারিটাকা এবং তুলার সূতার থান কাপড় ও তুলার সূতা যাহা যে আড়ঙ্গহইতে আমদানী হয় তাহার মাসুল তথাকার দরের উপর ফিশত টাকায় ২ দুই টাকা লওয়া কর্ত্তব্য হইবেক ইহাতে কিছু বাদ পড়িবেক না।

১০ দশম প্রকরণ।—মহাজনদিগের স্থানে মাসল কেবল নগদটাকাতেই লওয়া যাইবেক ইতি।

৪৩ ধারা।

জাহাজ বোঝাইর কারণ নৌকায় আমদানী জিনিস মাসুলের কাছারীতে দাখিলের জন্য পেয়াদা চৌকী রাখিবার কথা।

মাসুলের কাছারীতে যাবৎ জিনিস রহিবেক তাহার কথা।

কষ্টমমাস্তরের কর্ত্তব্য যে বন্দর কলিকাতার বাহির দেড়২ ক্রোশ অন্তরে আপন তরফ পেয়াদাদিগেরে চৌকী রাখেন্ যে জাহাজ বোঝাইর কারণ যে সময় যে নৌকায় জিনিস বোঝাই হইয়া আইসে তাহা মাসুলের কাছারীর ঘাটছাড়া স্থানান্তরে উঠাইতে না দিবার জন্য সেই পেয়াদাদিগের জনেক সেই নৌকায় চড়িয়া আইসে। এমতে সে জিনিস মাসুলের কাছারীতে দাখিল হইয়া তাবৎ থাকিবেক যাবৎ সেই জিনিস চালানের মালিক তাহা কোন জাহাজে উঠাইতে না কহে কিম্বা যাবৎ সে জিনিসের মালিক তাহার মাসুল না দেয় ইতি।

৪৪ ধারা।

কষ্টমমাস্তর ও তাঁহার তাবের আমলাদিগের প্রতি হুকুম আছে যে জিনিস বোঝাইকরা যে সকল নৌকা বন্দর কলিকাতার সীমা সরহদ্দের মধ্যে লাগান না করিয়া বাহিরে যায় সে সকল নৌকা আটক করেন্ ইহাতে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের কর্তৃত্ব আছে যে সে সকল জিনিস সরকারে জব্দ করিতে হুকুম দেন্।

জিনিস বোঝাইকরা যে নৌকা মাসুলের কাছারীর মোতাবক স্থানে না লাগাইয়া স্থানান্তরে যায় তাহা জব্দ হইবার কথা।

৪৫ ধারা।

কষ্টমমাস্তরের ক্ষমতা আছে যে যদি এমত সন্ধান পান্ কিম্বা সন্দেহ রাখেন্ যে কেহ আপন জিনিসের চালান তাহার প্রকৃত মূল্যের নিরিখের কম নিদর্শনে দিয়া রওয়ানা করাইয়াছে তবে সেই জিনিসের এক গাটি কিম্বা বস্তা পরমিটের কাছারীতে আপন সাক্ষাৎ খোলিয়া দেখেন্ ও তাহাতে নষ্টতা জানা গেলে সে সংবাদ বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের নিকটে লিখেন্ ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে সগোচর করাইয়া তথাকার হুকুম পাইলে সে জিনিস সমুদয় জব্দ করিতে অনুমতি দেন্ ইতি।

চালানে যে জিনিসের মূল্য মিথ্যাক্রমে কম লিখে তাহা জব্দের যোগ্য হইবার কথা।

৪৬ ধারা।

যে কোন জিনিস বিনারওয়ানায় চালান হয় সে জিনিসের রওয়ানা যদ্যপি কেহ করিয়া লইয়া থাকে ও তাহা সে জিনিসের সঙ্গে না রহে তথাচ সে জিনিস জব্দ হইবেক যদি সে জিনিসের সঙ্গী কিম্বা মালিক কষ্টমমাস্তরের নিকটে এমত সংবাদ না দিয়া থাকে যে সে জিনিস পথে আছে। এমত জব্দের হেতু এই যে ইহাতে জিনিসের প্রকৃত মাসুল পাইতে সরকারের হুদোধ থাকিতে পারে ইতি।

মতবিশেষে যে জিনিস বিনারওয়ানায় চালান হয় তাহা জব্দ হইবার কথা।

৪৭ ধারা।

জানিবেন যে বারাণশের রাজার সরকারহইতে যে রওয়ানা জারী হয় তাহা শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের অধিকার এ সুবেজাতের মধ্যেও চলিবেক ইতি।

বারাণশের জারীহওয়া রওয়ানা এ সুবেজাতে চলিবার কথা।

৪৮ ধারা।

কষ্টমমাস্তরের কর্ত্তব্য যে জব্দ হইবার যোগ্য জিনিস যে কালে আটক হয় সে কালে তাহার সমাধার কারণ সে সংবাদ বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের নিকটে জানান্ ইতি।

জব্দের যোগ্য জিনিস আটক হইলে তাহার বার্ত্তা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগকে জানাইবার কথা।

৪৯ ধারা।

যে নানাপ্রকার সূতার কাপড়ের থান মাসুলের কাছারীতে দাখিল হয় তাহাতে কোম্পানীর

সূতার কাপড়ের থা

নের উপর কোম্পানীর ছাপা হইবার কথা।

কোম্পানীর ছাপা করা যাইবেক ইহাতে যদি কেহ কোন কাপড়ে ছাপা না করাইয়া ঐ কাছারীহইতে লইয়া যায় তবে সে কাপড়ে পুনরায় ছাপা করাইতে চাহিলে তাহার মাসুল পুনর্ব্বার না দিলে তাহাতে ছাপা করা যাইবেক না ইতি।

৫০ ধারা।

সেং খাদ্য সামগ্রীর উপর মাসুল লওয়া যাইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—সকল পেয় সামগ্রী এবং ধান্যাদি শস্যছাড়া অপর খাদ্য সামগ্রী যাহা আমদানী হয় তাহার মাসুল অন্যং জিনিসের সমানে লাগিবেক।

পারিয়াদিগের আরকের উপর বেশী মাসুল লইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—পারিয়া আরক ও দেশী অল্পমূল্য আরকের উপর ফিগ্যালন ।০ চারি আনা বেশী মাসুল লওয়া যাইবেক ইতি।

৫১ ধারা।

সর্ষা ও তিলের উপর কয়ালী দস্তুরী লইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—সর্ষা ও তিল আমদানীর উপর কয়ালী দস্তুরী লওয়া যাইবেক।

গাঞ্জার মাসুল লইবার মতের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে গাঞ্জা আমদানী হয় তাহার মাসুল কলিকাতার বাজার ভাওক্রমে ফিশত টাকায় ২০ কুড়ি টাকা লওয়া যাইবেক ইতি।

৫২ ধারা।

বাঙ্গালার শরাব জাহাজে গেলে তাহার মাসুল ফিরিয়া দিবার কথা।

যে বাঙ্গালার শরাব জাহাজে রফ্তানী হইবেক তাহার পূর্ব্ব দাখিলহওয়া মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

৫৩ ধারা।

সুপারী ও তামাকুর হাসিলের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যে সুপারী ও তামাকু আমদানী হয় তাহা যে স্থানহইতে আইসে তথাকার দরে ফিশত টাকায় ৪ চারিটাকা মাসুল লওয়া যাইবেক কিন্তু যদি সে সুপারী ও তামাকু বন্দর কলিকাতার মধ্যে না উঠে তবে তাহার মাসুল লাগিবেক না কিম্বা যদি ঐ বন্দরে উঠিয়া পুনর্ব্বার স্থানান্তরে যায় তবে তাহার মালিক মাসুল না দিয়া তাহার রওয়ানা পাইবেক।

পুরাতন কুঠীর দরওয়াজায় সুপারী ও তামাকু ওজন হইয়া ছাড় পাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—বন্দর কলিকাতায় যে সকল সুপারী ও তামাকু আমদানী হইবেক তাহা পুরাতন কুঠীর দরওয়াজায় উঠিয়া ওজন হইয়া ছাড়চিঠী পাইবেক ইতি।

৫৪ ধারা।

সরকারী জাহাজে রফ্তানীহওয়া আলুয়া রেশম

কষ্টমমাস্তরের কর্ত্তব্য যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের পরওয়ানা মতে যে আলুয়া রেশম শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের নিজের জা

হাজে

হাজে রপ্তানী হয় তাহার চালান পাইলে সে রেশমের মাসুল যাহা পূর্ব্বে দাখিল হই য়া থাকে তাহা সমস্ত ফিরিয়া দেন্ ইতি।

মের পূর্ব্বে লওয়া মাসুল ফিরিয়া দিবার কথা।

৫৫ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজের অধিকার দেশছাড়া ভিন্নাধিকার দেশহইতে জাহাজে যে কেহ নীল লইয়া আইসে তাহার কর্ত্তব্য যে সেই নীলের ইনবাস মাসুলের সিরিস্তার কষ্টমমাস্তরের নিকটে দাখিল করে ইহাতে কষ্টমমাস্তরের প্রতি হুকুম আছে যে তিনং মাস ব্যাজে ভিন্নাধিকার দেশহইতে যত নীল যে জাহাজে আমদানী ও রপ্তানী হয় তাহার বেওরা সংবাদ বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের নিকটে জানান্।

ভিন্নাধিকার দেশের যত নীল জাহাজে আমদানী ও রপ্তানী হয় তাহার বেওরা সম্বাদ বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগেরে কষ্টমমাস্তর দিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—মানিলার জাহাজে যে নীল আমদানী হইবেক তাহার মাসুল নির্দ্ধারিত নিরিখমতে লাগিবেক কিন্তু যদি সে নীলের কিছু শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের নিজের কারবারের কারণ রপ্তানী হয় তবে তাহার মাসুল পূর্ব্বে যাহা দাখিল হইয়া থাকে তাহা ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক যে মতে এদেশের উৎপন্ন নীলের মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যায়। ইহাতে উপরের লিখনানুসারে ছাড়া কি সরকারী জাহাজে কি তদ্ভিন্ন জাহাজে সে নীল রপ্তানী হইলে তাহার মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না ইতি।

মানিলার আমদানী নীলের মাসুল নির্দ্ধারিত নিরিখ মতে দিবার ও তাহা সরকারের কারবারের জন্যে রপ্তানী হইলে সে মাসুল ফিরিয়া পাইবার কথা।

৫৬ ধারা।

ইঙ্গরেজের অধিকারস্থ মহাজন লোকছাড়া ভিন্নাধিকার দেশস্থ মহাজনদিগের যাহার যে জিনিস ইঙ্গরেজী জাহাজে রপ্তানী হইবার কারণ আইসে তাহা মাসুলের কাছারীর ঘাটে ডাঙ্গায় উঠিয়া ওজন হইয়া পশ্চাৎ জাহাজে বোঝাই হইবেক ইতি।

ইঙ্গরেজী জাহাজের রপ্তানীর কারণ ভিন্নাধিকারস্থ মহাজনদিগের যে জিনিস আসিবেক তাহা মাসুলের কাছারীর ঘাটে উঠিয়া ওজন হইয়া জাহাজে চড়িবার কথা।

৫৭ ধারা।

জাহাজের আমদানী যে জিনিস বন্দর কলিকাতায় আইসে তাহা ঐ বন্দরহইতে জাহাজে রপ্তানী হইতে কিছু মাসুল লাগিবেক না যদি সে জিনিস মার্কাবদল না হইয়া থাকে ইতি।

জাহাজের আমদানী জিনিস জাহাজে রপ্তানী হইতে তাহার মাসুল না লাগিবার কথা।

৫৮ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—বন্দর কলিকাতায় আমদানী হওয়া জিনিসের মধ্যের যাহা বিক্রয় না হইয়া ফিরিয়া যায় সে জিনিস যে লোকে আনিয়া থাকে সে যদি সুকৃতি করিয়া কহে যে আমার আনীত জিনিসের মধ্যের এ জিনিস বিক্রয় হয় নাই তবে সে লোক সে জিনিসের আফিসের ফীসবাদে বাকী মাসুল ফিরিয়া পাইবেক ইতি।

আমদানী জিনিসের মধ্যের অবিক্রীত জিনিস ফিরিয়া যাইতে লাগিলে সে জিনিস আমদানীর মধ্যে অবিক্রীত সুকৃতিপূর্ব্বকে কহিলে তাহার ফীসবাদে বাকী মাসুল ফিরিয়া পাইবার কথা।

গাঁটিওগয়রহ বিনানি শানীতে পারমিটের গুদামে না উঠাইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—কর্ত্তব্য নহে যে কোন গাঁটি কিম্বা কাস্ক অথবা বস্তা কিম্বা ছালা অথবা বাক্স কিম্বা পুলিন্দায় যাবৎ ইঙ্গরেজী এক অক্ষর কিম্বা কোন নম্বর অথবা কোন লোকের নাম চিহ্ন না হয় তাবৎ তাহা মাসুলের কাছারীর গুদামে দাখিল হয় ও তাহার রসীদ দেওয়া যায়।

জিনিসের মালিক রসীদ না লইলে তাহার নিশার দায় মাসুলের কাছারীর আমলায় না ঠেকিবার কথা।

ঐ জিনিস ছাড়া গেলে ঐ রসীদ ফিরিয়া দিবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—যে সকল জিনিস মাসুলের কাছারীর গুদামে দাখিল হইবেক তাহার নিশার দায় মাসুলের কাছারীর কোন আমলার শিরে পড়িবেক না যদি সেই জিনিসের মালিক তাহার রসীদ না লয় ও সে রসীদে গাঁটিদিগরের উপরের চিহ্ন অক্ষর কিম্বা নম্বর অথবা নামের নিদর্শন না থাকে। এবং যে কেহ এমত রসীদ লয় তাহার কর্ত্তব্য যে সেই রসীদের তারিখহইতে সপ্তাহের মধ্যে সে জিনিস ছাড়া গেলে যে দিন ছাড়া যায় সেই দিন সে রসীদ ফিরিয়া দেয় যদি ইহার অধিক দিন ব্যাজে ছাড়া যায় তবে অধিক যত দিন সে জিনিস গুদামে থাকে তত দিনের গুদাম ভাড়া দাখিল করে।

জিনিসের গাঁটিদিগর গুদামে দাখিল ও তাহার বাহির হওনের হিসাব রাখিবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—টৈডবাইটরের কর্ত্তব্য যে যে সকল জিনিসের গাঁটিওগয়রহ মাসুলের কাছারীর গুদামে দাখিল হয় ও তথাহইতে ছাড়া যায় তাহার তায়দাদের হিসাবী ফর্দ্দ রাখে ইতি।

৬৪ ধারা।

কয়ালেরা কষ্টমমাস্তরের সনন্দ লইবার কথা।

যে কয়াল কষ্টমমাস্তরের সনন্দ রাখে তাহাছাড়া অন্য কয়ালের কর্ত্তব্য নহে যে মাসুলের মোতালক কোন কার্য্য করে ইতি।

৬৫ ধারা।

যে জিনিসের মাসুল মাফ হইবেক তাহার হুকুমের কথা।

যে কালে কোন বাজে মহাজনের জিনিসের মাসুল মাফকরণ সরকারের উচিত হইবেক সে কালে তাহার কারণ আলাহিদা হুকম কষ্টমমাস্তরের প্রতি দেওয়া যাইবেক ইতি।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৪৩ ত্রয়শ্চত্বারিংশৎ আইন।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৫ ফিব্রুআরীতে এদেশীয় পুরাতন চাকর অকর্ম্মণ্য সিপাহীদিগের ও তাহারদিগের সরদারদিগের ভরণপোষণার্থে ভূমি জায়গীর দিবার যে হুকুম হইয়াছে তাহার পরিবর্ত্তে পরিষ্কার ও দুরস্ত করিবার বিষয়ের আইন শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১ পহিলা মাই মোতাবেকে বাঙ্গালা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২০৭ সালের ১৯ রমজানে জারী করিলেন।

হেতুবাদ।

এদেশি লোক পুরাতন চাকর অফিসর অর্থাৎ সিপাহীদিগের সরদার সুবেদার ও জমাদার ও হাওয়ালদার ও নায়েক আর সিপাহীদিগেরো মধ্যের যে সকল লোক অক্ষম ও অকর্ম্মণ্য তাহারদিগের জীবনাবধি সর্ব্বতোভাবে ভরণপোষণ হইয়া তাহারদিগের মরণানন্তর তাহারদিগের পরিজনদিগের প্রতিপালন সম্ভবপর হইবার কারণ ভূমি জায়গীর দিবার বাসনায় শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুর হইতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৫ ফিব্রুআরীতে নূতন যে হুকুম হইয়াছে তাহাতে এই সলা উচিত যে ভূম্যধিকারিদিগের স্বত্বহানিহওন বিনা সেই সকল ভূমির নিরূপণ করা যায় এইহেতুক যে ঐ শ্রীযুতের হজুরের সেই হুকুমে নিদর্শন আছে যে সেই সকল ভূমি ভূম্যধিকারিদিগের স্থানে পাট্টাদ্বারা কিম্বা খরীদ করিয়া লওয়া যায় ও সেই অকর্ম্মণ্যেরা যেং কালে সেই সকল ভূমি জায়গীর পায় সেইং কালেই তাহার উপস্বত্ব গ্রহণ করিতে পারে অতএব সেই সকল ভূমির জায়গীর অটল করাইবার ও তাহা করাইবাতে সে সকল ভূমির মূল্যের আধিক্য হইবার জন্য যে কোন নিয়মানুসারে অর্থাৎ বরাবরদাদক্রমে সেই জায়গীরদারদিগের হক নির্দ্দিষ্ট পাওনা হয় তাহা দেশের চলন আইনের শামিল হইল এবং কোন জায়গীরদার মরিলে পর তাহার জায়গীরের সহিত রেগুলেটিং অফিসের এতাবতা জায়গীরের উৎপন্ন সাধনিয়ার কিছু দায় না থাকিয়া তাহা তাহার উত্তরাধিকারিদিগের কর্ত্তৃত্বে ও এখ্তিয়ারে আসিয়া দেশের দাঁড়ানুসারে চলিবেক কিন্তু তাহার উত্তরাধিকারিরা আপনারদিগের পৈতৃক বস্তু যাহা পাইবেক তাহা আইনের হুকুমমতে স্থিরতর ও বহাল রহিবেক এবং ইঙ্গরেজী ১৭৮৯ সালের ১৮ ফিব্রুআরী ও ১৭৯০ সালের ২৪ দিসেম্বরের আইনের হুকুমের মধ্যে যেং হুকুমের প্রস্তাব ঐ ২৫ ফিব্রুআরীর আইনে আছে তাহার মধ্যে যাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ একচত্বারিংশৎ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার

হুকুম মতে আছে তাহা সমস্তই নীচের লিখনানুসারে আইনরূপে নির্দিষ্ট হইল ইতি।

২ ধারা।

অকর্ম্মণ্যদিগের জায়গীর গ্রামাদি সুবে বেহারের মধ্যে সকল স্থানেই নির্দ্দিষ্ট করা যাইবার কথা।

অকর্ম্মণ্যদিগের জায়গীর গ্রামাদির পত্তন আবাদ যেমত জিলা বেহার ও জিলা ভাগলপুরের মধ্যে আছে সেই মত জিলা সরকার শাহাবাদ ও জিলা সরকার তীর্হুত ও জিলা সরকার সারণ এই তিন জিলার মধ্যেও করা যাইবেক ইতি।

৩ ধারা।

অকর্ম্মণ্যদিগের জায়গীর গ্রামাদি যাহার জিম্মা থাকিবেক তাহার কথা।

অকর্ম্মণ্যদিগের ঐ পাঁচ জিলার জায়গীর ভূমির উপস্বত্বসাধনের এতাবতা সরবরাহকারী কার্য্যে লস্করদিগের সরদার এক জন নায়েবদিগের সহিত নিযুক্ত করা যাইবেক ও সেই সরদারের খ্যাতি রেগুলেটিং অফিসর হইবেক ইহাতে যেং কালে পীড়া কিম্বা কারণান্তরপ্রযুক্ত সেই রেগুলেটিং অফিসর হাজির না থাকে সেইং কালে তাহার কর্তৃত্বের অনুসারে তাহার নায়েবেরা সকল হুকুম ও কার্য্য প্রয়োজন চালাইবেক ইতি।

৪ ধারা।

অকর্ম্মণ্যদিগের জায়গীরের আটসাট্টা ফর্দ্দ প্রতি বৎসর তৈয়ার করিবার কথা।

যে জিলায় যত অকর্ম্মণ্য জায়গীর পাইবেক তাহার নিদর্শন ঐ ফর্দ্দে রাখিবার কথা।

শ্রীযুতের কৌন্সেলের মঞ্জুরকরা ঐ ফর্দ্দ পাইলে কালেক্টরসাহেবেরা ভূমির তত্ত্ব লইবার কথা।

এ দেশীয় অফিসর ও সিপাহী ও লস্করদিগের মধ্যের অকর্ম্মণ্য নির্ণয় তারিখ প্রতিসন ইঙ্গরেজীর ৩১ মার্চ্চের পর সেই নির্ণীত অকর্ম্মণ্যেরা মোকাম মুঙ্গেরে পহুছিলে পশ্চাৎ যত ত্বরাতে হয় এক কালেই তাহারদিগের জনাজাতের জায়গীর গ্রামাদি ভূমি আইন্দা সন ইঙ্গরেজীর ১ পহিলা আপ্রিলে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার কারণ যে জিলার মধ্যে যেং খ্যাতিতে খ্যাত যত অকর্ম্মণ্য জায়গীর পাইবেক তাহার আটসাট্টা ফর্দ্দ করিয়া শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠাইতে হইবেক ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে সেই ফর্দ্দ মঞ্জুর হইয়া সেইং জিলার কালেক্টরসাহেবদিগের নিকটে যাইবেক। কালেক্টরসাহেবেরা সেই ফর্দ্দ পাইলে পর কর্ত্তব্য যে তদনুসারে আপনং মোতালক্ক জেলার মধ্যে পতিতভূমির অনুসন্ধান ও ঠাহর করেন ইতি।

৫ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা ভূমির পাট্টা লইবার কারণ ভূম্যধিকারিদিগের নামে লিখন লিখিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে সময়ে অকর্ম্মণ্যদিগের জায়গীর কারণ গ্রাম কিম্বা খানা পত্তনের যোগ্য পতিতভূমি যে ভূম্যধিকারির অধিকারে ঠাহরেন সে সময়ে সেই ভূম্যধিকারির নামে এক লিখন নীচের কএক প্রকরণের লিখিত নিয়মে সেই ভূমি সরকারে পাট্টা করিয়া লইবার নিমিত্তে পাঠান।

ঐ ভূমি ভূম্যধিকারির অধিকারের শামিলে চিরকাল থাকিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—১ এক নিয়ম এই যে সেই ভূমি ভূম্যধিকারির ভূমির শামিলে চিরকাল থাকিবেক কখনো তাহার ভূমিহইতে খারিজ হইবেক না।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—২ দ্বিতীয় নিয়ম এই যে সেই ভূমির মধ্যে জলকর ও বনকর ও ফলকর ও পশুচারণীকর যাহা থাকে তাহা সেই পাট্টার শামিলে আসিবেক।

জলকরওগয়রহ ভূমির পাট্টার শামিলে আসিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—৩ তৃতীয় নিয়ম এই যে অকর্ম্মণ্যেরা সেই ভূমি জীবনাবধি নিস্কররূপে ভোগ করিবেক কোন প্রকারে কিছু তলব তাহারদিগের স্থানে হইবেক না ও তাহারা অবর্ত্তমানে সেই ভূমি তাহারদিগের উত্তরাধিকারিদিগের ভোগদখলে আসিবেক।

ঐ ভূমি অকর্ম্মণ্যাদিগের যাবজ্জীবন ভোগ রহিয়া পশ্চাৎ তাহারদিগের উত্তরাধিকারিদিগেরে অর্পিবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—৪ চতুর্থ নিয়ম এই যে অকর্ম্মণ্যদিগের উত্তরাধিকারিরা সেই ভূমিতে দখল পাইলে আদৌ ৫ পাঁচ বৎসরপর্য্যন্ত সেই ভূমির উৎপন্নের দশাংশের একাংশ সেই ভূম্যধিকারিকে তাহার মালিকানা স্বরূপ দিবেক।

অকর্ম্মণ্যদিগের উত্তরাধিকারিরা আদৌ পাঁচ বৎসরপর্য্যন্ত যে মালিকানা ভূম্যধিকারিকে দিবেক তাহার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—৫ পঞ্চম নিয়ম এই যে ঐ পাঁচ বৎসরপরে ৪ চতুর্থ নিয়মের মতানুসারে সেই ভূমির উৎপন্নের দশাংশের একাংশ মালিকানা স্বরূপে ভূম্যধিকারিকে দেওয়া মৌকুফ হইয়া কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য হইবেক যে সেই অঞ্চলের মধ্যের সে প্রকার অন্য ভূমির মালগুজারীর যে নিরিখ থাকে সেই নিরিখের মধ্যে তৃতীয় ভাগৈকভাগ অর্থাৎ একতেহাই বাদ দিয়া সেই ভূমির জমা মোকররীমতে ধার্য্য করেন। এমত মোকররী জমার কমী ও বেশী কখনো না হইয়া সেই মোকররীর অনুসারে সেই ভূমির জমার সরবরাহ তাহার অধিকারির নিকটে দেওয়া যাইবেক।

আদৌ পাঁচ বৎসরের পর নিকটবর্ত্তি ভূমির নিরিখের তেহাই বাদে জমার ধার্য্য মোকররী মতে করা যাইবার কথা।

ঐ মোকররী জমার কমী বেশী কখনো না হইবার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—৬ ষষ্ঠ নিয়ম এই যে আসল জায়গীরদারের দখলে সেই ভূমি আসিলে পর ৭ সাত বৎসরের মধ্যে যদি তাহার মৃত্যু হয় তবে তাহার উত্তরাধিকারিরা সেই সাত বৎসরের বাকী কালপর্য্যন্ত সেই ভূমি নিস্কররূপে ভোগ করিবেক তদনন্তর ক্রমেং ভূমির লিখিত অব্যবহিতপূর্ব্বের দুই নিয়মের অনুসারে আমলে আসিবেক যদি সেই ভূমিতে উত্তরাধিকারিদিগের পিতৃপিতামহাদির ভোগ সাত বৎসরের অধিক হইয়া পশ্চাৎ সেই উত্তরাধিকারিদিগের দখলে আসিয়া থাকে।

ভূমি দখলের পর ৭ সাত বৎসরের মধ্যে অকর্ম্মণ্যের মরণ হইলে সে ভূমি তাহার উত্তরাধিকারিরা যে নিয়মে পাইবেক তাহার কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।—৭ সপ্তম নিয়ম এই যে যদি কোন অকর্ম্মণ্যের মরণানন্তর তাহার উত্তরাধিকারী কেহ না থাকে তবে তাহার জায়গীর ভূমি অন্য নূতন অকর্ম্মণ্য কেহ লইতে পারিবেক যদি সেই মৃত অকর্ম্মণ্যের উত্তরাধিকারির নিয়মানুসারে লইতে অঙ্গীকার করে সে মতে যদি সেই ভূমি কোন নূতন অকর্ম্মণ্য লইতে স্বীকার না করে তবে সে ভূমি পুনরায় সেই ভূম্যধিকারী পাইয়া আপন মতানুসারে তাহার যে কর্ত্তব্য করিতে পারিবেক।

উত্তরাধিকারির অসত্ত্বে যে অকর্ম্মণ্যের মরণ হয় তাহার ভূমি যাহা হইবেক তাহার কথা।

৯ নবম প্রকরণ।—৮ অষ্টম নিয়ম এই যে যদি কোন অকর্ম্মণ্যের মরণানন্তর তাহার উত্তরাধিকারিতে পৈতৃক জায়গীর ভূমি উপরের লিখিত নিয়মক্রমে রাখিতে স্বীকার না করে কিম্বা রাখিয়া সে ভূমির পত্তন আবাদ করিতে সাধ্য না রাখে তবে

অকর্ম্মণ্যের উত্তরাধিকারী আপন পৈতৃক জায়গীর ভূমি যাহার স্থানে

তাহার

বিক্রয় করিতে পারিবেক তাহার কথা।

তাহার পৈতৃক জায়গীর সেই গ্রাম কিম্বা থানার ভূমি অন্য অকর্ম্মণ্যের স্থানে বিক্রয় করিতে পারিবেক ও সেই খরীদার মৃত অকর্ম্মণ্যের উত্তরাধিকারিরদের সম্পর্কীয় নিয়মের অধীনতায় ভূমি ভোগদখল করিয়া তাহার সকল কার্য্য করিবেক।

যে অকর্ম্মণ্য জায়গীর ভূমি পাইয়া দুই বৎসর পর্য্যন্ত পত্তন আবাদ না করে তাহার জায়গীর বাজেয়াপ্ত হইবার কথা।

১০ দশম প্রকরণ।—৯ নবম নিয়ম এই যে যদি কোন অকর্ম্মণ্য ভূমি জায়গীর পাইয়া ২ দুই বৎসরপর্য্যন্ত শৈথিল্য কিম্বা দুষ্টতাতে সে ভূমির কিছু পত্তন আবাদ না করে তবে তাহার সেই জায়গীর বাজেয়াপ্ত হইয়া অন্য নূতন অকর্ম্মণ্যকে ঘটিবেক।

অকর্ম্মণ্যের উত্তরাধিকারী এক বৎসরপর্য্যন্ত ভূমি পত্তন আবাদ না কারলে তাহা বাজেয়াপ্ত হইবার কথা।

ঐ ভূমি যে পাইবেক তাহার কথা।

ঐ ভূমি যে হেতুতে ভূম্যধিকারী পাইবেক তাহার কথা।

১১ একাদশ প্রকরণ।—১০ দশম নিয়ম এই যে যদি কোন অকর্ম্মণ্যের উত্তরাধিকারী আপন পৈতৃক জায়গীর ভূমিতে দখল পাইলে পর এক বৎসরপর্য্যন্ত তাহার কিছু ভূমির পত্তন আবাদ না করে তবে সে ভূমি বাজেয়াপ্ত করিয়া অন্য অকর্ম্মণ্য কিম্বা অন্য অকর্ম্মণ্যের উত্তরাধিকারিকে দেওয়া যাইবেক যদি সেই ব্যক্তি মৃত অকর্ম্মণ্যের উত্তরাধিকারির নিয়মমতে সে ভূমি লইতে স্বীকার করে। যদি কোন অন্য অকর্ম্মণ্যপ্রভৃতিতে সে ভূমি লইতে অঙ্গীকার না করে তবে ৭ সপ্তম নিয়মের অনুসারে সে ভূমি সেই ভূম্যধিকারী পাইবেক।

আবাদের যোগ্য ভূমি তাহার মোকররী জমার ধার্য্যকালপর্য্যন্ত আবাদ না হইয়া থাকিলে তাহার প্রতি হুকুমের কথা।

১২ দ্বাদশ প্রকরণ।—১১ একাদশ নিয়ম এই যে কোন অকর্ম্মণ্যের উত্তরাধিকারিকে তাহার পৈতৃক জায়গীর ভূমি ঘটিলে সে ভূমির মোকররী জমার ধার্য্য করিবার কালে তাহার মধ্যের যে ভূমি পত্তন আবাদের যোগ্য থাকিয়াও আবাদ না হইয়া থাকে সে ভূমি বাজেয়াপ্ত হইয়া সেই ভূম্যধিকারির কর্ত্তৃত্বের তলে আসিবেক ও সেই ভূম্যধিকারির শক্তি থাকিবেক যে অন্য যাহাকে চাহে সে ভূমির জমানিরূপণ করিয়া পাট্টা করিয়া দেয় যদি সেই উত্তরাধিকারী সে ভূমির মোকররী জমার ধার্য্যের তারিখহইতে এক বৎসরের মধ্যে সে ভূমির পত্তন আবাদ করিতে চাহিয়া একরার না লিখিয়া দেয় ও আবাদী ভূমির জমার নিরিখমাফিক সে ভূমির মালগুজারী চিরকাল করিতে স্বীকার না করে।

ভূম্যধিকারিদিগের পাওনা মালগুজারী ও মালিকানা যেরূপে তহসীল হইবেক তাহার কথা।

১৩ ত্রয়োদশ প্রকরণ।—১২ দ্বাদশ নিয়ম এই যে ৪ চতুর্থ ও ৫ পঞ্চম নিয়মের অনুসারে ভূমির মালগুজারী ও মালিকানা যে হয় তাহা কালেক্টরসাহেব তহসীল করিয়া সেই ভূম্যধিকারির ভূমির মালগুজারীতে মজুরা দিবেন কিন্তু সরকারের সহিত সেই ভূম্যধিকারির ভূমির যে বন্দোবস্ত হইয়া থাকে তাহার মিয়াদ যাবৎ গত না হয় তাবৎ তাহার অধিকারে অকর্ম্মণ্যের জায়গীর ভূমির উত্থিত অর্থাৎ হাসিল দৃষ্টে বেশী তলব হইতে পারিবেক না।

অকর্ম্মণ্যপ্রভৃতিতে জায়গীর ভূমিতে দখল পাইবার কালে তাহার পাট্টা ভূম্যধিকারির স্থানে লওয়া যাইবার কথা।

১৪ চতুর্দ্দশ প্রকরণ।—১৩ ত্রয়োদশ নিয়ম এই যে অকর্ম্মণ্য কিম্বা তাহার উত্তরাধিকারিতে জায়গীর ভূমি পাইলে পর সে ভূমির মোকররী জমার ধার্য্যের পূর্ব্বে রেগুলেটিং অফিসর সেই ভূমিপ্রাপ্ত ব্যক্তির কারণ কালেক্টরসাহেবের দ্বারা সেই ভূমির পাট্টা সেই ভূম্যধিকারির স্থানে করাইবেক ও ভূমিপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে নিয়মে সেই জায়গীর পাইবেক তাহা উপরের লিখিত নিয়মক্রমে সেই পাট্টায় লেখা যাইবেক।

আর

আর সেই ভূমির মোকররী জমার ধার্য্যকালেও সেই রেগুলেটিং অফিসরের কর্ত্তব্য যে কালেক্টর সাহেবের দ্বারা সেই ভূম্যধিকারির স্থানে সেই ভূমির দোসরা পাট্টা মোকররী জমার নির্দ্দেশনে সেই ভূমির ভোগবানের নামে করায় ও সেই পাট্টায় সেই ভূমির ও তাহার জমার সংখ্যা ও যে নিয়মে সেই ভূমি জায়গীর পায় তাহার বেওরাও লেখা থাকে।

ভূমির জমা মোকররী মতে হইবার কালে তাহার দুসরা পাট্টা ভূম্যধিকারির স্থানে লইতে হইবার কথা।

১৫ পঞ্চদশ প্রকরণ।—১৪ চতুর্দ্দশ নিয়ম এই যে ভূম্যধিকারিদিগের কর্ত্তব্য যে জায়গীর ভূমির সকল গ্রাম ও থানায় তাহার মালওয়াজিবী ও মালিকানা তহসীলের রুজু লিখিবার নিমিত্তে এবং সেই সকল ভূমির বিষয়ে সরকারের সহিত সেই ভূম্যধিকারিদিগের যে সকল নিয়ম থাকে তাহার অন্যথা যদি হয় তবে তাহার সংবাদ পাইবার কারণে ও আপনারদিগের পক্ষের একং জন গোমাস্তাকে নিযুক্ত করে।

ভূম্যধিকারিরা আপনারদিগের মালওয়াজিবী ও মালিকানা তহসীলের রুজু লিখনাদির কারণ একং জন গোমাস্তাকে নিযুক্ত করিবার কথা।

১৬ ষোড়শ প্রকরণ।—১৫ পঞ্চদশ নিয়ম এই যে যে সময়ে কোন অকর্ম্মণ্যের জায়গীর গ্রাম কিম্বা থানার ভূমি ৫ পঞ্চম নিয়মের লিখনানুসারে মোকররী জমার ধার্য্যের যোগ্য হয় সে সময়ে তথাহইতে সরকারের তরফ রেগুলেটিং অফিসরের বরখাস্ত হইবেক ও জানিবেক যে তৎকালে সেই ভূমি সেই অঞ্চলের অন্যং গ্রামাদি ভূমির ন্যায় হইয়া তাহার জায়গীরদারের উত্তরাধিকারির দখলে নিয়মানুসারে স্থিরতর ও বহাল রহিবেক।

জায়গীর ভূমির জমার ধার্য্য মোকররী মতে হইলে তথাহইতে রেগুলেটিং অফিসর উঠিয়া পাট্টার নিয়মমাফিক সে ভূমি জায়গীরদারের উত্তরাধিকারির দখলে থাকিবার কথা।

১৭ সপ্তদশ প্রকরণ।—১৬ ষোড়শ নিয়ম এই যে যাবৎ অকর্ম্মণ্যের জায়গীর গ্রাম ও থানার ভূমি রেগুলেটিং অফিসরের জিম্মায় থাকে তাবৎ সেই ভূমির অধিকারির স্থানে সে ভূমির মালগুজারী ও মালিকানা দিবার ভার সরকারের শিরে রহিবেক। আর যে কালে উপরের লিখিত নিয়মের অনুসারে তথাহইতে সরকারের তরফ আমলা অর্থাৎ রেগুলেটিং অফিসরের বরখাস্ত হয় সে কালে সেই ভূম্যধিকারির ক্ষমতা থাকিবেক যে সেই ভূমির জায়গীরদারের উত্তরাধিকারির স্থানে তাহার মালগুজারীর সরবরাহ যে মতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ সপ্তদশ আইনের অনুসারে আপনারদিগের অধিকার ভূমির অন্যং পাট্টাদারদিগের মালগুজারী পায় সেই মতে লয়।

জায়গীর ভূমি রেগুলেটিং অফিসরের জিম্মা থাকিবাতক তাহার মালগুজারী ও মালিকানার সরবরাহ সরকারের শিরে থাকিবার কথা।

রেগুলেটিং অফিসরের বরখাস্ত হইলে ভূম্যধিকারী জায়গীর ভূমির মালগুজারীর সরবরাহ যেমতে লইবেক তাহার কথা।

১৮ অষ্টাদশ প্রকরণ।—১৭ সপ্তদশ নিয়ম এই যে ১৫ পঞ্চদশ নিয়মের লিখনানুসারে জায়গীর ভূমির কোন গ্রাম কিম্বা থানাহইতে সরকারের তরফ আমলার বরখাস্ত হইলে পর যদি কোন অকর্ম্মণ্য কিম্বা তাহার উত্তরাধিকারির মরণ হয় অথবা তাহারদিগের উত্তরাধিকারী কেহ না থাকে ও তাহারা জীবদ্দশায় আপনারদিগের সেই জায়গীর ভূমি কাহাকেও দান করিয়া দানপত্র লিখিয়া না দিয়া থাকে তবে তাহারদিগের সেই জায়গীর ভূমি সমুদয় কিম্বা তাহার মধ্যের যে ভূমি সেই মৃত ব্যক্তির ভোগদখলে ছিল সে ভূমি সেই ভূম্যধিকারী পাইবেক ও তাহাতে সেই ভূম্যধিকারির ক্ষমতা থাকিবেক যে সেই ভূমি আপন মতানুসারে অন্যং নিয়মক্রমে জমার ধার্য্য করিয়া ব্যক্ত্যন্তরদিগেরে পাট্টা করিয়া দেয়।

যে অকর্ম্মণ্য কিম্বা তাহার উত্তরাধিকারী জায়গীর ভূমি কাহাকেও দানক্রমে লিখিয়া না দিয়া মরে তাহার জায়গীর ভূম্যধিকারী পাইবার কথা।

সরকারের সহিত ভূম্যধিকারিদিগের যে নিয়ম হইবেক তাহা স্থির থাকিবার কথা।

১৯ ঊনবিংশতি প্রকরণ।—১৮ অষ্টাদশ নিয়ম এই যে অন্যং যেং নিয়ম সরকারের সহিত ভূম্যধিকারিদিগের হইবেক তাহা উভয়তই স্থির থাকিবেক। এবং সরকারের সহিত ভূম্যধিকারিদিগের ও ভূম্যধিকারিদিগের সহিত অকর্ম্মণ্যদিগের ও তাহারদিগের উত্তরাধিকারিদিগের জায়গীর ভূমির পাট্টা ও সনন্দাদির বিষয়ে যেং বিরোধ উপস্থিত হয় তাহা সমস্তই একং জিলার দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি পাইবেক।

ভূম্যধিকারিদিগের সহিত সরকার ও অকর্ম্মণ্য প্রভৃতির জায়গীর ভূমির পাট্টা ও সনন্দাদির বিষয়ের বিরোধ জিলার আদালতে নিষ্পত্তি পাইবার কথা।

সরকারের সহিত ভূম্যধিকারিদিগের পরস্পর হওয়া সকল নিয়ম একরারনামায় লেখা যাইবার কথা।

২০ বিংশতি প্রকরণ।—১৯ ঊনবিংশতি নিয়ম এই যে উপরের সকল প্রকরণের লিখনানুসারে সরকারের সহিত ভূম্যধিকারিদিগের উভয়তঃ যেং করার দিতে ও লইতে হয় তাহা এবং ১৮ অষ্টাদশ নিয়মের লিখনক্রমে উভয়তঃ যেং নিয়ম করিতে চাহেন্ তাহা একরারনামায় লেখা যাইবেক। ও তাহাতে ভূম্যধিকারিদিগের সহিত সরকারের কিম্বা অকর্ম্মণ্যদিগের অথবা তাহারদিগের উত্তরাধিকারিদিগের যেং বিবাদ উপস্থিত হয় তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি সেই একরারনামা দৃষ্টেই হইবেক ইতি।

ঐ একরারনামা দৃষ্টে ভূম্যধিকারিদিগের সহিত সরকার ও অকর্ম্মণ্য প্রভৃতির হওয়া বিবাদের বিচার ও নিষ্পত্তি হইবার কথা।

৬ ধারা।

এই আইনের অনুসারে সরকারে লওয়া পাট্টার ভূমি যে অধিকারে থাকে সে অধিকার সমুদয় কিম্বা তাহার অংশ হস্তান্তর হইলেও সেই পাট্টা বহাল রহিবার কথা।

যে কোন ভূম্যধিকারির অধিকারের মধ্যে অকর্ম্মণ্যের জায়গীরের অর্থে ভূমির পাট্টা সরকারে লওয়া যায় সে ভূম্যধিকারির অধিকার সমুদয় কিম্বা তাহার অংশ যদি নীলামে বিক্রয় হয় কিম্বা প্রকারান্তরে অন্যের হস্তে যায় তবে এরূপে সরকারে লওয়া সেই ভূমির পাট্টা রদ ও সেই জায়গীর ভূমিহইতে সেই অকর্ম্মণ্য কিম্বা তাহার উত্তরাধিকারিদিগের স্বত্বলোপ ও হক্ বাজেয়াপ্ত হইতে পারিবেক না। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনে এবং ঐ ১৭৯৩ সালের ১ পহিলা মাই তারিখের কোন আইনে বিপরীত কোন কথা থাকিলেও সেই অধিকারের নূতন অধিকারির কর্ত্তব্য যে পূর্ব্বমতে সেই পাট্টাকে সাব্যস্থ ও বহাল রাখে ইতি।

৭ ধারা।

যে কোন অধিকারে থানাদিগের হইবার যোগ্য পতিত ভূমি থাকে সে অধিকার স্বেচ্ছায় কিম্বা নীলামে বিক্রয় হইবার সংবাদ কালেক্টরসাহেব পাইলে সেই অধিকার সরকারে খরীদের কারণ হুকুম হইবার নিমিত্তে তাহার সংবাদ শ্রীযুতের কৌন্সেলের হজুরে দিবার কথা।

যে জিলার মোতালকে এমত গ্রাম কিম্বা থানার পত্তন হয় সেই জিলার কালেক্টরসাহেব যদি এমত সংবাদ পান্ যে সেই জিলার মোতালকের কোন ভূম্যধিকারির অধিকার ভূমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বকে কিম্বা নীলামে বিক্রয় হইবেক ও সেই অধিকারের মধ্যে অকর্ম্মণ্যের জায়গীরের যোগ্য পতিত ভূমি থাকে তবে সেই কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই সংবাদ শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠান্ তথায় সে সংবাদ সুগোচর হইলে সে অধিকার সরকারে খরীদ করিতে হয় কি না হয় যে উচিত তাহাই ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে হুকুম হইবেক।

৮ ধারা।

অকর্ম্মণ্যেরা সরকা

যে কালে কোন অকর্ম্মণ্য সরকারের নিজের ভূমি অর্থাৎ খাসের খরীদা অধিকা

রের

রের মধ্যে ভূমি জায়গীর পায় সে কালে সরকারের মালগুজারদিগের অধিকারের মধ্যের ভূমির যে নিয়মে জায়গীর পাইবার ধার্য্য আছে সেই নিয়মে সেই অকর্ম্মণ্য সরকারের নিজের ভূমির মধ্যে পাইবেক অথবা অন্য যে নিয়মে দেওয়া শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে উচিত জানেন্ সেই নিয়মে দিতে তাহা জায়গীর দার পাইবার পূর্ব্বে হুকুম করিবেন ইতি।

রের নিজের ভূমিতে জায়গীর পাইলে তাহা যে নিয়মে সরকারের মালগুজার ভূম্যধিকারির অধিকারে পাইবার ধার্য্য আছে তদনুসারে পাইবার কথা।

বর্জিতের কথা।

৯ ধারা।

যে কোন স্ত্রীলোক আপন স্বামির মরণানন্তর তাহার জায়গীর ভূমি উত্তরাধিকারিত্বক্রমে পায় সে স্ত্রীলোক যদিস্যাৎ পুরুষান্তরকে স্বামী করে তথাপি সে ভূমি সে স্ত্রীলোকের হস্ত ছাড়া হইবেক না অধিকন্তু সে স্ত্রীলোক মরিলে পরেও শরা কিম্বা শাস্ত্রের মতানুসারে তাহার উত্তরাধিকারী যে হয় তাহার ভোগদখলে সেই ভূমি আসিবেক ইতি।

কোন স্ত্রীলোক আপন স্বামির মরণানন্তর তাহার জায়গীর ভূমি উত্তরাধিকারিত্বক্রমে পাইয়া ভর্ত্রন্তর করিলেও সে ভূমি সে স্ত্রীলোকের হস্ত ছাড়া না হইবার ও সে স্ত্রীলোকেরমরণানন্তর সে ভূমি তাহার উত্তরাধিকারিকেও আর্শবার কথা।

১০ ধারা।

রেগুলেটিং অফিসর ও তাহার যে নায়েবেরা গ্রাম কিম্বা থানার সরবরাহকারী কার্য্যে নিযুক্ত হয় তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে সেই গ্রাম কিম্বা থানার মধ্যের স্থায়ী কোন অকর্ম্মণ্যের সহিত তথাকার নিবাসী অন্য সিপাহী অথবা ব্যক্ত্যন্তরের নিজাচার ও ব্যবহার এবং মারিপীটআদির সহজ বিরোধ যে হয় তাহার নিষ্পত্তি বিবেচনাপূর্ব্বক যে বিহিত জানে তদনুসারে করে ইতি।

অকর্ম্মণ্যপ্রভৃতির নিজাচার ও ব্যবহার এবং মারিপীটআদির সহজ বিরোধের নিষ্পত্তি রেগুলেটিং অফিসর করিবার কথা।

১১ ধারা।

যদি কোন অকর্ম্মণ্যের নামে লম্পটতাদি আত্যন্তিক দুষ্কর্ম্মের মোকদ্দমার নালিশ হয় তবে রেগুলেটিং অফিসরপ্রভৃতির কর্ত্তব্য যে তাহার বিচারকারণ সেই অকর্ম্মণ্যের উপর কোর্ট মার্সিয়াল চাহর ও মঞ্জুর করে।

যেং হেতুতে অকর্ম্মণ্যদিগের উপর কোর্ট মার্সিয়াল হইবেক তাহার কথা।

১২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি কোন থানাদিগরের স্থায়ী অকর্ম্মণ্যের সহিত তথাকার নিবাসী অন্য সিপাহী কিম্বা ব্যক্ত্যন্তরের যেং কর্জা কিম্বা অন্য এককারী এলাকা সেই থানাদিগরের সরহদ্দের মধ্যে হইয়া থাকে তাহার অথবা যেং স্থাবর কিম্বা অস্থাবর বস্তু সেই থানাদিগরের সরহদ্দের মধ্যে রহে সে বিষয়ের বিরোধ হয় তবে উভয় বিবাদির সাধ্য আছে যে সেই বিরোধের মোকদ্দমার নিষ্পত্ত্যর্থে মাতবর ও সুখ্যাত জনেক কিম্বা জন কএককে মধ্যস্থাদরণ করে অতএব সেই সকল মোকদ্দমার সমাধার নিমিত্তে মধ্যস্থাদরণে যে ব্যবস্থা তাহা রেগুলেটিং অফিসরের বিজ্ঞাপন জন্যে নীচে লেখা যাইতেছে।

অকর্ম্মণ্যদিগের আপোসে থানাদিগরের স্থাবরাদির বিরোধ ভঞ্জনার্থে তাহারা মধ্যস্থাদরণের শক্তি রাখিতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয়

রেগুলেটিং অফিসর মাতবর লোকদিগেরে সালিসী করিতে বাঞ্ছিত করাইবার কথা।

উভয় বিবাদিতে আপনারদিগের মোকদ্দমা সালিসদিগেরে সমর্পণ করিতে বাঞ্ছিত হইবার কারণ রেগুলেটিং অফিসর চেষ্টা করিবার কথা।

উভয়ে সালিস ঠাহরিবার ও তাহারা বিনা বেতনে নিষ্পত্তি করিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—রেগুলেটিং অফিসরের প্রতি হুকুম করা যাইতেছে যে যত পারে মাতবর ও সুখ্যাত লোকদিগেরে সালিসী কার্য্য করিতে বাঞ্ছান্বিত করায় কিন্তু রেগুলেটিং অফিসরের কর্ত্তব্য নহে যে এ বিষয়ে কিছু অত্যাচার ও জবরদস্তী করে। এবং কদাচিত ইহাও না হয় যে তাহার নিজের চাকর কিম্বা আমলাদিগেরে কেহ সালিসী কার্য্যের ভার আপন শিরে লয়। আর রেগুলেটিং অফিসরকে হুকুম আছে যে সমস্ত মোকদ্দমার উভয় বিবাদিতে স্বেচ্ছা ও সম্মতিক্রমে আপনারদিগের মোকদ্দমাসকল বিচার ও নিষ্পত্ত্যর্থে যে মধ্যস্থের নিকটে উপস্থিতকরণ উভয়ের মনস্থ হয় তাহার নিকটেই উপস্থিত করাইতে যথোচিত চেষ্টা করে কিন্তু এ বিষয়েও কোন প্রকারে অত্যাচার ও জবরদস্তী না হয়। আর সকল মোকদ্দমাতেই উভয় বিবাদির বিবেচনাক্রমে মধ্যস্থ সকল ঠাহর ও আদরণ হইবেক ও সেই মধ্যস্থেরা বেতন ও রসুমের আপত্তি না করিয়া সেই সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেক।

উভয় বিবাদিতে মোকদ্দমা মধ্যস্থকে সমর্পণ করিতে চাহিলে রেগুলেটিং অফিসর যে উদ্যোগ করিবেক তাহার কথা।

মধ্যস্থেরা নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে আপনারদিগের রফানামা দাখিল না করিলে যে সকল উদ্যোগ ধার্য্য আছে তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যে কালে কোন মোকদ্দমা বিচারার্থে সালিসের স্থানে সমর্পণ হয় সে কালে রেগুলেটিং অফিসরের কর্ত্তব্য যে তাহার উভয় বিবাদির স্থানে এই নিদর্শনে একরারনামা যে আমরা এই মধ্যস্থের নিষ্পত্তি মানিব এবং ঐ নিষ্পত্তি আদালতের ডিক্রীর ন্যায় হইবেক লেখাইয়া লয় আর রেগুলেটিং অফিসরের উচিত যে মধ্যস্থের কৃতনিষ্পত্তিপত্র এতাবতা রফানামা দাখিল হইবার মিয়াদ যত দিন নিরূপণকরণ উচিত জানেন তত দিন নিরূপণ করিয়া সালিসনামায় লেখা যায়। আর যদি কোন মোকদ্দমা দুই জন কিম্বা ততোধিক জন মধ্যস্থকে সমর্পণ হয় ও তাহারা অনৈক্যপ্রযুক্ত কিম্বা কারণান্তরে আপনারদিগের রফানামা নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে দাখিল না করে এমত হয় তবে তাহার সমাধার এক শেষের কারণ যে সকল উদ্যোগ নির্দ্ধারিত আছে তাহার বেওরা এই যে যদি সে মোকদ্দমা দুই জন কিম্বা ততোধিক জন মধ্যস্থকে তাহারা গণনায় যুগ্ম হয় কি অযুগ্মইবা হউক সমর্পণ হয় তবে সে মোকদ্দমার উভয় বিবাদির সাধ্য থাকিবেক যে সেই কালেই এক জন আমীনের নাম ঠাহরে অথবা যদি মধ্যস্থেরা তিন জন কিম্বা ততোধিক জন থাকে ও গণনাক্রমে অযুগ্ম হয় তবে উভয় বিবাদির শক্তি রহিবেক যে হয় সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তির সীমা অধিক জন মধ্যস্থের একবাক্যতাক্রমের বিবেচনানুসারের প্রতি রাখে না হয় সেই মধ্যস্থদিগের সকলকে ভার দেয় যে তাহারা জনেক আমীনের নাম ঠাহরে আর কর্ত্তব্য যে সেই আমীনেরো নাম রফানামা দাখিল হইবার মিয়াদ নিদর্শনে যে সালিসনামা লেখা যায় তাহাতেই লিপি হয় আর জনেক আমীনের নাম ঠাহর হইলে যদি মধ্যস্থেরা নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে আপনারদিগের রফানামা দাখিল না করে তবে সেই মিয়াদ গত হইবার সময়অবধি সেই মধ্যস্থদিগের নিকটহইতে মাধ্যস্থী ভার উঠিয়া সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তির ভার সেই আমীনের প্রতিই হইবেক।

যে কালে সালিসী একরারনামা লেখাইয়া লওয়া যায় সেকালে রেগু

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যে কালে বিচারার্থে মোকদ্দমা মধ্যস্থকে সমর্পণ হইয়া উপরের প্রকরণের লিখিত পাঠক্রমে একরারনামা লেখাইয়া লওয়া যায় সে কালে রেগুলেটিং

লেটিং

লেটিং অফিসরের কর্ত্তব্য যে সে মোকদ্দমা তাহার বিচারার্থে সমর্পণ হইবার নিদর্শনে আপন মোহর ও দস্তখতে এক সালিসনামা সালিসী আরজীর নকলসমেত মধ্যস্থের নিকটে পাচায় তাহাতে সেই মধ্যস্থের কর্ত্তব্য যে উভয় বিবাদির উত্তর প্রত্যুত্তর ও সাক্ষিদিগের প্রামাণ্য কথা শুনিয়া এবং উভয়ের নিদর্শনে কাগজপত্র দৃষ্টি করিয়া সেই মোকদ্দমার বিচারে মনোযোগী হয় ইহাতে থানাদিগরের সীমাসরহদ্দের মধ্যের নিবাসী যে সাক্ষিদিগের প্রামাণ্য কথা মধ্যস্থ কিম্বা উভয় বিবাদিতে চাহে তাহারদিগের হাজিরহওনের অর্থে রেগুলেটিং অফিসরের উচিত যে সেই সাক্ষিকে ডাকাইয়া আনায় যদি থানাদিগরের সীমাসরহদ্দের বাহিরের নিবাসী কোন সাক্ষির কথা শুনিবার আবশ্যক হয় তবে ঐ অফিসরের কর্ত্তব্য যে সে কারণে যে জিলার মোতালকে সেই সাক্ষী থাকে সেই জিলার দেওয়ানী আদালতে তাহার জোবানবন্দী করাইয়া লইবার জন্য তথাকার সরকারী উকীলের নিকটে সওয়াল পাঠায় সেই উকীলের উচিত যে সেই সওয়াল পাইলে পর আদালতে সেই সাক্ষিকে হাজির করাইয়া তাহার জোবানবন্দী লইবার কারণ সেই আদালতের জজসাহেবের নিকটে দরখাস্ত করে ও তদনুসারে তথায় সেই সাক্ষির তলব হইয়া হাজির আইলে যে সময়ে তাহার জোবানবন্দী হয় সে সময়ে সেই আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই জোবানবন্দী সেই রেগুলেটিং অফিসরের নিকটে পাঠান্।

লেটিং অফিসর যে উদ্যোগ করিবেক তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—মধ্যস্থ কিম্বা আমীন যে বেওরা কৈফিয়ৎ জানিতে চাহে তাহার অথবা আবশ্যক প্রামাণ্য কোন কথা না জানিতে পারিবার কারণে কিম্বা নিমিত্তান্তরে যদি আপনার রফানামা নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে দাখিল না করিতে পারে তবে রেগুলেটিং অফিসরের ক্ষমতা আছে যে রফানামা দাখিল হইবার নিমিত্তে আর এক মিয়াদ নিরূপণ করে কিন্তু সেই মধ্যস্থ দুসরা মিয়াদেও রফানামা দাখিল না করিলে যদি সে মোকদ্দমায় অনেক আমীন নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে তবে রেগুলেটিং অফিসরের কর্ত্তব্য যে তদনুসারে তাহারো রফানামা দাখিল হইবার মিয়াদ নির্ণয় করে।

যে কালে মধ্যস্থদিগের রফানামা দাখিল হইবার নিমিত্তে অন্য মিয়াদ নিরূপণকরণের ক্ষমতা রেগুলেটিং অফিসরের আছে তাহার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—যে কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তির ভার মধ্যস্থ কিম্বা আমীনের প্রতি হয় তাহা সমাধা পাইলে পর তাহার কর্ত্তব্য যে আপন মোহর ও দস্তখতে সেই মোকদ্দমার মোতালক রোয়দাদ ও জোবানবন্দী ও নিদর্শনী সমস্ত কাগজপত্রসমেত রফানামা রেগুলেটিং অফিসরের নিকটে দাখিল করে। আর সেই অফিসরের উচিত যে সেই রফানামার অনুসারে ডিক্রী করে এমতে সে ডিক্রী সেই অফিসরের কৃত অন্যং ডিক্রীর ন্যায় জারী হইবেক।

মধ্যস্থ ও আমীনেরা নিষ্পত্ত্যন্তে মোকদ্দমার কাগজপত্র রেগুলেটিং অফিসরের নিকেট দাখিল করিবার কথা।

রফানামার অনুসারে ডিক্রী হইবার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—মধ্যস্থের কোন রফানামা রদ হইবেক না যদি দুই জন মাতবর সাক্ষির স্বকৃতিক্রমে রেগুলেটিং অফিসরের নিকটে সেই মোকদ্দমায় মধ্যস্থ ঘুষ লইয়াছে

মধ্যস্থেরা ঘুষলওন কিম্বা পক্ষপাতকরণ প্র

মাণ না হইলে তাহার দিগের কৃত নিষ্পত্তি রদ না হইবার কথা।

লইয়াছে কিম্বা পক্ষপাত করিয়াছে এমত প্রমাণ না হয় ও যদি ঘুষলওন কি পক্ষপাতকরণ প্রমাণ হয় তবে ঐ অফিসর আপন বুদ্ধ্যানুসারে তাহা রদ কি মতান্তর করিতে পারেন্ কিন্তু ঐ অফিসর সাবধান হইবেন যে ঘুষলওন কি পক্ষপাতকরণ প্রমাণ হওনব্যতিরেকে ঐ রফানামা কোনপ্রকারে রদ-কি মতান্তর না হয় ইতি।

১৩ ধারা।

মোকদ্দমার নিষ্পত্ত্যর্থে উভয় বিবাদিতে মধ্যস্থা দরণ না করিলে তাহার নিষ্পত্তি রেগুলেটিং অফিসর আপনি করিবার কথা।

যদি উভয় বিবাদিতে মোকদ্দমার নিষ্পত্তির কারণ মধ্যস্থাদরিতে সম্মত না হয় তবে রেগুলেটিং অফিসরের কর্ত্তব্য যে যেমতে বিহিত জানে সেই মতেই সে মোকদ্দমার বিচারে আপনি মনোযোগী হইয়া নিষ্পত্তি করে ইতি।

১৪ ধারা।

সাক্ষিদিগকে সুকৃতি করাইয়া জোবানবন্দী লইতে রেগুলেটিং অফিসরকে শক্ত্যর্পণের কথা।

কেহ মিথ্যা সুকৃতি করিলে তাহার নামে ফৌজদারীর সাহেবের নিকটে নালিশ হইবার কথা।

থানাদিগরের সীমাসরহদ্দের মধ্যের কোন লোকের সাক্ষ্য শুনিবার আবশ্যক হইলে তদর্থে রেগুলেটিং অফিসরকে শক্তি দেওয়া যাইতেছে যে সেই সাক্ষিকে ডাকাইয়া সুকৃতিপূর্ব্বকে তাহার জোবানবন্দী লয়। তাহাতে যদি সেই অফিসর এমত জানে যে সেই সাক্ষী মিথ্যা সুকৃতি করিয়াছে তবে সেই অফিসরের সাধ্য আছে যে সে নিমিত্তে সেই সাক্ষির নামে সরকারী উকীলের মারফতে তথাকার জিলার ফৌজদারীর সাহেবের নিকট নালিশ করে।

১৫ ধারা।

রেগুলেটিং অফিসর আপনকৃত ডিক্রীর মতাচরণ যে মতে করিবেক তাহার কথা।

রেগুলেটিং অফিসরের ক্ষমতা আছে যে যে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ও ডিক্রী আপনি করে তাহার অনুসারে হক্‌দারের হক্ দেওয়ায় ইহাতে যদি দেনদার ব্যক্তি তাহা না দেয় তবে সেই অফিসরের কর্ত্তব্য যে সেই থানাদিগরের সীমাসরহদ্দের মধ্যে সেই দেনদারের যে বস্তু থাকে তাহা বিক্রয়ের দ্বারা তাহা পরিশোধ করায়।

১৬ ধারা।

যেং মোকদ্দমার বিচারাদির ভার রেগুলেটিং অফিসরের প্রতি নাই তাহার কথা।

রেগুলেটিং অফিসরের কর্ত্তব্য নহে যে এমত কোন মোকদ্দমার নালিশ গ্রাহ্য করে যে সে মোকদ্দমার হেতু কিম্বা যে বস্তুর দাওয়া উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা সেই থানার সীমাসরহদ্দের বাহিরে রহে। জানিবেক যে এমত সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি যে জিলার মোতালক সে সকল মোকদ্দমা সেই জিলার দেওয়ানী আদালতে হইবেক ইতি।

১৭ ধারা।

১৭ ধারা।

রেগুলেটিং অফিসরের ক্ষমতা যে মোকদ্দমার নিষ্পত্তিকরণের বিষয়ে আছে তাহাতে তাহার কর্ত্তব্য নহে যে সে মোকদ্দমার আঞ্জাম পঁহুছাইবার কারণ দেনদারের যে বস্তু তাহার মোতালক থানাদিগরের সীমাসরহদ্দের বাহিরে থাকে তাহা বিক্রয় করে অতএব সেই অফিসরের উচিত যে তাহার মোতালক থানাদিগরের সরহদ্দের মধ্যের নিবাসী কোন অকর্ম্মণ্য কিম্বা অন্য লোকের কর্জ্জা কিম্বা অপর এক রারী যে মোকদ্দমার ডিক্রী করে সেই ডিক্রীর মতাচরণের নিমিত্তে যদি দেনদারের তদুপযুক্ত বস্তু সেই থানাদিগরের সরহদ্দের মধ্যে না রহে তবে সেই সরহদ্দের বাহিরে তাহার যে বস্তু রহে অথবা রাখিয়া থাকে তাহাহইতে সেই ডিক্রীর মতাচরণার্থে যে জিলার মোতালক স্থানে সেই বস্তু থাকে সেই জিলার দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নিকটে আপনকৃত সেই ডিক্রীর নকল সরকারী উকীলের মারফতে পাঠায় তাহাতে যদি সে মোকদ্দমার আপীল না হয় তবে সেই জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে তাঁহার আপনকৃত ডিক্রীর মতাচরণ হইবার যেরূপ নির্দ্ধারিত আছে সেই রূপেই সেই অফিসরের কৃত ডিক্রীর মতাচরণকারণ সেই দেনদারের বস্তু নীলামে বিক্রয় করাইয়া হক্দারের হক্ দেওয়ান্ ইতি।

রেগুলেটিং অফিসর আপনকৃত ডিক্রীর আঞ্জামকারণ আপন মোতালক থানাদিগরের সরহদ্দের বাহিরের স্থিত দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় না করিবার কথা।

রেগুলেটিং অফিসর থানাদিগরের সরহদ্দের বাহিরে দ্রব্যসামগ্রী থাকিলে তাহা যে মতে বিক্রয় করাইবেক তাহার কথা।

১৮ ধারা।

রেগুলেটিং অফিসরের কর্ত্তব্য নহে যে আপন মোতালক থানার সরহদ্দের বাহিরে আপনার কোন হুকুম চালায় ও হুকুমৎ জারী করে।

রেগুলেটিং অফিসর নিজ মোতালক থানার সীমার বাহিরে আপন হুকুম না চালাইবার কথা।

১৯ ধারা।

থানাদিগরের সীমাসরহদ্দের মধ্যের নিবাসী অকর্ম্মণ্য ও অন্য লোকদিগের সাধ্য আছে যে যদি তাহারদিগের উভয়তঃ কোন মোকদ্দমা প্রথমতঃ রেগুলেটিং অফিসরের নিকটে উপস্থিত না করিয়া তাহা সেই জিলার দেওয়ানী আদালতে দরপেশ করিতে চাহে তবে তাহা করিতে পারিবেক।

থানাদিগরের নিবাসিরা আপনারদিগেরমোকদ্দমা আদৌ রেগুলেটিং অফিসরের নিকটে উপস্থিত না করিয়া তথাকার জিলার দেওয়ানী আদালতে করিতে পারিবার কথা।

২০ ধারা।

যদি কোন রেগুলেটিং অফিসরের নিকটে তাহার মোতালক থানাদিগরের সীমাসরহদ্দের মধ্যের নিবাসী কোন অকর্ম্মণ্যের নামে খুনী কিম্বা ডাকাইতী অথবা চুরী কিম্বা অন্য গুরুতরাপরাধকরণের মোকদ্দমার নালিশ উপস্থিত হয় তবে সেই অফিসরের কর্ত্তব্য যে তাহাকে তথাকার জিলার ফৌজদারীর সাহেবের নিকটে চালান করে তাহাতে সেই সাহেবের উচিত যে ঐ প্রকারের আসামীকে আপনার জারী করা

অকর্ম্মণ্যের উপর খুনকরণাদি মহাপরাধের মোকদ্দমার নালিশ হইলে তাহাকে ফৌজদারীর সাহেবের নিকটে পাঠান রেগুলেটিং অফিসরের কর্ত্তব্যের কথা।

দস্তুরক্রমে ধরিলে যেরূপে তাহার মোকদ্দমার বিচার করিতেন সেইরূপে ঐ অফিসরের চালান করা আসামীর মোকদ্দমার বিচারেও মনোযোগী হন্ ইতি।

২১ ধারা।

রেগুলেটিং অফিসরের কৃত নিষ্পত্তি যেং মোকদ্দমার আপীল জিলার দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবেক তাহার কথা।৮

রেগুলেটিং অফিসরের নিকটে থানাদিগরের সীমাসরহদ্দের মোতালকে যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় তাহার মধ্যের নগদ টাকার যে মোকদ্দমার দাওয়ার সংখ্যা সিক্কা ৫০ পঞ্চাশের অধিক হয় তাহার ও জিনিসের যে মোকদ্দমার দাওয়ার বস্তুর মূল্য সিক্কা ৫০ পঞ্চাশ টাকার অতিরিক্ত হয় তাহার ও স্থাবর বস্তুর সমস্ত মোকদ্দমার আপীল তথাকার জিলার দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের স্থানে হইতে পারিবেক যদি তাহার আপেলাণ্ট সেই অফিসরের কৃত নিষ্পত্তির তারিখহইতে ৬ ছয় হপ্তার মধ্যে আপীলের দরখাস্তী আরজী সেই সাহেবের নিকটে দেয় ইতি।

২২ ধারা।

থানার মধ্যের নিবাসিদিগের দাওয়া থানার বাহিরের নিবাসিদিগের উপর থাকিলে ও থানার বাহিরের নিবাসিদিগের দাওয়া থানার মধ্যের নিবাসিদিগের উপর রহিলে সে সকল মোকদ্দমাই কেবল জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে কিম্বা ফৌজদারীর সাহেবের নিকটে উপস্থিত হইবার কথা।

জানিবেক যে যদি কোন থানাদিগরের মধ্যের নিবাসী কোন অকর্ম্মণ্য কিম্বা অন্য সেই থানাদিগরের সীমাসরহদ্দের বাহিরের নিবাসী কাহারো উপর দেওয়ানী আদালত কিম্বা ফৌজদারীর মোতালক কোন মোকদ্দমার দাওয়া রাখে কিম্বা সেই সীমাসরহদ্দের বাহিরের নিবাসী কাহারো সেই সীমাসরহদ্দের মধ্যে নিবাসী কোন অকর্ম্মণ্য অথবা অন্যের উপর দেওয়ানী আদালত কিম্বা ফৌজদারীর এলাকার কোন দাওয়া থাকে তবে সে মোকদ্দমা কেবল তথাকার জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে অথবা ফৌজদারীর সাহেবের নিকটে দরপেশ হইবেক ইতি।

২৩ ধারা।

থানাদিগরের মধ্যের নিবাসী অকর্ম্মণ্য ও তাহার উত্তরাধিকারির মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব সরকারী উকীলের মারফতে জিলা ও শহরের আদালতে করাইতে রেগুলেটিং অফিসরের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

থানাদিগরের নিবাসী যে কোন অকর্ম্মণ্য কিম্বা তাহার উত্তরাধিকারী আপন নিজ কিম্বা পৈতৃক জায়গীর ভূমি সমুদায়ে কিম্বা তাহার অংশে ভোগবান থাকে তাহারদিগের কোন মোকদ্দমা জিলা কিম্বা শহরের আদালতে দরপেশ হইতে লাগিলে তাহারা নিজে আদালতে হাজির হইয়া সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিতে যে ব্যামোহ হয় তাহা দূর হইবার কারণ সেই থানাদিগরের রেগুলেটিং অফিসরের অবশ্যকর্ত্তব্য এই যে নীচের লিখিত বেওরানুসারে তাহারদিগের সকল মোকদ্দমা সরকারী উকীলের মারফতে সেই জিলা কিম্বা শহরের আদালতে দরপেশ করাইয়া কিম্বা কেহ করিলে তাহার সওয়াল ও জওয়াব বিনাখরচায় করায়।

দেওয়ানী আদালত কিম্বা ফৌজদারীর মোতালক যেং মোকদ্দমা তাহার এবং ২০ বিংশতি ধারা

১ এক বেওরা এই যে থানাদিগরের মধ্যের নিবাসী কোন অকর্ম্মণ্য কিম্বা তাহার উত্তরাধিকারির যে কোন মোকদ্দমা সেই থানাদিগরের সীমাসরহদ্দের বাহিরের নিবাসী কাহারো উপর দেওয়ানী আদালত কিম্বা ফৌজদারীর মোতালকে থাকে এবং

২০ বিংশতি

২০ বিংশতি ধারার লিখনানুসারে ফৌজদারীর মোতালক যেং মোকদ্দমার বিচার করিতে রেগুলেটিং অফিসরের প্রতি নিষেধ আছে তাহা থানাদিগরের মধ্যের নিবাসী কোন অকর্ম্মণ্য কিম্বা অন্যের উপর রহে।

ক্রমে যেং মোকদ্দমার বিচার করিবে রেগুলেটিং অফিসরের প্রতি নিষেধ তাহার।

২ দ্বিতীয় বেওরা এই যে।—থানাদিগরের সীমাসরহদ্দের বাহিরের নিবাসী কেহ থানাদিগরের মধ্যের নিবাসী অকর্ম্মণ্য কিম্বা তাহার উত্তরাধিকারির উপর দেওয়ানী আদালতের মোতালক যে কোন মোকদ্দমার দাওয়া করে।

কিম্বা দেওয়ানী আদালতের মোতালক যে কোন মোকদ্দমার দাওয়া থানাদিগরের বাহিরের নিবাসিরা করে তাহার।

৩ তৃতীয় বেওরা এই যে।—থানাদিগরের মধ্যের স্থায়ী কোন অকর্ম্মণ্য কিম্বা অন্য কাহারো কোন মোকদ্দমা তথাকার মধ্যের নিবাসী অন্য অকর্ম্মণ্য কিম্বা তাহার উত্তরাধিকারির উপর থাকিলে যদি সেই আসামী সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি রেগুলেটিং অফিসর কিম্বা মধ্যস্থের দ্বারা করাইতে চাহিয়া থাকিলেও ফরিয়াদী প্রথমতো দেওয়ানী আদালতে সে মোকদ্দমার নালিশ করেঁ।

কিম্বা উভয়েতে রেগুলেটিং অফিসরপ্রভৃতির দ্বারা দাওয়ার নিষ্পত্তি করাইতে একবাক্য হইলেও সে নালিশ দেওয়ানী আদালতে প্রথমতো যদি উপস্থিত হয়।

৪ চতুর্থ বেওরা এই যে।—উপরের লিখিত তিন বেওরাক্রমে রেগুলেটিং অফিসরের প্রতি সরকারী উকীলের মারফতে যেং মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করাইবার ক্ষমতার্পণ হইল তাহাতে জানিবেক যে তাহা কেবল সেই থানাদিগরের মধ্যের নিবাসী অকর্ম্মণ্য কিম্বা তাহার উত্তরাধিকারির মোকদ্দমার উপরেই থাকিবেক তদ্ভিন্ন যে কেহ সেই থানাদিগরের মধ্যে বাস করে তাহার ও তথাকার বাহিরের নিবাসী অকর্ম্মণ্য কিম্বা তাহার উত্তরাধিকারী কাহারো মোকদ্দমার প্রতি সে ক্ষমতা থাকিবেক না ইতি।

ঐ সকল বেওরাক্রমে যে ক্ষমতা রেগুলেটিং অফিসরকে অর্পণ হইল তাহা কেবল থানাদিগরের মধ্যের নিবাসী অকর্ম্মণ্য ও তাহার উত্তরাধিকারির মোকদ্দমার প্রতিই থাকিবার কথা।

২৪ ধারা।

রেগুলেটিং অফিসরকে নিষেধ আছে যে অকর্ম্মণ্যদিগের যে সকল মোকদ্দমা নীচের লিখিত বেওরাক্রমের হয় সে সকল মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবকারণ সরকারী উকীলকে প্রবৃত্ত না করে।

অকর্ম্মণ্যদিগের নীচের লিখিত বেওরাক্রমের মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব সরকারী উকীলের মারফতে না করাইবার কথা।

এক বেওরা এই যে।—সমস্ত অকর্ম্মণ্য ও তাহারদিগের উত্তরাধিকারিসকলের প্রতি সরকারের যে অনুগ্রহ তাহারদিগের মোকদ্দমাসকলের সওয়াল ও জওয়াব সরকারী উকীলের মারফতে করাইবার অনুসারে প্রকাশ হইয়াছে তাহা বৃথা না হইবার কারণ রেগুলেটিং অফিসরের কর্ত্তব্য যে তাহারদিগের উপরের ধারার বেওরাক্রমের যেং মোকদ্দমার দাওয়া অসঙ্গত জানে তাহার সওয়াল ও তদনুসারের যেং মোকদ্দমার দাওয়া তাহারদিগের উপর অন্য২ লোকের সঙ্গত থাকে তাহার জওয়াব করিতে সরকারী উকীলকে অনুমতি না দেয় জানিবেক যে এমত সকল মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব সমস্ত অকর্ম্মণ্য ও তাহারদিগের উত্তরাধিকারিসকলের নি

অকর্ম্মণ্যপ্রভৃতির দাওয়া মিথ্যা জানিলে ও তাহারদিগের উপরের দাওয়া সত্য জানিলে।

জের কর্ত্তব্য হইবেক কিম্বা নিজের খরচে অন্যং উকীল রাখিয়া তাহারদিগের মার ফতে করাইবেক।

কিম্বা কেহ বিংশতি ধারাক্রমের নালিশের যোগ্য হইলে।

২ দ্বিতীয় বেওরা এই যে।—যদি কোন থানাদিগরের কোন অকর্ম্মণ্য কিম্বা তাহার উত্তরাধিকারির উপর তথাকার স্থায়ী অন্য কেহ অথবা তথাকার সীমার ‥দের বাহিরের নিবাসী কেহ ২০ বিংশতি ধারাক্রমের ফৌজদারীর মোতালক কোন মোক দ্দমার নালিশ করে।

কিম্বা তাহার উত্তরাধিকারী রেগুলেটিং অফিসরের কৃত নিষ্পত্তির উপর আপীল করিলে।

৩ তৃতীয় বেওরা এই যে।—যদি কোন অকর্ম্মণ্য কিম্বা তাহার উত্তরাধিকারী রেগু লেটিং অফিসরের কৃতনিষ্পত্তিতে মন্যত না হইয়া তাহার উপর আপীল করে।

কিম্বা তাহারা মোকদ্দমার নালিশ প্রথমতো দেওয়ানী আদালতে করিতে একবাক্য হইলে।

৪ চতুর্থ বেওরা এই যে।—যদি কোন অকর্ম্মণ্য কিম্বা তাহার উত্তরাধিকারী আপ নারদিগের কোন মোকদ্দমা উভয়েতে ১৯ উনবিংশতি ধারানুসারে প্রথমতঃ দেওয়ানী আদালতে দরপেশ করে।

২৫ ধারা।

দেওয়ানী আদালত ও ফৌজদারী ওপোলীসের হুকুম যে মতে থানাদিগরের সরহদ্দের বাহিরে চলে সেই মতে তাহার মধ্যেও চলিবার কথা।

সমস্ত থানাদিগরের সীমাসরহদ্দের মধ্যের নিবাসিদিগের উপর সকল দেওয়ানী আদালত ও ফৌজদারী ও পোলীসের হুকুম চলিবেক যদি কেহ সে হুকুম না মানে তবে কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের লিখনানুসারে ছাপা ও জারীহওয়া আইন সকলের মতে সেই আদালত কিম্বা ফৌজদারীর সাহেব সেই অপরাধির প্রতি যে দণ্ড অথবা শাস্তির ধার্য্য করেন্ তাহা থানাদিগরের নিবাসী কি অকর্ম্মণ্য কি তাহার উত্তরাধিকারী কি তদ্ভিন্ন লোক যে হউক তাহারি মান্য হইবেক ইতি।

২৬ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৫ পঞ্চদশ আইনের নকল থানাদিগরের সকল কাছারীতে লট্‌কাইবার ও তদনুসারের মোকদ্দমার নিষ্পত্তি তদ্দৃষ্টে রেগুলেটিং অফিসর করিবার কথা।

রেগুলেটিং অফিসরের কর্ত্তব্য যে যত পারে অকর্ম্মণ্যদিগকে উভয়তঃ কর্জ্জ দেওয়া ও লওয়ায় যত্নরহিত করায় আর উচিত যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৫ পঞ্চদশ আইনের নকল থানাদিগরের সকল কাছারীতে লট্‌কান যায় ও তাহাতে কর্জ্জা কিম্বা অন্য মতের মোকদ্দমার নিষ্পত্তির যে ব্যবস্থা লেখা আছে সে সকল মতের মোকদ্দমার যাহা থানাদিগরের এলাকার মধ্যে উপস্থিত হয় তাহার নিষ্পত্তি তদ্দৃষ্টে সেই অফিসর করে ইতি।

২৭ ধারা।

ভূমি যাবৎ জায়গীরদারের দখলে থাকে তাবৎ কর্জ্জের কারণ বন্ধক ও তাহার মরণানন্তর তা

অকর্ম্মণ্যদিগের জায়গীর ভূমি যাবৎ তাহারদিগের ভোগদখলে থাকে তাবৎ তাহারদিগের কাহারো ভূমি কর্জ্জের নিমিত্তে বন্ধক হইবেক না এবং তাহারা মরিলে পরেও তাহারদিগের কাহারো ভূমি তাহার কৃত কর্জ্জ শোধের জন্যে বিক্রয় হইতে পারি বেক

বেক না কিন্তু সে ভূমি অকর্ম্মণ্যের উত্তরাধিকারিকে অর্শিলে সেই উত্তরাধিকারির ক্ষম তা থাকিবেক যে তাহার আপনকৃত কর্জ্জ শোধের কারণ সেই ভূমি বিক্রয় করে ইতি।

হাব কর্জ্জশোধের নিমিত্তে বিক্রয় হইতে না পারিবার কথা।

২৮ ধারা।

অকর্ম্মণ্যের একং জনে নীচের লিখিত বেওরাক্রমে ভূমি জায়গীর পাইবেক।

যে অকর্ম্মণ্য যত ভূমি জায়গীর পাইবেক তাহার কথা।

বেওরা।

ইনফণ্ট্রি অর্থাৎ পয়দল সিপাহীরদের সুবেদার ও তুরুকসওয়ারের পহিলা জমাদার জন পুতি।	১০০ একশত বিঘা।
ইনফণ্ট্রি জমাদার ও তুরুকসওয়ারের দুসরা জমাদার জন পুতি	৫০ পঞ্চাশ বিঘা।
ইনফণ্ট্রি হাওয়ালদার ও তুরুকসওয়ারের পহিলা দফাদার ও টিণ্ডাল জন পুতি।	৩০ ত্রিশ বিঘা।
ইনফণ্ট্রি নায়েক ও তুরুকসওয়ারের দুসরা দফাদার ও কচ্ছোব জন পুতি।	২৫ পঁচিশ বিঘা।
সিপাহী ও তুরুকসওয়ার ও খালাসী ও টামটামওয়ালা ও সিঙ্গাদার ও বেহেস্তী জন পুতি।	২০ কুড়ী বিঘা।

২৯ ধারা।

মাফিক হুকুম অকর্ম্মণ্যদিগের যাহাকে যে ভূমি জায়গীর দিতে হয় তাহা বিলিবাঁট করিয়া দেওয়া কালেক্টরসাহেব ও রেগ্যুলেটিং অফিসরের কর্ত্তব্য হইবেক ইহাতে আদালতসকলের জজসাহেবদিগেরে নিষেধ আছে যে সেই সকল ভূমির বিষয়ে হস্তনিক্ষেপ না করেন্ এবং তাহা বিলিবাঁট করিবার বিষয়ের কোন নালিশ না শুনেন্ ইতি।

জায়গীর ভূমির বিনা বাঁট যাঁহারদিগের দ্বারা হইবেক তাহার কথা।

৩০ ধারা।

অকর্ম্মণ্যদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারা আপনং থানায় যে যে কালে হাজরীলওয়া যায় সেইং কালে এবং সেওয়ায় জায়গীর যাহারং নগদ মাহিয়ানা বহাল রাখন সরকারে উচিত জানেন্ তাহারা সেই মাহিয়ানা বাঁটিবার সময়েও তথায় হাজির থাকে তাহাতে যদি হাজির না থাকে তবে জানিবেক যে যে গরহাজির হয় তাহার নাম সরকারের দপ্তরহইতে ছাঁটা যাইবেক ও এমতে যে অকর্ম্মণ্যের নাম ছাঁটা যাইবেক তাহার সে বিষয়ের নালিশ কোন আদালতে শুনা যাইবেক না ইতি।

অকর্ম্মণ্যেরা হাজরীর কালে ও নগদ মাহিয়ানা বাঁটিবার সময়ে আপনং থানায় হাজির থাকিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৪৩ ত্রয়শ্চত্বারিংশৎ আইন।

৩১ ধারা।

৫ পঞ্চম ধারায় যে সকল দাঁড়া লেখা আছে তাহা কেবল ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের ২৫ ফিব্রুআরীর পর যে ভূমি জায়গীর দেওয়া গিয়াছে তাহার উপর চলিবার এবং জিলা ভাগলপুর ও জিলা নিজবেহারের থানাদিগর তদনুসারে এক ডৌলে যত হইতে পারে তাহা করিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জানিবেক যে ৫ পঞ্চম ধারায় যে সকল দাঁড়া লেখা গিয়াছে তাহা কেবল অকর্ম্মণ্যদিগেরে যে ভূমি জায়গীর ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের ২৫ ফিব্রুআরী তারিখের পর দেওয়া গিয়াছে ও পশ্চাৎ যাহা দেওয়া যায় তাহার উপরেই চলিবেক কিন্তু ঐ তারিখের পূর্ব্বে জিলা ভাগলপুর ও জিলা বেহারের মধ্যে যে সকল থানাদিগর নির্দ্দিষ্ট করা গিয়াছে তাহাতে তথাকার কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যত পারেন্ তাহার আসল জায়গীরদারদিগের পাওয়া সনন্দ বহাল রাখিয়া সেই সমস্ত জায়গীর ভূমির এই ক্ষণের সকল ভোগবান ও তথাকার ভূম্যধিকারিদিগের সম্মতিতে উপরের লিখিত সমস্ত দাঁড়ানুসারে সেই সকল থানাদিগরের ভূমির করারদাদের ধার্য্য করেন্ ও এমতে যে ভোগবানের করারদাদে ধার্য্য করেন্ তাহার সনন্দ তদনুসার জানা যাইবেক ও তদনুসারেই সেই ভূম্যধিকারির স্বত্ব স্থির রহিবেক এবং সকল অকর্ম্মণ্যের থানাও একপ্রকার হইবেক আর সেই সকল সনন্দানুসারে সমস্ত ভূম্যধিকারী ও অকর্ম্মণ্যদিগের যে স্বত্বাধিকার হয় তাহা আইনের ছায়ার তলে থাকিবেক অতএব এই বাঞ্ছা সফলার নিমিত্তে যাবদীয় কালেক্টরসাহেব ও রেগুলেটিং অফিসরেরদের কর্ত্তব্য যে নীচের লিখনানুসারে সমস্ত কার্য্য করেন্।

জায়গীর ভূমি বিশেষ ৫ পঞ্চম ধারার লিখিত নিয়মক্রমে স্থির রহিবার কারণ ভূম্যধিকারিদিগের সহিত ধার্য্য করিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—চেষ্টা পাইতে হইবেক যে সকল অকর্ম্মণ্য ও তাহারদিগের উত্তরাধিকারিদিগেরে জিলা ভাগলপুর ও জিলা বেহারের মধ্যে ইঙ্গরেজী ১৭৮৯ সালের ১৮ ফিব্রুআরীর আইনের মতে যে ভূমি জায়গীর দেওয়া গিয়াছে তাহাছাড়া সকল জায়গীর ভূমি ৫ পঞ্চম ধারার লিখনানুসারে নির্দ্দিষ্ট হয়।

এই প্রকরণানুসারে থানাদিগরের ভূমির ধার্য্য নয়া ডৌলে করিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—কর্ত্তব্য যে জিলা ভাগলপুর ও জিলা বেহারে যে সকল থানাদিগর নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার ভূমির বিলিবাঁট ২৮ অষ্টাবিংশতি ধারার লিখিত খেদমতের দরজা অর্থাৎ যাহার যে হুদ্দা তাহার বরাওর্দ্দক্রমে নয়া ডৌলে করা যায় এবং অকর্ম্মণ্যদিগের উত্তরাধিকারিরা যে ভূমি পাইয়াছে তাহার উপরেও সেই ধারার সকল হুকুম চলে ইহাতে অকর্ম্মণ্য কিম্বা তাহারদিগের উত্তরাধিকারিরা সেই ধারার লিখিত বরাওর্দ্দের অতিরিক্ত যে ভূমি পাইয়া থাকে তাহা বাজেয়াপ্ত করা যায় কিন্তু যে কোন অকর্ম্মণ্য নিজে কিম্বা তাহার উত্তরাধিকারী আপন পিতৃপিতামহাদির ভূমি উত্তরাধিকারিত্বক্রমে হুদ্দার বরাওর্দ্দছাড়া অধিক ভূমি পাইয়া সেই বরাওর্দ্দের অপেক্ষা অতিরিক্ত ভূমি আবাদ না করিয়া থাকে তাহাতে উচিত যে সেই বরাওর্দ্দের সমান ভূমি তাহার প্রতি বহাল থাকিয়া বাকী ভূমি গরআবাদীর মধ্যহইতে বাজেয়াপ্ত হয় ও যদি সেই বরাওর্দ্দের বেশী ভূমি আবাদ করিয়া থাকে তবে যত ভূমি আবাদ করিয়া থাকে তাহা বাদে গরআবাদী যে ভূমি রহে তাহাই বাজেয়াপ্ত করা যায় ও আবাদী ভূমি সমস্তই তাহার প্রতি স্থিরতর ও বহাল থাকে ইতি।

৩২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৪৩ ত্রয়শ্চত্বারিংশৎ আইন।

৩২ ধারা।

জানিবেক যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৫ ফিব্রুআরী তারিখের পর যেং থানা নির্দিষ্ট করা গিয়াছে তাহাতে আদালতের কর্তৃত্ব থাকিবার অর্থে যে সকল হুকুম আছে সে সকল হুকুম জিলা ভাগলপুর ও জিলা বেহারের মধ্যে যেং থানা এইক্ষণে নির্দিষ্ট আছে তাহার উপরেও চলিবেক ইতি।

যে সকল থানার প্রস্তাব উপরের ধারায় আছে তাহাতে আদালতের হুকুম চলিবার কথা।

৩৩ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জানিবেক যে এই আইনের উপরের ধারাসকলে যেং হুকুম লেখা আছে তাহার সহিত ইঙ্গরেজী ১৭৮৯ সালের ১৮ ফিব্রুআরী ও ১৭৯০ সালের ২৪ দিসেম্বরের হুকুমসকলের মতে অকর্ম্মণ্যেরা যে ভূমি বরাওর্দ্দের দ্বিগুণ পরিমাণে জায়গীর পাইয়াছে তাহার কিছু দায় নাই সে অকর্ম্মণ্যেরা নানা স্থানে আছে এবং তাহারা সিপাহীগিরী খেদমতের হুকুমের নীচা নহে এবং সরকারহইতে কিছু মাহিয়ানাও পায় না এবং সিপাহীগিরী খেদমতের কিছু এলাকাও রাখে না এদেশস্থ অন্যং যাবদীয় প্রজারা যে মত সকল দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের হুকুমের তাবে আছে সে অকর্ম্মণ্যেরাও সেই মত থাকিবেক তাহারা ও তাহারদিগের উত্তরাধিকারিরা সাবেক আইনসকলের হুকুমমাফিক যে জায়গীর ভূমি পাইয়াছে তাহা স্থিরতর ও বহাল রহিবার কারণ কালেক্টরসাহেবদিগের এমত চেষ্টা কর্ত্তব্য যে তাহারদিগেরে তথাকার ভূম্যধিকারিদিগের স্থানহইতে সাবেক আইনসকলের লিখিত সকল নিয়মক্রমে সে ভূমির পাট্টা পাটাই তালুকের অনুসারে দেওয়ান্ ও সেই সকল নিয়মক্রমে সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যে যে ব্যক্তি যে স্থানে যত ভূমি পাইয়া থাকে ও পায় তাহার অপর চেষ্টা ও লট্‌খট্টী দূরের কারণ নীচের লিখনানুসারে হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল।

ইঙ্গরেজী ১৭৮৯ সালের ১৮ ফিব্রুআরী ও ১৭৯০ সালের ২৪ দিসেম্বরের হুকুমসকলের মতে যে অকর্ম্মণ্যেরা বরাওর্দ্দের দ্বিগুণ পরিমাণে ভূমি জায়গীর পাইয়াছে তাহার উপর উপরের ধারা সকলের হুকুম না চলিবার কথা।

২ দ্বিতীয়প্রকরণ।—এ দেশী যে অকর্ম্মণ্যেরা এই ক্ষণে মোকাম মুঙ্গেরে আছে ও পশ্চাৎ যাহারা অকর্ম্মণ্য হয় তাহারা ইঙ্গরেজী ১৭৮৯ সালের ১৮ ফিব্রুআরীর আইনের ১ প্রথম ধারার লিখনানুসারে যে মাহিয়ানা সরকারে পায় তাহার এওজে যদি পতিত ভূমি জায়গীর চাহে তবে তাহারদিগের হুদ্দাক্রমে পাইবার বরাওর্দ্দের যে বেওরা নীচে লেখা যাইতেছে তদনুসারে ভূমি দিয়া সরকারের দপ্তরহইতে তাহারদিগের নাম ছাঁটা যাইবেক।

যে অকর্ম্মণ্যের নাম ছাঁটা যাইবেক সে এই প্রকরণের লিখিত বরাওর্দ্দক্রমে ভূমি জায়গীর পাইবার কথা।

বেওরা।

ইনফন্ট্রি সিপাহীরদের কমাণ্ডর অর্থাৎ সরদার ও তুরুকসওয়ারের রেসালাদার জন প্রতি। .... ৬০০ ছয় শত বিঘা

পে ইনফন্ট্রি

ইনফণ্টি সেপাহানের সুবেদার ও তুরুকসওয়ারের পহিলা জমাদার জন পুতি	৪০০ চারি শত বিঘা
ইনফণ্টি সেপাহানের জমাদার ও তুরুকসওয়ারের দুসরা জমাদার জন পুতি	২০০ দুই শত বিঘা
ইনফণ্টি সিপাহীরদের হাওয়ালদার ও তুরুকসওয়ারের পহিলা দফাদার জন পুতি	১২০ এক শত কুড়ি বিঘা
ইনফণ্টি সিপাহীরদের নায়েক ও তুরুকসওয়ারের দুসরা দফাদার জন পুতি	১০০ এক শত বিঘা
সিপাহী ও তুরুকসওয়ার জন পুতি	৮০ আশী বিঘা

জন পুতি সারেঙ্গ জমাদারের মতে ও টিণ্ডাল হাওয়ালদারের ক্রমে ও কসব নায়েকের অনুসারে ও খালাসী সিপাহীর রূপে পাইবেক।

ঐ ভূমি সরকার বেহার ও সরকার শাহাবাদ ও সরকার রোতাসের যে স্থানে চাহে তথায় দেওয়া যাইবার কথা।

৩ তৃতীয় পুকরণ।—ঐ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার হুকুম এই যে সে ভূমি জিলা সরকার বেহার ও সরকার শাহাবাদ ও সরকার রোতাসের মধ্যে যে গ্রামে যে লইতে চাহে তাহারে সেই গ্রামে দেওয়া যাইবেক।

অকর্ম্মণ্যেরা যে গ্রামে যে ভূমি চাহরে তাহা পাইবার বাধা হইলে কালেক্টরসাহেবেরা যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

৪ চতুর্থ পুকরণ।—সেই আইনের ৩ তৃতীয় ধারার হুকুম এই যেং গ্রামে যে ভূমি পসন্দ ও চাহব হয় তাহা দিতে যদি সেই সকল জিলার কালেক্টরসাহেবেরা কোন আপত্তি দেখেন্ তবে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে সেই গ্রামের নিকটবর্ত্তি গ্রামান্তরে আপত্তিরহিত ভূমি চাহরাইয়া দেন্।

এই ধারার ৩ পুকরণের পুস্তাবিত সকলস্থান ছাড়া স্থানান্তরে ভূমি জায়গীর দিতেও কৌন্সেলে শ্রীযুতের কর্ত্তৃত্ব থাকিবার কথা।

৫ পঞ্চম পুকরণ।—ঐ আইনের ৪ চতুর্থ ধারার হুকুম এই যে অকর্ম্মণ্যদিগেরে পতিত ভূমি জায়গীর ঐ সকল জিলাছাড়া অন্যং জিলাতেও দেওয়া যাইবেক যে সময়ে তাহা দেওয়া শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে উচিত জানেন্।

ভূমির চাহর করিতে কালেক্টরসাহেবদিগের যে মত কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৬ ষষ্ঠ পুকরণ।—ঐ আইনের ৫ পঞ্চম ধারার হুকুম এই যে জিলা বেহার ও জিলা শাহাবাদের কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা চূড়ান্ত হুকুম জানিয়া অকর্ম্মণ্যদিগেরে যে পতিত ভূমি জায়গীর দেন্ তাহা অল্পশ্রমে ও কিঞ্চিৎব্যয়ে আবাদ হইয়া তাহার উপস্বত্ব ত্বরাতেই লাভ হয় এবং তাহার তরদুদকার লোক অনায়াসে যোটে ও অক্লেশে তাহার তরদুদের সরঞ্জাম যোগান যায় এমত উপযুক্ত ভূমি অন্য আবাদী ভূমির নিকটে চাহরাইয়া দেন্।

আসল জায়গীরদারের জীবনাবধি ভূমিতে নিষ্করক্রমে ভোগ রহিবার কথা।

৭ সপ্তম পুকরণ।—ঐ আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারার হুকুম এই যে আসল জায়গীরদার যে ভূমি পাইবেক তাহার যাবজ্জীবন সে ভূমি তাহার উপর কিছু টাক্স ও অপর কোন তলব না হইয়া তাহার ভোগদখলে রহিবেক।

যাহার২ মারফতে ঐ ভূমির সনন্দ দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

৮ অষ্টম পুকরণ।—ঐ আইনের ৭ সপ্তম ধারার হুকুম এই যে জিলা বেহার ও জিলা শাহাবাদে ঐ মতে যে ভূমি জায়গীর দেওয়া যায় তাহার সনন্দ ঐ দুই জিলার

কালেক্টর

কালেক্টরসাহেবদিগের একং জনের মোহর ও দস্তখতে জাঁয়গীরদারেরা পাইবেক তাহাতে সেই কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সেই সকল ভূমির তায়দাদওয়ার হের ফিরিস্তি আপনং এলাকার সিরিস্তায় রাখিয়া তাহার নকল প্রতিবৎসর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্।

৯ নবম প্রকরণ।—ঐ আইনের ৮ অষ্টম ধারার হুকুম এই যে আসল জায়গীরদারের মৃত্যু হইলে পর তাহার ভূমি শরা কিম্বা শাস্ত্রের মতানুসারে তাহার উত্তরাধিকারী যে হয় সেই ব্যক্তি মোকররী জমার ধার্য্যক্রমে পাইবেক তাহাতে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই ভূমির আটসাট্টা উৎপন্ন ধরিয়া তাহার দশাংশের একাংশ যে ভূম্যধিকারির অধিকারের মধ্যে সে ভূমি থাকে সেই অধিকারির অধিকারিত্ব অর্থাৎ মালিকানা রাখিয়া বাকী সরকারের জমা মোকররী মতে ধার্য্য করেন্ ও জানিবেন যে তদনুসারে পশ্চাৎ সেই জায়গীরদারের উত্তরাধিকারী অন্যং ভূমির মোকররী পাট্টাদারদিগের মতে থাকিবেক।

অকর্ম্মণ্য মরিলে পর তাহার জায়গার ভূমি তাহার উত্তরাধিকারিকে এই প্রকরণের লিখনক্রমে অর্শিবার কথা।

১০ দশম প্রকরণ।—ঐ আইনের ৯ নবম ধারার হুকুম এই যে কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে উপরের প্রকরণের লিখিত ধারার অনুসারে ভূমির সরকারের মোকররী জমার ও ভূম্যধিকারির মালিকানার ধার্য্য হইলে পর ৭ সপ্তম প্রকরণের লিখিত ধারার মতে সে ভূমির পাট্টা জায়গীরদারের উত্তরাধিকারির নামে আপন মোহর ও দস্তখতে তৈয়ার করাইয়া দেন্ যে তদনুসারে সেই ভূমি সেই উত্তরাধিকারির প্রতি তাবৎ বহাল থাকে যাবৎ তাহার সরকারের মালগুজারী ও ভূম্যধিকারির মালিকানার সরবরাহ করে।

অকর্ম্মণ্যের উত্তরাধিকারী জায়গীর ভূমির সনন্দ মোকররী মতে পাইবার ও তদনুসারে যাবৎ সরকারের জমা ও ভূম্যধিকারির মালিকানার সরবরাহ দেয় তাবৎ সে ভূমি তাহার প্রতি বহাল রহিবার কথা।

১১ একাদশ প্রকরণ।—ঐ আইনের ১০ দশম ধারার হুকুম এই যে যদি কোন আসল জায়গীরদার জায়গীরভূমির সনন্দ পাইয়া সেই সনন্দের তারিখহইতে ৫ পাঁচ বৎসর গত না হইবার মধ্যে মরে তবে তাহার উত্তরাধিকারী সেই পাঁচ বৎসর গত হওনপর্য্যন্ত সেই ভূমি নিষ্করক্রপে ভোগ করিবেক তদনন্তর উপরের দুই প্রকরণের লিখিত ধারার মতে সে ভূমির জমার ধার্য্য ক্রমেং হইয়া তাহার ভোগদখলে থাকিবেক।

ভূমি জায়গীর পাইলে পর পাঁচ বৎসরের মধ্যে অকর্ম্মণ্য মরিলে তাহার উত্তরাধিকারী যে নিয়মে ভূমি পাইবেক তাহার কথা।

১২ দ্বাদশ প্রকরণ।—ঐ আইনের ১১ একাদশ ধারার হুকুম এই যে যদি কোন মোকররীদার সরকারের মালগুজারী সরকারে ও ভূম্যধিকারির মালিকানা না দেয় তবে তাহার ভূমিহইতে তাহার স্বত্বাধিকার লোপ হইয়া সে বাকী আদায়ের কারণ অন্য যে কেহ সেই মোকররী জমার উপর বেশী কবুল করে তাহার স্থানে সেই ভূমির পাট্টা বিক্রয় করা যাইবেক ও সেই পাট্টার অনুসারে সেই মোকররীদারের যে স্বত্ব ছিল তাহা সেই খরীদারকে অর্শিবেক।

মালগুজারী ও মালিকানা না দিলে যে মত হইবেক তাহার কথা।

১৩ ত্রয়োদশ প্রকরণ।—ঐ আইনের ১২ দ্বাদশ ধারার হুকুম এই যে যে কেহ পশ্চাৎ জিলা ভাগলপুরের বন্দোবস্ত অপেক্ষা এই বন্দোবস্ত সুন্দর জানিয়া কবুল করে তাহাকে

অকর্ম্মণ্যেরা নগদ যাহা ইনাম পাইবেক তাহার কথা।

তাহার

তাহার ভূমি আবাদের সরঞ্জাম খরীদের কারণ নীচের লিখিত হৃদ্দাক্রমের বরাওর্দ্দের বেওরা মতে সরকারহইতে ইনাম দেওয়া যাইবেক।

বেওরা এই যে।

৬০০ ছয় শত বিঘার জায়গীরদার	১৫০ দেড় শত টাকা
৪০০ চারি শত বিঘার জায়গীরদার	১০০ এক শত টাকা
২০০ দুই শত বিঘার জায়গীরদার	৫০ পঞ্চাশ টাকা
১২০ একশত কুড়ী বিঘার জায়গীরদার	৩০ ত্রিশ টাকা
১০০ এক শত বিঘার জায়গীরদার	২০ কুড়ি টাকা
৮০ আশী বিঘার জায়গীরদার	১৫ পনের টাকা

এই প্রকরণানুসারে ভূম্যধিকারির উপর জায়গীর ভূমির জমার ধার্য্য হইবার কারণ বেশী তলব না হইবার কথা।

১৪ চতুর্দশ প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ২৪ দিসেম্বরের আইনের হুকুম মতে অকর্ম্মণ্যদিগেরে পতিত ভূমি জায়গীর দিতে যে কোন ভূম্যধিকারী আপত্তি রাখে সে আপত্তি মিটাইবার নিমিত্তে কর্ত্তব্য যে আসল জায়গীরদারের মৃত্যু হইলে পর ইঙ্গরেজী ১৭৮৯ সালের ১৮ ফিব্রুআরীর আইনের অনুসারে সেই জায়গীরদারের উত্তরাধিকারির ভোগদখলে ভূম্যধিকারির অধিকারের যে ভূমি থাকে সে ভূমির জমা যাহা মোকররী মতে ধার্য্য হয় তাহা সমস্তই সেই ভূম্যধিকারী পাইবেক ইহাতে সেই ভূমির জমা মোকররী মতে ধার্য্য হইলে তৎকালে সরকারের সহিত সেই ভূম্যধিকারির অধিকার ভূমির যে বন্দোবস্ত হইয়া থাকে তাহার তলবের বেশী সেই বন্দোবস্তের মিয়াদ আখিরীতক সেই জায়গীর ভূমির জমার ধার্য্য হইবার জন্য কদাচিৎ হইবেক না ইতি।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৪৪ চতুশ্চত্বারিংশৎ আইন।

দশসনের অধিক মুদ্দতে মফঃসলী তালুকদারদিগের জমা মোকররী না হইবার এবং দশ সনের অতিরিক্ত মুদ্দতে ইজারা ও ঠিকা পাট্টা হইতে না পারিবার আর বাকী আদায়ের কারণ ভূমি সরকারে নীলাম হইবার কালে নীলামের পূর্ব্বে পূর্ব্বাধিকারির সহিত সে ভূমির মফঃসলী তালুকদার ও ইজারদার ও প্রজাবর্গের যে করারদাদ হইয়া থাকে তাহা ব্যক্তিবিশেষের নির্দ্দিষ্ট বিষয়ছাড়া নীলামের সময়হইতে রদ হইবার আইন শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১ পহিলা মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২০৭ সালের ১৯ রমজানে জারী করিলেন।

যে সকল ভূম্যধিকারির ভূমির বন্দোবস্ত ১০ দশসনী বন্দোবস্তের আইনের মতে হইয়াছে কিম্বা হয় তাহার মোকররী জমার ধার্য্য চিরকালের নিমিত্তে হইল এ কারণ অন্তঃকরণে এমত সন্দেহ উপস্থিত হইল যে বুঝি কোনং ভূম্যধিকারী অপ্রজ্ঞতা কিম্বা পশ্চাৎ ভাবনারহিতত্তাজন্য অথবা কিছু নগদ টাকা হস্তাগত, হইবার অর্থে কিম্বা অন্যং কারণে আপনারদিগের ভূমি মফঃসলী তালুকের মতে অল্প জমা নির্দ্দিষ্টে দেয় অথবা যে সকল মফঃসলী তালুক পূর্ব্বহইতে তালুকদারদিগের হস্তবশ থাকে তাহার জমায় কিছু কমী দেয় কিম্বা আপনারদিগের ভূমি কাহাকেও অধিক মুদ্দতে কম জমায় ইজারা অথবা ঠিকা পাট্টা করিয়া দেয় অতএব ভূম্যধিকারিদিগের এমত সকল করারদাদ হজুরে মঞ্জুর রহিলে যে সকল অধিকারী অযোগ্য কিম্বা পশ্চাৎ ভাবনারহিত অথবা কোন্দলিয়া চেঁটা থাকে তাহারা আপনারদিগের ভূমির উৎপন্নে যদি এত ক্ষতি ও নোকসানের ডৌল জানে যে তদনুসারে সে ভূমিতে তাহারদিগের উত্তরাধিকারিদিগের নিতান্ত অল্প লাভ হইত এবং উৎপাত ও হঙ্গামার হেতু দর্শিত বরং কখন যদি এমত সকল করারদাদের নিমিত্তে ভূম্যধিকারিদিগের হস্তে এত স্থিত না থাকে যে তাহাতে সরকারের মালগুজারী আদায় হয় তবে ইহাতে অবশ্য সরকারের মালগুজারীর নোকসান সর্ব্বদাই হইতে পারিত এবং মোকররী জমার নির্দ্ধার্য্যে সরকা হেতুবাদ

কা রের

রের যে পুরস্কার ও অনগ্রহ ভূম্যধিকারিদিগের প্রতি নিশ্চয় আছে তাহা আপনার দিগের অশিষ্টতার পর্য্যায়ের তরে পাইত এবং দেশের চলনক্রমে সমস্ত ভূমিতে সর কারের যে স্বত্ব অর্থাৎ হক্ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা যেরূপে সরকারের বিনাহুকুমে লোপ হইবার সাধ্য না রাখে তাহা হইত ও ইহাতে সরকারের স্বত্ব শব্দ এই যে যে ভূমি ভূম্য ধিকারিদিগেরে চিরকালের কিম্বা অনেক কালের নিমিত্তে ক্ষমা অর্থাৎ রেয়াইত্ করা যায় অথবা মোকররী জমার ধার্য্যক্রমে তাহাহইতে কিছু কমী হইয়া ভূম্যধিকারী পাইয়া থাকে তাহাছাড়া একং বিঘা ভূমির উপর সাম্বৎসরিক উৎপন্নহইতে কিঞ্চিৎ নগদ কিম্বা জিনিসে সরকারে দাখিল হয় ইহাতে উচিত যে ভূম্যধিকারিদিগেরে এমত শক্তি অর্পণ হয় যে তদনুসারে যত কালে তাহারদিগের তাবের মফঃসলী তালুকদারদি গের ও প্রজাবর্গের মোতালক মহালাত পত্তনআবাদ হইতে পারে ততকালের জন্যে তাহারদিগের জমায় কমী দিতে পারে ও সেই শক্তিক্রমে ভূম্যধিকারিরা যে সকল ক রারদাদ করে তাহা সরকারের যে নিজ স্বত্ব নিতান্ত নষ্ট হইবার যোগ্য নহে তাহাতে কিছু ক্ষতি ও খতরাহওনের কারণব্যতিরেকে সাব্যস্থ ও বহাল রহে অতএব শ্রীযুত গবর নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে উপরের লিখিত সকল মর্ম্ম বিবেচনাক্রমে এবং দশসনী বন্দোবস্তের মতে মোকররী জমার ধার্য্যের পূর্ব্বে ভূম্যধিকারিদিগের যে শক্তি লাভ ছিল না যে তদনুসারে তাহারা আপনারদিগের তাবের মফঃসলী তলুকদার ও ইজারদার ও প্রজাবর্গের সহিত আপনারদিগের বন্দোবস্তের কালহইতে অতিরিক্ত কালের জন্যে কোন করারদাদ করে এই দৃষ্টে নীচের লিখনানুসারে দাঁড়া ও কায়দা ধার্য্য করিলেন ইতি।

২ ধারা।

জমীদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিদিগের প্রতি ১০ দশ বৎসরের অধিক নিয়মে মফঃসলী তালুক ও ইজারা ও ঠিকাপাট্টা ও মফঃসলী তালুকের জমার ধার্য্যকরণের নিষেধের কথা।

মফঃসলী তালুকআদির বিষয়ে দশ বৎসরের জন্য যে নিয়ম হয় তাহার শেষ বৎসরব্যতিরেকে নূতন করারদাদ করিতে ভূম্যধিকারিদিগেরে নিষেধের কথা।

শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের তাকীদ ছাড়ানে

কর্ত্তব্য যে কোন জমীদার কিম্বা হজুরী তালুকদার অথবা অন্য ভূম্যধিকারী কিম্বা তাহারদিগের পক্ষের কেহ কাহাকেও ১০ দশ বৎসরের অতিরিক্ত নিয়মে মফঃসলী তালুকের মতে ভূমি না দেয় এবং কোন মফঃসলী তালুকের মোকররী জমা দশ সনের অধিক মুদ্দতে নির্দ্ধার্য্য না করে এবং ইজারা কিম্বা পত্তনআবাদের কারণ ঠিকা পাট্টা ক্রমেও কোন ভূমি দশ সনের অতিরিক্ত মুদ্দতে প্রজাদিগেরে কিম্বা অন্যকে না দেয়। আর উচিত যে যে কালে কোন মফঃসলী তলুকদার কিম্বা প্রজা অথবা অন্যের সহিত মোকররী জমা কিম্বা ইজারা অথবা ঠিকা পাট্টার ধার্য্যের বিষয়ে দশ সনের অধিক মুদ্দতে না হইয়া যে করারদাদ হয় সে কালে তাহার দস্তাবেজ অর্থাৎ লিখনানুসারে মুদ্দতের আখিরী সনের পূর্ব্বে অন্য দস্তাবেজ নয়া ভৌলে না দেয় কিন্তু শেষ সনে হুকুম আছে যে সাবেক মুদ্দত গেলে পর দশ সনের অধিক না হয় এমত মুদ্দতে সাবেক জমা বহালের উপর কিম্বা নয়া জমার ধার্য্যের নিদর্শনে নয়া দস্তাবেজ মফঃসলী তালুকদার কিম্বা প্রজা অথবা অন্যকে দেয়। ইহাতে যদি কেহ উপরের লিখিত সকল হুকম কাটানের অর্থাৎ দায়টালা করিবার কারণ সেই করারদাদ হইবার সময়ে এক

কালে দুইখান লিখন কাহাকেও লিখিয়া দেয় কিম্বা যে তারিখে যে লিখন হয় সে লিখনে সে তারিখ না লিখিয়া আগামি তারিখ লিখে অথবা কোন তঞ্চকান্তর করে তবে সে সমস্তই এই আইনের হুকুমের ব্যতিক্রম জানা যাইবেক। এবং এই ধারার লিখিত হুকুমের অতিক্রমে মফঃসলী তালুকের জমা কিম্বা ইজারা অথবা ঠিকা পাট্টার নির্দ্ধার্য্যের বিষয়ে যে লিখন হইয়া থাকে কিম্বা হয় তাহা নামঞ্জুর হইবে ইতি।

র জন্য যে তঞ্চক হয় তাহা মিথ্যা হইবার কথা।

এই ধারার তাকীদের অন্যথায় যে করারদাদ হয় তাহা মিথ্যা হইবার কথা।

৩ ধারা।

যদি অংশিদিগের দরখাস্তমতে কিম্বা আদালতের ডিক্রীক্রমে কোন সাধারণ ভূমি অংশ হয় তবে অংশ হইবার পূর্ব্বে যদ্যপি সে ভূমির পূর্ব্বাধিকারী ও মফঃসলী তালুকদার ও ইজারদার ও প্রজাবর্গের উভয়ত উপরের ধারানুসারে সকল করারদাদ হইয়া থাকে তথাচ তাহারদিগের যে সকল মফঃসলী তালুকদারের প্রস্তাব ৭ সপ্তম ধারায় আছে তাহাছাড়া অন্য সকলের ভূমির জমা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইনের ১০ দশম ধারার লিখিত হুকুম মতে নির্দ্ধার্য্য হইবেক কিন্তু সেই ভূমির সকল অংশের অধিকারিরা আপনারদিগের সকল অংশের মফঃসলী তালুকদার ও ইজারদার ও প্রজাবর্গের স্থানহইতে ভূমি অংশ হইবার পূর্ব্বের সকল করারদাদের মতে তাহারদিগের যে রাজস্বের ধার্য্য থাকে তাহার অধিক কিছুই সেই সকল করারদাদের লিখনে লেখা মুদ্দত গত হওনপর্য্যন্ত চাহিতে পারিবেক না যদি সে সকল করারদাদ উপরের ধারার লিখিত মর্ম্মের ব্যতিক্রমে না হয়। আর সেই সকল তালুকদার ও ইজারদার ও প্রজাবর্গেও আপনারদিগের করারদাদমাফিক কার্য্য করে বরং সরকারের মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ সে ভূমি নীলামে বিক্রেয় হওনব্যতিরেকে সেই করারদাদ তাহার মুদ্দত আখিরীতক্ সাব্যস্থ ও বহাল রহিবেক ইতি।

অংশিদিগের মধ্যে ভূমি অংশ হইলে তাহার পূর্ব্বাধিকারী ও মফঃসলী তালুকদার ও ইজারদার ও প্রজাদিগের উভয়তঃ যে সকল করারদাদ হইয়া থাকে তাহা সমস্ত সাব্যস্থ থাকিবার কথা।

৪ ধারা।

যদি কোন ভূমি সমুদয় কিম্বা তাহার অংশ সরকারের মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তব্যতিরেকে নীলাম হইয়া কিম্বা স্বেচ্ছায় বিক্রয় অথবা দানক্রমে কিম্বা মতান্তরে একের হস্তহইতে অন্যের হস্তে যায় অথবা অধিকারির মরণানন্তর শরা কিম্বা শাস্ত্রের অনুসারে তাহার উত্তরাধিকারির হস্তগত হয় তবে তাহাকে হুকুম নাই যে মফঃসলী তালুকদার ও ইজারদার ও প্রজাবর্গের স্থানহইতে সে ভূমি সমুদয় কিম্বা তাহার অংশ অন্যের হস্তগত হওনের পূর্ব্বের করারদাদমাফিক তাহারদিগের যে রাজস্বের ধার্য্য থাকে তাহার অধিক মুদ্দত গত হওনপর্য্যন্ত চাহে যদি সে করারদাদ ২ দ্বিতীয় ধারার লিখিত মর্ম্মের ব্যতিক্রমে না হয়। আর সেই তালুকদার ও ইজারদার ও প্রজাবর্গেও আপনারদিগের করারদাদমাফিক কার্য্য করে বরং সে সকল করারদাদ তাহার মুদ্দত গত হওনপর্য্যন্ত সাব্যস্থ ও বহাল রহিবেক ইতি।

ভূমি একের হস্তহইতে অন্যের হস্তে গেলে তাহার পূর্ব্বাধিকারী ও মফঃসলী তালুকদার ও ইজারদার ওপ্রজাদিগের উভয়তঃ যে সকল করারদাদ হইয়া থাকে তাহা সমস্তই সে ভূমি সরকারের মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ নীলাম হওনব্যতিরেকে সাব্যস্থ রহিবার কথা।

৫ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৪৪ চতুশ্চত্বারিংশৎ আইন।

৫ ধারা।

যে কালে সরকারের মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ ভূমি নীলাম হয় সে কালে নীলামের পূর্ব্বে সেই নীলামী ভূমির পূর্ব্বাধিকারির সহিত মফঃসলী তালুকদার ও ইজারদার ও প্রজাদিগের যে সকল করারদাদ হইয়া থাকে তাহা নীলামের দিনহইতে নামঞ্জুর হইবার কথা।

এই ধারার হুকুমের স্বতন্ত্র কথা।

যদি কোন জমীদার কিম্বা হুজুরী তালুকদার অথবা অন্য ভূম্যধিকারির ভূমি সমুদয় কিম্বা তাহার অংশ সরকারের মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ নীলামে বিক্রয় হয় তবে তাহার যে মফঃসলী তালুকদার কিম্বা ইজারদার অথবা প্রজাবর্গের সম্পর্কীয় ভূমি নীলামের ভূমির শামিলে রহে তাহারদিগের যে সকল করারদাদ নীলামের পূর্ব্বে সেই জমীদারপ্রভৃতির সহিত হইয়া থাকে তাহার যাহা এই আইনের ৭ সপ্তম ও ৮ অষ্টম ধারার লিখনানুসারে হইয়া থাকে তাহাছাড়া সমস্তই নীলামের দিনহইতে নামঞ্জুর হইবেক। আর যদি সেই নীলামের পূর্ব্বে এমত করারদাদ না হইয়া থাকে তবে যে স্থানে সে ভূমি থাকে সেই পরগনা কিম্বা জিলার শরে ও দাঁড়া মাফিক পূর্ব্বাধিকারিকে যে রাজস্ব অর্পিত সেই রাজস্ব সেই খরীদার নীলামী ভূমির মফঃসলী তালুকদারওগয়রহ মালগুজারদিগের স্থানে পাইবেক ইতি।

৬ ধারা।

এই আইনের মতে ভূম্যধিকারিতে আপন ভূমি মফঃসলী তালুকরূপে অন্যকে দিতে নিষেধ না জানিবার কথা।

এই আইনের অনুসারে এমত নিষেধ অনুমান না হয় যে কোন জমীদার কিম্বা হুজুরী তালুকদার অথবা অন্য ভূম্যধিকারী আপনার ভূমির কিছু স্বেচ্ছায় বিক্রয় কিম্বা দানক্রমে অথবা মতান্তরে মফঃসলী তালুকরূপে অন্যকে না দেয় ইতি।

৭ ধারা।

এই আইনের মতে দশসনী বন্দোবস্তের ক্রমে মফঃসলী তালুকের যে মোকররী জমার ধার্য্য হইয়াছে তাহার উপর ইজাফা হইবার হুকুম না জানিবার কথা।

এই আইনের অনুসারে এমত বিধি ও হুকুম অনুমান না হয় যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের ৫১ ধারার প্রথম প্রকরণের লিখনক্রমে ১০ দশসনী বন্দোবস্তের সময়ে যে মফঃসলী তালুকদারদিগের ভূমির জমা মোকররীমতে নির্দ্ধার্য্য হইয়া থাকে তাহার উপর বেশী হয় বরং সেই তালুকদারদিগের ভূমির সেই জমা চিরকালের নিমিত্তে বহাল রহিবেক এবং যে জমীদারীর মধ্যে এমত ভূমি থাকে সে জমীদারী বিভাগ হইলে সে ভূমি জমা মোকররীর প্রস্তাবে গণ্য হইবেক অর্থাৎ মোকররী জমার ভূমি বলা যাইবেক ইতি।

৮ ধারা।

এই আইনক্রমে ভূম্যধিকারিরা বিলায়তী সাহেবলোকছাড়া কাহাকেও গৃহাদি করিতে আপনারাদিগের কিছু ভূমি দিতে নিষেধ না জানিবার কথা।

এই আইনের অনুসারে এমত নিষেধ অনুমান না হয় যে ভূম্যধিকারিরা বিলায়তী সাহেবলোকছাড়া অন্য কাহাকেও আপনারাদিগের কিছু ভূমি কিঞ্চিৎকাল মুদ্দতে কিম্বা চিরকালের নিমিত্তে কোন এমারৎ ও অন্যাং ব্যাপারের গৃহ ও বাগাৎআদি করিতে সরকারের কার্য্যকারকদিগের বিনাহুকুমে না দেয়। ইতি।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৪৫ পঞ্চচত্বারিংশৎ আইন।

আদালতের ডিক্রীক্রমে করসম্পর্কীয় ও নিষ্কর ভূমি নীলামে বিক্রয় হইবার বিষয়ের আইন শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১ পহিলা মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২০৭ সালের ১৯ রমজানে জারী করিলেন।

যে কালে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীক্রমে সরকারের করসম্পর্কীয় কোন ভূম্যধিকারির ভূমির অংশ অর্থাৎ কিছু কিসমৎ নীলামে বিক্রয় হয় সে কালে সেই অংশের উপর সরকারের মোকররী জমার ধার্য্য ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইনের ১০ দশম ধারাক্রমে করণ অবশ্যকর্ত্তব্য হইবেক ও তাহার কারণ যে সকল হিসাবকিতাব জ্ঞাতহওন আবশ্যক তাহা সমস্তই বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে ও কালেক্টরসাহেবদিগের স্থানে আছে এইহেতুক। এবং ডিক্রীক্রমে কোন ভূমি ক্রোক ও নীলামে বিক্রয় করিতে হইলে আদালতের জজসাহেবের অপর কর্ম্ম করণের তাদৃশ অবসর থাকে না এবং তাঁহাকে ডিক্রীর মতাচরণ করিতে হইলেও বিস্তর বিলম্ব হয় এ কারণ। এবং ভূমির মোকররী জমার ধার্য্য সরকারের আমলাদিগের মারফতে করাইবার জন্য ভূম্যধিকারিদিগের স্থানে তাহার মফঃসলান্ত হিসাবের তলব করিবার শক্তি সরকারের রহিবার নিমিত্ত। এবং যে আদালতে ডিক্রী হয় তথাকার সাহেবদিগেরে কিম্বা যে আদালতের সাহেবের মারফতে সে ডিক্রী জারীর হুকুম হয় তাঁহাকে সে ডিক্রী জারী করিবার পূর্ব্বে সে ডিক্রীর টাকা আদায় হইলে অথবা কারণান্তরে সে ডিক্রীর অনুসারে ভূমির নীলামবারণ কিম্বা মৌকুফ করিতে ক্ষমতা অর্পণের কারণ নীচের লিখনানুসারে হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল। হেতুবাদ।

২ ধারা।

যে কালে আদালতের ডিক্রীক্রমে সরকারের করসম্পর্কীয় কোন ভূমি নীলামে বিক্রয় করিতে হয় সে কালে যে আদালতের জজসাহেবের মারফতে সে ডিক্রী জারী করিতে হয় সেই আদালতের জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে সে মোকদ্দমার রোয়দাদ ছা

আদালতের ডিক্রীক্রমে সরকারের করসম্পর্কীয় ভূমি নীলামে বিক্রয় হইবার কালে সেই

পে' ডিয়া

ডিক্রীর হুকুমের নকল তাহার ইঙ্গরেজী তরজমাসমেত বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবার কথা।

ড়িয়া কেবল ডিক্রীর হুকুমের নকল তাহার ইঙ্গরেজী তরজমাসমেত বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্ ইতি।

৩ ধারা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা যত ত্বরাতে ভূমি নীলাম করাইতেপারেন্ তাহা করাইবার কথা।

ভূমি নীলাম করাইবার সংবাদ শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে বিহিত বিধানার্থে দিবার কথা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যতত্বরাতে পারেন্ ভূমির মধ্যের যাহা বিক্রয় হইলে ডিক্রীর মতাচরণ হয় তাহা নীলামে বিক্রয় করান্ ও সে ভূমির অধিকারির হিতার্থে কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের সমক্ষে কিম্বা যে জিলার মোতালকে সে ভূমি থাকে সেই জিলার কালেক্টরসাহেবের স্থানে সেই নীলাম হয়। আর এই আইনের হুকুমমাফিক আপনারা যে ক্ষমতা রাখেন্ তদনুসারে যে কালে কোন ভূমি নীলাম করাইতে হয় সে কালে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে তাহার বিহিত বিধানের নিমিত্ত সমাচার করেন্ ইতি।

৪ ধারা।

ভূমির অংশ নীলামে বিক্রয় হইলে তাহার মোকররী জমার ধার্য্য ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইনের ১০ দশম ধারাক্রমে হইবার কথা।

যে কালে সরকারের করসম্পর্কীর কোন ভূমির কিছু অংশ নীলামে বিক্রয় হয় সে কালে কর্ত্তব্য যে তাহার মোকররী জমার ধার্য্য ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইনের ১০ দশম ধারাক্রমে হয় ইতি।

৫ ধারা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা যে ভূমি নীলামে বিক্রয় করিতে হয় সে ভূমি ক্রোকের হুকুম কালেক্টরসাহেবকে দিতে ক্ষমতা রাখিবার কথা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারদিগের ক্ষমতাক্রমে কোন ভূমি নীলাম করাইতে হইলে কালেক্টরসাহেবকে হুকুম দেন্ যে সেই ভূমির ক্রোককরণ ও তাহার এতমামের কারণ এক জন আমীন নিযুক্ত করেন্ অথবা সেই ভূমির নিকটে যে তহসীলদার কিম্বা তহসীলের এলাকার অন্য যে আমলা তাঁহার তরফ থাকে তাহাকেই সে ভূমির এতমামের ভার দেন্ ইহাতে যে লোক সে কার্য্যে নিযুক্ত হয় সে লোকের কর্ত্তব্য যে সে ভূমির মালগুজারী তহসীল করে ও তাহার কিছুই সে ভূমির অধিকারিকে খরচ করিতে না দেয় এবং সে ভূমির মোকররী জমার ধার্য্যকারণ যে বেওরা কৈফিয়ৎ তলব হয় তাহাও দেয় ইতি।

৬ ধারা।

ভূমি ক্রোক ও নীলামের খরচা ভূম্যধিকারির শিরে পড়িবার কথা।

ভূমি ক্রোক ও বিক্রয় করিতে যে খরচা হয় তাহা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের মঞ্জুরীক্রমে ভূম্যধিকারির শিরে পড়িয়া তাহা সে ভূমির তহসীলের অন্দরে কর্ত্তন হইবেক ও তাহাতে আদায় না হইতে পারিলে সে ভূমি বিক্রয়ের মূল্যহইতে লওয়া যাইবেক ইতি।

৭ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৪৫ পঞ্চচত্বারিংশৎ আইন।

৭ ধারা।

যে ভূমির ক্রোক ও এতমামে আমীন নিযুক্ত হয় সে ভূমির অধিকারির কর্ত্তব্য যে আপন তরফ জনেক আমলাকে সেই এতমামদার আমীনের জমা খরচের রুজু লিখিতে প্রবৃত্ত করে। আর সেই আমীনের কর্ত্তব্য যে সে ভূমির অধিকারির সহিত তাহার তাবের কট্‌কিনাদার ও শামিলাৎ তালুকদার ও প্রজাদিগের যে করারদাদ থাকে সেই করারদাদ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনক্রমে হউক কি না হউক তথাচ তদনুসারে তাহারদিগের স্থানে মালগুজারী তহসীল করে তাহার অধিক না লয় তাহাতে যদি অতিক্রম করে তবে সে কারণে সেই আমীনের নামে সেই জিলার দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারিবেক আর যদি সেই ভূম্যধিকারির সহিত তাহার তাবের কোন কট্‌কিনাদার কিম্বা শামিলাৎ তালুকদার অথবা প্রজার কিছু করারদাদ না হইয়া থাকে তবে কর্ত্তব্য যে তাহার স্থানে মালগুজারী সেই পরগনার শরেমাফিক তহসীল করা যায় ইহাতে যদি সেই আমীন সেই ভূমির এতমামদার থাকিতে সে ভূমির কিছু খাজানা তসরুপ কিম্বা বিষয়ান্তরে কিছু ক্ষতি করিয়া থাকে তবে সে জন্য তাহার নামে সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা কট্‌কিনার ইজারদার দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে শক্ত হইবেক ইতি।

ভূম্যধিকারিরা তাহারদিগের ভূমির এতমামদার আমীনের জমা খরচের রুজু লিখিবার কারণ আপনারদিগের তরফ আমলা নিযুক্ত করিবার কথা।

আমীন যে মতে তহসীল করিবেক তাহার কথা।

৮ ধারা।

নীলাম হইবার ভূমি ক্রোকের এতমামদার আমীনের প্রতি যে সকল হুকুম উপরের ধারায় লেখা গেল ঐ মত ভূমির এতমামে তহসীলদারপ্রভৃতির যে আমলা নিযুক্ত হইবেক তাহার প্রতিও সেই সকল হুকুম বহাল থাকিবেক ইতি।

আমীনেরপ্রতি নীলাম হইবার ভূমি ক্রোকের যে হুকুম আছে তাহা সে ভূমির এতমামের ভার তহসীলদারপ্রভৃতি আমলাকে হইলেও তাহার প্রতি বহাল রহিবার কথা।

৯ ধারা।

নীলাম হইবার ভূমি ক্রোকের কারণ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হুকুমে কালেক্টরসাহেব এই আইনের ৫ পঞ্চম ধারাক্রমে যে কোন এতমামদার আমীন কিম্বা আপন তরফ অন্য আমলাকে নিযুক্ত করেন তাহারদিগের কাহারো সহিত যদি সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা সেই ভূমি ইজারা দেওয়া গিয়া থাকিলে তাহার ইজারদার অথবা তাহার জামিনদার আপনি জোর করে কিম্বা অন্যের মারফতে করায় তবে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ চতুর্দ্দশ আইনের ৫ পঞ্চম ধারাক্রমে কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার অথবা জামিনদার জোর করিলে কিম্বা করাইলে তাহার প্রতি কালেক্টরসাহেব যে মতাচরণ করিয়া থাকেন ঐ ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার অথবা জামিনদারের প্রতিও সেই মতাচরণ করিবেন তদ্ভিন্ন কেহ এই ধারাক্রমে অপরাধ করিলেও তাহার সমুচিত জামিনদারের উপর নালিশ হইলে তাহার সমুচিত যে মত হয় সেই মত হইবেক ইতি।

নীলাম হইবার ভূমি ক্রোকের কারণ কোন আমলা নিযুক্ত হইলে তাহার সহিত কেহ জোর করিলে কিম্বা করাইলে তাহার যেমত শাস্তি হইবেক তাহার কথা।

১০ ধারা।

১০ ধারা।

ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার ভূমির মোকররী জমার ধার্য্যকারণ আমীনপ্রভৃতির নিকটে হিসাবকিতাব দিতে আপনি রুজু না হইলে কিম্বা আপন তরফ ওয়াকিফকার গোমাস্তা রুজু না করিলে তাহার দণ্ডের কথা।

যে কালে কোন ভূমি নীলামে বিক্রয়ের হুকুম হয় সে কালে কালেক্টরসাহেবের মোহর ও দস্তখতে এক হুকুমনামা পাইলে সেই ভূমির অধিকারী কিম্বা সে ভূমি ইজারা দেওয়া গিয়া থাকিলে তাহার ইজারদারের কর্ত্তব্য যে আপনি কালেক্টরসাহেবের নিযুক্ত করা সে ভূমি ক্রোকের এতমামদার আমীন কিম্বা অন্য আমলার নিকটে রুজু হয় অথবা আপন তরফ জনেক ওয়াকিফকার এমত গোমাস্তাকে রুজু করে যে তাহাহইতে সে ভূমির মোতালক সকল কার্য্যের সরবরাহ হওনে কালেক্টরসাহেবের হৃদ্বোধ অর্থাৎ খাতিরজমা হয় ও তাহারা সেই ভূমি সমুদয় কিম্বা তাহার যে অংশ বিক্রয় হয় তাহার জমা খরচ ও জমাওয়াসীলবাকীওগয়রহ কাগজপত্র ঐ আমীনপ্রভৃতির নিকটে দাখিল করে এইহেতুক যে সেই কাগজ দৃষ্টে সেই বিক্রীত ভূমির মোকররী জমার ধার্য্য করা যায় ইহাতে যদি কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার এ হুকুম না মানিয়া আপনি কিম্বা আপনার তরফ ওয়াকিফকার গোমাস্তাকে সে ভূমির জমাখরচাদি কাগজ আমীনপ্রভৃতির নিকটে দাখিল করিয়া কালেক্টরসাহেবের হুকুমের মতাচরণ করিতে ত্রুটি করে তবে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে সে কারণে তাহারদিগের অপরাধ ও শক্ত্যনুসারে দিনপ্রতি যত দণ্ড লওন উচিত জানেন্ তাহার নিরূপণ করিয়া তাবৎ সেই দণ্ড লওয়াইতে থাকেন্ যাবৎ তাহারা কালেক্টরসাহেবের সেই হুকুমমতে কার্য্য না করে ও দিনপ্রতি তাহার যে দণ্ডের নিরূপণ হয় তাহা মঞ্জুরকারণ শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে সম্বাদ দেন্ ও সেই দণ্ড বাকী মালগুজারী উসুলকরণের হুকুমমতে উসুল করা যায় ইতি।

১১ ধারা।

কালেক্টরসাহেবের হুকুমনামা পাইলে ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার আপন পাটওয়ারী অথবা জমীদারীদিগরের অন্য আমলাকে আমীনপ্রভৃতির নিকটে রুজু করিবার কথা।

কালেক্টরসাহেবের হুকুমনামা পাইলে পর ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের কর্ত্তব্য যে আপন তরফ কর্ম্মচারী কিম্বা জমীদারীদিগরের অন্য আমলাকে সেই ভূমির উসুল তহসীলকারণ এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের ৬২ ধারাক্রমে সে ভূমির মোকররী জমার ধার্য্যের নিমিত্ত কাগজপত্র ওয়াকিফ করাইবার জন্য আমীনপ্রভৃতির নিকটে রুজু করে ইহাতে যদি কেহ অন্য মত করে তবে তাহার দণ্ড উপরের ধারার লিখনানুসারে হইবেক ইতি।

১২ ধারা।

নীলামের ইশ্‌তিহারনামা যেংস্থানে লটকান যাইবেক তাহার ও তাহার পাঠের কথা।

কর্ত্তব্য যে ভূমি নীলাম হইবার পূর্ব্বে ইশ্‌তিহারনামা দেওয়া যায় ইহাতে যদি সমুদয় ভূমি নীলাম হয় তবে তাহার একজাই জমা অথবা কিসমৎওয়ারীক্রমে বিক্রয় হইলে কিসমৎওয়ারী জমা ইশ্‌তিহারনামায় লেখা রহে এবং যে স্থানে নীলাম হইবেক

সেই

সেই স্থানের নির্ণয় ও নীলাম হইবার তারিখ ও বার ও সময় তাহাতে লেখা যায় আর যে সব ভূমি নীলাম হয় সে সবের বাকী মালগুজারী যাহা খরীদারের দেওয়া উচিত হইবেক তাহাও সেই ইশ্‌তিহারনামায় লেখা থাকে কিন্তু যদি সেই মালগুজারীর সংখ্যা স্থির না হইতে পারে তবে তাহার সংখ্যা যেমতে হইবেক তাহা ইশ্‌তিহারনামায় লেখা রহে ইহাতে ইশ্‌তিহারনামা ভূমি সুবে বাঙ্গালা বিম্বা সুবে উড়িষ্যায় থাকিলে পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষায় ও সুবে বেহারে থাকিলে পারসী ও নাগরী অক্ষর ও ভাষায় লেখা গিয়া জিলার দেওয়ানী আদালতের কাছারীতে ও কালেক্টরসাহেবের দক্তরখানায় ও সেই অধিকারভূমির মধ্যের প্রধান গ্রামে ও বোর্ড রেবিনিউর সকরটরীর দক্তরখানায় সকল লোকের দৃষ্টিপাতের স্থানে লট্‌কান যায়। এবং নীলামের পূর্ব্বে এক মাসের কম না হয় এমত কাল থাকিতে ঐ সকল স্থানে ইশ্‌তিহারনামা লট্‌কান যায় আর ১৩ ত্রয়োদশ ও ১৪ চতুর্দ্দশ ধারাক্রমে ও অপর যে নিয়মের ধার্য্য হয় তদনুসারে নীলামের কটের বেওরা ফর্দ্দ নীলামের দিবসে বরং তাহার তিন দিন পূর্ব্বে নীলামের মোকামে সকল লোকের দৃষ্টিপাতের স্থানে লট্‌কান যায় ইতি।

নীলাম হইবার স্থানে তাহার অন্য নিয়মের ইশ্‌তিহার লট্‌কান যাইবার কথা।

১৩ ধারা।

এই আইনের মতে ভূমি নীলামের সময় তাহার খরীদার সেই ভূমির মূল্যের ফি শতে ৫ পাঁচ টাকার হিসাবে বায়না সরকারে দাখিল করিবেক। পরে যদি সেই খরীদার সেই ভূমির মূল্যের টাকা নিয়মিত কালের মধ্যে না দেয় তবে সেই বায়নার টাকা সরকারে জব্দ হইয়া সেই ভূমি পুনরায় নয়া ডৌলে নীলাম হইবেক ও তাহার খরচা পহিলা খরীদার দিবেক তাহাতে যদি সেই ভূমির মূল্য প্রথম নীলামের সময়াপেক্ষা দুসরা নীলামে অল্প হয় তবে তাহাতে যে নোক্‌সান হয় তাহার নিশাও পহিলা খরীদার করিবেক যদি সে ভূমি দুসরা নীলামে অধিক মূল্যে বিক্রয় হয় তবে তাহা ভূম্যধিকারির হিসাবে মজুরা পড়িবেক ইতি।

নীলামের কালে খরীদার ভূমির মূল্যের ফি শতে ৫ পাঁচ টাকার হিসাবে বায়না সরকারে দিবার কথা।

নিয়মিত কালের মধ্যে মূল্যের টাকা আদায় না হইলে যেমত হইবেক তাহার কথা।

১৪ ধারা।

যদি পহিলা খরীদার উপরের লিখনানুসারে বায়নাক্রমে টাকা সরকারে দাখিল না করে অথবা দুসরা নীলাম করিতে হইলে যে নোক্‌সান হয় তাহা দুসরা নীলামের খরচাসমেত না দেয় তবে কর্ত্তব্য যে সেই খরীদার কালেক্টরসাহেবের জিলায় থাকিলে কালেক্টরসাহেব ও কলিকাতায় থাকিলে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা আপনারদিগের মোহর ও দস্তখতে সেই টাকার তলবে তাহার নামে এক হুকুমনামা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ চতুর্দ্দশ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার লিখনানুসারে ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগের শিরের মালগুজারীর বাকি টাকার তলবে যেমতে কালেক্টরসা

পহিলা খরীদার বায়নার টাকা কিম্বা দুসরা নীলামের নোক্‌সান তাহার খরচাসমেত না দিলে তাহার প্রতি যে উদ্যোগ হইবেক তাহার কথা।

হেবের পরওয়ানা যায় সেই মতে পাঠান্ ও সেই টাকার সরবরাহ্ যেমতে আদালতের ডিক্রীর মতাচরণ হয় সেই মতে লওয়া যাইবেক ইতি।

১৫ ধারা।

নীলামের কটে সাবেক বাকী কিম্বা মৌকুফী টাকা নীলামের খরীদার দিবার কথা না থাকিলে সে তাহা না দিবার কথা। ঐ বাকী কিম্বা মৌকুফী টাকা যাহার দেওয়া সঙ্গত হইবেক তাহার কথা। মালগুজারীর বাকী টাকা পূর্ব্বাধিকারির প্রাপ্তব্য হইলে তাহার কর্ত্তব্যের কথা।

এই আইনের মতে যে সকল ভূমি নীলামে বিক্রয় করা যায় সে সকল ভূমির মালগুজারীর বাকী কিম্বা মৌকুফী টাকা যাহা নীলাম হইবার বৎসরের পূর্ব্বের দরুন সরকারের পাওনা থাকে তাহা নীলামের খরীদারের দিবার নির্ণয় নীলামের কটে না থাকিলে সে টাকা সে ভূমির মূল্যের টাকাহইতে আদায় হইবেক। অথবা সে ভূমির পূর্ব্বাধিকারির স্থানে লওয়া যাইবেক ও সে সহজে সে টাকা না দিলে তাহার উসুলের কারণ তাহার দ্রব্যান্তর জব্দ হইবেক কিম্বা তাহাকে কয়েদ করা যাইবেক বরং তদর্থে তাহার দ্রব্যান্তর জব্দ ও তাহাকেও কয়েদকরণ উচিত হইবেক। ইহাতে সেই পূর্ব্বাধিকারির তাবের কট্‌কিনাদার ও শামিলাৎ তালুকদার ও প্রজাবর্গের স্থানে সে ভূমি নীলামের পূর্ব্বের যে মালগুজারী তাহার পাওনা থাকে সে তাহার স্বত্ব অর্থাৎ হক্ জানিয়া চাহে তাহা উসুলের নিমিত্তে তাহারদিগের নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে এবং তাহাহইতে স্বত্বত্যাগী হইয়া তাহা লইতে ও খরচ করিতে ঐ খরীদারকে অনুমতি দিতেও পারিবেক ইতি।

১৬ ধারা।

ডিক্রীর মতাচরণ কারণ ভূমি নীলামের হুকুম হইলে তাহা বারণ কিম্বা মৌকুফ করাইতে জজ সাহেবের প্রতি ক্ষমতার্পণের কথা।

যে কালে আদালতের ডিক্রীক্রমে কোন ভূমি নীলাম করিতে হয় সে কালে যে আদালতহইতে সে ডিক্রী হইয়া থাকে তথাকার সাহেবেরা কিম্বা যে আদালতের মারফতে সে ডিক্রী জারী হয় তথাকার সাহেব মাফিক ডিক্রী টাকা দাখিল হইবাতে অথবা বিশিষ্ট কারণান্তরে সে ভূমির নীলামবারণ কিম্বা মৌকুফকরণ উচিত জানিলে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে তৎকালে সে ভূমির নীলামবারণ কিম্বা মৌকুফকারণ কালেক্টরসাহেবের নিকটে নীলাম হইবার হইলে তাঁহার নামে এক হুকুমনামা ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে নীলাম হইতে লাগিলে তাঁহারদিগের স্থানে এক লিখন লিখিয়া পাঠান্ ও যে হেতুতে নীলামবারণ অথবা মৌকুফ করেন্ তাহাও সেই হুকুমনামা কিম্বা লিখনে লিখেন্ আর জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যদি কেবল মৌকুফের কারণ লিখেন্ তবে পুনর্ব্বার যে কালে সে ভূমি নীলাম নির্দ্দিষ্টকরণ উচিত জানেন্ তাহার প্রস্তাব সেই হুকুমনামায় কিম্বা সে লিখনে লিখেন্ ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কিম্বা কালেক্টরসাহেব আদালতের সাহেবদিগের এমত লিখন কিম্বা হুকুমনামা পাইলে কর্ত্তব্য যে তদনুসারে কার্য্য করেন্ ইতি।

১৭ ধারা।

সকর ভূমি নীলামের

আদালতের ডিক্রীক্রমে সরকারের করসম্পর্কীয় ভূমি নীলামের বিষয়ে যে সকল

হুকুম

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৪৫ পঞ্চচত্বারিংশৎ আইন।

হুকুম উপরের ধারায় লেখা গেল ইহার মধ্যের যে২ হুকুম নিষ্কর ভূমি নীলামের বিষয়ে চলিতে পারে তাহাই চলিবেক ও সে ভূমিতে তাহার পূর্ব্বাধিকারির যে স্বত্ব ছিল নীলামের খরীদার কেবল সেই স্বত্বেই স্বত্ববান হইবেক। অধিকন্তু এই জানিবেক যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ ঊনবিংশতি ও ৩৭ সপ্তত্রিংশৎ আইন এবং পশ্চাৎ যে সকল আইন জারী হয় তাহার ক্রমে সে ভূমিতে সরকারী মালগুজারীর যে দাওয়া থাকে তাহা সে ভূমির অধিকারির পরিবর্ত্তে লোপ পাইবেক না ইতি।

অর্থে উপরের ধারায় যে সকল হুকুম লেখা গেল তাহার যত হুকুম নিষ্কর ভূমি নীলামের প্রতি চলিতে পারে তাহা চলিবার কথা।

নিষ্কর ভূমির অধিকারির পরিবর্ত্তে সে ভূমির প্রতি সরকারের মালগুজারীর দাওয়া থাকিলে তাহা লোপ না হইবার কথা।

১৮ ধারা।

কোন ভূমি নীলামে বিক্রয় হইলে পর কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ ঊনবিংশতি ও ৩৭ সপ্তত্রিংশৎ ও ৪৮ অষ্টচত্বারিংশৎ আইনের মতে যে ভূমি যেমত তাহার গতিক ও মহাল বুঝিয়া সরকারের খারিজদাখিলের সিরিস্তার বহীতে সে ভূমির খারিজদাখিলের কৈফিয়ৎ লিখেন ইতি।

ভূমির খারিজদাখিল বহীতে লিখিবার কথা।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৪৬ ষট্‌চত্বারিংশৎ আইন।

প্রকারবিশেষ কোনং লোকে পাপর অর্থাৎ যোত্রহীনরূপে সকল দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারিবার বিষয়ের আইন শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১ পহিলা মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২০৭ সালের ১৯ রমজানে জারী করিলেন।

যে লোক আপন দাওয়া বুঝিয়া পাইবার কারণ আপনি আদালতে রুজু থাকিয়া সওয়াল ওজওয়াব না করিতে পারে এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৭ সপ্তম আইনের মতে আদালতের চিহ্নিত উকীলের রসুমের জামিন দিতেও ক্ষমতা না রাখে তাহার স্বত্বলোপ না হইবার নিমিত্তে এবং কেহ ঐ চিহ্নিত উকীলের রসুমের জামিন দিতেও অক্ষমতার অসঙ্গত আপত্তি উপস্থিত করিয়া অমূলক দাওয়ায় মিথ্যা নালিশ না করিতে পারিবার জন্যে নীচের লিখনানুসারে হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

যদি কোন ফরিয়াদী কিম্বা আপেলাণ্ট আপন দাওয়া বুঝিয়া পাইবার কারণ আপনি আদালতে রুজু থাকিয়া সওয়াল ও জওয়াব করিতে না পারে ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৭ সপ্তম আইনের ৯ নবম ধারাক্রমে আদালতের চিহ্নিত উকীলের রসুমের জামিন দিতেও অক্ষম হয় তবে সেই ফরিয়াদী কিম্বা আপেলাণ্ট আপন অক্ষমতা নিশ্চয় জানাইবার জন্যে যদি সুকৃতি করে ও সেই সুকৃতির সত্যতা জজসাহেবের চিত্তে লইবার জন্য যদি অন্য ২দুই জন মাতবর সাক্ষিতে দিব্য করিয়া এই মত কহে যে ঐ ফরিয়াদী কিম্বা আপেলাণ্টের কৃত সুকৃতি প্রমাণ অনুমান হয় তবে সে লোক পশ্চাৎ তলবের কালে আপনি আদালতে হাজির হইবার বিষয়ে ২দুই জন মাতবর জামিন দিলে জজসাহেব তাহার নালিশী আরজী লইবেন ইতি। যোত্রহীন লোকেরা হাজির জামিন দিলে তাহারদিগের নালিশী আরজী লইতে জজসাহেবদিগের শক্তি থাকিবার কথা।

৩ ধারা।

যদি কোন ফরিয়াদী কিম্বা আপেলাণ্ট আপন দাওয়া প্রমাণ না করে ও জজসাহেব তাহার দাওয়া মিথ্যা অনুমান করেন্ তবে সেই দাওয়ার মোকদ্দমার উকীলের মোকদ্দমা মিথ্যা ঠাহরিলে কি না ঠাহরিলেই বা নালিশ ডিস্‌মিস্ হই

লে জজসাহেব যেমত করিবেন তাহার কথা।

ও আসামীর পাওনা রসুম ও তহখরচার যে ডিক্রী হয় তাহার কারণ জজসাহেব সেই ফরিয়াদী কিম্বা আপেলাণ্টকে তিন মাসের ঊর্দ্ধ না হয় এমত কালনিয়মে শক্ত কয়েদ করিবেন ও যে ফরিয়াদী কিম্বা আপেলাণ্টের উপর এমত ডিক্রী জারী করিতে হয় তাহার দুই জামিনদার যদি সেই ফরিয়াদী কিম্বা আপেলাণ্টকে হাজির না করে অথবা মাফিক ডিক্রী রসুম ও তহখরচার টাকা না দেয় তবে সেই জামিনদারদিগকেও তিন মাসের ঊর্দ্ধ না হয় এমত নিয়মে কয়েদ করিবেন ও ফরিয়াদী কিম্বা আপেলাণ্ট অথবা জামিনদার যাহারা এরূপে কয়েদ হয় তাহারদিগকে নিয়মিত কালের পর কয়েদহইতে খালাস দিবেন। কিন্তু যে কোন ফরিয়াদী কিম্বা আপেলাণ্ট এই আইনক্রমে অযোত্র জানাইয়া উকীলের রসুম না দিয়া নালিশ করে ও বিচারে সে নালিশী মোকদ্দমা অমূলক ও গণতার ঠাহরিয়া কিম্বা না ঠাহরিয়াইবা তাহার হারি হয় ও পশ্চাৎ জানা যায় যে সে লোকের সেই রসুম ও তহখরচা দিবার সম্ভাবনা আছে তবে জজসাহেব সেই রসুম ও তহখরচার নিশার কারণ তাহার যে বস্তু থাকে তাহা নীলামে বিক্রয়কারণ ক্রোক করিবেন ইতি।

কেহ অযোত্র জানাইয়া নালিশ করিয়া বিচারে হারিলে পর যদি জানা যায় যে তাহার আদালতের খরচা দিবার সম্ভাবনা আছে তবে তাহা যে মতে লওয়া যাইবেক তাহার কথা।

৪ ধারা।

যোত্রহীন লোকে বিচারে আপন দাওয়া পাইলে তাহার উকীলের রসুম যাহার স্থানে মিলিবেক তাহার কথা।

এই আইনক্রমে যদি কোন ফরিয়াদী কিম্বা আপেলাণ্ট যোত্রহীনরূপে আদালতে নালিশ করিয়া প্রমাণপূর্ব্বকে আপন দাওয়া পায় তবে জজসাহেব তাহার দাওয়া সমস্ত কিম্বা তাহার মধ্যের যাহার উপর ডিক্রী করেন্ তাহার অনুসারে তাহার উকীলের যে রসুম পাওনা হয় তাহা সেই আসামী কিম্বা রিস্পণ্ডেণ্টের স্থানহইতে দেওয়াইবেন ইতি।

৫ ধারা।

সকল আদালতের চিহ্নিত উকীলেরা যোত্রহীন লোকদিগের ওকালতী করিতে পারিবার কথা।

আদালতের চিহ্নিত উকীলদিগের কর্ত্তব্য যে এই আইনের মতে যোত্রহীন লোকদিগের মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করে ইতি।

৬ ধারা।

যোত্রহীন লোকে আপন মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিতে আদালতের চিহ্নিত উকীলকে স্বীকার করাইতে না পারিলে যে কর্ত্তব্য হইবেক তাহার কথা।

এই আইনক্রমে যদি কোন যোত্রহীন লোক আপন মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিতে আদালতের কোন চিহ্নিত উকীলকে স্বীকার না করাইতে পারে তবে জজসাহেব সেই লোককে তাহার মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব নিজে করিতে অশক্ত জানিলে আদালতের জনেক উকীলকে হুকুম দিতে পারিবেন যে সেই উকীল সেই যোত্রহীন লোকের মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াব করে ও যে কালে জজসাহেব এই ধারাক্রমে কার্য্য করেন্ সে কালে তাহার বেওরা রোয়দাদে লেখাইবেন ইতি।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৪৭ সপ্তচত্বারিংশৎ আইন।

সকল মফঃসল আপীল আদালত এবং দায়ের ও সায়েরী আদালতের জজসাহেব দিগের পরস্পর পরামর্শের ঐক্য না হইলে তাহা সারিবার এবং তাঁহারদিগের সম্পর্কীয় অন্যং কার্য্য করিবার বিষয়ের আইন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১ পহিলা মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২০৭ সালের ১৯ রমজানে জারী করিলেন।

হেতুবাদ।

সকল মফঃসল আপীল আদালত এবং দায়ের ও সায়েরী আদালতের জজসাহেব দিগের পরস্পর পরামর্শের ঐক্য না হইলে তাহা যে মতে সারিবেক এবং তাঁহারদিগের সম্পর্কীয় অন্যং কার্য্য যেরূপে করিবেন তাহা নীচের লিখনানুক্রমে নির্দিষ্ট হইল ইতি।

২ ধারা।

মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের পরামর্শের ঐক্য না হইলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

মফঃসল আপীল আদালত এবং দায়ের ও সায়েরী আদালতের জজসাহেবদিগের পরস্পর পরামর্শের ঐক্য না হইলে ঐ সকল আদালতের জজসাহেবদিগের অধিক জনের একবাক্যতায় যে পরামর্শ হয় তাহাই সর্ব্বদা স্থির ও বহাল থাকিবেক ও যে কালে ঐ সকল আদালতের জজসাহেবদিগের দুই জনের দুই পরামর্শ হয় সে কালে তাঁহারদিগের মধ্যে যে সাহেব প্রধান থাকেন তাঁহার পরামর্শই বলবান হইবেক কিন্তু উভয় জজসাহেবেরি ক্ষমতা আছে যে তাঁহারদিগের যাহার যে পরামর্শ যোগায় তাহা আপনারদিগের আদালতের রোয়দাদের বহীতে লেখান ইতি।

৩ ধারা।

দুই জন জজসাহেব বসিয়া মফঃসল আপীল আদালত করিবার কথা।

মফঃসল আপীল অদালতে বসিবার কারণ সর্ব্বদাই তথাকার দুই জন জজসাহেবের আবশ্যক হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের দুই জনের কৃত ডিক্রী

মফঃসল আপীল আদালতে যে কোন প্রথম নালিশী অথবা আপীলের মোকদ্দমার ডিক্রী হয় তাহা তথাকার দুই জন জজসাহেবের আদালতের বৈঠকের হুকুম নহিলে কদাচ

নহিলে মাতবর না হইবার কথা।

যে দুই জজসাহেব থাকিয়া ডিক্রী করেন্ তাঁহারাই ডিক্রীতে দস্তখৎ করিবার কথা।

কদাচ মঞ্জুর হইবেক না। ইহাতে সে ডিক্রী যেং জজসাহেব করেন্ তাঁহারাই তাহাতে দস্তখৎ করিবেন ইতি।

৫ ধারা।

মফঃসল আপীল আদালতের বৈঠকের কথা।

মফঃসল আপীল আদালতের জজসাহেবেরা যাবৎ মোকামী কাছারীতে থাকিবেন তাবৎ সপ্তাহের মধ্যে তিন দিন অথবা কার্য্যের বাহুল্যপ্রযুক্ত অধিক দিন আদালতে বসিবেন এবং ঐ অবধারিত দিনছাড়া কার্য্যের বাহুল্যপ্রযুক্ত অন্য যেং দিনেও যতবার আদালতে বসিতে হয় তাহাতে ঐ আদালতের সর্ব্ব প্রধান কিম্বা নীচের যে প্রধান সাহেব মোকামী কাছারীতে থাকিবেন তাঁহার কর্ত্তব্য যে অবশিষ্ট জজসাহেবদিগেরে তৎকালে তথায় উপস্থিত হইবার নিমিত্তে সমাচার দিতে রেজিষ্টরসাহেবকে অনুমতি করেন্ কিন্তু জজসাহেবেরা ঐ আদালতে কদাচ রবিবারে বসিবেন না ইতি।

৬ ধারা।

মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের কেহ অস্বাস্থ্যাদি প্রতিবন্ধকে মোকামী কাছারীতে উপস্থিত না হইতে পারিলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুম না পাইলে কোন মফঃসল আপীল আদালতের জজসাহেবেরা আপনারদিগের আদালতের মোকামী কাছারীছাড়া হইবেন না এবং যেং দিনে ঐ আদালতে বসিবার অবধারণ আছে তাহার কোন দিনে শারীরিক পীড়া কিম্বা বিশেষ প্রতিবন্ধকব্যতিরেকে ঐ আদালতে বসিতেও শৈথিল্য করিবেন না ও যদি অবধারিত দিনে আদালতে বসিবার আটক হয় তবে যে হেতুতে হয় তাহা আপনারদিগের আদালতের রোয়দাদের বহীতে লেখাইবেন ও যদি কোন জজসাহেব উপরাউপরি তিন দিনের মিসিলে ঐ আদালতে বসিতে না পারেন্ তবে যে কারণে না পারেন্ তাহার বেওরা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে লিখিবেন ইতি।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৪৮ অষ্টচত্বারিংশৎ আইন।

সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যে সরকারের মালগুজার ভূম্যধিকারিদিগের ভূমির উপর যে মোকররী জমার ধার্য্য হয় তাহার নিদর্শনে সেই ভূমি পাচং সনী বহীতে লিখিবার বিষয়ের আইন শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১ পহিলা মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২০৭ সালের ১৯ রমজানে জারী করিলেন।

হেতুবাদ।

সরকারের করসম্বন্ধীয় যে সকল ভূম্যধিকারির ভূমির জমা ১০ দশসনী বন্দোবস্তের আইনের হুকুমমাফিক মোকররীমতে ধার্য্য হইয়াছে তাহা চিরকাল স্থিরতর ও বহাল থাকিবেক এবং সময়ক্রমে সকল অধিকারির ভূমিই দুই কিম্বা ততোধিক অংশ হইতে পারে ও যে সকল অধিকারভূমি এইরূপে যাহারং ভোগদখলে আছে কিম্বা পশ্চাৎ যাহারং দখলে আইসে তাহারদিগের কেহ আপন অংশ পার্থক্যক্রমে ভোগ করিতে চাহিলে কিম্বা তাহারদিগের অংশির কেহ আপন অংশের ভূমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বকে অন্যকে দান কিম্বা বিক্রয় করিতে অথবা মতান্তরে দিতে বাসনা করিলে তাহা এবং সে ভূমি সরকারেও নীলাম হইতে পারে অতএব ভূমির অংশ হইলে তাহাতে সরকারের মালগুজারীর খাতিরজমা ও প্রবোধকারণ তাহার একং অংশের ভূমির উপর ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইনের অনুসারে মোকররী জমার ধার্য্যকরণ আবশ্যক ইহাতে সরকারের কার্য্যকারক আমলাদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ প্রথম আইনের মতে সকল অধিকারির ভূমির উপর সরকারের মোকররী জমার ধার্য্য করিবার ও তদনুসারে কার্য্য হয় কি না ইহা সরকারে জানিতে পারিবার কারণ ঐ সকল ভূমি এক বহীতে লিখেন ও সেই বহীতে যে ভূমির যত সালিয়ানা সদর জমা তাহা ও তাহার অধিকারির নাম ও সময়ক্রমে কোন অধিকারভূমি সমুদয় কিম্বা তাহার অংশ একের হস্তহইতে অন্যের হস্তগতা হইলে তাহার বেওরা ও সেই অংশের উপর যে মোকররী জমার ধার্য্য হয় তাহা এবং যে ভূমি পূর্ব্বে যে জমীদারী কিম্বা তালুক অথবা চৌধুরাইর শামিল ছিল ও পশ্চাৎ যাহার শামিল হয় তাহার নাম লেখা যায় আর এ মতে ১০ দশসনী বন্দোবস্ত হইবাবধি যেং অধিকারভূমির মোকররী জমার ধার্য্য ও খারিজ দাখিল হইয়াছে ও পশ্চাৎ হয় ও যে ভূমি যে শা

পে মিলে

মিলে আছে ও উত্তরকালে যে শামিলে আইসে তাহা শীঘ্র জানা যাইবার জন্য এবং সরকারের রাজস্বলাভ অনায়াসে হইবার নিমিত্তে এবং এক জিলাহইতে কোন ভূমি খারিজ হইয়া অন্য জিলায় দাখিল হইলে তাহা সকল দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবদিগের গোচর হইবার কারণেও ঐ সকল বিষয় বিবরিয়া সেই২ বহীতে লিখিতে হইবেক এপ্রযুক্ত নীচের লিখনক্রমে হুকুম নির্দ্দিষ্ট করা গেল ইতি।

২ ধারা।

যে২ ভূমির মালগুজারী বরাবর সরকারে দাখিল হয় সেই২ ভূমির কারণ পাঁচ২ সনী একং বহী তৈয়ার হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—একং জিলার কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে আপনং জিলার মোতালক যে২ ভূম্যধিকারী আপনং ভূমির মালগুজারী সরকারে আপনারা করে তাহারদিগের সকলপ্রকার ভূমি পাচং সন অন্তর একং বহীতে লিখেন।

ভূম্যধিকারির অর্থের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ভূম্যধিকারির অর্থ এই যে ব্যক্তি আপন অধিকারভূমির মালগুজারী আপনি সরকারের বরাবরে করে ও তাহার বন্দোবস্ত সরকারে হয়।

৩ ধারা।

সকলপ্রকার অধিকার ভূমির নাম সূচী করিয়া লেখা যাইবার কথা।

সকলপ্রকার অধিকারভূমির নাম ইঙ্গরেজী আলেফ বে অর্থাৎ সূচী করিয়া লেখা যাইবেক।

৪ ধারা।

যে অধিকারভূমির যে নাম সম্প্রতি আছে তাহাই স্থির থাকিবার কথা।

এইক্ষণে যে অধিকারভূমির যে নাম আছে তাহাই স্থির থাকিবেক ইতি।

৫ ধারা।

যে ভূমির নাম তাহার অধিকারির পরিবর্ত্তে ফিরে সে ভূমির এই ক্ষণের নাম স্থির থাকিবার কথা।

যে স্থানে এমত দাঁড়া আছে যে তথাকার অধিকারির পরিবর্ত্তে অন্যাধিকারী হইলে তাহার অধিকারভূমির নাম ভিন্ন হয় সে ভূমির যে নাম এইক্ষণে আছে সে নাম চিরকালের জন্য স্থিরতর ও বহাল রহিবেক ইতি।

৬ ধারা।

যে অধিকারভূমির নাম না থাকে তাহার অধিকারিরা সে অধিকারভূমির নাম রাখিবার কথা।

যে অধিকারভূমির নাম হয় নাই তাহার নাম তাহার অধিকারিরা রাখিবেক ও পশ্চাৎ সেই নাম স্থির ও চলন থাকিবেক তাহাতে যদি সেই অধিকারভূমির অংশিদিগের কেহ সেই নাম রাখিতে আপত্তিকরে তবে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনে সাধারণ ভূমির সরবরাহকার নির্দ্দিষ্টের অর্থে আপত্তি জন্মিলে তাহা মিটাইবার নিমিত্তে যেমত কর্ত্তব্যের হুকুম আছে এমতাপত্তি মিটাইবার কারণেও সেই মত করা যাইবেক কিন্তু তাহাতে এই বিশেষ হইবেক যে যদিস্যাৎ সেই অধিকারভূমির নাম রাখিবার কালে তাহার সকল অংশের অধিকারিরা নাম রাখিতে আপত্তি

করিয়া

করিয়া দুই পক্ষ হইয়া জন গণনায় সমান হয় ও তাহার নাম কালেক্টরসাহেব বিবেচিয়া রাখিতে হুকুম দেন্ তাহাতেও মনৎ না হয় তবে কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা আছে যে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগেরে না জানাইয়া আপন বিবেচনাক্রমে সেই অধিকারভূমির নাম নির্দ্দিষ্ট করেন্ ইতি।

৭ ধারা।

অধিকারভূমির নাম ছাড়া নামান্তর নির্দ্দেষ্ট র কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যে অধিকারভূমির নিজ নামছাড়া তালুক কিম্বা তপ্পা শব্দে ডাকে সে অধিকারের নাম নীচের লিখনানুসারে তাহার নিজ নামের আদ্যাক্ষরের সূজীর তলে প্রথম লিখিয়া পশ্চাৎ তালুক কিম্বা তপ্পা যে হয় তাহার নির্দ্দিষ্ট করা যাইবেক।

আকবরপুর তপ্পা কিম্বা তালুক।

যে অধিকারভূমির অংশ চিহ্নিত হয় সে অধিকার আদৌ তাহার স্বনামের তলে লেখা যাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি কোন জমীদারী কিম্বা তালুক অথবা চৌধুরাই অংশ হইয়া থাকে কিম্বা হয় তবে তাহার মধ্যের যে অংশের ধার্য্য যত আনা হয় তাহার অংশিরা আপন২ অংশ কিসমৎ খারিজ দাখিল হইয়া আপন২ কিসমতের সদর মাল গুজারীর তাহুত একরার পৃথক২ সরকারে দিলে তদনুসারে এক২ কিসমৎ ভিন্ন২ অধিকার নির্দ্দিষ্ট হইয়া নীচের লিখনানুসারে সেই সকল কিসমৎ সাধারণ কালের জমীদারী কিম্বা তালুক অথবা চৌধুরাইর আদ্যাক্ষরী সূজীর তলে প্রথম লিখিয়া পশ্চাৎ তাহার তলে কিসমৎ নিরূপণ করা যাইবেক।

আকবরপুর।

কিসমৎ ।৴ ছয় আনা।
কিসমৎ ৵ তিন আনা।
কিসমৎ ।৵ সাত আনা।

কোন অধিকারভূমির মধ্যের গ্রামাদি কিঞ্চিৎ ভূমি পরহস্তগতা হইলে সেই কিঞ্চিৎ ভূমি যদি সেই অধিকারের কিছু কিসমৎ নির্দ্দিষ্ট না হয় তবে সেই কিঞ্চিৎ ভূমিকে পূর্ব্বে যে অধিকারের শামিল ছিল তাহার তলে না লিখিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি কোন ভূম্যধিকারির ভূমির মধ্যের কোন গ্রাম কিম্বা মহাল সরকারের নীলামে অথবা মতান্তরে উভয় স্বেচ্ছায় একের হস্তহইতে অন্যের হস্তগত হয় ও সেই গ্রামাদি সেই ভূমির কিছু কিসমৎ নির্দ্দিষ্ট না হয় তবে সেই গ্রামাদি যাহার হস্তগত হয় সে ব্যক্তি পূর্ব্বাধিকারির নামহইতে সেই গ্রামাদি খারিজ ও আপন নামে দাখিল করাইয়া তাহার সদর মালগুজারীর তাহুত একরার আলাহিদা সরকারে দিলে সে গ্রামাদি পূর্ব্বে যে অধিকারভূমির শামিল থাকে তাহার তলে ২ দ্বিতীয় প্রকরণের ক্রমে না লিখিয়া পৃথক করিয়া লেখা যাইবেক ও তদনুসারে সেই গ্রামাদি লব্ধ ব্যক্তি স্বয়ং তাহার অধিকারী জানিবেক এবং অধিকারভূমির নাম রাখিবার হুকুম মতে সেই গ্রামাদির নাম ভিন্ন করিয়া রাখা যাইবেক।

৪ চতুর্থ

এক অধিকারের মধ্যের কোন মহাল অন্য জিলার শামিল হইয়া তাহার তাহুত সরকারে পৃথক দাখিল হইলে তথায় সেমহাল কিসমতের ক্রমে লেখা যাইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যদি কোন এক ভূম্যধিকারির অধিকারভূমি অনেক জিলার মোতালকে থাকে ও যে জিলার মোতালকে তাহার যে মহাল থাকে তাহার মালগুজারী সেই জিলায় হইবার কারণ তাহার তাহুত একরার পৃথকং সরকারে দাখিল হয় তবে সেই জিলায় সেই মহাল মোতালকে অমুক অধিকার কিসমতের ক্রমে লেখা যাইবেক এমতে সে জিলায় সেই অধিকারির সমুদয় অধিকার ও দরোবস্ত জমা লিখিবার আবশ্যক হইবেক না।

একং অধিকারির ভূমি সমুদয় পরগনা কিম্বা কিসমৎ অথবা গ্রাম যে থাকে তাহা তাহার আদ্যক্ষরী সূজীর তলে লিখিবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—একং ভূম্যধিকারির অধিকারভূমি সমুদয় পরগনা কিম্বা কিসমৎ অথবা গ্রাম যে থাকে তাহা তাহার আদ্যক্ষরী সূজীর তলে লেখা যাইবেক ও সিরিস্তা হইতে যদি সেই অধিকারের ভূমির সংখ্যা তায়দাদ মিলে তবে তাহাও লিখিতে হইবেক যদি সেই তায়দাদ না মিলে তবে তাহা লিখিবার জিলা এতাবতা স্থান শূন্য থাকিবেক পশ্চাৎ সরকারের হুকুমে কিম্বা কোন বিরোধে অথবা অপর হেতুতে যে সময়ে সেই অধিকারভূমি জরীব হয় সেই সময়ে তাহার তায়দাদ সেই শূন্য স্থানে লেখা যাইবেক।

কোন অধিকার মুসল্লম পরগনা না হইলে যে পরগনার আমলের হয় তাহার আমলে লেখা যাইবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—যদি কোন ভূম্যধিকারির অধিকারভূমি মুসল্লম পরগনা না হইয়া এক কিম্বা দুই অথবা ততোধিক গ্রাম হয় তবে সেই সকল গ্রাম যে পরগনার আমলের হয় সেই পরগনার আমলে লেখা যাইবেক ইতি।

৮ ধারা।

যে জিলার মোতালক যে ভূমি সেই জিলার তলে সেই ভূমির সালিয়ানা জমা লিখিবার কথা।

যে কোন ভূম্যধিকারির অধিকারভূমি এক জিলার মোতালকে না থাকে তাহার অধিকারের যে ভূমি সমুদয় কিম্বা তাহার কিসমৎ যে জিলার মোতালকে থাকে তাহার সালিয়ানা যে জমা তাহাই সেই জিলার তলে লেখা যাইবেক।

৯ ধারা।

ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের নাম অধিকারভূমির পাশে লেখা যাইবার কথা।

একং অধিকারভূমির অধিকারী কিম্বা অধিকারিদিগের নাম অথবা সেই অধিকারভূমি ইজারা দেওয়া গিয়া থাকিলে তাহার ইজারদারের নাম সেই অধিকারভূমির পাশে লিখিতে হইবেক ইতি।

১০ ধারা।

যে পাঁচং সনী বহী প্রথমাবধি লেখা যাইবেক তাহার কথা।

কর্ত্তব্য যে সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যে পাচং সনী যে খারিজ দাখিলী বহী লেখা যায় তাহা ঐ একং সুবার চলন সন বাঙ্গলা ও ফসলী ও বিলায়তীর ১২০২ সাল সুরুহইতে লেখা হয় আর সেই বহী লেখা তৈয়ার হইলে ঐ একং সুবার চলন সনের প্রস্তাবে ১০ দশসনী বন্দোবস্তের প্রথম সন ১১৯৭ সাল সুরুহইতে দুসরা বহী লেখা যায় এবং যেং অধিকারভূমি যাহারং ছিল তাহারো নিদর্শন সেই বহীতে রহে তদনন্তর ঐ একং সুবার চলন ১২০৭ সালে ও তাহার পর পাঁচং

সন

সন অন্তরে যেং বহী লেখা যায় তাহাতেও সেই সকল অধিকার ভূমি যাহারং ছিল ও তত্তৎকালে যাহারং হয় তাহার বেওরা নিদর্শন রাখা যায় ইতি।

১১ ধারা।

সন বাঙ্গলা ও ফসলী ও বিলায়তীর ১২০২ সাল সুরুহইতে যে বহী লেখা যাইবেক তাহার নম্বর ২ দুসরা হইবেক তাহার পর ১১৯৭ সাল সুরু ইস্তক যে বহী লেখা যাইবেক তাহার নম্বর ১ প্রথম হইবেক তদনন্তর ১২০৭ সাল সুরু ইস্তক যে বহী লেখা যাইবেক তাহার নম্বর ৩ তেসরা হইবেক তৎপশ্চাৎ যেং বহী লেখা যাইবেক তাহার নম্বর পরপর বিলিক্রমে হইতে থাকিবেক ইতি।

বহীসকলের নম্বর হইবার কথা।

১২ ধারা।

যত বড় দীর্ঘ পুস্থের কাগজে বহী তৈয়ার করিতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হুকুম হয় তাহার অনুসারে ইঙ্গরেজী কাগজে প্রতিজিলায় বহী লেখা যাইবেক ও সেই বহী কেতাবের ন্যায় একং জিল্দ হইয়া তাহার পৃষ্ঠে নীচের লিখিত পাঠ লিখিতে হইবেক। পাঠ এই যে অমুক জিলার মোতালক সরকারের মালগুজারদিগের অধিকারভূমিসকলের বহী ইস্তক সন অমুক বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অথবা বিলায়তী মোতাবেকে সন অমুক ইঙ্গরেজী নম্বর অমুক।

সিরিস্তার বহী যত বড় হইবেক তাহার কথা।

১৩ ধারা।

যেং কালে পাঁচসনী একং বহী লেখা তৈয়ার হইবেক সেইং কালে তাহার সমান কাগজের একং বহীতে তাহার নকল করিতে হইবেক কিন্তু যে বহীতে নকল করিতে হইবেক সে বহীতে নকল করিবার পূর্ব্বে তাহার প্রতিসফায় পত্রাঙ্ক অর্থাৎ নম্বর দাগ হইয়া প্রতিওরকে জিলার দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের দস্তখৎ ও শেষ ওরকে সকল সফার নম্বরের শুমার ঐ দস্তখতে লেখা যাইবেক এরূপে সফার নম্বর শুমারী ও দস্তখতী বহীতে নকল না হইলে তাহা মঞ্জুর হইবেক না ইতি।

জজসাহেবের দস্তখতে ওরক দাগ ও সফার শুমার না হইলে বহী মঞ্জুর না হইবার কথা।

১৪ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২১ এক বিংশতি আইনের অনুসারে যে কেহ এ দেশী জোবানের দস্তুরকিপর অর্থাৎ মুজমিলনবীস নিযুক্ত হয় তাহার কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী বহীর মোতাবেক বহীতে নকল রাখে ও সেই বহী যত বড় দীর্ঘ পুস্থের কাগজে হইবার অর্থে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হুকুম হয় তত বড় কাগজে তৈয়ার হইয়া প্রতি ওরকে জিলার দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের দস্তখৎ ও শেষ ওরকে সকল সফার নম্বর

এদেশী জোবানের মজমিলনবীসেরা বহীর নকল রাখিবার কথা।

শুমার

খুমার ঐ দস্তখতে লেখা যায় এরূপে সফার নম্বর খুমারী ও দস্তখতী বহীতে নকল না হইলে তাহা মঞ্জুর হইবেক না ইতি।

১৫ ধারা।

মুজমিলনবীসদিগের বহীসকল যে অক্ষর ও ভাষায় লেখা যাইবেক তাহার কথা।

উপরের ধারায় যে মুজমিলনবীসদিগের প্রস্তাব আছে কর্ত্তব্য যে তাহারদিগের সকল বহী সুবে বাঙ্গালা ও সুবে উড়িষ্যায় পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষায় ও সুবে বেহারে পারসী ও নাগরী অক্ষর ও ভাষায় লেখা যায় ইতি।

১৬ ধারা।

পাঁচসনী বহীতে ভূম্যধিকারিদিগের ভূমির খারিজদাখিল যে মতে লেখা যাইবেক তাহার কথা।

ভূম্যধিকারিদিগের যে কোন অধিকারভূমির অংশাংশি হয় এবং যে কোন অধিকারভূমি সমুদয় কিম্বা তাহার কিছু কিস্মৎ একের হস্তহইতে অন্যের হস্তে যায় এবং যে কোন অধিকারভূমি পূর্ব্বে কোন জমীদারী কিম্বা তালুক অথবা চৌধুরাইর শামিল থাকিয়া খারিজ হইয়া পরে এক শামিলে রহে তাহার খারিজদাখিলী মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী এক বহী সাফ করিয়া লিখিলে পর দুসরা মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহীতে তাহার বেওরা কৈফিয়ৎ লিখিবার কারণ যত বড় দীর্ঘপৃষ্ঠে দরমিয়ানী পাঁচসনী বহী করিতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা হুকুম দেন্ কালেক্টরসাহেব তত বড় বহী তৈয়ার করিবেন ও সেই বহীর নাম দরমিয়ানী পাঁচসনী খারিজদাখিলী বহী হইবেক ও তাহার পৃষ্ঠে নীচের লিখিত পাঠ লেখা যাইবেক। পাঠ এই যে ভূম্যধিকারিদিগের ভূমির দরমিয়ানী পাঁচসনী খারিজদাখিলী বহী ইস্তক সুরু সন অমুক বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অথবা বিলায়তী লাগাইৎ আখিরী সন অমুক বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অথবা বিলায়তী। ঐ দরমিয়ানী পাঁচসনী বহী লিখিবার পূর্ব্বে কর্ত্তব্য যে তাহার প্রতিসফায় নম্বর দাগ হইয়া জিলার দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের দস্তখৎ প্রতিওরকে হয় এবং সফার নম্বর দাগের খুমার শেষ ওরকে ঐ দস্তখতে লেখা যায় আর কালেক্টরসাহেবের উচিত যে মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী এক বহী লেখা তৈয়ার হইলে পর আইন্দা মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহীতে মাফিক দরকার বেওরা কৈফিয়ৎ লেখাইবার কারণ দরমিয়ানী পাঁচসনের মধ্যে যেং অধিকারভূমির অংশাংশি হয় এবং যে কোন অধিকারভূমি সমুদয় কিম্বা তাহার কিছু কিস্মৎ একের হস্তহইতে অন্যের হস্তে যায় ও যে কোন অধিকারভূমি পূর্ব্বে কোন অধিকারের শামিল থাকিয়া খারিজ হইয়া পরে এক শামিলে রহে এবং যাহারং হুকুমে এমত হয় তাহার বেওরা কৈফিয়ৎ সেই দরমিয়ানী পাঁচসনী বহীতে লেখান্ ও তাহার পৃথকং সকল বিষয় বিবরণে অর্থাৎ হরেক দফায় আপনি দস্তখৎ করেন্।

১৭ ধারা।

কোন অধিকারভূমি এক জিলাহইতে খারিজ

যে সময়ে কোন ভূম্যধিকারির ভূমি সমুদয় কিম্বা তাহার কিছু কিস্মৎ এক জিলা

হইতে

হইতে খারিজ হইয়া অন্য জিলায় দাখিল হয় সে সময়ে যে জিলাহইতে খারিজ হয় সেই জিলার কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই ভূম্যধিকারির ভূমি সমুদয় কিম্বা তাহার কিস্‌মতের খারিজদাখিলের মোতালক যেং বেওরা কৈফিয়ৎ সাবেক মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহী ও তাহার পরের দরমিয়ানী পাঁচসনী বহীতে থাকে তাহার এক নকল যে জিলায় সে ভূমি দাখিল হয় সেই জিলার কালেক্টরসাহেবের নিকটে পাঠান্ ও সেই কালেক্টরসাহেবের উচিত যে সেই নকল পাইলে তাহা আপন জিলার দরমিয়ানী পাঁচসনী বহীতে উঠান্ যে তদ্দৃষ্টে আইন্দা মোকররী পাঁচসনী বহী দুরস্ত হয় ইতি।

হইয়া অন্য জিলায় দাখিল হইলে তাহার কাগজ খারিজী জিলার কালেক্টরসাহেব দাখিলা জিলার কালেক্টরসাহেবকে দিবার কথা।

১৮ ধারা।

উপরের লিখনানুসারে যে ভূম্যধিকারির ভূমি সমুদয় কিম্বা তাহার কিস্‌মৎ এক জিলাহইতে খারিজ হইয়া অন্য জিলায় দাখিল হয় তাহার খারিজদাখিলের বেওরা কৈফিয়ৎ দেওয়ানী আদালতসকলের সাহেবদিগের গোচর করাইতে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের হুকুম হইবেক অতএব যে সময়ে যে ভূমি যে জিলাহইতে খারিজ হয় সেই জিলার কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই ভূমির খারিজদাখিলের মোতালক যেং বেওরা কৈফিয়ৎ সাবেক মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহী ও তাহার পরের দরমিয়ানী পাঁচসনী বহীতে লেখা থাকে তাহার একং নকল সেই জিলার দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নিকটে ও যে এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের মোতালক সে জিলা হয় তথাকার সাহেবদিগের স্থানে পাঠান্ আর যে সময়ে সেই ভূমি যে জিলায় দাখিল হয় সে সময়ে সে জিলার কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই ভূমির খারিজদাখিলের মোতালক যেং বেওরা কৈফিয়তের নকল সাবেক মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহী ও তাহার পরের দরমিয়ানী পাঁচসনী বহীর অনুসারে যেরূপে ১৭ সপ্তদশ ধারাক্রমে পাইয়া থাকেন্ সেইরূপে তাহার একং নকল তাঁহার জিলার দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নিকটে এবং যে এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের মোতালক তাঁহার জিলা হয় তথাকার সাহেবদিগের স্থানে পাঠান্ আর যে জিলাহইতে সেই ভূমি খারিজ হয় সেই জিলার দেওয়ানী আদালতের জজসাহেব ও সেই এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সেই ভূমির খারিজদাখিলের বেওরা কৈফিয়তের কাগজ পাইলে যদি সেই ভূমির মোতালক কোন মোকদ্দমা তথায় উপস্থিত থাকে তবে তাহার রোয়দাদ যে জিলায় সেই ভূমি দাখিল হয় সেই জিলার দেওয়ানী আদালতের জজসাহেব ও সেই এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্ এবং সে মোকদ্দমার উভয় বিবাদিকে লিখনের দ্বারা সে সম্বাদ দেন্ ইতি।

ভূম্যধিকারির ভূমি এক জিলার আদালতের এলাকাছাড়া হইয়া অন্য জিলার আদালতের মোতালক হইলে তথায় যে মতে সংবাদ দিতে হইবেক তাহার কথা।

১৯ ধারা।

যে সময়ে যে জিলাহইতে যে ভূম্যধিকারির ভূমি খারিজ হয় সে সময়ে তাহার নি

অধিকারভূমির খারিজদাখিলেরো বেওরা কৈ

ফিয়তের নিদর্শন এক বহীহইতে অন্য বহীতে রাখিবার মতের কথা।

দর্শন শীঘ্র মিলিবার কারণ এবং আইন্দা মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহী দুরস্তের নিমিত্তে সেই জিলার কালেক্টরাহেবের কর্ত্তব্য যে সাবেক মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহীর যে নম্বরের সফায় সেই ভূমির কৈফিয়ৎ দাখিল থাকে তাহার পাশে আলতার কসে লিখেন্ যে সেই ভূমির কৈফিয়ৎ তাহার পরের দরমিয়ানী পাঁচসনী বহীর অমুক নম্বরের সফায় দাখিল হইল এবং সেই দরমিয়ানী পাঁচসনী বহীর যে নম্বরের সফায় সে ভূমির কৈফিয়ৎ লেখা যায় তাহার পাশে ও আলতার কসে লিখেন্ যে ঐ মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহীর অমুক নম্বরের সফায় যে ভূমির কৈফিয়ৎ দাখিল আছে আর উচিত যে খারিজদাখিলী সকল বহীর মধ্যের লিখিত ভূমির কৈফিয়ৎ সকলের পৃথকং সকল বিষয়ের বিবরণেই কালেক্টরসাহেবের দস্তখৎ হয় এমতে সেই সকল ভূমির খারিজদাখিল সঙ্গত ও শুদ্ধক্রমে লেখা যাইবার জওয়াবের ভার সেই কালেক্টরসাহেবের শিরে রহিবেক আর উচিত যে দরমিয়ানী পাঁচসনী বহীতে যে সকল অধিকারভূমির খারিজদাখিলের বেওরা কৈফিয়ৎ লেখা যায় তাহাতে তাহার বিস্তারিত ও শরেওয়ার আইন্দা মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহীতে মাফিক দরকার লিখিবার জন্য লিখেন্ কিম্বা তাহার বেওরা সাবেক মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহীতে থাকিলে সেই সাবেক বহীতে তাহার নিদর্শন আছে এমত শব্দ ঐ দরমিয়ানী পাঁচসনী বহীতে লিখেন্ এবং কালেক্টরসাহেব নিশ্চয় জানিবেন যে যে সময়ে যে ভূম্যধিকারির ভূমি অন্য জিলাহইতে খারিজ হইয়া তাঁহার মোতালক জিলায় আইসে কিম্বা তাঁহার মোতালক জিলাহইতে খারিজ হইয়া অন্য জিলায় দাখিল হয় সে সময়ে তাহার সংবাদ পাইয়া ২৪ চতুর্বিংশতি ধারাক্রমে দরমিয়ানী পাঁচসনী বহীতে সে ভূমির খারিজদাখিলের বেওরা কৈফিয়ৎ লিখিতে হইবেক কদাচিৎ কোন বিষয় লিখিতে বাকী থাকিবেক না।

২০ ধারা।

মুজমিলনবীসেরাও খারিজদাখিলী বহী ইঙ্গরেজী বহীর তুলনায় রাখিবার কথা।

মুজমিলনবীসদিগের কর্ত্তব্য যে ভূমির খারিজদাখিলী বহী ইঙ্গরেজী বহীর মোতাবেকে কেতাবের জিল্দের ন্যায় তৈয়ার করে এবং তাহার সকল সফায় নম্বর দাগ হয় ও তাহার পুতিওরকে জিলার দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের দস্তখৎ হয় ইতি।

২১ ধারা।

মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী ও দরমিয়ানী পাঁচসনী বহীসকলের অশুদ্ধ শোধন যেরূপে হইবেক তাহার কথা।

১৩ ত্রয়োদশ ধারার লিখনানুসারে মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহী তৈয়ার হইলে এবং তাহাতে জিলার দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের দস্তখৎ হইলে পর যদি সে বহীতে কোন ভূমির খারিজদাখিলের বেওরা কৈফিয়ৎ লিখিতে কিছু ভুল হইয়া থাকে অথবা তাহার লেখক অশুদ্ধ করিয়াছে এমত জানা যায় তবে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য নহে যে সে ভুল ও অশুদ্ধকে ফিরান্ কিম্বা কাটান্ বরং কর্ত্তব্য যে তাহা

সে কালে

সেকালে পূর্ব্বমত বহাল রাখিয়া তাহার প্রস্তাব দরমিয়ানী পাঁচসনী বহীতে লেখাইয়া তাহার উপর আপন দস্তখৎ করেন্ আর সেই মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহীর যে সফার যে স্থানে সেই ভুল কিম্বা অশুদ্ধ হইয়া থাকে তাহার পাশে দরমিয়ানী পাঁচসনী বহীর যে সফায় সেই ভুল অথবা অশুদ্ধের প্রস্তাব লেখা যায় সেই সফার নম্বর আলতার কসে লেখান্ এবং সেই মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহীর যে সফার যে স্থানে সেই ভূমি লেখা রহে সেই সফার নম্বর দরমিয়ানী পাঁচসনী বহীর যে সফার যে স্থানে সেই প্রস্তাব থাকে তাহার পাশেও আলতার কসে লেখান্ আর যদি দরমিয়ানী পাঁচসনী বহীতে কিছু ভুল কিম্বা অশুদ্ধ হয় তাহাতেও উপরের লিখিত দাঁড়া দৃষ্ট থাকে ইতি।

২২ ধারা।

মুজমিলনবীসেরা ইঙ্গরেজী বহীর তুলনায় যে মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী ও দরমিয়ানী পাঁচসনী বহী রাখে তাহার অশুদ্ধ শোধন যেরূপে হইবেক তাহার কথা।

মুজমিলনবীসেরা ইঙ্গরেজী বহীর মোতাবেক যে সকল বহী আপনারদিগের নিকটে রাখে তাহাতে যে কালে কিছু ভুল কিম্বা অশুদ্ধ অথবা নাদুরস্তী হয় সে কালে তাহারাও তাহার শোধন যেরূপে ইঙ্গরেজী বহীর সকল অশুদ্ধ শোধনার্থে কালেক্টর সাহেবদিগেরে হুকুম আছে সেইরূপে করে কিন্তু দরমিয়ানী পাঁচসনী বহীতে যে স্থানে সেই ভুল কিম্বা অশুদ্ধের প্রসঙ্গ লেখা যায় কর্ত্তব্য যে তথায় মুজমিলনবীস এবং কালেক্টরসাহেবের দস্তখৎ হয় ইতি।

২৩ ধারা।

মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহী তৈয়ারের কালে দেওয়ানী আদালতে কোন ভূমির অধিকারিত্বের মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিলে তৎকালে সে বহীতে যাহার অধিকার লেখা যাইবেক তাহার কথা।

যদি কোন মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহী তৈয়ারের কালে কোন ভূম্যধিকারির ভূমি সমুদয় কিম্বা তাহার কিস্মতের প্রতি কাহারো স্বত্বাধিকারের দাওয়া কোন দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত থাকে তবে সে কালে যে ব্যক্তি সেই ভূমিতে ভোগবান থাকে সেই ব্যক্তির অধিকার সেই বহীতে লেখা যাইবেক ইতি।

২৪ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা একের ভূমি অন্যের হস্তে গেলে ও এক জিলাহইতে খারিজ হইয়া অন্য জিলায় দাখিল হইলে তাহার সংবাদ যেরূপে পাইবেন তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ভূম্যধিকারিদিগের অধিকারভূমি একের হস্তহইতে অন্যের হস্তে গেলে এবং এক জিলাহইতে খারিজ হইয়া অন্য জিলায় দাখিল হইলে তাহার বেওরা সংবাদ কালেক্টরসাহেবেরা নীচের লিখনানুসারে পাইবেন।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ৯ নবম ধারাক্রমে জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবাদগের প্রতি হুকুম আছে যে সকল ভূমির মোকদ্দমায় বিচারক্রমে যাহার হক্ পঁহুছে তাহা দেওয়াইবার কারণ আপনারদিগের কৃত ডিক্রীর নকল ও মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা সদর দেও

য়ানী

য়ানী আদালতহইতে যে যে বিষয়ের আঞ্জাম পঁহুছাইবার নিমিত্তে যে যে ডিক্রী তাঁহারদিগের নিকটে যায় তাহার নকল কালেক্টরসাহেবদিগের নিকটে পাঠান্।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—কলিকাতার নীলামে যে সকল ভূম্যধিকারির ভূমি বিক্রয় হয় তাহার বেওরা কৈফিয়ৎ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কালেক্টরসাহেবদিগেরে লিখিয়া পাঠাইবেন।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—কালেক্টরী কাছারীতে কোন ভূম্যধিকারির ভূমি নীলামে বিক্রয় হইলে তাহা যথাকার হুকুমে নীলাম হয় তথাকার হুকুমনামা ও যে প্রকারে সে ভূমির খারিজদাখিল হয় তাহার বেওরা কৈফিয়ৎ কালেক্টরসাহেবদিগের নিকটেই থাকিবেক।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৫ পঞ্চবিংশতি আইনের মতে যে সকল ভূম্যধিকারির অধিকারভূমি অংশাংশি হয় ও এক শামিলে রহে তাহাতে কালেক্টরসাহেবেরা জানিবেন যে সেই ভূমি অংশাংশি কিম্বা এক শামিল যাহা করিতে হয় তাহা তাঁহারদিগের দ্বারা হইবেক অতএব তাহার বেওরা কৈফিয়ৎ তাঁহারদিগের নিকটেই থাকিবেক।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইনের ১০ দশম ধারানুসারে ভূম্যধিকারিদিগের কোন অধিকারভূমি সমুদয় কিম্বা তাহার যেং কিস্মৎ একের হস্তহইতে অন্যের হস্তে যায় তাহার সংবাদ কালেক্টরসাহেব অগ্রে পাইয়া সে ভূমি তাহার নূতন অধিকারির নামে এই আইনের মতে খারিজদাখিলী বহীতে লিখিতে পারিবেন।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৩সালের ৩৬ আইনের মতে যাহারা কীপর রেজিস্টরী অর্থাৎ ভূমির দান বিক্রয়াদির কাগজপত্রের নকলওগয়রহের সিরিস্তাদারীতে নিযুক্ত হয় তাহারদিগেরে সেই আইনের মতে হুকুম আছে যে যে সকল ভূম্যধিকারির অধিকারভূমির খারিজদাখিল তাহারদিগের সিরিস্তার বহীতে লেখা যায় তাহার সংবাদ বেওরা করিয়া কালেক্টরসাহেবদিগেরে দেয় ইতি।

২৫ ধারা।

কালেক্টরসাহেবের তলবমতে ভূম্যধিকারিপ্রভৃতিতে ভূমির খারিজদাখিলের কৈফিয়ৎ না দিলে তাহার প্রতি দণ্ড নিরূপণের কথা।

যে কালে মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহী তৈয়ার করাইবার অর্থে কিম্বা দরমিয়ানী পাঁচসনী বহীতে কোন ভূমির খারিজদাখিলের বেওরা কৈফিয়ৎ লেখাইবার কারণ সেই ভূমির অধিকারী কিম্বা ইজারদার অথবা তালুকদার কিম্বা কট্‌কিনাদারের স্থানে কোন বিষয়ের বার্ত্তালওন কালেক্টরসাহেবের আবশ্যক হইয়া সেই ভূম্যধিকারিপ্রভৃতি কাহারো নামে সেই সাহেবের মোহর ও দস্তখতে হুকুমনামা যায় সে কালে যদি সেই ব্যক্তি সেই হুকুমনামা পাইয়া নির্দ্ধারিত কালের মধ্যে সে বিষয়ের সংবাদ দিতে শৈথিল্য ও গাফিলী করে তবে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে

তাহার

তাহার বৃত্তান্ত শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরের সুগোচর কারণ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগেরে লিখেন্ ঐ শ্রীযুত ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের দ্বারা সে সংবাদ পাইয়া সেই ভূম্যধিকারিপ্রভৃতির যে কেহ এমত ত্রুটি করিয়া থাকে তাহার সম্ভাবনা ও শক্ত্যনুসারে যে দণ্ডলওন উচিত জানেন্ তাহাই লইতে হুকুম করিবেন ইহাতে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের দ্বারা ঐ শ্রীযুতের হুজুরের নিরূপিত সেই দণ্ড লইবার হুকুম পাইয়া মালগুজারীর বাকী উসুলের প্রতি যেযে মত ব্যবস্থা আছে তদনুসারে সেই দণ্ড উসুল করেন্ ইতি।

২৬ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহীর নকল এবং দরমিয়ানী পাঁচসনী খারিজদাখিলী বহীর লিখিত ভূমির তিনং মাসের কৈফিয়তের নকল যেং সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইতে থাকিবেন তাহার কথা।

কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যত ত্বরাতে হয় কি ইঙ্গরেজী কি এদেশী ভাষায় মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহীর নকল আপনারদিগের দস্তখতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্ আর উচিত যে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা ১৩ ত্রয়োদশ ধারার লিখনানুসারে যে দীর্ঘ পুস্তের নির্ণয় আসল বহীর কারণ করেন্ সেই দীর্ঘ পুস্তের বহীতে সেই নকলের বহীও তৈয়ার হয় এবং আসল বহীর মতে তাহার প্রতি সফায় নম্বর লেখা যায় ও তাহার উপর জিলার দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের দস্তখৎ হয় আর কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যেমত মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহীর নকল আপনারদিগের দস্তখতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইতে থাকেন্ সেই মত সন বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অথবা বিলায়তীর যাহা যে জিলায় চলন থাকে সেই সনের নিদর্শনে প্রতিসন তৃতীয় মাস ও ষষ্ঠ মাস ও নবম মাস ও দ্বাদশ মাস গতে একং মাসের মধ্যে দরমিয়ানী পাঁচসনী বহীর লিখিত ভূমির খারিজদাখিলী গত তিনং মাসের বেওরা কৈফিয়তের নকল আপনারদিগের দস্তখতে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের নিকটেও পাঠাইতে রহেন্ আর তদনুসারে প্রত্যেক কালেক্টরসাহেবেরদের কর্ত্তব্য যে মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহীর নকল এবং দরমিয়ানী পাঁচসনী বহীর লিখিত ভূমির খারিজদাখিলী গত তিনং মাসের কৈফিয়তের নকল আপনং জিলার দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নিকটে এবং যেং মফঃসল আপীল আদালতের এলাকার তাবে তাঁহারং জিলা হয় তথাকারং সাহেবদিগের নিকটেও পাঠাইতে থাকেন্ আর ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে একং জিলার মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহীর নকল এবং দরমিয়ানী পাঁচসনী বহীর লিখিত ভূমির খারিজদাখিলী গত তিনং মাসের কৈফিয়তের নকল পাইলেই তাহার নকল আপনারদিগের দস্তখতে সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইতে রহেন্ ইতি।

২৭ ধারা।

সকল আদালতের জজ সাহেবদিগকে ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগ

সকল আদালতের জজসাহেবদিগের ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের ও কালেক্টরসাহেবদিগের প্রতি যথোচিত হুকুম আছে যে কি ইঙ্গরেজী কি এদেশী ভাষার

মোকররী

কে ও কালেক্টরসাহেব লোককে বহীসকলের রক্ষণ সর্ব্বতোভাবে করিতে হুকুমের কথা।

মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী ও দরমিয়ানী পাঁচসনী খারিজদাখিলী কৈফিয়তের সমস্ত বহী রক্ষার বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগী থাকেন্ এবং সেই সমস্ত বহীর যে নকল দফ্তরে রাখা যায় তাহার জিল্দ এমত সামগ্রীতে তৈয়ার করান্ যে তাহার রক্ষার অর্থে পোকায় কাটিবার উৎপাত ও অন্যং ক্ষতিখতরা হইতে না পারে ইতি ।

২৮ ধারা ।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা খারিজদাখিলী মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী ও দরমিয়ানী পাঁচসনী বহীর নক্সা তৈয়ার করিবার কথা ।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এই আইন পাইলে পর মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী ও দরমিয়ানী পাঁচসনী বহী তৈয়ারের কারণ এমত নক্সা ঠাহরেন্ যে তাহাতে যেং ভূম্যধিকারির অধিকারভূমি একের হস্তহইতে অন্যের হস্তগতা হয় তাহার বেওরা কৈফিয়ৎ স্পষ্ট জানা যায় এবং যত পারেন্ তাহাতে সরকার ও পরগনা ও কিস্মৎওগয়রহের পুস্তাব রাখিয়া শ্রীযুত গবর্নর্ জেনেরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের মঞ্জুরীর নিমিত্তে ঐ শ্রীযুতের হজুরে দেন্ ও তথাকার মঞ্জুরী নক্সা পাইলে তাহার নকল কালেক্টরসাহেবদিগের নিকটে পাঠান্ ইহাতে ঐ শ্রীযুতের হজুরের মঞ্জুরী নক্সা তথাকার বিনাহুকুমে ফেরফার হইবেক না কিন্তু যদি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা তদপেক্ষা ভাল নক্সা ঠাহরেন্ তবে তাহা ঐ শ্রীযুতের হজুরে পাঠাইবেন তথায় যদি সে নক্সা মঞ্জুর হয় তবে সেই নক্সা মঞ্জুরের পর পাঁচসনা বহী যাহা তৈয়ার করিতে হয় তাহাই তদনুসারে তৈয়ার করা যাইবেক অথবা অন্য যে সময় সেই নক্সাক্রমে বহী তৈয়ারকরণ উচিত জানা যায় সেই সময়েই করা যাইবেক কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এই আইন পাইলে পর যে জিলায় যে সনের চলন থাকে সেই জিলায় সেই সনের ১২০২ সাল সুরুহইতে পাঁচসনী বহী তৈয়ার করিবার কারণ তাহার মোতালক কাগজপত্র ও সংবাদ লইয়া পুস্তক রাখিতে থাকেন্ এবং এই আইন পাইলে পর যেং জিলার ভূম্যধিকারির অধিকারভূমি একের হস্তহইতে অন্যের হস্তগতা হয় তাহা সেইং জিলার একং পাঁচসনী বহীতে লিখেন্ ও সেই বহী তৈয়ার হইলে কিম্বা তৈয়ারের পূর্ব্বে যদি হয় তবে ১০ দশসনী বন্দোবস্তের পুথম সন ১১৯৭ সাল ইস্তক পাঁচসনী বহী তৈয়ার করেন্ এবং সেই পাঁচসনের দরমিয়ানী বহীতে ১২০১ সাল লাগাইৎ যেং ভূম্যধিকারির অধিকারভূমি একের হস্তহইতে অন্যের হস্তগতা হয় তাহা লিখেন্ ইতি ।

২৯ ধারা ।

ইস্তক ১২০৭ সাল ও তাহার পরের পাঁচংসনী বহী যেং বহীর দৃষ্টে লেখা যাইবেক তাহার কথা।

কর্ত্তব্য যে সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যে যে পাঁচসনী বহী ১২০৭ সালহইতে লেখা যাইবেক এবং তাহার পশ্চাতের যে পাঁচসনী বহী লেখা যায় তাহা সাবেক মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহীর দৃষ্টে এবং দরমিয়ানী পাঁচসনী বহীর মধ্যে যেং ভূম্যধিকারির অধিকারভূমি একের হস্তহইতে অন্যের হস্তগতা হইবার নিদর্শন থাকে তদনুসারে লেখা যায় কিন্তু সাবেক মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৪৮ অষ্টচত্বারিংশৎ আইন।

সনী বহীতে যেং ভূম্যধিকারির ভূমি এক জিলাহইতে খারিজ হইয়া অন্য জিলায় দাখিল হইয়া থাকে তাহা ছাড়িয়া অন্য জিলাহইতে খারিজ হইয়া যেং ভূম্যধিকারির ভূমি সে জিলায় দাখিল হইয়া থাকে তাহা ধরিয়া লেখা হয় ইহাতে দরমিয়ানী পাঁচসনী বহী লেখা তৈয়ার হইলে তাহা আইন্দা মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহী তৈয়ারের কারণ প্রস্তুত থাকিবেক ও সেই আইন্দা মোকররী মিয়াদী পাঁচসনী বহীতে কেবল সেই দরমিয়ানী পাঁচসনী বহীর নকল লেখা যাইবেক ইতি।

৫০ ধারা।

জানিবেক যে এইমতে মোকররী মিয়াদী পাঁচং সনী বহী তৈয়ার হইলে তাহাতে ও দরমিয়ানী পাঁচং সনী বহীতে যেং ভূম্যধিকারির ভূমি একের হস্তহইতে অন্যের হস্তগত হয় তাহা যেং নামে বহাল লেখা যায় তাহার মধ্যে কোন ভূম্যধিকারির অধিকারভূমি সমদয়ে কিম্বা তাহার অংশ কিস্মতে ব্যক্ত্যন্তরের স্বত্বাধিকারের দাওয়া থাকিলে তাহার নালিশ সেই দাওয়ার ভূমি যে জিলার মোতালক হয় সেই জিলার দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করিতে এই আইনের কোন স্থানে সেই দাওয়াদারের প্রতি নিষেধ নাই ইতি।

অধিকারভূমি একের নামে লেখা গেলেও সে ভূমির দাওয়াদারেরা তাহার উপর নালিশ করিতে পারিবার কথা।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৪৯ ঊনপঞ্চাশৎ আইন।

সীমাসরহদ্দের নিমিত্তে যুদ্ধবিগ্রহ না হইতে পারিবার বিষয়ের আইন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ২৮ জুন মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ১৭ আষাঢ় মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৪ আষাঢ় মোতাবেকে বিলায়তী ১২০০ সালের ১৭ আষাঢ় মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের ৪ আষাঢ় মোতাবেকে হিজরী ১২০৭ সালের ১৭ জীকাদে জারী করিলেন।

হেতুবাদ।

ভূম্যধিকারী ও ইজারদার ও মফঃসলী তালুকদার ও কট্‌কিনাদার ও প্রজালোকেরা বারং আপনারা কিম্বা আপনাবদিগের গোমাস্তাপ্রভৃতি লোকদিগের দ্বারা অন্য অন্যের সীমাসরহদ্দের বিরোধের ভূমিতে অথবা ভূমির শস্যে আপনং স্বত্ব নির্দ্দিষ্ট করিয়া সেই উপলক্ষে তাহা দখল ও তসরুফ করিবার কারণ যুদ্ধবিগ্রহ করিত ইহাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া বিস্তর লোকের শরীরে রক্তপাত এবং মধ্যেং উভয় দলের অনেক লোক হত্যা ও খুন হইত। যদি স্যাৎ এবিষয়ে আদালতে নালিশ করিলে তথাকার বিচারক্রমে যাহার যে স্বত্ত্বাধিকার তাহা তাহাকেই অর্শে তথাপি তাহা না করিয়া স্বকীয় বলে ও জবরদস্তীতে যে দখল ও তসরুফ করে এবং উত্ত্যক্ত ও বেদখল করায় এ নিতান্ত অন্যায় ও অনুচিত অতএব নীচের লিখনক্রমে হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

২ ধারা।

যদি ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার অথবা মফঃসলী তালুকদার কিম্বা কট্‌কিনাদার অথবা প্রজা কিম্বা অন্যং লোকদিগের কেহ একের ভোগদখলী কোন বিরোধের ভূমি অথবা ভূমির.শস্যের.প্রতি আপন দাওয়া রাখে তবে তাহা নিজ বলে ও জবরদস্তীতে দখল ও তসরুফ করিতে এবং দখলকরণে উদ্যত হইতে নিষেধ আছে অতএব উচিত যে তাহা না করিয়া সেই ভূমি যে‍জিলার মোতালক হয় সেই জিলার দেওয়ানী আদালতে তদর্থে নালিশ করে ইতি।

কেহ কোন ভূমি কিম্বা ভূমির শস্যের উপর দাওয়া রাখিলে আপন জোরে তাহা না লইয়া দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিবার কথা।

৩ ধারা।

যদি কেহ কাহারো ভোগদখলী কোন বিরোধের ভূমি কিম্বা ভূমির শস্যের দাওয়ায় স্বীয় বলে ও জবরদস্তীতে সেই ভূমি কিম্বা ভূমির শস্য দখল ও তসরুফ করে তবে

কেহ আপন ভূমি কিম্বা ভূমির শস্যহইতে

তাহাতে

বেদখল হইলে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিবার কথা।

জজসাহেব অব্যাজে ঐ নালিশ শুনিবার কথা।

ঐ রূপে বেদখলহওন জজসাহেবের নিকটে প্রমাণ হইলে বিনাবিচারে বেদখলীকে ভূমি কিম্বা ভূমির শস্যে দখল দেওয়াইবার কথা।

তাহাতে যে লোক বেদখল হয় সে লোক সেই জিলার দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নিকটে সেই বৃত্তান্ত দরপেশ অর্থাৎ নালিশ করিবেক। জজসাহেব তৎক্ষণেই সে নালিশ শুনিবেন। ইহাতে যদি সেই ফরিয়াদী এমত প্রমাণ করিতে পারে যে সেই ভূমি পূর্ব্বে তাহার দখলে ছিল তবে জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে সে ভূমি সেই আসামীর স্বত্বাধিকার ও হকের হউক কি না হউক আদৌ বিনাবিচারে সেই আসামীকে সেই ভূমিহইতে বেদখল করাইয়া ফরিয়াদীকে সে ভূমি কিম্বা ভূমির শস্যে দখল দেওয়ান্ তাহাতে যদি সেই শস্য নষ্ট ও তসরুফ হইয়া থাকে তবে তাহার মূল্য সেই আসামীর স্থানহইতে দেওয়াইয়া দেন্ এবং সে বিষয়ে ফরিয়াদীর তহখরচ ও ক্ষতি পূরণ যাহা দেওয়ান উচিত জানেন্ তাহাও সেই অপরাধি আসামীর স্থানহইতে দেওয়াইবার কারণ ডিক্রী করেন্ পশ্চাৎ যদি সেই অপরাধী সেই ভূম্যাদিতে আপন স্বত্ব ও হকের দাওয়া রাখে ও সে কারণে নালিশ করিতে চাহে তবে সেই আদালতে নালিশ করিতে পারিবেক ইতি।

৪ ধারা।

কেহ মারা পড়িলে কিম্বা ক্ষতাঙ্গ অথবা অতিরিক্ত নিগৃহীত হইলে দাওয়াদারের স্বত্ব লোপ হইবার কথা।

যদি কোন দাওয়াদার কিম্বা তাহার সমভিব্যাহারি অন্য লোক কোন বিরোধের ভূমি কিম্বা ভূমির শস্য নিজ বলে ও জবরদস্তীতে দখল করিতে অথবা দখলকরণে উদ্যত হইতে কোন লোক মারা পড়ে কিম্বা ক্ষতাঙ্গ ও জখমী অথবা অতিশয় নিগৃহীত হয় তবে দেওয়ানী আদালতের জজসাহেব প্রমাণপূর্ব্বকে সেই ভূমি ফরিয়াদীর দখলে পূর্ব্বে ছিল এমত জানিলে সেই অপরাধির প্রতি ৩ তৃতীয় ধারার মতাচরণ করিবেন এবং সেই বিরোধের ভূমি কিম্বা ভূমির শস্যহইতে সেই অপরাধির স্বত্বলোপ ও হক্ বাজেয়াপ্ত করিয়া তাহা সেই ফরিয়াদীকে দেওয়াইবেন। এবং এমতে বেদখল করণ প্রমাণ হউক কিম্বা না হউক তথাচ জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই অপরাধী ও তাহার সমভিব্যাহারি লোককে দায়ের ও সায়েরী আদালতের বিচারের নিমিত্তে কয়েদ রাখেন্ অথবা মোকদ্দমা বুঝিয়া তাহারদিগের স্থানে জামিন লন্ ইতি।

অপরাধী ও তাহার সমভিব্যাহারিরা দায়ের ও সায়েরী আদালতের বিচারার্থে বন্ধী হইবার কথা।

৫ ধারা।

দাওয়াদার অস্পষ্টে হুকুম দিলেও স্পষ্টতো হুকুম দিবার মতে অপরাধী হইবার কথা।

যদি কোন বিরোধের ভূমির দাওয়াদারের তরফ কোন গোমাস্তা কিম্বা চাকর অথবা এলাকাদার কিম্বা তাহার অন্য কার্য্যকারকদিগের কেহ জবরদস্তীতে সেই ভূমি কিম্বা ভূমির শস্য দখল ও তসরুফ করে কিম্বা তাহা করিতে উদ্যত হয় ও সে সময়ে তাহার প্রকৃত অর্থাৎ আসল দাওয়াদার তথায় উপস্থিত না থাকে তথাচ জজসাহেব সেই বিরোধের ভূমি কিম্বা ভূমির শস্য অথবা শস্যের মূল্য পূর্ব্বে সে ভূমি ফরিয়াদীর দখলে থাকিয়া তৎকালে বেদখলহওন প্রমাণ জানিলে তাহার ভোগদখলে রাখাইবেন এবং তাহাতে সেই উপস্থিত অর্থাৎ হাজির অত্যাচারী ও জবরদস্তেরা হত্যা কিম্বা ক্ষত ও জখমী অথবা অতিশয় নিগ্রহ করিয়া থাকিলে চতুর্থ ধারাক্রমে তাহারদিগের

দিগের প্রতি যে মতাচরণ কর্ত্তব্য তাহাই করিবেন এবং যদি প্রমাণ হয় যে সেই প্রকৃত দাওয়াদারের হুকুম কিম্বা জ্ঞাতসারে অথবা অনুমতি ও ইশারাক্রমে সেই সকল লোকে সেই বিরোধের ভূমি কিম্বা ভূমির শস্য দখল ও তসরুফ করিয়াছে অথবা তাহা করিতে উদ্যত হইয়াছিল তবে সেই ভূমিহইতে সেই প্রকৃত দাওয়াদারের স্বত্ব ও হক্ দূর হইয়া তাহা সেই ফরিয়াদীকে অর্শিবেক এবং সেই দাওয়াদার আপনি উপস্থিত থাকিয়া এমত করিলে যেরূপে ফৌজদারী এলাকায় বাধিত হইত এমতেও সেই রূপে ফৌজদারীর এলাকায় বাধিত হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

কেহ ভূমি দখল করিতে লাগিলে তাহা না করিতে দিবার জন্যে অথবা দখল করিলে বেদখল করাইবার নিমিত্তে ভূম্যধিকারিপ্রভৃতিকে অস্ত্রধারী হইতে নিষেধের কথা।

কাহারো জবরদস্তীক্রমে যে কেহ বিরোধের কোন ভূমি কিম্বা ভূমির শস্যহইতে বেদখল হইবেক সে লোক এই আইনের অনুসারে শীঘ্র আপন স্বত্ব ও হক্ বুঝিয়া পাইবেক অতএব সকল ভূম্যধিকারী ও ইজারদার ও মফঃসলী তালুকদার ও কট্‌কিনাদার ও প্রজাবর্গ এবং অন্য সমস্ত লোককে নিষেধ আছে যে বিরোধের ভূমি কিম্বা ভূমির শস্য ভোগদখল করিতে ও তাহার রক্ষণার্থে অস্ত্রধারী না হয় এবং পাইক অথবা অন্য অস্ত্রধারী লোককে চাকর না রাখে। ইহাতে যদি কোন বিরোধের ভূম্যাদির দাওয়াদার তরওয়ার কিম্বা লাঠী অথবা অস্ত্রান্তর ধরে কিম্বা সবিরোধ ভূমি অথবা ভূমির শস্য ভোগদখল করিবার কারণ ঐ রূপ অস্ত্রধারি লোককে হুকুম দেয় কিম্বা অনুমতি ও ইশারা করে ও এপ্রকারে সেই দাওয়াদার কিম্বা তাহার পক্ষের অস্ত্রধারি লোকে সে ভূমি অথবা ভূমির শস্য ভোগদখল করিতে কিম্বা তাহা করণে উদ্যত হইলে তাহাতে প্রতিবাদী ও মুজাহিম হইবার জন্যে সেই বিরোধের ভূমি যাহার হস্ত বশ ও দখলে রহে সেই ব্যক্তি কিম্বা অন্য যে কেহ সে ভূম্যাদির দাওয়াদার হয় তাহারা ঐ রূপে অস্ত্র ধরে অথবা অস্ত্রধারি লোককে হুকুম দেয় কিম্বা অনুমতি ও ইশারা করে অথবা অস্ত্রধারি লোকদিগকে জমা করে ও ইহাতে উভয় দলের কেহ হত্যা কিম্বা ক্ষতাঙ্গ ও জখমী অথবা অতিরিক্ত নিগৃহীত হয় তবে সেই সবিরোধ ভূমি কিম্বা ভূমির শস্য সরকারে বাজেয়াপ্ত ও দাখিল হইবেক এবং সে ভূমির বিষয়ে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে যাহা ভাল বুঝেন্ তাহাই করিবেন্ এবং সেই ভূমি কিম্বা ভূমির শস্যের উভয় আসল দাওয়াদার ও উভয় পক্ষের যাহারা যুদ্ধ করিতে উপস্থিত ছিল ও অন্য যেং লোক তাহারদিগের সহকার থাকে তাহারা সকলেই ফৌজদারী আদালতের বিচারার্থে কয়েদ রহিবেক অথবা বিষয় বুঝিয়া জামিন দিবেক ইতি।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৫০ পঞ্চাশৎ আইন।

যে সকল স্ত্রীলোককে তাহারদিগের অধিকারভূমির সরবরাহ দিবার উপযুক্তা জানা যায়. তাহারদিগকে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১০ দশম আইনের মতের বাহিরে রাখ নের ক্ষমতা কোর্ট ওয়ার্ডের সাহেবদিগেরে অর্পণের এবং সেই আইনের অন্য কোনং হুকুমের পরিবর্ত্তে পরিষ্কার ও দুরস্ত করিবার বিষয়ে এ আইন শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৬ দিসেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২৩ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে ফসলী ১২০১ সালের ১৯ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০১ সালের ২৩ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের ১৯ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে হিজরী ১২০৮ সালের ২ জমাদিঅল আউওলে জারী করিলেন।

হেতুবাদ।

অনুপযুক্ত ভূম্যধিকারিদিগের অধিকারভূমি অল্পং এভাবতা খুরদিয়া তালুক হইলে তাহার সরবরাহকারণ ভিন্নং সরবাহকার নিযুক্ত করিলে তাহার খরচা পোষায় না এবং কোন অনুপযুক্ত ভূম্যধিকারির ভূমি অনেক জিলার মোতালকে থাকিলে সে সকল ভূমির হিসাব পৃথকং রাখিতে বিস্তর ব্যামোহ হয় এবং সেই ভূম্যধিকারির এক জিলার মোতালক ভূমির অস্থিতের সরবরাহ যদি অন্য জিলার ভূমির উপস্বত্ব লাভে কুলাইয়া দিবার আবশ্যক হয় তবে তাহা দিতে এবং সেই ভূম্যধিকারির নিজ খরচা মাথোট করিয়া সকল জিলার মোতালক ভূমিতে বিছাইতে চাহিলেও তাহা হইতে পারে না এবং সেই সকল ভূমির উপস্বত্বলাভে সে ভূমির পত্তন আবাদ সুন্দররূপে কিম্বা সেই উপস্বত্ব লাভে অন্য ভূমি অথবা সরকারী কাগজ অর্থাৎ সার্টিফিকট খরীদ করিবার ইচ্ছা হইলেও তাহা খরীদের সঙ্গতি হয় না এই ক্ষণে জানা গেল যে অনেক স্ত্রীলোক জমীদারী ব্যাপারে নিপুণা হইয়াছে ও স্বভাবতঃ সে কার্য্যেও পারগা আছে অতএব সরকারের বাসনা যে যেং স্ত্রীলোক আপনং ভূমির সরবরাহ দিবার উপযুক্তা হয় তাহারা আপনং ভূমির সরবরাহ দেয় আর অল্পং ভূমির অনুপযুক্ত অধিকারিদিগের অনেকের ভূমি একশামিল হইলেও তাহার সরবরাহ এক জনে দেয় যে তাঁহাতে সেই সকল ভূম্যধিকারির লাভ দর্শে এতদর্থে উপরের লিখিত ঐ সকল পৃথকং মর্ম্মের সকলনার্থে শ্রীযুত গবর্নরজেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে নীচের লিখিনানুসারে হুকুম নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।

২ ধারা।

যে অধিকারের সরবরাহকারী খরচার সরব

যে সময়ে কোর্ট ওয়ার্ডের সাহেবেরা জানেন যে কোন অনুপযুক্ত ভূম্যধিকারির ভূমির

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৫০ পঞ্চাশৎ আইন।

রাহ আলাহিদা না হই তে পারে তাহাতে কোর্ট ওয়ার্ডের সাহেবদিগের কর্ত্তব্যের কথা।

ভূমির সরবরাহকারণ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের ২১ একবিংশতি ধারাক্রমে ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১০ দশম আইনের অনুসারে পৃথক সরবরাহকার নিযুক্ত করিলে সে ভূমি অল্পের নিমিত্তে তাহার খরচা সে ভূমির উৎপন্ন হইতে পোষায় না সে সময়ে কোর্ট ওয়ার্ডের সাহেবেরা সেই ভূমির সদর মালগুজারী ও সেই ভূম্যধিকারির ভরণপোষণের বিষয়ে যাহা বিহিত জানেন্ তাহাই করিবেন ইতি।

৩ ধারা।

যে স্ত্রীলোক নিজাধিকারের কার্য্যকরণের যোগ্যা হয় তাহার ভূমি তাহার হস্তবশে কোর্ট ওয়ার্ডের সাহেবেরা রাখিবার কথা।

যদি কোর্ট ওয়ার্ডের সাহেবেরা জানেন্ যে কোন ভূমির কর্ত্রী স্ত্রীলোক আপন বুদ্ধি ও বিবেচনাক্রমে নিজাধিকারভূমির সরবরাহ আইন ও দাঁড়াক্রমে করিতে পারে তবে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সে অধিকার সেই স্ত্রীলোকের হস্তবশ রাখেন্ এবং ঐ সাহেবেরা যে সময়ে এই ধারানুসারে কার্য্য করেন্ সে সময়ে সেই স্ত্রীলোক যে রূপে আপনভূমির সরবরাহ করিবার উপযুক্তা হয় তাহার বেওরা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে লিখেন্ ইতি।

৪ ধারা।

যে স্ত্রীলোক নিজাধিকারের কর্ত্রী হয় সে তাহুৎওায়রহে উপযুক্ত অধিকারির মত দস্তখৎ করিবার কথা।

উপরের ধারাক্রমে যে স্ত্রীলোক অনুপযুক্ত অধিকারির বিষয়ের আইনের বাহির হয় সে স্ত্রীলোক আপন ভূমির সরবরাহের বিষয়ে উপযুক্ত ভূম্যধিকারিদিগের মতে তাহুৎওায়রহ্ কাগজপত্রে দস্তখৎ করিবেক ইতি।

৫ ধারা।

দুই তিন জিলার মোতালকে একের অধিকার ভূমি থাকিলে তাহার সরবরাহকার সকল মহালের মাসকাবারী হিসাব এক জিলার কালেক্টরসাহেবের স্থানে দিবার কথা।

যদি কোন অনুপযুক্ত ভূম্যধিকারির ভূমি ভিন্নং জিলার মোতালকে থাকে তবে কোর্ট ওয়ার্ডের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সেই ভূম্যধিকারির ভূমির কুল্লাতের সরবরাহকারকে হুকুম দেন্ যে যে জিলার মোতালকে সেই ভূম্যধিকারির সকল ভূমির মধ্যে ভারী মহাল থাকে সেই জিলার কালেক্টরসাহেবের নিকটে সেই ভূম্যধিকারির সমস্ত ভূমির সরবরাহকারী হিসাব সনং প্রতি মাসকাবারে দাখিল করে ও জানিবেক যে এ মতে সেই ভূম্যধিকারির ভূমির হিসাব পৃথকং অন্যং জিলার কালেক্টরসাহেবদিগের নিকটে দিবার আবশ্যক ও দরকার হইবেক না ইতি।

৬ ধারা।

দুই কিম্বা অধিক জন ভূম্যধিকারির ভূমির সরবরাহকারণ এক জন সরবরাহকার নিযুক্তকরণ কোর্ট ওয়ার্ডের সাহেবদিগের কর্ত্তব্যের কথা।

যদি কোন দুই কিম্বা অধিক জন অনুপযুক্ত ভূম্যধিকারির অধিকার অল্পং ভূমি নিকটেং এক গির্দে থাকে ও সেই সকল অল্পং ভূমির সরবরাহ এক জন সরবরাহকারের মারফতে হইতে পারে তবে কোর্ট ওয়ার্ডের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সেই সকল অল্প ভূমির যত ভূমির সরবরাহ এক জন সরবরাহকারের মারফতে করাণ বিহিত জানেন্ তাহা করান্ ইতি।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৫১ একপঞ্চাশৎ আইন।

বিনাপাট্টায় যে সকল লোক মদিরা কিম্বা অন্যং মাদক সামগ্রী জন্মায় অথবা বিক্রয় করে সে সকল লোক ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৪ আইনের মতে দণ্ড দিতে অশক্ত হইলে তাহারদিগের যে শাস্তি হইবেক তাহার এবং ঐ অপরাধকরণপ্রযুক্ত তাহারদিগের যে দণ্ড উচিত হইবেক তাহার নিশ্চয়াবধারণার্থে এ আইন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ২৭ দিসেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ১৫ পৌষ মওয়াফেকে ফসলী ১২০১ সালের ১০ পৌষ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০১ সালের ১৫ পৌষ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের ১০ পৌষ মোতাবেকে হিজরী ১২০৮ সালের ২৩ জমাদীঅল্ আউওলে জারী করিলেন।

বিনাপাট্টায় যে সকল লোক মদিরা কিম্বা অন্যং মাদক সামগ্রী অর্থাৎ শরাব কিম্বা অন্যং কয়েফী জিনিস জন্মায় অথবা বিক্রয় করে তাহারদিগের যে দণ্ড ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৪ আইনের মতে হইবার হুকুম আছে তাহাতে জানা গেল যে এমতে অপরাধীহওয়া লোকদিগের প্রতি সেই দণ্ড অতিরিক্ত ও অসম্ভব নিরূপণ হইয়াছে ও তদনুসারে যে সকল অপরাধি লোক তাহারদিগের প্রতি অতিরিক্ত দণ্ড নির্ণয় হইবাতে তাহা সমুদয় অথবা তাহার মধ্যের কিছু দিতে পারে নাই তাহারাও অনেক দিনাবধি কয়েদ থাকিয়া আপনারদিগের অপরাধের যথাযোগ্য শাস্তি অপেক্ষা অতি শুরু শাস্তি পাইয়াছে অতএব নীচের লিখনানুসারে হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

যে সকল লোক বিনাপাট্টায় মদিরাআদি মাদক সামগ্রী জন্মায় ও বিক্রয় করে তাহারদিগের স্থানে উত্তরকালে যে দণ্ড লওয়া যাইবেক তাহার কথা।

বিনাপাট্টায় যে সকল লোক মদিরা কিম্বা অন্যং মাদক সামগ্রী জন্মায় অথবা বিক্রয় করে তাহারদিগের এই দণ্ড হইবার হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৪ আইনের ২০ বিংশতি ধারায় লেখা যায় যে কেহ হুকুমের অন্যথা মদিরা কিম্বা অন্যং মাদক সামগ্রী জন্মাইলে অথবা বিক্রয় করিলে যে স্থানে এমত করে তাহার সন্নিকটের মদিরাআদি মাদক সামগ্রীর একং ভাটী ও একং দোকানের সালিয়ানা টাক্স অর্থাৎ হাসিল মাসুলের যে নিরিখ নির্দ্ধারিত থাকে সেই নিরিখে সেই অপরাধি লোকের স্থানে তাহার যে ভাটী ও দোকান থাকে তাহার সালিয়ানা টাক্সের তিনগুণ ধরিয়া দণ্ড লওয়া যাইবেক। এইক্ষণে সে হুকুম রদ করিয়া এই নির্দ্দিষ্ট করা গেল যে কেহ বিনাপাট্টায় মদিরা কিম্বা অন্যং মাদক সামগ্রী জন্মানের অথবা বিক্রয়করণের অপ

রাধী

রাধী হইলে যে স্থানে এমত করে তাহার সন্নিকটের মদিরাআদি মাদক সামগ্রীর একং ভাটী ও একং দোকানের দিনপ্রতি টাক্কের যে নিরিখ নির্দ্ধারিত থাকে সেই নিরিখে সেই অপরাধি লোকের স্থানে তাহার যে ভাটী ও দোকান থাকে তাহার দিন প্রতি টাক্কের তিনগুণ ধরিয়া দণ্ড লওয়া যাইবেক। ইহাতে যদি কেহ ভাটী করিয়া মদিরা না জন্মায় তবে অন্য যে মতে জন্মায় তাহা জানা গেলে সেমতে যে দিন যত জন্মায় সেই দিনের জন্মান তত মদিরার মূল্যের তিনগুণ ধরিয়া তাহার স্থানে দণ্ড লইতে হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

কেহ অপরাধের দণ্ড না দিলে তাহার যে শাস্তি হইবেক তাহার কথা।

যদি কেহ উপরের ধারার লিখনানুসারে অপরাধী হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে সেই দণ্ড না দেয় তবে দেওয়ানী আদালতের জজসাহেব তাহাকে কারাগারে কয়েদ করিয়া যে মতে আপনারদিগের ডিক্রীর মতাচরণ লোকদিগের ধনসম্পত্তির দ্বারা করান সেই২ মতে সেই দণ্ডও সেই অপরাধির ধনসম্পত্তিহইতে লইবেন তাহাতে যদি সেই অপরাধির ধনসম্পত্তিহইতে সেই দণ্ড আদায় না হয় তবে সেই জজসাহেব তাহাকে ফৌজদারীর জেহেলখানায় পাঠাইয়া এক মাসপর্য্যন্ত খাটাইয়া খালাসী দিবেন ইতি।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,
H. P. FORSTER.

IMPERIAL LIBRARY.